নজীর ও টীকা সহ

ফৌজদারী মোকদ্দমার প্রণালী বিষয়ক আইন

অর্থাৎ

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

ত হইয়াছে ১৮৮৪।৩ আইন, ১৮৮৬।১০ আইন ও
৫, ১৮৯১।১, ১৮৯১।৪, ১৮৯১।১০, ১৮৯১।১২
আইনের দ্বারা।

নজীর ও টীকাকার
ভূতপূর্ব্ব পুলিস ইন্স্পেক্টর
শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট হইতে
[illegible]
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা;
১৭৩ নং মস্জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

ইং ১৮৯৪।

Reserved] [মূল্য ৪৲ চারি টাকা

মুখবন্ধ।

আধুনিক ভারতবর্ষীয় সমস্ত মূল আইন ইংরাজি ভাষায় রচিত হয়, পরে বঙ্গাদি ভাষায় অনুবাদিত হয়; কিন্তু যেরূপ প্রাকৃতিক এবং চিত্রিত কোন বস্তুর সম্পূর্ণ সার্ব্বাঙ্গিক সৌসাদৃশ্য অসম্ভব, মূল এবং অনুবাদেও তদ্রূপ, মূলের সে ভাব, সে তেজ, সে লালিত্য অনুবাদে থাকে না। বিশেষতঃ আইন অনুবাদের বাঙ্গালা এক অপূর্ব্ব ভাষা—না সংস্কৃত, না সাধুভাষা, না প্রাকৃত, না উর্দ্দু, না হিন্দী, এ এক অপূর্ব্ব খেচরান্ন। রোগী যেন নিম্ব খায় মুদিয়া নয়ন, ইংরাজী অনভিজ্ঞ উকীল, মোক্তার, বিশেষতঃ ওকালতি মোক্তারি পরীক্ষার্থী মহাশয়গণের পক্ষে ইহাও তদ্রূপ। এই সকল দোষ পরিহার এই পুস্তক সংস্করণের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ বা অনুলিপি নহে, সুবিখ্যাত দীওয়ান শ্রীযুক্ত এচ, টি প্রিন্সেপ প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রণীত প্রসিদ্ধ ফৌজদারী কার্য্যবিধি, বেঙ্গল পোলীস ম্যান্যুয়াল এবং কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের এবং পঞ্জাব চিফ কোর্টের নজির প্রভৃতি অবলম্বনে প্রণীত। ইহাতে ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন বিষয়ক অদ্যাবধি যত নূতন নূতন আইন হইয়াছে, তাহা সমস্তই অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের ৩, ১৮৮৬ সালের ১০, ১৮৮৭ সালের ৫ ও ১৮৯১ সালের ৩ ৪ ১০ ১২ আইন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী নড়াইলের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে ও ব্যয়ে এবং মহাপ্রাজ্ঞ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত শিরোমণি এম, এ, ডি, এল হাইকোর্টের উকীল এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষক মহোদয়ের উৎসাহে প্রণীত।

৬৩ নং রামধন মিত্রের লেন,
কলিকাতা, ১৯শে পৌষ, সন ১৩০০

শ্রীনীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাঙ্কেতিক চিহ্নাবলী।

৬ উ রি ৬—৬ষ্ঠ খণ্ড, সদরল্যাণ্ড সাহেবের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ৬ পৃষ্ঠা।

বে ল রি—বেঙ্গলি ল রিপোর্ট

ক ল রি—কলিকাতা ল রিপোর্ট।

ই ল রি ক—ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট কলিকাতা।

ই ল রি মা— ঐ মান্দ্রাজ।

ই ল রি ব— ঐ বোম্বাই।

ই ল রি এ— ঐ এলাহাবাদ।

প রেক্—পঞ্জাব রেকর্ডস্

ফু—ফুলবেঞ্চ।

এপ্—এপেনডিকস্।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়

ধারা।		পৃষ্ঠা
১। সংক্ষেপ নামের কথা	..	১
আরম্ভের কথা	...	ঐ
যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা	..	ঐ
২। যে যে বিধান রহিত হইল তাহার কথা	.	২
রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা	.	ঐ
৩। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ও অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা	..	ঐ
পূর্ব্ব আইনে উল্লেখ হইবার কথা	...	ঐ
৪। অর্থকরণের কথা	.	ঐ
যে যে কথায় কৃতকার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা	..	৬
ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থ থাকিবার কথা	...	ঐ
৫। দণ্ডবিধিমতে অপরাধের বিচারের কথা এবং অন্য আইন মতে অপরাধের বিচারের কথা	..	ঐ

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধারা		পৃষ্ঠা।
ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয় সংস্থাপনের বিধি।		
ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।		
৬। ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা	...	৬
খ।—দৈশিক বিভাগের বিধি।		
৭। সেশন খণ্ডের কথা	...	ঐ
জিলার কথা		৭
খণ্ড ও জিলার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার কথা	..	ঐ
যাবৎ পরিবর্তন না হয় বর্তমান সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা	...	ঐ
রাজধানী জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা	...	ঐ
৮। জিলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা	...	ঐ
এইক্ষণকার উপবিভাগ থাকিবার কথা		ঐ
গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।		
৯। সেশন আদালতের কথা	...	ঐ
১০। জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা	...	ঐ

ধারা পৃষ্ঠা

১১ জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদশূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা ... ৭
১২। অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটের কথা এবং তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা ... ৮
১৩ মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিবার ক্ষমতার কথা ঐ
জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা . ঐ
১৪ বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা . ঐ
১৫ মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা .. ঐ
বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতা মতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা .. ৯
১৬। বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি চলাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা ঐ
১৭ মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা . ঐ
মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা ... ঐ
আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের সেশন জজের অধীন থাকিবার কথা . ঐ

খ। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি

১৮। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা ... ১০
১৯ তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা ... ঐ
২০ বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা . ঐ
২১ প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা .. ঐ

গ।—শান্তিরক্ষার্থে জষ্টিসদিগের বিষয়ে বিধি।

২২ মফঃস্বলের শান্তিরক্ষার্থে জষ্টিসের কথা .. ১১
২৩ প্রেসিডেন্সী নগরের শান্তিরক্ষার্থে জষ্টিসের কথা ... ১১
২৪ বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থে জষ্টিসদের কথা . ঐ
২৫ পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থে জষ্টিসদের কথা ... ঐ

ঙ।—স্থগিত ও অবসৃত করিবার বিধি

২৬ জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা .. ঐ
২৭ শান্তিরক্ষার্থে জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা ... ঐ

তৃতীয় অধ্যায়

আদালতের ক্ষমতাবিষয়ক বিধি।

(ক)—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা ... ১২
২৮ দণ্ডবিধি মত অপরাধের কথা ... ঐ
২৯ অন্য আইন মত অপরাধের কথা ... ঐ
৩০ প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা ... ঐ
খ নানা শ্রেণীর আদালত যে যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেন তদ্বিষয়ক বিধি
৩১ হাইকোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা ... ঐ
৩২ মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা ... ১৩
৩৩ অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ঐ
কোন কোন স্থল সম্বন্ধে উপবিধি ... ঐ
৩৪ কোন কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা . ১৪

ধারা পৃষ্ঠা

৩৫ একই বিচারে অনেক অপরাধের সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা ১৪
৩৫ক অতিরিক্ত কালের দণ্ড হইলে তাহার কথা ঐ

গ —নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি

৩৬ ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা .. ১৫
৩৭ । ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা .. ঐ
৩৮ জিলার ম্যাজিস্ট্রেট যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার নিয়মের কথা ঐ

ঘ —ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি

৩৯ ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা .. ঐ
৪০ কর্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাহাদের ক্ষমতা বজায় থাকিবার কথা ঐ
৪১ ক্ষমতা রহিত করিতে পারিবার কথা ১৬

তৃতীয় খণ্ড ।

সাধারণ বিধান ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে ও পোলিসকে ও ধৃতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি

৪২ কোন কোন স্থলে সকল লোকের ম্যাজিস্ট্রেটের ও পোলিসের সাহায্য করিতে হইবার কথা .. ঐ
৪৩ পোলিস কর্মচারী ভিন্ন ওয়ারেন্ট জারিকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা ... ১৭
৪৪ কোন কোন অপরাধের সংবাদ সকল লোকের দিতে হইবার কথা ১৭
৪৫ গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন কোন বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা ঐ

পঞ্চম অধ্যায় ।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি

ক —সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি ।

৪৬ যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা ... ১৯
ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা ঐ
৪৭ যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা .. ঐ
৪৮ প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্য প্রণালীর কথা .. ঐ
অন্তঃপুরের দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা . ২০
৪৯ মুক্তির উদ্দেশে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা . ঐ
৫০ অনাবশ্যক মতে বদ্ধ না করিবার কথা ... ঐ
৫১ ধৃত ব্যক্তির গাত্রতল্লাসের কথা .. ঐ
৫২ যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গাত্রতল্লাসী করিতে হইবে তাহার কথা ... ২১
৫৩ সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা ... ঐ

খ —ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি ।

৫৪ যেস্থলে পোলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা ঐ
৫৫ ভ্রমণকারী ব্যক্তি ও রীতিমত দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার কথা .. ২২

ধারা		পৃষ্ঠ
৫৬	পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা ...	২৪
৫৭	নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা ..	ঐ
৫৮	অপরাধীকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা	ঐ
৫৯	সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা	ঐ
	ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা ..	ঐ
৬০।	ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা ...	২৫
৬১	ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা	ঐ
৬২	ধৃত করণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা	ঐ
৬৩	ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা ...	ঐ
৬৪	মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা ...	ঐ
৬৫	মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা ..	২৬
৬৬।	পলাইলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা ..	ঐ
৬৭	৬৬ ধারামত ধৃত করণের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা	ঐ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক —সমনের বিধি

ধারা		পৃষ্ঠ
৬৮	সমনের পাঠের কথা ...	ঐ
	সমন যে জারী করিবে তাহার কথা	ঐ
৬৯	সমন কিরূপে জারী করা যাইবে, তাহার কথা	২৭
	সমনের রসিদে স্বাক্ষর করিবার কথা	ঐ
৭০	সমন যাহার নামে দেওয়া যায় তাহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা ..	২৭
৭১	সন্ধান না পাওয়া গেলে কার্য্য-প্রণালীর কথা ...	ঐ
৭২	গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানীর কার্য্যকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা	ঐ
৭৩	স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা ...	ঐ
৭৪।	তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা ...	ঐ

খ ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট বিষয়ক বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠ
৭৫	ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট লিখিবার পাঠের কথা ..	২৮
	ওয়ারেণ্ট প্রবল থাকিবার কথা ..	ঐ
৭৬।	আদালত যেস্থলে হাজির জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা ...	ঐ
	নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা ...	ঐ
৭৭	যাহাদের নামে ওয়ারেণ্ট দিতে হইবে তাহার কথা ..	ঐ
	অনেক লোককে ওয়ারেণ্ট দিবার কথা	ঐ
৭৮	ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিবার কথা	ঐ
৭৯	পোলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তাহার কথা	২৯
৮০	ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা .	ঐ
৮১	ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা .	ঐ

ধারা পৃষ্ঠা

৮২। ওয়ারেণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা .. ২৯
৮৩। বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারেণ্ট পাঠাইবার কথা ঐ
৮৪। এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পোলিসের কর্ম্মকারককে ওয়ারেণ্ট দিবার কথা .. ঐ
৮৫। যাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা .. ৩০
৮৬। ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাহার কর্ত্তব্যের কথা . ঐ

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

৮৭। পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা ... ঐ
৮৮। পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা ... ৩১
৮৯। ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা .. ৩২

ঘ।—পরওয়ানাসংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

৯০ সমনের পরিবর্ত্তে কি অতিরিক্ত ওয়ারেণ্ট দিবার কথা . ঐ
৯১। উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা ৩৩
৯২ উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে ধৃত করণের কথা ঐ
৯৩। এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা ঐ

ধারা পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

দলীল পত্র ও অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদের সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

৯৪ দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা। ৩৩
৯৫। পত্র ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৩৪

খ।—তল্লাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

৯৬ তল্লাশী পরওয়ানা যেস্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা ঐ
৯৭ পরওয়ানার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা . ঐ
৯৮ যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা ৩৫
৯৯ এলাকার বাহিরে তল্লাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা .. ঐ

গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

১০০। অন্যায়মতে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তল্লাশ করিবার কথা . ৩৬

ঘ।—তল্লাশসংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

১০১ তল্লাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা ঐ
১০২। বদ্ধস্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহার তল্লাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা ... ঐ
১০৩ সাক্ষিদের সম্মুখে তল্লাশ করিতে হইবার কথা ... ঐ
যে স্থানের তল্লাশ হয় সেই স্থানবাসীর উপস্থিত হইতে পারিবার কথা .. ৩৭

ধারা পৃষ্ঠা

ঙ —বিবিধ বিধি

১০৪ দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা ... ৩৭
১০৫ মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা ঐ

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি

অষ্টম অধ্যায়

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক কথা

ক —অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

১০৬ অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা .. ঐ

খ —অন্য স্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি .. ৩৮

১০৭। অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা .. ঐ
১০৮। ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালীর কথা ৩৯
১০৯। ভ্রমণকারি ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা .. ঐ
১১০ পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা ৪০
১১১। ইউরোপীয় বেটুয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা ... ঐ
১১২ যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা .. ঐ
১১৩। যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৪১
১১৪। তজ্জন্যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার কথা ... ৪১
১১৫। ১১২ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারেণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা ... ঐ
১১৬ স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা ... ঐ
১১৭ সংবাদের সত্যতা অনুসন্ধানের কথা ... ঐ
১১৮ জামিন দিবার আজ্ঞার কথা ৪২
১১৯ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা .. ঐ

গ। জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

১২০ যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা ... ঐ
১২১ নিবন্ধপত্রে যাহা যাহা থাকিবে তাহার কথা ... ৪৩
১২২ জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা ঐ
১২৩। জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা ঐ
কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা ... ঐ
যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা ... ঐ
১২৪। জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা ... ঐ
১২৫ শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা .. ৪৪
১২৬ জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা ঐ

ধারা পৃষ্ঠা

নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি

১২৭ মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতা ভঙ্গ হইবার কথা . ৪৪
১২৮ জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বল প্রয়োগের কথা ৪৫
১২৯। সৈন্যদল ব্যবহারের কথা ... ঐ
১৩০ জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ঐ
১৩১ জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সনদপ্রাপ্ত সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ... ঐ
১৩২ এই ধারাগণমতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা . ৪৬

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি

১৩৩ অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা ... ঐ
১৩৪। আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা ... ৪৮
১৩৫। যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কিম্বা কারণ দর্শাইবার কিম্বা পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা .. ঐ
১৩৬ তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা .. ৪৯
১৩৭। কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ঐ
১৩৮। পঞ্চায়েতের দাওয়া করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ঐ
১৩৯। পঞ্চায়েৎ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা . ৫০
১৪০ আজ্ঞা প্রতিপালিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ঐ
আজ্ঞা অমান্য করা গেলে দণ্ডের কথা ঐ
১৪১। পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা .. ৫১
১৪২ অনুসন্ধান বাকী চলনকালে আজ্ঞার কথা ... ঐ
১৪৩ সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য পুনর্ব্বার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা . ঐ

একাদশ অধ্যায়

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

১৪৪ অনিষ্টজনক বিষয় ঘটিত আবশ্যক স্থলে একেবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ৫২

দ্বাদশ অধ্যায়

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি

১৪৫। ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ৫৩
দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা ... ঐ
যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার কথা . ঐ
১৪৬। বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা ... ৫৬
১৪৭। জলাদির ভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবাদের কথা . ৫৭

ধারা পৃষ্ঠা

১৪৮ স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা... ৫৮

খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা ঐ

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

১৪৯। ধর্ত্তব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা .. ঐ

১৫০ ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে তাহার কথা .. ৫৯

১৫১। ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা ... ঐ

১৫২ রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা .. ঐ

১৫৩। বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা ঐ

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৫৪ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা ৬০

১৫৫ অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা ৬২

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার কথা .. ঐ

১৫৬। ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা ... ঐ

১৫৭ ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ঐ

(ক) স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার স্থলের কথা ৬৩

(খ) পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা .. ৬৩

১৫৮ ১৫৭ ধারামতে রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে হইবে তাহার কথা . ঐ

১৫৯। তদন্ত বা প্রথম স্থানীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা ... ঐ

১৬০। সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকের ক্ষমতার কথা . ঐ

১৬১ পোলীসের দ্বারা সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা . ৬৪

১৬২ পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না ... ঐ

১৬৩ প্রবৃত্তি না দিবার কথা ... ৬৫

১৬৪ উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা ... ঐ

১৬৫। পোলীস কর্ম্মকারকের দ্বারা তলাশের কথা ... ৬৬

১৬৬ যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা ... ৬৭

১৬৭ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ঐ

১৬৮। অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা ৬৮

১৬৯ প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা ঐ

১৭০। উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা ঐ

১৭১ বাদীর কি সাক্ষীদের পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা .. . ৬৯

ধারা — পৃষ্ঠা

বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা ... ৬৯
বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় সোপরত হইবার কথা ... ঐ
১৭২ অনুসন্ধান কার্য্যের রোজনামচার কথা .. ঐ
১৭৩ পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা ... ঐ
১৭৪। অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা ... ৭০
১৭৫। ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা .. ৭২
১৭৬ মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা ঐ
প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা ঐ

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিকারের বিধি

ক —তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

১৭৭ সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা ৭৩
১৭৮। ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা ... ঐ
১৭৯। যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা ৭৩
১৮০। অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা ৭৪
১৮১ ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা . ৭৫
অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা ... ঐ
চুরি করণের কথা ... ঐ
১৮২ তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা ... ঐ
অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে ... ঐ
কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে কিম্বা অপরাধ নিরত করা গেলে... ঐ
কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে ... ঐ
১৮৩ যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা .. ঐ
১৮৪ রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা ... ৭৬
১৮৫। কোন জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে হাইকোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা .. ঐ
১৮৬ বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা ... ঐ
ধরিলে পর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ঐ
১৮৭। অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা . ৭৭

ধারা। পৃষ্ঠা

১৮৮ ব্রিটিষ প্রজারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের দায়ের কথা ... ৭৭
অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেণ্টের সর্টিফিকেট দিবার কথা ঐ
১৮৯। সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা ... ৭৮
১৯০ পলিটিকাল এজেণ্ট শব্দের অর্থ ঐ

খ —কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়ম বিষয়ক বিধি।

১৯১ মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা . ঐ
১৯২ মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা ... ৭৯
১৯৩ সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা ... ঐ
আডিশনল ও জাইণ্ট সেশন জজ দ্বারা ও ৮০
আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা ... ঐ
১৯৪ হাইকোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা ... ঐ
১৯৫। রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইন সিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ হেতুক অভিযোগের কথা ঐ
সাধারণের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কোন অপরাধহেতু অভিযোগের কথা . ঐ
দলীল প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা ... ঐ
যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা ... ঐ

১৯৬। রাজবিদ্রোহ অপরাধের অভিযোগের কথা ৮১
১৯৭ বিচারকর্তাদের ও রাজকার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা ঐ
অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা . ৮৩
১৯৮ চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা .. ঐ
১৯৯ পরদার সংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লওন বিষয়ক অভিযোগের কথা ৮৪

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

২০০ বাদির পরীক্ষা লইবার কথা ঐ
২০১ মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ৮৫
২০২ পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা ... ঐ
২০৩ নালিশ ডিসমিস করিবার কথা ঐ

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

২০৪ পরওয়ানা দিবার কথা .. ঐ
২০৫। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা ... ৮৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্তবিষয়ক বিধি।

২০৬। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা .. ঐ

ধারা	পৃষ্ঠা
২০৭। সমর্পণার্থে প্রথমে অনুসন্ধানের কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	৮৮
২০৮। উপস্থিত সাক্ষ্যগ্রহণের কথা .	ঐ
আরও সাক্ষী উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা ..	ঐ
২০৯ যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহার কথা	৮৯
২১০ কখন অভিযোগ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা ...	ঐ
অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা ..	৯০
২১১। বিচারকালে প্রতিবাদির পক্ষে সাক্ষিদের নামনির্দ্দেশের কথা ...	ঐ
অন্য নামনির্দ্দেশের কথা ...	ঐ
২১২ মাজিষ্ট্রেটের অন্য সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা ...	ঐ
২১৩। বিচারার্থ সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা ..	ঐ
২১৪ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়	৯১
২১৫ ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ আজ্ঞা রদ করিবার কথা	ঐ
২১৬। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে সমন দিবার কথা ..	৯২
অনাবশ্যক সাক্ষির খরচা আমানত না হইলে তাহাদিগকে সমন দিতে অস্বীকার করিবার কথা .	ঐ
২১৭ বাদিদের ও সাক্ষিদের নিবন্ধপত্রের কথা ...	ঐ
উপস্থিত হইতে কি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা	৯৩
২১৮। মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা ...	ঐ
অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা	৯৩
সরকারী আইনবাদি ও হাইকোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা ...	ঐ
২১৯ অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা ..	ঐ
২২০ বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা ...	ঐ

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

ধারা	পৃষ্ঠা
২২১ অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দিষ্ট করিবার কথা ...	৯৪
অপরাধের বিশেষ নাম দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইবার কথা ..	ঐ
অপরাধের নাম নির্দিষ্ট না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা	ঐ
অভিযোগপত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা ...	ঐ
অভিযোগপত্রে যে ভাষা লেখা যাইবে তাহার কথা ..	ঐ
পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা ...	ঐ
২২২ সময়ের ও স্থানের ও [illegible] বর্ণনের কথা ..	৯৫
২২৩ অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যেস্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা ...	ঐ
২২৪ যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা ...	৯৬

ধারা		পৃষ্ঠা
২২৫	ভ্রমের ফলের কথা ..	৯৬
২২৬	অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা .	৯৭
২২৭	অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা ...	৯৮
২২৮	যে যে স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা .	ঐ
২২৯	যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা।	ঐ
২৩০।	পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা	ঐ
২৩১	অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা ..	ঐ
২৩২	গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা .	ঐ
	অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা ...	৯৯
২৩৩	ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ হইবার কথা .	ঐ
২৩৪	এক বৎসরের মধ্যে একই প্রকারে অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা ..	ঐ
২৩৫	১ দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা ..	১০০
	২ একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা ..	ঐ
	৩ নানা ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা ...	ঐ
২৩৬	কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা	১০২
২৩৭	কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ দোষ হওয়া নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা ..	১০৩
২৩৮	যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা	ঐ
২৩৯	যে যে ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা	১০৪
২৪০	অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা ...	ঐ

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি

ধারা		পৃষ্ঠা
২৪১	সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা ..	১০৫
২৪২	অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা ..	ঐ
২৪৩	অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা .	ঐ
২৪৪	তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ...	ঐ
২৪৫	মুক্ত করণের কথা ...	১০৬
	দণ্ডাজ্ঞার কথা ..	ঐ
২৪৬	অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা ...	ঐ
২৪৭	বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা ...	ঐ
২৪৮	নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা	১০৭
২৪৯	বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা	ঐ

ধারা পৃষ্ঠা।

২৫০ „ তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা .. ১০৭

ঐ হানি পূরণের টাকা আদায় করিবার কথা ঐ

একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা ১০৮

২৫১ যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা ঐ

২৫২ অভিযোগের সংক্ষেপ লেখার কথা . ঐ

২৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা ঐ

২৫৪। অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে অভিযোগ পত্র লিখিবার কথা ঐ

২৫৫ উত্তরের কথা ১০৯

২৫৬ প্রতিবাদের কথা ঐ

২৫৭ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা . ১১১

২৫৮ মুক্ত করণের কথা ... ঐ

দোষী নির্ণয় করণের কথা .. ঐ

২৫৯। বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা ১১২

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা

২৬০। সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা .. ঐ

২৬১। ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা ... ১১৩

২৬২। যে যে মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে সেই সেই মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা ... ১১৪

কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা ... ঐ

ধারা পৃষ্ঠা

২৬৩ যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় রিকার্ডের কথা ১১৪

২৬৪ যে মোকদ্দমায় উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় রিকার্ডের কথা ... ১১৫

২৬৫ রিকার্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা . ঐ

বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা ঐ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি

ক —উপক্রমণিকা

২৬৬ "হাইকোর্ট" শব্দের অর্থের কথা ঐ

২৬৭ হাইকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা ... ১১৬

২৬৮ সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা .. ঐ

২৬৯ সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা ... ঐ

২৭০ সেশন আদালতে রাজকীয় আসেসরদের দ্বারা বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা ... ঐ

(খ) —কার্য্যারম্ভের বিধি

২৭১। বিচার আরম্ভ করণের কথা ১১৭

অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা ঐ

২৭২। অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা ... ঐ

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্ত না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা ... ঐ

২৭৩ অভিযোগ প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা ... ১১৮

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা ... ঐ

ধারা পৃষ্ঠা

গ —জুরি নির্ব্বাচনের বিধি

২৭৪ কতজন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা .. ১১৮
২৭৫ সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা .. ঐ
২৭৬ গুলিবাট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা ১১৯
উপবিধি . ঐ
বর্ত্তমানে রীতি চলিবার কথা ঐ
যাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় তাহঁ তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা ঐ
বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা .. ঐ
২৭৭ জুরির নাম ডাকিবার কথা ঐ
জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা ... ঐ
কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা ঐ
২৭৮ আপত্তির কারণের কথা . ১২০
২৭৯ আপত্তি নিষ্পত্তির কথা . ঐ
যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা ঐ
২৮০ জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা .. ঐ
২৮১ জুররদিগকে শপথ দিবার কথা ১২১
২৮২ জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ঐ
২৮৩ আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা ঐ

ঘ —আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি

২৮৪ আসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা ... ঐ
২৮৫ আসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা করা যায় তাহার কথা ১২১

ঙ — অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি

২৮৬ অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা .. ১২২
সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবার কথা . ঐ
২৮৭ মাজিষ্ট্রেটদের সমক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা ... ঐ
২৮৮ প্রথম স্থানীয় তদন্ত লইবার সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা . ১২৩
২৮৯ অভিযোগের সাক্ষিদের পরীক্ষার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ঐ
২৯০ প্রতিবাদের কথা .. ১২৫
২৯১ সাক্ষীদের পরীক্ষা হইলে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার কথা ... ঐ
২৯২ অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা ... ঐ
২৯৩ জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা ... ১২৬
২৯৪ জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যে রূপে লওয়া হইতে পারিবে তাহার কথা ... ঐ
২৯৫ অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা ঐ
২৯৬ জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা ঐ

চ।—জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় বিচার সমাপ্তির বিধি

২৯৭ জুরির প্রতি উপদেশের কথা ঐ
২৯৮ জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা ... ১২৭

ধারা।		পৃষ্ঠা
২৯৯	জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা	১২৮
৩০০।	বিবেচনা করিবার জন্য জুরির নির্জ্জনে যাইবার কথা	ঐ
৩০১।	মীমাংসা দান করার কথা	ঐ
৩০২	জুরির ঐকবাক্য না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা	১২৯
৩০৩।	প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা	ঐ
	জুরিকে জজসাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা	ঐ
	প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা	ঐ
৩০৪	মীমাংসা সংশোধনের কথা	ঐ
৩০৫	হাইকোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা	১৩০
	অন্য স্থলে জুরিকে বিদায় দিবার কথা	ঐ
৩০৬	মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা	ঐ
৩০৭।	জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা	ঐ
	ছ — জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি	
৩০৮	জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা	১৩১
	জ — আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি	ঐ
৩০৯।	আসেসরদের মত দিবার কথা	ঐ
	নিষ্পত্তির কথা	১৩২
	ঝ — পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।	
৩১০।	পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা	ঐ
	ঞ — হাইকোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টের জুরর দলকে ডাকিবার বিধি।	
৩১১	জুরির বহীর কথা	১৩২
	বিশেষ জুরির মুক্ত থাকার কথা	১৩৩
৩১২	বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা	ঐ
৩১৩	সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের মর্দ্দের কথা	ঐ
	যে কর্ম্মকারক ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনামতে কর্ম্ম করিবার কথা	ঐ
৩১৪।	প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা	ঐ
৩১৫	রাজধানী নগরে জুরির কর্ম্ম করিতে বহুজনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা	ঐ
	অতিরিক্ত সমনের কথা	১৩৪
৩১৬	রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা	ঐ
৩১৭।	চৌদ্দ জুরির কথা	ঐ
৩১৮	জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার কথা	ঐ
	ট — সেশন আদালতে জুররদের ও আসেসরদের নাম নির্দ্দিষ্ট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি	
৩১৯	জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা	১৩৫
৩২০।	বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা	ঐ
৩২১	জুরির ও আসেসরদের নাম নির্দ্দেষ্টের কথা	ঐ
৩২২।	নির্দ্দিষ্ট প্রচার করিবার কথা	১৩৬
৩২৩	নির্দ্দেষ্টের প্রতি আপত্তির কথা	ঐ
৩২৪।	নির্দ্দিষ্ট সংশোধনের কথা	ঐ
৩২৫।	বৎসর বৎসর ঐ পত্র সংশোধনের কথা	ঐ

ধারা।	পৃষ্ঠা।
৩২৬ জুরর ও আসেসরদিগকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমন করিবার কথা	১৩৬
৩২৭ জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা	১৩৭
৩২৮ সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা	ঐ
৩২৯ গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা	ঐ
৩৩০। আদালতের জুররের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা	ঐ
৩৩১ জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্দ্দেশের কথা	ঐ
৩৩২ জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা	ঐ

ঠ হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান

ধারা।	পৃষ্ঠা।
৩৩৩। আডবোকেট জেনরলের অভিযোগ না চালাইবার কথা	১৩৮
৩৩৪ অধিবেশনের সময়ের কথা	ঐ
৩৩৫ অধিবেশন করিবার স্থানের কথা	ঐ
অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা	ঐ
৩৩৬ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা	ঐ

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি

ধারা।	পৃষ্ঠা।
৩৩৭ সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা	১৩৯
৩৩৮ ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা	১৪০
৩৩৯ যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা	১৪০
৩৪০ অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা	ঐ
৩৪১ অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা	১৪১
৩৪২ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা	ঐ
৩৪৩ কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা	১৪২
৩৪৪ আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা	ঐ
হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা	ঐ
ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা	ঐ
৩৪৫ অপরাধ ক্ষমা রফা করিবার কথা	ঐ
৩৪৬ মোকদ্দমা মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা	১৪৪
৩৪৭ মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত তদন্ত বা বিচারকার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা	ঐ
৩৪৮। পূর্ব্ব মুদ্রা ও ষ্টাম্প আইন বা সম্পত্তিসম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা	১৪৫
৩৪৯ মাজিষ্ট্রেট উচিতমত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা	১৪৬
৩৫০। সাক্ষ্যের একাংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্যাংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা	ঐ

ধারা। পৃষ্ঠা।

৩৫১ অপরাধীরা আদালতে অস্থানে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা ১৪৭
৩৫২ আদালত মুক্ত দ্বার হওয়ার কথা ঐ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি

৩৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য হইবার কথা ... ঐ
৩৫৪। রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা ... ১৪৮
৩৫৫ সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন কোন অপরাধের বিচারকালে নথীর কথা ... ঐ
৩৫৬। রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমার নথীর কথা ১৪৯
ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য লিখিবার কথা ঐ
মাজিষ্ট্রেট কি জজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে স্মারক লিপির কথা ... ঐ
৩৫৭। সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা ... ঐ
৩৫৮ ৩৫৫ ধারার উল্লিখিতস্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা ১৫০
৩৫৯ ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারাতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিত হইবে তাহার কথা .. ঐ
৩৬০ সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ... ঐ
৩৬১। সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার উকীলের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা . ঐ
৩৬২ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা ... ১৫১
৩৬৩ সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা .. ঐ
৩৬৪ অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা ... ঐ
৩৬৫ হাইকোর্টে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে তাহার কথা ১৫২

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

৩৬৬ নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা ... ঐ
৩৬৭ যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা ... ঐ
নিষ্পত্তিতে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা . ঐ
একতর অপরাধ নির্দ্দেশের কথা ... ঐ
৩৬৮ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা .. ১৫৩
দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের আজ্ঞার কথা ঐ
৩৬৯। আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা ... ঐ
৩৭০ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা ঐ
৩৭১ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি শুনাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা ... ঐ
যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা ... ১৫৪
৩৭২। নিষ্পত্তি যেস্থলে অনুবাদ করিতে হইবে তাহার কথা ... ঐ
৩৭৩ সেশন আদালতের নিষ্পত্তি পত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা .. ঐ

ধারা — পৃষ্ঠা

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ (মঞ্জুরি) বিষয়ক বিধি ।

৩৭৪ । সেশন আদালত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা .. ১৫৪
৩৭৫ আরও তদন্ত বা অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা ... ঐ
৩৭৬ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতার কথা .. ১৫৫
৩৭৭ । দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুই জন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা ... ঐ
৩৭৮ মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা .. ঐ
৩৭৯ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা .. ঐ
৩৮০ । আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা . ঐ

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি ।

৩৮১ ৩৭৬ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা ... ১৫৬
৩৮২ অন্তর্বত্নীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা .. ১৫৭
৩৮৩ অন্যস্থলে দ্বীপান্তর কেবল কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা ঐ
৩৮৪ সাধনার্থ ওয়ারেণ্টের শিরোনামার কথা .. ঐ
৩৮৫ ওয়ারেণ্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা ... ১৫৯
৩৮৬ অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারেণ্টের কথা .. ঐ
৩৮৭ ঐ ওয়ারেণ্টের ফলের কথা... ১৬০
৩৮৮ কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার কথা ... ঐ
৩৮৯ কে ওয়ারেণ্ট দিতে পারেন তাহার কথা . ঐ
৩৯০ কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা ... ঐ
৩৯১ কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কশাঘাত করিবার কথা ... ঐ
৩৯২ ঐ দণ্ড যেরূপে সাধন হইবে তাহার কথা .. ১৬১
আঘাতের ঊর্দ্ধসংখ্যার কথা .. ঐ
৩৯৩ ভাগ ভাগ করিয়া না মারিবার কথা ... ঐ
মুক্ত থাকার কথা ... ঐ
৩৯৪ । অপরাধীর শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা .. ঐ
৩৯৫ । ৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা . ঐ
৩৯৬ পলাতক বন্দীদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা ... ১৬২
৩৯৭ এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধীর উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা ... ঐ
৩৯৮ ৩৫, ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার অতিরিক্ত বিধানের কথা .. ঐ
৩৯৯ অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা ... ১৬৩
৪০০ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারেণ্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা ... ঐ

ধারা। পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি

৪০১ দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৬৩
৪০২ দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৬৪

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

৪০৩। যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে পুনরায় বিচার না হইবার কথা .. ঐ

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

৪০৪ প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা ১৬৬
৪০৫। ক্রোকক্বত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা .. ঐ
৪০৬ সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা ১৬৭
৪০৭। দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা .. ঐ
প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা ঐ

ধারা। পৃষ্ঠা।

৪০৮। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা .. ১৬৭
৪০৯। সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে তাহার কথা ১৬৮
৪১০ সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা . ঐ
৪১১। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা ... ঐ
৪১২। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন কোন স্থলে আপীল না হইবার কথা ... ঐ
৪১৩ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা ... ঐ
৪১৪ সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন কোন স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা ... ঐ
৪১৫ ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা .. ১৬৯
৪১৬ ইউরোপীয় বিটিস প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা ঐ
৪১৭। নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা .. ঐ
৪১৮ কোন বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে তাহার কথা . ঐ
৪১৯। আপীলের দরখাস্তের কথা ... ১৭০
৪২০। আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ঐ
৪২১ আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা . ঐ
৪২২। আপীল শুনিবার নোটিসের কথা ঐ
৪২৩ আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা .. ঐ
৪২৪ নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা ... ১৭১

ধারা পৃষ্ঠা

৪২৫ হাইকোর্ট আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করা হইবার কথা ... ১৭২
৪২৬ আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা . ঐ
হাজির জামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা . ঐ
৪২৭ নির্দোষ করণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা ... ঐ
৪২৮ অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার ক্ষমতার কথা ঐ
৪২৯ আপীল আদালতের জজদের যত জনের এক মত হয় তত জনের ভিন্ন মত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ১৭৩
৪৩০ আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা .. ঐ
৪৩১ আপীল উঠিয়া যাইবার কথা .. ঐ

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি

৪৩২ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাইকোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা ... ঐ
৪৩৩ হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা ঐ
খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা ঐ
৪৩৪ হাইকোর্টের আদো বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা .. ১৭৪
বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা .. ঐ
৪৩৫ অধস্তন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা . ঐ
৪৩৬ সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা .. ১৭৫
৪৩৭ তদন্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা . ১৭৫
৪৩৮ হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা ... ঐ
৪৩৯ হাইকোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৭৬
৪৪০ আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা এবং বাদীবার কথা .. ঐ
৪৪১ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে যে হেতু জানান হাইকোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা ঐ
৪৪২ হাইকোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা ... ১৭৭

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি

৪৪৩। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বিষয়ের বিধি ... ঐ
৪৪৪ সেশন জজের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হইবার কথা ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা। ... ঐ
৪৪৫ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা জ্ঞাত হইবার কথা ... ১৭৮
৪৪৬। মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা ... ঐ

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৪৭	যেস্থলে সেশন আদালতে ও যেস্থলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা ..	১৭৮
৪৪৮	এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা ..	ঐ
৪৪৯	সেশন আদালতে যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা	ঐ
	সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা ...	১৭৯
৪৫১	হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে জুরি বা আসেসরের দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিচার হইবার কথা ...	ঐ
৪৫১ ক	জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার জুরির দাওয়া করিবার স্বত্বের কথা .	ঐ
৪৫১ খ	কোন কোন স্থলে অন্য আদালতে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা ..	১৮০
৪৫২	ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা ...	ঐ
	এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা ...	ঐ
৪৫৩	কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা স্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা .	১৮১
৪৫৪	উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা ..	ঐ
৪৫৫	ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা ...	ঐ
৪৫৬	ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা	১৮২
৪৫৭	তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ...	ঐ
৪৫৮	হাইকোর্ট যে যে স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা ..	ঐ
৪৫৯	যে যে আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তাহা খাটিবার কথা .	ঐ
৪৬০	ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা .	১৮৩
৪৬১	ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা	ঐ
৪৬২	৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা	ঐ
৪৬৩	ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা ...	১৮৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

ধারা		পৃষ্ঠা
৪৬৪।	অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা	ঐ
৪৬৫	সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা .	ঐ
৪৬৬	অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা ...	১৮৫
	তাহার সম্বন্ধের কথা ...	ঐ
৪৬৭	তদন্ত কি বিচারকার্য্য পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইবার কথা ...	ঐ

ধারা পৃষ্ঠা

৪৬৮ অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা . ১৮৬
৪৬৯। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখ গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ঐ
৪৭০ অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধী নির্ণয়ের কথা ঐ
৪৭১ উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা . ঐ
৪৭২ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে ইন্‌স্পেক্‌টার জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা . ১৮৭
৪৭৩ বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা . . ঐ
৪৭৪ ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা .. ঐ
৪৭৫ আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা . . ঐ
৪৭৫ ক স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ অপরাধী ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদিগকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ক্ষমতার কথা ১৮৮
৪৭৫ খ। কোন কোন ক্ষমতা হইতে ইন্‌স্পেক্টার জেনেরল সাহেবকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মুক্ত করণের ক্ষমতার কথা . ঐ

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি

৪৭৬। ১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ঐ
৪৭৭ সেশন আদালতের সম্মুখে ঐ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা ... ১৮৯
৪৭৮। অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্ট কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা ... ঐ
৪৭৯ তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা ... ১৯০
৪৮০ কোন কোন স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা ... ঐ
৪৮১ এইরূপ মোকদ্দমার নথীর কথা ... ঐ
৪৮২ ৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ১৯১
৪৮৩ রেজিষ্টার বা সব রেজিষ্টার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যেস্থলে হইবে তাহার কথা . ঐ
৪৮৪ অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা ঐ
৪৮৫ উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা ... ঐ
৪৮৬। অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা ...১৯২
৪৮৭ ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাহারা সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা ... ঐ

ধারা পৃষ্ঠা

ষটত্রিংশ অধ্যায় ।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি ।

৪৮৮ স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের কথা .. ১৯৩
ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা ... ঐ
উপবিধি ... ঐ
৪৮৯ বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা ১৯৫
৪৯০ ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা . ঐ

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি ।

৪৯১ হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা ... ঐ

নবম খণ্ড ।

অতিরিক্ত বিধান

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি

৪৯২ রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা ... ১৯৬
৪৯৩ । যে যে মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত সেই সেই মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা ও সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা .. ১৯৭
৪৯৪ । অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা .. ঐ
৪৯৫ । অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা .. ঐ

ধারা পৃষ্ঠা ।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

হাজিরজামিন বিষয়ক বিধি ।

৪৯৬ যেস্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা . ১৯৮
৪৯৭ হাজিরজামিন হইবার অযোগ্য যেস্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা ... ঐ
যেস্থলে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা ... ঐ
৪৯৮ হাজির জামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা .. ঐ
৪৯৯ । অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা ... ১৯৯
৫০০ । হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা . ঐ
৫০১ প্রথমে যে হাজিরজামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা .. ঐ
৫০২ প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা ঐ

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশ্যন বিষয়ক বিধি

৫০৩ যেস্থলে সাক্ষী স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা ... ২০০
কমিশ্যন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা ... ঐ
৫০৪ সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশ্যনের কথা .. ২০১
৫০৫ সাক্ষীর পরীক্ষা হইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা ... ঐ
৫০৬ । অধস্তন মফস্বল মাজিষ্ট্রেটের

ধারা।	পৃষ্ঠা।
৫৪৯ কোর্টমার্শ্যল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে একপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা ...	২১৬
তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা .	ঐ
৫৫০ পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা ..	ঐ
৫৫১ অপহৃত স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা ...	২১৭
৫৫২ রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে প্রহরীর জিম্মায় দেওয়া যায় তাহার হানিপূরণের কথা ..	ঐ
৫৫৩ অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দপ্রাপ্ত হাইকোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথ ..	ঐ
অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্যান্য হাইকোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা	ঐ
৫৫৪ পাঠের কথা ..	২১৮
৫৫৫ যেস্থলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট আপনি স্বার্থযুক্ত থাকেন তাহার কথা	ঐ
৫৫৬ আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা	ঐ
৫৫৭ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে সময়ে কার্য্য হইবার কথা ...	২১৮
৫৫৮ চলিত মোকদ্দমার কথা ...	ঐ
৫৫৯ নীলামকার্য্যে নিযুক্ত কার্য্যকারকদের সম্পত্তি ক্রয় না করিবার বা না ডাকিবার কথা .	ঐ
৫৬০ তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাল অভিযোগের কথা .	ঐ
৫৬১ স্বামী কর্ত্তৃক বলাৎকার করণাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান .	২১৯
সংশোধন ...	২২০
প্রথম তফসীল —যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা ..	১
দ্বিতীয় তফসীল —অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল ...	৩
তৃতীয় তফসীল —সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা ..	৭৯
চতুর্থ তফসীল —মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে	৮১
পঞ্চম তফসীল —পাঠ বিষয়ক .	৮৩

সূচীপত্র সমাপ্ত

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮২ সালের ৬ মার্চ্চ তারিখে মহিমবর শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব অনুমোদন করিয়াছেন

টীকা ও নজীর সহিত ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালী

১৮৮২ সালের ১০ আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন।

ফৌজদারী মোকদ্দমা কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ আইন

হেতুবাদ

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত এই হেতু নিম্নলিখিত বিধান করা গেল

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষেপ নামের কথা আরম্ভের কথা

১ ধারা এই আইন "ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু বিপরীত ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলে এই আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ কি স্থানীয় আইন প্রচলিত আছে তাহার কিম্বা অন্য প্রচলিত আইনের বলে যে বিশেষ বিচারাধিপত্য কি ক্ষমতা প্রদত্ত কিম্বা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না, কিম্বা ইহার কোন কথা

(ক) কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পোলীসের কমিশুনর সাহেবের প্রতি কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি ; কি

(খ) মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত যে যে কান্টনমেন্টে ও ষ্টেশনে সৈন্য থাকে, তথাকার সৈনিক বাজারের সামান্য অপরাধের বিচার করিবার নিয়মিত ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের প্রতি ; কি

(গ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপণ্ডিতদের প্রতি ; কি

(ঘ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারীদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

(ঙ) আর ১৭৪, ১৭৫, ও ১৭৬ ধারার কোন কথা ঐ ক্ষুদ্র নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তিবে না।

যে যে বিধান রহিত হইল তাহার কথা

২ ধারা এই আইনের প্রথম তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে সেই তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি সেই সেই আইন ততদূর রহিত করা যাইবে, কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিপত্য কি যে প্রকারের কার্য্যপ্রণালী না থাকে, কি না অবলম্বিত হয়, এই রাহিত্য বশে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না, কিম্বা তৎকালে যে কারাদণ্ড বৈধ থাকে এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা।

এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্দারা রহিত করা আইনক্রমে রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণাপত্র প্রচারিত ক্ষমতা প্রদত্ত, পাঠ নিরূপিত, স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট, দণ্ডাজ্ঞা দত্ত ও আজ্ঞা ও বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়া ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনের তত্তৎ বিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রদত্ত, নিরূপিত, নির্দ্দিষ্ট, দত্ত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ও অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা

৩ ধারা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের কিম্বা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের কি ধারার কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে এই আইনের কিম্বা তত্তৎ বিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে

পূর্ব্ব আইনে উল্লেখ হইবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব প্রণীত কোন আইনে "মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা কি পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারী কার্য্যকারক" ও "অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" এই এই কথা থাকিলে, তদ্দারা যথাক্রমে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট "প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট' ও 'তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" বুঝিতে হইবে। "জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "সবডিবিজন মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে, "জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "জিলার মাজিষ্ট্রেট" এবং "পোলীসের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে।

অর্থ করণের কথা

৪ ধারা এই ধারায় এই আইনগত নিম্নলিখিত কথার ও শব্দের যে অর্থ করা যাইতেছে, বিষয়ের কিম্বা পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

"নালিশ"

(ক) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন, এই আইনমতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক বা লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে, "নালিশ" শব্দে রিপোর্ট তাহা বুঝাইবে। কিন্তু কোন পোলীস কর্ম্মচারীর রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়

(ক) এই প্রকরণমতে লিখিত দরখাস্ত না দিয়া অর্থাৎ আদালতের নম্বর ও রেজেষ্টরির পারিশ্রমিক ইত্যাদি দিতে অক্ষম হইয়া কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট এরূপ মৌখিক বর্ণন করিলেও নালিশ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু মৌখিক নালিশ সচরাচর হয় না ও গ্রাহ্য হয় না, কাটুজ কাগজে লিখিয়া অথবা যথোচিত মূল্যের ষ্টাম্প লাগাইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট দাখিল করিতে হয়

নালিশসূত্রে অপর অন্য প্রকারে যে কাদমা উপস্থিত করার নিয়মে ১৭৬—২০০—২০৪ ধারা দেখ।

"অনুসন্ধান।"

(খ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্যে পোলীসের দ্বারা কিম্বা এতদর্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত (মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মচারী ছাড়া) কোন ব্যক্তির দ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে "অনুসন্ধান" শব্দে তাহাও বাচ্য

(খ) এই প্রকরণের উল্লেখিত মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্মচারী ছাড়া কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অনুসন্ধানসম্বন্ধে ২০২ ধারা দেখ।

"তদন্ত"

(গ) এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক তদন্ত লইবার যে কার্য্য করা যায়, "তদন্ত" শব্দে তাহাও বাচ্য

"বিচারঘটিত কার্য্য"

(ঘ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আইনমতে সাক্ষ্য দেওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে "বিচারঘটিত কার্য্য" শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে

"লেখা" ও "লিখিত"

(ঙ) "লেখা" ও "লিখিত" শব্দে ছাপা ও লিথোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ করা ও খোদিত ও অন্য যে কোন প্রকারে শব্দ বা অঙ্ক কাগজের বা কোন দ্রব্যের উপর ব্যক্ত করা যাইতে পারে তাহাও বুঝাইবে

"উপবিভাগ"

(চ) "উপবিভাগ" শব্দে এই আইনমতে কৃত জিলার উপবিভাগ বুঝাইবে

"প্রদেশ"

(ছ) যে দেশ যৎকালে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকে "প্রদেশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে।

"রাজধানী।"

(জ) কলিকাতার মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ গ্রাহ্য করিবার সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় "রাজধানী" শব্দে সেই সীমান্তর্গত স্থান বুঝাইবে

"হাইকোর্ট।"

(ঝ) ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের নামে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে "হাইকোর্ট" শব্দে কলিকাতা ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ও রাঙ্গুনের রিকার্ডার বুঝাইবে

অন্য স্থলে "হাইকোর্ট" শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে,

কিম্বা প্রচলিত আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে এতদর্থে যে কার্য্যকারকবে নিযুক্ত করেন, "হাইকোর্ট" শব্দে তাহাকেও বুঝাইবে।

"চীফজষ্টিস"

(ঞ) "চীফজষ্টিস" শব্দে চীফ কোর্টের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও বাচ্য

"আডবোকেট জেনরল।"

(ট) "আডবোকেট জেনরল" এই শব্দে গবর্ণমেণ্ট আডবোকেট, অথবা যেখানে আডবোকেট জেনরল কি গবর্ণমেণ্ট আডবোকেট নাই তৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে

"ক্লার্ক অফ দি ক্রোন।"

(ঠ) এই আইনের দ্বারা ক্লার্ক অফ দি ক্রোনের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে চীফ জষ্টিস সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্যকারককে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, "ক্লার্ক অফ দি ক্রোন" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"রাজকীয় অভিযোক্তা"

(ড) "রাজকীয় অভিযোক্তা" শব্দে ৪৯২ ধারামতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে, ও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে, ও কোন হাইকোর্টে আদৌ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে

(ড) এই প্রকরণের সহিত ৪৯২ ধারা পাঠ্য

পোলীসচালানী মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পোলীসের ইন্‌স্পেক্টর, কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টর কিম্বা কোর্ট হেড কনষ্টেবল অনুসন্ধানকারী পোলীস অফিসরের বিশেষ দৈনিকের নকল (যাহা জেলার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আফিস দিয়া কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টরের আফিসে লইয়া আইসে) তদন্তকারী কিম্বা বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত থাকেন এবং আবশ্যকমতে মোকদ্দমার অবস্থা মাজিষ্ট্রেটকে জানান এবং কোন কোন স্থানে প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি দ্বারা মোকদ্দমা চালান কিন্তু রাজকীয় অভিযোক্তার কার্য্য অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর করার অধিকারসম্বন্ধে কোন বিধান কিম্বা সরকিউলার নাই—দায়রার মোকদ্দমায় আসিষ্ট্যাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আবশ্যকমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া রাজকীয় অভিযোক্তা হইতে পারেন।

"উকীল"

(ঢ) কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উকীল শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রচলিত আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হাইকোর্টের আডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎকার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য

"পোলীস থানা" ও "পোলীস থানার অধ্যক্ষ"

(ণ) যে স্থানে এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণমতে বা বিশেষমতে পোলীস থানা বলিয়া প্রকাশ করেন "পোলীস থানা" শব্দে সেই স্থানে বুঝাইবে, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে স্থানীয় চক্র নির্দ্দেশ করেন তাহাও বুঝাইবে; এবং পোলীস থানার অধ্যক্ষ থানা ঘরে অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা পীড়াবশতঃ আপন কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে তৎপরবর্ত্তী নিম্নপদের যে কর্ম্মচারী কনষ্টেবলের ঊর্দ্ধতম পদস্থ হইয়া থানা ঘরে উপস্থিত থাকেন, পোলীস থানার অধ্যক্ষ শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে, কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, অন্য যে পোলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ণ) আউট পোষ্ট অর্থাৎ ফাঁড়ি থানা শব্দের মধ্যে গণ্য—তথায় ভারপ্রাপ্ত হেড কনষ্টেবল দ্বারা খতিয়া মোকদ্দমা রুজু হয় কিন্তু আদালতে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে সেই ফাঁড়ি যে থানার অধীনে তথায় প্রেরিত হইয়া মাসিক নম্বর পড়ে

থানার কিম্বা ফাঁড়ির সবইন্‌স্পেক্টর কিম্বা হেড কনষ্টেবল অনুপস্থিত কিম্বা পীড়িত থাকিলে সাধারণ কনষ্টেবল কিম্বা লেখক কনষ্টেবল অর্থাৎ মুহুরি নালিস গ্রহণ করিতে পারেন না। না থানার সর্ব্ব রোজনামচা

ভুক্ত করিয়া এবং সংবাদদাতার অথবা বাদীর সঙ্গে পথ দেখান। তজ্জ্য একজন কনষ্টেবল অভাবে চৌকিদার দিয়া সবইন্‌স্পেক্টর অথবা হেড কনষ্টেবলের নিকট সত্বরে পাঠাইতে হয় (বিঃ পিঃ মাঃ)

"অপরাধ।"

(ত) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে যে কোন কার্য্য বা ত্রুটি দণ্ডনীয় হয় তাহাই "অপরাধ" শব্দে বাচ্য

"ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা"

(থ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পোলীসের কর্ম্মকারক রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন "ধর্ত্তব্য অপরাধ ও ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।"

যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন, "অধর্ত্তব্য অপরাধ ও অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে

"জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ"

"জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ"

(দ) দ্বিতীয় তফসীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে "জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। "জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ" শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে

"ওয়ারেন্টের মোকদ্দমা"

(ধ) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর কিম্বা কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড "ওয়ারেন্টের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে

"সমনের মোকদ্দমা"

(ন) যে অপরাধের উক্তরূপ দণ্ড হয় না, "সমনের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে

"ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা"

(প) "ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা" শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে ;—(১) (২)

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নবজিলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা অন্তরীপ কি নেটাল উপনিবেশে জন্মগ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন কি চিরবাসী হন, তিনি ; ও

(২) তাঁহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

(৮) পূর্ব্বে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ছিল, কিন্তু কে এরূপ প্রজা এবং কে নয় তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় কিম্বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোন আইনে কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থ ছিল না, তজ্জন্য মফঃস্বলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চালানর সময়ে অনেক গোলযোগ ও অবিচার হইত, তন্নিবারণার্থে এই সম্বন্ধীয় ধারা হইয়াছে

'জাত'—যদি লণ্ডনস্থ চীনদেশীয় রাজদূতের ভবন কি স্থানে পুত্র কিম্বা কন্যার জন্ম হয়, তবে কি উক্ত পুত্র কন্যা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে ? না কেন না তাহারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজা নহেন।

'প্রজাধিকার প্রাপ্ত'—রাজকীয় অনুমতিপত্র দ্বারা প্রজাধিকার প্রাপ্ত (ম্লা, ম, ক, ল)

"চিরবাসী"—[illegible]

দ্বিতীয় উপপ্রকরণ সম্বন্ধে প্রথম তফসিলে উল্লিখিত ফোরম উপরে ও [illegible] ব্যবহার করা আবশ্যক

"অধ্যায়" "তফসীল"

(ক) "অধ্যায়" শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝাইবে ও "তফসীল" শব্দে এতৎ সংযুক্ত তফসীল বুঝাইবে

"স্থান"

(খ) "স্থান" শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁবু নৌকাও বুঝাইবে

যে যে কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা

যে যে কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে, তৎসমুদায় অবৈধ ত্রুটির প্রতিও বর্ত্তিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে, সেই অর্থ থাকিবার কথা

এই আইনে যে যে শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ডবিধির আইনে সেই সেই শব্দের ও পদের যে যে অর্থ আছে সেই সেই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে

দণ্ডবিধিমতে অপরাধের বিচারের কথা এবং অন্য আইন লঙ্ঘন জন্য অপরাধের বিচারের কথা

৫ ধারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে সমুদায় অপরাধের তদন্ত ও বিচার ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে; এবং অন্য আইনমতে অপরাধের তদন্ত ও বিচার ঐ বিধান অনুসারেই হইবে, কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিয়ামক কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে ইতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয় সংস্থাপনের বিধি

ক। ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি

ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা

৬ ধারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষে হাইকোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে, যথা,—

১ সেশন আদালত।
২ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত
৩ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত
৪ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত
৫ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত

খ —দৈশীক বিভাগের বিধি।

সেশন খণ্ডের কথা।

৭ ধারা রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ একটি সেশন খণ্ড হইবে কিম্বা নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি হইবে

১৮৮২ সালের ১০ আইন

জিলার কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটী জিলা কি নানা জিলার সমষ্টি হইবে।

খণ্ড ও জিলার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতার কথা

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ঐ ঐ খণ্ডের ও জিলার সীমা কিম্বা সামসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন

যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয় বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে যে সেশন খণ্ড ও জিলা থাকে, পূর্ব্বোক্তমতে পরিবর্ত্তন করা না গেলে যত কাল পরিবর্ত্তন করা না যায়, ততকাল তৎসমুদায় সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবে।

রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী এক একটী জিলা বলিয়া গণ্য হইবে

জিলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন জিলা উপবিভাগে বিভক্ত কিম্বা উক্ত জিলার কোন অংশ উপবিভাগে পরিণত করিতে পারিবেন ও সেই সেই উপবিভাগের সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন

এইক্ষণকার উপবিভাগ থাকিবার কথা

জিলার বর্ত্তমান যে সকল উপবিভাগ সচরাচর ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে, তৎসমুদায় এই আইনক্রমে সৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

৮ ধারা।—১৮৮০ সালের ৩ আইনের ৩ ধারামতে ক্যাণ্টনমেণ্ট অর্থাৎ সৈনিক আবাসের ম্যাজিষ্ট্রেট উপবিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি

সেশন আদালতের কথা।

৯ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডে এক একটী সেশন আদালত সংস্থাপন করিবেন, এবং তদ্রূপ আদালতে এক এক জন জজ নিযুক্ত করিবেন

তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আডিশনাল সেশন জজ ও জাইণ্ট সেশন জজ ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন

এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল সেশন আদালত থাকে তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা।

১০ ধারা রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জিলায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, তিনি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন, তাঁহার কথা।

১১ ধারা। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্ম্মকারক কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলার ফৌজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের

যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতাতে কার্য্য করিবেন ও সেই সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটদের কথা এবং তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

১২ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ জিলার প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে স্থানীয় চক্র মধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে জিলার মাজিষ্ট্রেট সময়ে সময়ে তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন

তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে তাঁহারা উক্ত জিলার সর্ব্বস্থলে উক্ত বিচারাধিপত্য ও ক্ষমতাতে কার্য্য করিতে পারিবেন

মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতা ভার দিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে জিলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতা ভার দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্যক্ষতা ভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন

সেই মাজিষ্ট্রেট মহকুমার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার এই ধারামত ক্ষমতা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন

বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

১৪ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমা সম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ বিশেষ নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণতঃ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সকল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

সেই সেই মাজিষ্ট্রেট বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্রূপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন, তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন কোন কর্ম্মচারির প্রতি এই ধারার প্রথম পদক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন

আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিম্নশ্রেণীস্থ কোন পোলীস কর্ম্মচারির প্রতি এই ধারামতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না, এবং শান্তিরক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার জন্য তাহাদের অপরাধ আবিষ্কার পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কর্ম্মচারির যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আবশ্যক না হইলে ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।

১৫ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন দুই কি ততধিক জন মাজিষ্ট্রেটকে রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানে বিচারকার্য্যে বেঞ্চস্বরূপ বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাঁহা-

দের দ্বারা যে যে মোকদ্দমার বা যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ ক্ষমতাক্রমে সেই সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা

এই ধারামত আজ্ঞায় অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটেরা অধিবিষ্ট হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি উচ্চতম যে শ্রেণীভুক্ত হন ঐ বেঞ্চ এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যতদূর সম্ভব সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবেন

১৫ ধারা —জটিল এবং কঠিন মোকদ্দমা বিচারের জন্য বেঞ্চ গঠান জেলার কিম্বা উপবিভাগের মাজিষ্ট্রেটের উচিত নয় ই, ল, রি ৩ ব ৭৫৪ ও ২ ব ২৩ কোন মোকদ্দমার বিচার শেষ হওয়ার পূর্ব্বে বেঞ্চের গঠন পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত নহে, কেবল প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট দ্বারা বিচার্য্য একটি মোকদ্দমার বিচার দুইজন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট দ্বারা গঠিত একটি বেঞ্চে আরম্ভ হইয়া মুলতবি ছিল দ্বিতীয় বৈঠকে উক্ত দুইজন মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে একজন অনুপস্থিত ছিলেন, তজ্জন্য ইহা মীমাংসিত হইয়াছিল যে, যিনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি একক বিচার করিতে পারেন না—১ ব ল রি ৩১৮ আর একটি মোকদ্দমার দুই জন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আসামীর দোষের সাক্ষীর জবানবন্দীর পর একজন অনুপস্থিত হন, এবং তাঁহার স্থানে আর একজন মাজিষ্ট্রেট বসেন এবং আসামীর শাস্তি হয় কিন্তু উক্ত দোষ রদ হইয়াছিল ১ ব, ল, রি ২০৩, ই, ল, রি ৩ ব ৭৫৪, তদ্রূপ কারণে আর এক মোকদ্দমায় বেঞ্চ রদ হইয়াছিল ই ল রি ১২ ব, ৫৫৮

বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন জিলার মধ্যে মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই বিধি এই আইনসঙ্গত হইবে তন্মধ্যে এই এই বিষয়ে বিধান থাকিবে।

(ক) যে প্রকারে মোকদ্দমার বিচার হইবে

(খ) অধিবেশনের সময় ও স্থান

(গ) বিচারকার্য্য চালাইবার জন্যে কে কে অধিবিষ্ট হইবেন।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে যেরূপে তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে

মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা

১৭ ধারা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সমুদয় মাজিষ্ট্রেট ও ১৫ ধারামতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন, ও তিনি উক্ত মাজিষ্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন, এবং

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন জিলার উপবিভাগের মধ্যে যত মাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইবেন। কিন্তু এই বিষয়ে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের সেশন জজের অধীন থাকিবার কথা

যে সেশন জজের আদালতে তাঁহারা বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন, আসিষ্টাণ্ট সেশন জজেরা তাঁহার অধীন হইবেন ও তিনি উক্ত আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত কি সংস্থাপিত মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ ইহার পর স্পষ্টতঃ যতদূর ও যদ্রূপ বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

ঘ। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৮ ধারা। প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন তাঁহারা ইহার পর প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে একজন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন

নিম্নলিখিত মতে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিষ্ট্রেট যে বিধি প্রণয়ন করেন পূর্ব্বোক্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয়া বেঞ্চস্বরূপ একত্র বসিতে পারিবেন

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা

১৯ ধারা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট রাজধানীর সীমার অন্তর্গত সকল স্থানে, এবং বন্দর ও বন্দরীয় মাশুল বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ঐ ঐ নগরের বন্দরের ও নৌকাগম্য কোন নদীর কিম্বা বন্দরে পঁহুছিবার জলপথের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের আপ্রিল মাসের ১লা তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের যে বিচারাধিপত্য ছিল, বোম্বাইনগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সেই সমুদায় বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন

কিন্তু বোম্বাই মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে

প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা

২১ ধারা এই আইনমতে কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান যে কোন আইন কি বিধিমতে কোন সীনিয়র বা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ থাকে, প্রধান মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিধানসঙ্গত হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে এমত বিধি করিতে পারিবেন যথা —

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেটদের নানা আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ ও বিলি করিবার ও রীতি নির্দ্দেশ করিবার বিধি।

(খ) মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে যে সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবেন তাহার বিধি।

(গ) যাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবে তদ্বিষয়ের বিধি

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি

(ঙ) শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ের বিধি

মফঃস্বলের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২২ ধারা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন স্থান সম্পর্কে,

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণ পূর্ব্বক যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদিগকে জ্ঞাপনপত্রলিখিত স্থানমধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন

২২ ধারা —৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫ ধারা দ্রষ্টব্য

রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা

২৩ ধারা কলিকাতা রাজধানীসম্পর্কে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরেল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,

এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইনগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট,

রাজকীয় গেজেট জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণ পূর্ব্বক, ভিন্নাধিকার দেশের প্রজা ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞাপনপত্রের লিখিত নগরের মধ্যে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

২৪ ধারা যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাইকোর্টের প্রচারিত কোন কমিশ্যনপ্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানের মধ্যে ও জন্যে তদ্দলে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতেছেন, তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশ্যন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করেন তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে

পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা

২৫ ধারা স্ব স্ব পদের বলে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরেল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভ্যগণ ও হাইকোর্টের সমুদায় জজ ও রাঙ্গুনের রিকার্ডর সাহেব ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরে মাজিষ্ট্রেট হন সেই নগরের মধ্যে তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসও হইয়া থাকেন। সেশনের জজ ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন, সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন দেশের সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন

২৫ ধারা ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫ ধারা দ্রষ্টব্য

চ স্থগিত ও অবস্থৃত হইবার বিধি

জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ ও সকল মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত হইতে পারিবেন

কিন্তু এইক্ষণে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কেবল যে জজ ও মাজিষ্ট্রেট দিগকে কর্ম্ম করিতে স্থগিত কি অবসৃত করিতে পারেন অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে স্থগিত কি অবসৃত করিবেন না

শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব শান্তিরক্ষার্থ

যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতাবিষয়ক বিধি।

ক —প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

দণ্ডবিধিমত অপরাধের কথা।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে কোন অপরাধ হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি অন্য যে আদালতের বিচার্য্য বলিয়া দ্বিতীয় তফসীলের অষ্টমঘরে দেখা যায় সেই আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন

২৮ ধারা এই আইনের অন্যান্য বিধান সম্বন্ধে ৩০, ৩৪, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯ , ১৯৮, ৩৮০, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৯, ৪৫২, ৪৬৭, ৪৭১, ৪৮০ ধারাদি দেখ

অন্য আইনমত অপরাধের কথা।

২৯ ধারা। অন্য আইনমত অপরাধ হইলে, যদি ঐ আইনে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন।

যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাইকোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন

কিন্তু (ক) যে অপরাধের সাত বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না, এবং

(গ) যে অপরাধে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না

প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

৩০ ধারা। পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্যপ্রদেশের ও বিটিষ ব্রহ্মদেশের ও কুর্গের ও আসামের প্রধান কমিশ্যনর সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্য অন্য প্রদেশের যে যে স্থানে ডেপুটী কমিশ্যনরেরা কি আসিষ্টাণ্ট কমিশ্যনরেরা থাকেন, সেই সেই স্থানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ২৯ ধারার ভাবান্তরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মাজিষ্ট্রেটের স্বরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৩০ ধারা ৩৪। ৩৮০ ৪০৮ ধারা দেখ।

খ —নানা শ্রেণীর আদালত যে যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি

হাইকোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩১ ধারা। হাইকোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেশন জজ কি আডিশ্যনল সেশন জজ কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিন্তু তদ্রূপ কোন জজ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

আসিষ্টান্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু আসিষ্টান্ট সেশন জজ চারি বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা এবং কোন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিলে তাহা সেশন জজ সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে

মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা

৩২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের আদালত নিম্নলিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যথা –

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	আইনমতে নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত দুই বৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড; এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কশাঘাত দণ্ড
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	আইনমতে নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয় মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড, দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড; কশাঘাত দণ্ড
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড

কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালত আইনমত যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে তাঁহার আদালত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না

৩২ ধারা নির্জ্জন কারাদণ্ড সম্বন্ধে দঃ বিঃ ৩৭৪ ধারা দেখ এই আইনের ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৫ ধারায় বিষয় এবং স্থল বিশেষে মাজিষ্ট্রেটদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে

অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা

৩৩ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যতকালের কারাদণ্ড হইতে পারে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে এরূপ ক্রটি ঘটিলে ততকালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন, কিন্তু ততকালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমত মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

কোন কোন স্থল সম্বন্ধে উপবিধি।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড হয় তদ্ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

৩২ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট অত্যধিক যত কালের মূল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন এই ধারামত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে

৩৩ ধারা দঃ বিঃ ৬৪ ৬৭ ধারা দেখ যদি কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড উভয় হয় তবে অর্থদণ্ডের টাকা দিলে অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নিয়ম এই।—

১ম যে অপরাধে যতকাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে তাহার চতুর্থাংশের অধিক কাল পর্য্যন্ত অতিরিক্ত কারাদণ্ড হইতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ২০ বৎসরের তুল্য কারাদণ্ড দঃ বিঃ ৫৭।৬৫ ধারা)

২য় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ৬ মাস পর্য্যন্ত
দ্বিতীয় „ ৬ সপ্তাহ
তৃতীয় „ ১ „ „

যে অপরাধের জন্য দণ্ড হয় সেই অপরাধের যদি কেবল অর্থদণ্ড ব্যতিরেকে অন্য দণ্ড না হইতে পারে, তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে কারাদণ্ডের পরিমাণের এই নিয়ম,

১ম যদি জরিমানার টাকা ৫০৲ টাকার অনধিক হয় তবে উর্দ্ধসংখ্যা ২ মাস।
২য় „ ১০০৲ „ ৪ মাস
৩য় ১০০৲ টাকার অধিক যত টাকাই হউক ৬ মাসের অনধিক (দঃ বিঃ ৬৭ ধারা)

অর্থদণ্ডের টাকা না দিতে পারিলে কারাদণ্ড হইতে পারে, দ্বীপান্তর হইতে পারে না (হ আ বি ৫ সা) যদি অপরাধে কেবল অর্থদণ্ড দণ্ডনীয় হয় তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে বিনা পরিশ্রমে কারা হইতে পারে পরিশ্রমের সহিত হইতে পারে না (দঃ বি ৬৭ ধারা)

আসামী জেলে থাকিতে যদি অর্থদণ্ডের টাকা আদালতে, কোর্টসবইনস্পেক্টরের আফিসে কিম্বা থানায় দাখিল অথবা আদায় হয় তবে অবিলম্বে জেলে এই মর্ম্মে লিখিত এবং আদালতের দস্তখতী সংবাদ পাঠাইতে হয় যে আসামীর এতদিন মেয়াদ খাটিবে অথবা সে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবে এরূপ সংবাদ দেওয়ার জন্য থানার কার্য্যকারক, কোর্ট সবইনস্পেক্টর এবং আদালতের জরিমানার মুহুরি দায়ী (২২ ১১ তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত নিয়ম)

যদি দৈবক্রমে বশতঃ উক্ত সংবাদ দেওয়া না হয় এবং আসামীর মেয়াদের ন্যূনতা অথবা আসামী বিলম্বে মুক্ত না হয় তজ্জন্য জরিমানার টাকা ফেরত হয় না (মাদ্রা শুল ৪ নং সা, রি ৩১)

কোন কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা।

৩৪ ধারা। ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত প্রাণদণ্ড কিম্বা ৭ সাত বৎসরের অধিক কালের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা সাতবৎসরের অধিক কালের কারা দণ্ডের আজ্ঞা ছাড়া আইন সম্মত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিন্তু চারি বৎসরের অধিক কালের কারা দণ্ডের আজ্ঞা এবং কোন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা সেশন জজ সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

৩৫ ধারা একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দুই কি তদধিক স্বতন্ত্র অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যে যে অপরাধের প্রমাণ হয় ঐ আদালত সেই সেই অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন, সেই সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ করেন সেইক্রমে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে

ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ড সমষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধিকে উপরিস্থ আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না

অত্যধিক যতকাল হইবে তাহার কথা

কিন্তু (ক) কোন স্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

(খ) আরো ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারি মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে, তিনি স্বীয় নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে যৎপরিমাণে দণ্ড করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদয় তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয়

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমা হইলে, এই ধারামত সংযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়করণের কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে

৩৫ ধারা দঃ বি ১১ ধারা এবং এই আইনের ২৭৫ ধারা বিশেষতঃ দৃষ্ট হওনি দেখ এক জেলায় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সেই জেলার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এবং মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করেন কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি আর এক জেলার মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া জেলার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার অর্পণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করায় পূর্ব্ব উক্ত মুলতবি মোকদ্দমার বিচার শেষ করেন সিদ্ধান্ত হয় যে এরূপ করা বৈধ হয় নাই (আনন্দ সাঁদখা বিঃ ই ন, বি ৩ এ ৫৬৩ ফুল বেঞ্চ)

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি

মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা

৩৬ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি নিম্নে যথাক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফশীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেই সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের "নিয়মিত ক্ষমতা" বলে

মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা

৩৭ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া চতুর্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থলবিশেষে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার নিয়মের কথা

৩৮ ধারা। ৩৭ ধারামতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে

ঘ —ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি

ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা

৩৯ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া বা পদোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কিম্বা সকল শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি ধরিয়া সেই কর্ম্মকারকদিগকে ঐ ঐ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা যে তারিখে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে।

কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসংক্রান্ত কোন পদ পাইয়া কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে এই আইনক্রমে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন তদ্রূপ স্থানীয় চক্রে তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয় চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানীয় চক্রে সেই ক্ষমতা ক্রমে কার্য্য করিতে থাকিবেন।

ক্ষমতা রহিত হইতে পারিবার কথা।

৪১ ধারা এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা তদধীন কোন কার্য্যকারক কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও যতকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি

কোন কোন স্থলে সকল লোককে মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা

৪২ ধারা (ক) মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে,

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে, কিম্বা

(গ) দাঙ্গা কি হাঙ্গামা দমন করণার্থে, মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক, তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে

৪২ ধারা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৯১ ধারার যুক্তিমত এই কথাটি ছিল না কতকগুলি অবস্থার কথাছিল, এই ৪২ ধারায় যুক্তিমত এবং নূতন কথাটি যোগ করা হইয়াছে যুক্তিমত সাহায্য না করা দঃ বিঃ ১৮৭ ধারামতে দণ্ডনীয় যাঁহার মাজিষ্ট্রেট না হেন অথবা পোলীসের যুক্তিমত আদেশানুসারে সাহায্য করেন, তাঁহারা বিশেষরূপে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য পূর্ব্বে যাহাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন তাহাদিগকে বধ, অথবা মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের বিনিত [illegible], তবে যেখানে উচিত নতুন তাঁহারা দণ্ড বিধির ৯৯ ধারার দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উপকার প্রাপ্ত হইবেন না, এবং যাহাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন তাহারা আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে [illegible] করিতে পা[illegible]

দঃ বিঃ ১৪১ ১৪৪ ১৪৫ ১৫৩ ধারা এবং এই আইনের ১২৭ ১৩২ ধারা দেখ

এই ধারামতে সাধারণ ধারা ছাড়া, কতকগুলি বিশেষ বাধ্যতা আছে

১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৩ ধারামতে জমিদার ও তালুকদার ও হাদের জমিদারী ও তালুকের মধ্যে দস্যু এবং দস্যুতার মাল গ্রহীতাদিগের গ্রেপ্তার জন্য পোলীসকে সাহায্য করিতে বাধ্য ১৮১৭ সালের আইনের ২০ ২১ ধারামতে কোন দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতা, কি রাজপথে দস্যুতা কি প্রকাশ্য ভাবে বল পূর্ব্বক দস্যুতা, জানকৃত বধ সিঁধ চুরি, পীড়া জন্মাইয়া চুরি, কি বল প্রকাশপূর্ব্বক শান্তি ভঙ্গদ্বারা অন্য কোন গুরুতর ঘটনা হইলে গ্রাম্য চৌকিদারগণ যথাসাধ্য আসামীগণকে বাধ দিতে ধৃত করার চেষ্টা করিতে এবং গ্রামের মাতুব্বর প্রভৃতি প্রধান লোক দ্বার মণ্ডল অন্যান্য লোক সংগ্রহ করিয়া আসামীগণকে বাধাদিতে ও ধৃত করিতে, অথবা তাহারা পলায়ন করিলে পশ্চাৎ ধাবন করিতে ও আসামীগণ যে গ্রামের ভিতর দিয়া কি নিকট দিয়া পলায়ন করে সেই সেই গ্রামবাসীর চৌকিদার কি অন্য কোন পোলীস কর্ম্মচারীর প্রার্থনামতে অপরাধিদিগকে ধৃতকরণ, অপহৃত সম্পত্তি পুনরায় হস্তগত করণ, এবং গ্রাম হইতে গ্রাম তার পশ্চাৎ ধাবন করণার্থে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বাধ্য

উপরোক্ত দুইটি নিয়ম কেবল ১৮১৭ সালের ২০ আইনের অন্তর্গত গ্রামের প্রতি খাটে

যে সকল গ্রামে ১৮৭১ সালের ১ আইন ও ১৮৮৩ সালের ১ আইন যার সংশে [illegible] ১৮৭০ সালের ৬ আইন জারি হইয়াছে ও হইবে ঐ সকল গ্রামে ১৮৫৭ সালের ২০ আইনের ২১ ধারামতে বাধ্য হইবে।

উক্ত ১৮৭০ সালের ৬ আইনের বিধান মতে কোন গ্রামে কি [illegible] চৌকিদার নিযুক্ত [illegible], তত্রাচ উক্ত ১৮ [illegible] ১৮৫৭ [illegible] ২০ আইনের ২১ ধারার বিধান বর্জিত হইবে [illegible] (১৮ [illegible] ১ [illegible]) যে [illegible] ঐ সকল গ্রামে ২০ আইনের ২১ ধারা মত বাধ্য হইবে।

পোলীস কর্মচারি ভিন্ন ওয়ারেণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা

৪৩ ধারা। পোলীস কর্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারেণ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারেণ্ট সাধন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন,

৪৩ ধারা ৪২ ও ৪৩ ধারায় প্রভেদ এই যে ৪২ ধারায় 'সাহায্য করিতেই হইবে' এবং ৪৩ ধারায় সাহায্য করিতে পারিবেন কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ ৪২ ধারা মতে যে সাহায্য করিতে হয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, আর ৪৩ ধারা মতে যে সাহায্য স্বেচ্ছাধীন পোলীস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট দিবার বিষয়ে ৭৭ ৭৮ ধারা দেখ

কোন কোন অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা

৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪ ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা অন্য কোন ব্যক্তির করিবার কল্পনার কথা জানিতে পাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের যে কর্মকারক নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে জানাইবেন যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে

৪৪ ধারার টীকা ১২১ ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২ , ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০ ধারা রাজবিদ্রোহ সম্বন্ধে

৩০২, ৩০৩, ৩০৪ জ্ঞানকৃত বধ ও নরহত্যা।

৩৮২ হইতে ৪০২ চুরি, দস্যুতা, ডাকাতি

৪৩৫, ৪৩৬ অগ্নিদ্বারা অপকার।

৪৪৯ হইতে ৪৬০ পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ সিঁধ ইত্যাদি

দঃ বিঃ ১০৪। ১১৬। ও ২০২। ধারা দেখ

গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন কোন বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা

৪৫ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল কি গ্রামের চৌকিদার কি গ্রাম্য পোলীস কর্মচারী কি ভূমির অধিকারী কি দখলিকার ও সেই অধিকারীর কি দখলিকারের গোমস্তা, এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পক্ষে যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজানা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের কোন সম্বাদ জানিতে পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা যে পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে তাহার সেই সম্বাদ জানাইতে হইবে

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকিদার কি পোলীস কর্মচারী হন, কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখলিকার হন, কিম্বা গোমস্তা থাকেন, কিম্বা যে গ্রামের

রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোর অথবা গ্রাহক কি বিদেশী বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির নিয়ত বা কিয়ৎকালের বাস করিবার কথা।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলাতক কয়েদী কি দোষিত অপরাধী বলিয়া তাঁহার জানা আছে, কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তমতে তাঁহার এমত সংশয় থাকে সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্য দিয়া যাইবার কথা।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ করণের কি করণার্থ উপায়ের কথা।

(ঘ) সেই গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির অকস্মাৎ বা অপঘাত মৃত্যুর কিম্বা সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যুর কথা।

ব্যাখ্যা। এই ধারায় "গ্রাম" শব্দে গ্রামের অন্তর্গত ভূমি ও গণ্য।

৪৫ ধারা। মূল ইংরাজী আইনের "*Village Headman*" কথাগুলির বাঙ্গালা অনুবাদে গ্রামের মণ্ডল কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। "*Village Headman*" কিসে গ্রামের প্রধান লোক, এস্থলে মণ্ডল কেন হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ... বাবু ... এম, এ বি, এল ... জমিদারী পঞ্চায়তী ও বাজার ... ৩০ পৃষ্ঠায় ১২১ সংখ্যার ... মণ্ডল ও মোড়ল ... মোড়ল ... (... ও ... অদ্যাবধি মোড়লের ...) অধুনা ... লোপ হওয়াতে মণ্ডলের ... নাই। ১৮২৯ সালের ১৭ আইনের ... অন্যান্য ভূম্যধিকারী ইজারদার দরইজারদার অধীন তালুকদার ... নায়েব ... তহশিলদার, গবর্ণমেন্টের রাজস্ব এবং কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ... কার্য্যে নিযুক্ত দেশীয় কর্ম্মচারীরা এবং "মণ্ডল অথবা গ্রামের অন্যান্য হেড ম্যান" ... মধ্যে কেহ সতী অর্থাৎ সহমৃতা হওয়ার ... নিকটতম থানায় সংবাদ ... দায়ী। ইচ্ছাপূর্ব্বক ... কিম্বা বিলম্বে ... ২০০ শত টাকা ... অধিক কয়েদ হইতে পারে। উক্ত ১৮২৯ সালের ১৭ আইনের ... মণ্ডল ... অন্যান্য ... প্রধান লোক কথাগুলি ... স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কেবল মণ্ডলই গ্রামের ... প্রধান নহে। অধিকন্তু এই আইনের ৪ ধারার শেষে লেখা আছে যে এই আইনে যে যে শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনেও ... অর্থ ... দণ্ডবিধি আইনে সেই সেই শব্দ ও পদের যে যে অর্থ আছে, সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে। দঃ বিঃ ... ধারায় বিধান আছে যে পূর্ব্বাপর ... প্রকাশ না হইলে এক বচনের কথার মধ্যে বহুবচনও গণ্য হইবে এবং বহুবচনের কথা এক বচনের কথার মধ্যে গণ্য হইবে। ... "*Village Headman*" শব্দে কেবল গ্রামের মণ্ডল হইতে পারে না ... গ্রামের ... দিতে প্রধান ... বুঝাইবে।

১৮১০ সালের ৩ আইনের ২ ধারা মতে —

১ জমিদার
২ তালুকদার
৩ অন্যান্য ভূম্যধিকারী
৪ ইজারদার
৫ দরইজারদার
৬ অধীন তালুকদার
৭ নায়েব ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিনিধি
৮ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ... কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ... কার্য্যে নিযুক্ত দেশীয় কর্ম্মচারী
৯ মণ্ডল অথবা গ্রামের অন্যান্য প্রধান

আপন আপন জমিদারী, তালুক গ্রাম ইজারাদির সীমার মধ্যে ডাকাত, ঠগ, দস্যু, ... অথবা অন্য দস্যু ... থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধে যে সংবাদ পান তাহা ... মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানায় দারোগাকে ... দিতে বাধ্য।

কড ক বংাব তর্থ থে ট ১৮৭১ সালের ২৭ ক সুনের ২৪ ধার ব মলে যে গে ও ব (সকলো মহে) ছেলে দেবে অর্থাৎ ডুড় উপর ব শকদিগকে মুক্ত বিহীন করে, অথ ত বিব অভিগমন করে, এবং ঐ সকল অপরাধের সহায়তা করে

এই ৪৫ ধারানুসারে চোের হিসাব ম স ম ব দ দিতে বাধ্য নহে (ব সনিহি ন য়র ২, স বি ১৭। ২৬৬) থাত খি ও নহে (যা চবং লোল মিঃ ই র, বি, ৭ ৬০৩)

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনঃধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক সাধারণতঃ ধৃত করণ বিষয়ক বিধি

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে ত হার কথা

৪৬ ধারা ধৃতকরণ সময়ে পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন তিনি যাহাকে ধরিবেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায় তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা

তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে চেষ্টা করে, তবে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিবেন

যে অপরাধে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় না সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না

৪৬ ধারা এই আইনের ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ধারা এবং দঃ বিঃ ১৯ ১৮৬ ১৮৯ ২২৪ ২২৫ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৫৩ ধার দেখ বিশেষতঃ ১৮৮৮ সালের ১০ আইনের দ্বারা সংশোধিত দঃ বিধির ২২৫ খ ও ২২৫ খ ধারা দেখ

এই ধারার শেষ পদটি নূতন

কোন লোককে গ্রেপ্তার করার সময় পোলীস সরকারী পোষাক পরা উচিত

যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয়, সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা

৪৭ ধারা যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কার্য্যকারকের এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে তিনি ঐ স্থানবাসীর কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যকারী ঐ অন্য ব্যক্তিকে কি পোলীসের সেই কর্ম্মকারককে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সাহায্য করেন

৪৭ ধারা এই আইনের ৫৪ ৫৮ ৬৬ ৬৭ ৭৭ ৭৮ এবং দঃ বিঃ আইনের ১৫৬ ১৮৭ ২১২— ২১৬ ২২৫ ধারা দেখ

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪৮ ধারা যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থলে এবং যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তাঁহাকে পলাইবার

সুযোগ না দিয়া যে স্থলে ওয়ারেণ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই স্থলে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে পারিবেন ও আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তমতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্যে যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে সেই ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক ঘরের কি স্থানের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

কিন্তু যদি উক্ত স্থানে যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের অধিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই স্ত্রীলোক যদি স্বজাতীয় আচারমতে প্রকাশ্য স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পোলীসের কর্ম্মকারক তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া, ও সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সাহায্য করিয়া ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন

মুক্তির উদ্দেশে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা

৪৯ ধারা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন গৃহে কি স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন

অনাবশ্যক মতে বদ্ধ না করিবার কথা

৫০ ধারা ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যত দূর আবশ্যক হয়, তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না

৫০ ধারা কোন পোলীস কর্ম্মচারী কোন গেরেপ্তারী আসামীকে অনর্থক শারীরিক কষ্ট দিলে পোলীসের আইন অর্থাৎ ১৮৬১ সনের ৫ আইনের ২৯ ধারা মতে তাঁহার তিন মাসের বেতনের অনধিক জরিমানা, অথবা তিন মাসের অনধিক কয়েদ, অথবা উভয়দণ্ড হইতে পারে

ওয়ারেণ্ট ভিন্ন পোলীস কোন ব্যক্তিকে গেরেপ্তার করিলে তৎক্ষণাৎ বিনা বিলম্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে হয় চালান দিতে, না হয় জামিন কিম্বা মোচলকা লইয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। (৮১ ধারা)

ধৃত ব্যক্তির গা তল্লাশের কথা

৫১ ধারা যে ওয়ারেণ্টে হাজির জামিন লইবার বিধান না থাকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক এমত ওয়ারেণ্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে কিম্বা ওয়ারেণ্টে হাজির জামিন লইবার বিধান থাকিলে ও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে,

এবং কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারেণ্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজির জামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে,

যে কর্ম্মকারক তাহাকে ধৃত করিলেন কিম্বা তাহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির গা তল্লাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান তাহা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখেন

৫১ ধারা আসামীর গাতল্লাসীতে প্রাপ্ত মাল রিপোর্টের সহিত কোর্ট সবইনস্পেক্টরের নিকট পাঠাইতে হয় তিনি তদ্বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম লইয়া আসামীকে কিম্বা তাহার কোন আত্মীয়কে ফেরত দেন অথবা আসামীকে খালাস হইলে জেলে পাঠান। (৫২৩ ধারা এবং পি পি ১)

যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করিতে হইবে তাহার কথা

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গা তল্লাশী করা আবশ্যক হইলে, সভ্যশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্য এক জন স্ত্রীলোকের দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে হইবে

সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কাহাকে ধৃত করেন ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপে যে যে অস্ত্র লন এই আইনের আদেশমতে ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে সেই আদালতের কি কার্য্যকারকের নিকট সেই সেই অস্ত্র সমর্পণ করিবেন।

৫৩ ধারা এইটি নূতন ধারা।

খ।—ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি

যে স্থলে পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা

৫৪ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারেণ্ট না পাইয়াও এই এই ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ

প্রথম।—যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তিসিদ্ধ মতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় বা যুক্তিমত সংশয় হয় তাহাকে

দ্বিতীয়—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র আইনসিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহাকে; আইনসিদ্ধ কারণ থাকিবার (প্রমাণের) ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্ত্তিবে

তৃতীয়—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে;

চতুর্থ।—চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে, কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে;

পঞ্চম।—কোন ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ সময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে তাহাকে;

ষষ্ঠ—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টন হইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে

৫৪ ধারা ১ম প্রকরণ—যুক্তিসিদ্ধ নালিশ অথবা সন্দেহ কি তাহা প্রত্যেক মোকদ্দমার অবস্থার উপর নির্ভর করে, কিন্তু ইহার মূলে অবশ্য অন্ততঃ কোন নিশ্চিত ঘটনা থাকা আবশ্যক যদ্দ্বারা ধৃত ব্যক্তির উপর সন্দেহ হইতে পারে, কেবল অমূলক সন্দেহ বা সংবাদ থাকিলে হইতে পারে না। ২য় প্রকরণ পোলীস কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়ার পূর্ব্বেই এই মনে করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন যে পরে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে এরূপ করা অবৈধ। কোন পোলীস কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার করার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করা দ বি ২২০ ধারা মতে এমন অপরাধ যাহার দণ্ড ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ হইতে পারে। অনেক সময়ে এরূপ ঘটে যে পোলীস কর্ম্মচারী নিজে কোন ব্যক্তিকে ধৃত না করিয়া তাহার কোন প্রতিবাসীর দ্বারা তাহাকে আটক করিয়া রাখেন এরূপ করাও যাহা আর তিনি নিজে গ্রেপ্তার করাও তাহাই, কারণ যদিও ধৃত ব্যক্তিকে অন্যের হেফাজতে রাখা হয়, তত্রাচ সেই ব্যক্তি

...ন পোলীসের আদেশ মতে ধৃত হয় অথচ আইনের পক্ষ সে পোলীসের হেফাজতেই আছে বলিয়া গণ্য হয় (বিহারী সিং দিঃ ৭ ড রি, ৩)

গ্রেপ্তার অবৈধ হইতে পারে, কিন্তু গ্রেপ্তার অবৈধ হইলেই যে পোলীস কর্মচারীর জুরিস্‌ডিক্‌সন ছিল না এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না জুরিস্‌ডিক্‌সন প্রমাণ দর্শাইতে হয় ...পোলীস কর্মচারীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ২২০ ধারার মোকদ্দমা চলেনা (নারায়ণ বাবাজি ৯ ব, ৩১৬)।

একজন পোলীস কর্মচারী একজনকে গ্রেপ্তার করিয়া আপন বাড়ীতে ... ছিলেন যে মোচলকা লইবেন কি না অবরুদ্ধ ব্যক্তি পোলীস কর্মচারীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৩৪২ ধারায় মোকদ্দমা করায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে অবরোধের উপযুক্ত কারণ ছিল না কিন্তু যেহেতু ... যদিও পোলীস কর্মচারী তাঁহার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া থাকিবেন তত্রাচ তাঁহার এমন জ্ঞান বিশ্বাস ছিল যে তিনি আপন কর্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহার কোন জুরিস্‌ডিক্‌সন ছিল না, এবং দঃ বিঃ ৩৩৯ ৩৪০ ধারায় উল্লিখিত কোন কার্য্য করার অভিপ্রায় ছিল না অতএব দণ্ড হইতে পারে। (বদরুল হসেন, ২৪ উ, রি ৫১)

গ্রাম্য চৌকিদার এই ৫৪ ধারা মতে পোলীস কর্মচারী নয় ... একজন খুনীকে গ্রেপ্তার করিতে অস্বীকার করায় ৬ষ্ঠ দঃ বিঃ ২৭১ ধারা মতে দণ্ড হয় নাই (বাবু দিঃ ই, ল রি ৩ এ ৬০)

ভ্রমণকারী ব্যক্তি ও রীতিগত দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার কথা

৫৫ ধারা পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐরূপে এই এই ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায়, যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে, কিম্বা

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি সুবোধমতে আপনার বৃত্তান্ত জানাইতে না পারে, কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিগত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রসিদ্ধ এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে

৫৫ ধারা এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে (১৮৮৩ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা) এই ধারা মতে কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ধৃত করিতে পারেন, অন্যকে ... পারেনা, কিন্তু ৫৬ ধারা মতে তিনি তাঁহার কোন অধীনস্থ কর্মচারীকে ... ধৃত করাইতে পারেন এই ধারা মতে ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ১০৯ ১১০ ধারা মতে মোকদ্দমা হয়

৫৫ ধারা (ক) ও (খ) প্রকার অপরাধকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে ১৮৭১ সালের ২৭ আইন দেখ ... বিদেশস্থ ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি ও তাহাদিগকে আয়ত্তাধীনে রাখার জন্য নীচের লিখিত উপদেশ দেওয়া যাইতেছে,—

(১) গ্রামের সীমার মধ্যে ভ্রমণকারী বিদেশীয় লোকের কোন বড় কিম্বা ছোট দল থাকিলে, কি আসিলে চৌকিদারগণ সত্বর তদ্বিষয়ের সংবাদ নিকটস্থ থানায় দিবে

(২) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এই সংবাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ ঐ দল দেখিবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন

(ক) ঐ দলের সমুদয় লোকের নাম ও আকৃতি

(খ) তাহাদের সহিত যত পশ্বাদি আছে

(গ) তাহাদের জাতি

(ঘ) দলপতির নাম

(ঙ) তাহারা কোন দেশ হইতে কোন পথে আসিয়াছে

(৮) তাহারা ইংরাজী ৰুঝে কিনা এবং কোন দেশে বসতি করে কিনা

(৯) তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কি এবং তাহাদের চরিত্র কি প্রকার।

(৩) *এই অনুসন্ধানের ফল বিশেষ অবশ্যক বিষয়ের রিপোর্ট অবিলম্বে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে প্রেরিত হইতে হইবে*

(৪) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্বয়ং অথবা তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী সপ্তাহে অন্যূন একবার ঐ দলের আড্ডা দেখিবেন এবং যদি ইহাদের মধ্যে কোন লোক অনুপস্থিত থাকে, অথবা কোন নূতন লোক আসিলে তাহার বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন ঐ আড্ডা ভাঙ্গিয়া গেলে একজন কি দুইজন কনষ্টেবল তাহাদের সঙ্গে পাঠাইবেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী কোন থানার সীমায় গিয়া তাহারা আড্ডা করিলে তাহাদের সঙ্গী কনষ্টেবল দুইজন হইলে একজন তাহাদের সঙ্গে থাকিবে অপর একজন এবং একজন কনষ্টেবল হইলে সেই গ্রামের চৌকিদারকে তাহাদের সঙ্গে রাখিয়া কনষ্টেবল সেই থানায় গিয়া তদ্বিষয়ের সংবাদ দিবে সংবাদ দেওয়ার পরই কনষ্টেবলের কিম্বা কনষ্টেবলদিগকে আপন থানায় প্রত্যাগমন করার অনুমতি দিতে হইবে

(সংবাদ দেওয়া মাত্রই নহে, সেই থানার দারোগা, জমাদার কিম্বা কনষ্টেবল দল বুঝিয়া লইলে তবে সঙ্গের কনষ্টেবলের প্রত্যাগমনের অনুমতি হইবে আর সেই থানায় যদি তৎকালে প্রয়োজনীয় কনষ্টেবল না থাকে তবে সাবেক কনষ্টেবলকে কিম্বা কনষ্টেবলদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে নতুবা ভ্রমণকারীর দল গোপনে পলায়ন করিতে পারে এবং অনেক সময়ে বনে ও অন্য স্থানে এলাকায় গিয়া বসে তাহার অধিকাংশ স্বাধীন অর্থাৎ পোলীসের দৃষ্টির অধীন নয়)

(৫) গ্রামস্থ অথবা দলের সঙ্গী চৌকিদার অবগত হওয়া মাত্র নিম্নলিখিত সংবাদ দিবে

(ক) দল হইতে কোন লোক অনুপস্থিত হইলে

(খ) কোন নূতন লোক দলভুক্ত হইলে।

(গ) আড্ডা স্থানান্তরিত হইলে

(৬) এ সম্বন্ধে যে সকল জ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হয় তাহার এক পৃথক্ নথি ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসে থাকিবে এবং দলস্থ লোকের যে আপনাদের পরিচয় দেয় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহাদের প্রকাশিত স্থানে অনুসন্ধান করাইবেন কোন দল দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার তদন্ত করিতে হইবে, এবং তাহারা কোথায় আছে তদ্বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জানাইতে হইবে

(৭) দলস্থ লোকেরা যে পরিচয় দেয় তাহা অনুসন্ধানে মিথ্যা প্রকাশ পাইলে তাহাদের সম্বন্ধে অথবা তাহাদের মধ্যে যতজন আবশ্যক বোধ হয় ততজনের এই ৫৫ ধারার (গ) প্রকরণানুসারে দুষ্ট কারিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে (১০৯ ধারা মতে) মোকদ্দমা স্থাপন করিতে হইবে

৫৫ ধারা (গ) প্রকরণ,—প্রত্যেক থানায়, স্বাধীন ও সাধারণ অর্থাৎ অধীন ফাঁড়িতে বদমাসী বহি আছে তাহাতে নিম্নলিখিত শ্রেণির লোকের নাম ইত্যাদি লেখা হয় :—

(১) মোকদ্দমার চূড়ান্ত হুকুমে (মোকদ্দমার নথিতে এরূপ হুকুম লেখা হয়না প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটের এক একখানি মোকদ্দমার বহি আছে তাহা কোর্ট সাব-ইনস্পেক্টারের আফিসে থাকে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেলে, এবং আসামী শাস্তি পাইলে, সেই বহিতে মাজিষ্ট্রেট স্বহস্তে হুকুম দেবেন যে অমুক ব্যক্তির নাম লাল কালীতে কিম্বা কাল কালীতে লিখিতে হইবে লাল কালীর অর্থ নজর বন্দী অর্থাৎ সাময়িক অনুসন্ধান আবশ্যক, কাল কালীর অর্থ সাময়িক অনুসন্ধান অনাবশ্যক) যে সকল লোককে পোলীসের নজরবন্দীতে রাখার জন্য বিচারক আদেশ করেন

(২) শাস্তি পায় নাই এমন যে সকল বদমাসের নাম জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এই বহিতে ভুক্ত করিতে হুকুম দেন

যে সকল লোক বাস্তবিক চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অপরাধ করে তাহারা দণ্ড পাউক বা না পাউক তাহাদিগকে পোলীসের নজর বন্দীতে রাখাই এই বহির উদ্দেশ্য

এই বহিতে যাহাদের নাম ভুক্ত হয়, তাহারা কত জমি চাষ করে, কত খাজনা দেয়, মাসে কত উপার্জ্জন করে, অর্থাৎ চাষ, চাকরী, অথবা দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে তাহাদের নিজের এবং পরিবার বর্গের সচ্ছন্দে ভরণ পোষণ হয় কি না এবং তাহারা অধিকাংশ রাত্রে বাড়ীতে থাকে কি না ও কোন প্রসিদ্ধ বা জানিত চোর ডাকাতের সঙ্গে সর্ব্বদা ফেরে কিনা ইত্যাদি বিষয় সময়ে সময়ে প্রতি মাসে অনুসন্ধান করিয়া এই বহিতে লিখিতে হয় অপরাধপ্রবণ শ্রেণীর লোকদিগকে অকারণে ক্লেশ দেওয়া বা বিরক্ত করা এই বহির উদ্দেশ্য নহে কেবল মাত্র তাহাদের গতি বিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রসিদ্ধ বদমাশ অর্থাৎ পুরাণ পোলীসের গ্রহণ যোগ্য যে সমস্ত অপরাধে শাস্তি পাইয়াছে বলিয়া যাহাদের প্রতি

পুনর্ব্বার কোন অপরাধ [illegible] সমুখে [illegible]
করিতে [illegible] (বি [illegible])

উপরের ঐ দুই [illegible] (গ) [illegible] হইয়া
অথচ তাহার হাতেনাতে [illegible] ১১০ [illegible]
মোকদ্দমা [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible]
সাম্নে উপস্থিত হই [illegible] থাকে
এই সময়ে পোলীস [illegible] (গ) [illegible] উপস্থিত
করিয়া দেন [illegible]

পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত তাহার অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে হস্তকত্তব্যতার কথা

৫৬ ধারা আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থিতে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার জন্যে আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবেক আজ্ঞাপত্রে এই এই কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাইনগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে

৫৬ ধারা এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে (১৮৮০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা।)

নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা

৫৭ ধারা যে অপরাধ অধর্ত্তব্য কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পোলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি পোলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান যাহা জানায়, তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চয়মতে জানা না গেলে তাহাকে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে

অপরাধিকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা

৫৮ ধারা এই অধ্যায়মতে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন

সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা

৫৯ ধারা ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হইয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন;

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পোলীস থানায় লইয়া যাইবেন।

ঐ ব্যক্তি ৫৪ ধারামত বিধানের মধ্যে আইসে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিবেন

ঐ ব্যক্তি অধর্ত্তব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, এবং পোলীস কর্ম্মকারকের আদেশমতে সে নাম ও ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা যে নাম ও ধাম জানায় উক্ত কর্ম্মকারক তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে ধৃত করিতে পারিবেন যে কোন অপরাধ করে নাই এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহাকে অগৌণে মুক্ত করিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা

৬০ ধারা পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা

৬১ ধারা মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপার বিবেচনায় ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা উচিত, পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না; এবং ১৬৭ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না; তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পঁহুছিতে যত সময় লাগে ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

৬১ ধারা (১) ১৬৭ ধারা দেখ

"ধৃত" কিরূপে ধৃত করিতে হয় ৪৬ ধারায় দেখ

থানায় কিম্বা তদারকের স্থলে পোলীস কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেই বিধি মতে 'ধৃত' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ আসামীকে স্বাধীনতা চ্যুত না করিলে ধৃত করা হয় না

"২৪ ঘণ্টা" অধিক (একাগত) ২৪ ঘণ্টা, মধ্যে বিরাম শূন্য (ইম্প্রীন্স ম হ, ১ উ নি ৫)

ধৃত ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্টে ১ ঘণ্টাও আটক রাখার পোলীসের অধিকার নাই (শিবপ্রসন্ন ঘোষ দ্র, ৬ উ, রি, ৮৮)

ধৃত করা বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা

৬২ ধারা পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজির জামিন দিবার অনুমতি হইলে কি না হইলেও ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৩ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে, নিজে মুচলকা কি জামিন না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না

মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।

৬৪ ধারা মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে তিনি আপনি অপরাধীকে ধরিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধীকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা

৬৫ ধারা কোন মাজিষ্ট্রেট যৎকালে যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

পলাইলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা

৬৬ ধারা আইনমত হেফাজাত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির হেফাজাত হইতে সে পলায় কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন।

৬৬ ধারা মত ধৃত করণের প্রতি ৪৭, ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন তিনি ওয়ারেণ্টক্রমে কার্য্য না করিলেও এবং ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীস কর্ম্মচারী না হইলেও ঐ ধৃত করণ কার্য্যের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

সমনের পাঠের কথা

৬৮ ধারা এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন, তাহা দুই কেতা করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যদ্রূপ আদেশ করেন, তদ্রূপ অন্য কার্য্যকারকের স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে

সমন যে জারী করিবে তাহার কথা

পোলীসের কর্ম্মকারক দ্বারা সমন জারী হইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে এই আইনের সঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন, সেই বিধির নিয়মাধীনে, যে আদালত সমন দেন, সেই আদালতের কর্ম্মচারী দ্বারা সমন জারী করা যাইবে।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তিবে

সমন কিরূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা

৬৯ ধারা যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায়, সাধ্য হইলে ঐ সমনের এক কেতা নিজ তাঁহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া তাঁহার উপর জারী করা যাইবে

সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা

যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তদ্রূপে সমন জারী করা যায়, জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, তিনি তাহার রসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

° ৬৯ ধারা সমনের রসীদ দিতে অস্বীকার করা দঃ বিঃ ১৭৩ ধারা মতে দণ্ডনীয় অপরাধ নহে (কলীয়া বিন্ ফকির, ৫ ব, ৮৪ ভুবনেশ্বর দত্ত, ২ ব, ল, রি, ৮০)

সমন যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা

৭০ ধারা যাহার নামে সমন দেওয়া যায়, যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষ কিম্বা রাজধানী নগর হইলে যে চাকর তাঁহার সঙ্গে বাস করে, তাহার নিকটে ঐ সমনের এক কেতা রাখিয়া দিয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে; এবং তদ্রূপ যে ব্যক্তির নিকটে ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায় জারীকারক কর্মচারী আদেশ করিলে, সেই ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন

রসীদ না পাওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত স্বাক্ষর পাওয়া না গেলে, যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় তিনি সচরাচর যে গৃহে বা বাটীতে বাস করেন সেই গৃহের বা বাটীর কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীকারক কর্মচারী সমনের এক কেতা লাগাইয়া দিবেন; এবং তাহা করিলে ঐ সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানীর কর্মকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা

৭২ ধারা যে ব্যক্তিকে সমন করা যায়, তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির চলিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে যে কার্য্যালয়ে তিনি কর্ম করেন, ঐ সমন প্রচারক আদালত সামান্যতঃ সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্মকারকের নিকট ঐ সমনের দুই কেতা পাঠাইবেন তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে ঐ প্রধান কর্মকারক তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন এবং ঐ ধারার আদেশমত পৃষ্ঠলিপি সহিত তাহা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন

স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা

৭৩ ধারা কোন আদালত যে সমন দেন, তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা অন্য আদালত তথায় তাঁহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সমনের দোকর লিপি পাঠাইবেন।

তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমনজারী হইবার প্রমাণের কথা

৭৪ ধারা কোন আদালত যে সমন দেন তাহা সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলেও যে ব্যক্তি ঐ সমন জারী করেন তিনি নালিশ শুনিবার সময়ে উপস্থিত না হইলে, এমত স্থলে ঐ সমন জারী হইয়াছে এই মর্ম্মের আফিডেবিট কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়, কিম্বা যাহার নিকট, তাহা রাখিয়া যাওয়া যায় ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধান মতে তাহার পৃষ্ঠলিপি সংযুক্ত বলিয়া ঐ সমনের দোকর লিপি প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে; এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহাতে যাহা লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

এই প্রকরণের উল্লিখিত আফিডেবিট ঐ সমন পত্রের দোকর লিপি সংযুক্ত করিয়া আদালতের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

খ—ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট বিষয়ক বিধি।

ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট লিখিবার পাঠের কথা

৭৫ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে ওয়ারেণ্ট দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে ঐ বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিবেন এবং তাহাতে আদালতের মোহর দেওয়া যাইবে।

ওয়ারেণ্ট প্রবল থাকিবার কথা

তদ্রূপ যে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত দেন সেই আদালত যতদিন রহিত না করেন, কিম্বা তদনুসারে যত দিন কার্য্যসাধন না হয় ততদিন তাহা প্রবল থাকিবে।

আদালত যেস্থলে হাজির জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা

৭৬ ধারা। কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিলে যে কার্য্যকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন সহ নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

(ক) যত জন জামিন দিতে হইবে, (খ) তাহারা ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টাকা তাইনে বদ্ধ হইবে ও (গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে;

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।

এই ধারামতে জামিন লওয়া গেলে, যে কর্ম্মকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

৭৬ ধারা। ৯২ ১৭০ ৫১৩।৫১৪ ধারা দেখ।

যাহাদের নামে ওয়ারেণ্ট দিতে হইবে তাহার কথা

৭৭ ধারা। ওয়ারেণ্ট সচরাচর এক কি একাধিক পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট বাহির করিলে তাহা সর্ব্বদাই তদ্রূপে দেওয়া যাইবে কিন্তু ত্বরায় জারী করা আবশ্যক হইলেও তৎকালে পোলীসের কর্ম্মকারককে পাঠান যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন

অনেক লোককে ওয়ারেণ্ট দিবার কথা

ওয়ারেণ্ট অনেক কর্ম্মকারকের কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে, তাঁহাদের সকলের কি তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা ঐ ওয়ারেণ্ট জারী হইতে পারিবে

৭৭ ধারা। ৭৯ ধারা দেখ।

ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।

৭৮ ধারা। কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধীর বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলেও ধরা যাইতে না পারিলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন

জিলার বা মহকুমার অন্তর্গত কোন ভূম্যধিকারীর কি ভূমির ইজারদারের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন

ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি কার্য্যাধ্যক্ষ সেই ওয়ারেণ্ট পাইবার রসীদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইজারায় কি তাঁহার তত্ত্বাধীন ভূমিতে থাকিলে কি আসিলে সেই ওয়ারেণ্ট জারী করিবেন

ঐ ওয়ারেণ্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারেণ্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্ম্মকারকের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে। আর ৭৬ ধারামতে হাজির জামিন লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন

৭৮ ধারা ভূম্যধিকারী প্রভৃতি ওয়ারেণ্ট জারী করিতে ত্রুটি করিলে দঃ বিঃ ১৮৭ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবে

পোলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তাহার কথা

৭৯ ধারা পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে ওয়ারেণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে তাঁহার দ্বারা ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করা যাইতে পারিবে

ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৮০ ধারা পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট জারী করেন, যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারেণ্টের মর্ম্ম জানাইবেন ও সে ঐ ওয়ারেণ্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন

ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা

৮১ ধারা পোলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট জারী করেন—আইনের আদেশমতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত করাইতে হইবে জামিন সম্বন্ধে ৭৬ ধারার বিধান মানিয়া অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন

ওয়ারেণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা।

৮২ ধারা ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারেণ্ট পাঠাইবার কথা

৮৩ ধারা যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে, উক্ত আদালত ঐ ওয়ারেণ্ট পোলীসের কোন কর্ম্ম কারককে না দিয়া যে মাজিষ্ট্রেটের কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারেণ্ট তদ্রূপে পাঠান যায় তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া সাধ্য হইলে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহা জারী করাইবেন।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পোলীসের কর্ম্মকারকে ওয়ারেণ্ট দিবার কথা।

৮৪ ধারা যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তাহা দেওয়া গেলে, যাঁহার

বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, উক্ত কর্ম্মকারক সামান্যতঃ সেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের অন্যূন পদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নিকট তাহা লইয়া যাইবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন, তাহা হইলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ঐ ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করিবার প্রভূত ক্ষমতা হইবে ও আদিষ্ট হইলে ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করণকার্য্যে তৎস্থানের পোলীস ঐ কর্ম্মকারকের সহকারিতা করিতে বদ্ধ হইবেন

ওয়ারেণ্ট যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারকের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে তাহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা হেতুক ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারা যাইবে না এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারেণ্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে

যাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৫ ধারা। ধরিবার ওয়ারেণ্ট যে জিলার বাহির হয় সেই জিলার বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে, যে আদালত ওয়ারেণ্ট দিলেন সেই আদালত ধরিবার স্থানের বিশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাহার বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেল সেই মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব অপেক্ষা নিকটে না থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামত হাজির জামিন না লওয়া গেলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে

ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা

৮৬ ধারা। যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন ঐ ধৃত ব্যক্তি সেই আদালতের লক্ষিত বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশ্যনর সাহেবের সন্তোষমতে জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামতে ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশ্যনর সাহেব জামিন বা স্থলবিশেষে প্রতিভূ লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূপত্র যে আদালত ওয়ারেণ্ট দিয়াছেন সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ৭৬ ধারা মতে যে প্রতিভূ লইতে পারেন, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা

৮৭ ধারা। সাক্ষ্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন তাহার উপর ওয়ারেণ্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে উক্ত আদালত এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ

দেখিলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দিষ্ট স্থানেও ঘোষণা পত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্যূন নিরূপিত কোন দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে

ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিত মত প্রচার করা যাইবে

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্য রূপে পাঠ করা যাইবে,

(খ) সে ব্যক্তি সচরাচর যে গৃহে বা বসতবাটীতে থাকে তাহার, কিম্বা ঐ নগরের, কি গ্রামের কোন প্রকাশ্য স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে, ঘোষণা পত্র প্রচারকারী আদালতের এই মর্মের উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে

৮৭ ধারা। অপরাধীর গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট দঃ বিঃ [illegible] ধারায় উল্লেখিত সমন অথবা নোটিস নয়, এবং হুকুমনামাও নয় কারণ ওয়ারেন্টে লিখিত হুকুম আসামীর [illegible] পোলীসের কিম্বা অন্যান্য ব্যক্তি অথবা [illegible], অতএব [illegible] আসামী [illegible] পলায়ন করে, কি গোপনে থাকে তাহার দঃ বিঃ ১৭২ ধারা মতে দণ্ড হইতে পারে না [illegible] লিখিত হাজীর হওয়ার সময়ের মধ্যে হাজীর না হয় [illegible] দর্শাইতে না পারিলে দঃ বিঃ ১৭৪ ধারা মতে দণ্ড হইতে পারে (উইকলি রিপোর্টার ৫ ভ [illegible] ১১)

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

৮৮ ধারা। আদালত ৮৭ ধারামত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায়, সেই জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে, ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে; এবং ঐ জিলা ভিন্ন অন্য যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রধান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে

যদি ঋণ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন

(ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধ সূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(ঘ) উপরিলিখিত সমুদায় বা কোন দুইটি উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে

যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমি হইলে, যে জিলায় ভূমি থাকে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ঙ) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধ সূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(জ) এই এই উপায়ের মধ্যে সমুদায় কি কোন দুইটিদ্বারা, ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

এই ধারামতে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে।

যে ব্যক্তির নামে ঘোষণাপত্র হয়, সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে; কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না পরন্তু ঐ সম্পত্তি স্বভাবতঃ আশু ক্ষয়শীল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা, আদালতের এমত বিবেচনা হইলে যখন উচিত বোধ করেন তখনই বিক্রয় করাইতে পারিবেন।

৮৮ ধারা। এই ধারা পলাতক সাক্ষীর প্রতিও খাটে, (৯ উ বি ১০)

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।

৮৯ ধারা ৮৮ ধারার শেষ পদমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে, সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে কিম্বা যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল ধৃত হইয়া সেই আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, ওয়ারেণ্টজারী এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঘোষণাপত্র প্রচারের একপ নোটিস পায় নাই, সেই আদালতের সুবোধমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐ সম্পত্তি কিম্বা যদি পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিম্বা সম্পত্তির অংশ মাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে, বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ক্রোকজনিত সমুদায় খরচ তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর তাহাকে দেওয়া যাইবে

৮৯ ধারা। ক্রোকী সম্পত্তিতে তৃতীয় ব্যক্তি দাবিদার হইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের তদন্ত করিতে বাধ্য নহেন, কারণ এই আইনে তদ্বিষয়ের কোন বিধান নাই। পলাতক আসামীর সম্পত্তি ব্যতিরিক্ত তৃতীয় ব্যক্তির দখলে হস্তক্ষেপ করার মাজিষ্ট্রেটের কোন অধিকার নাই সম্পত্তি নিলাম হইয়া গেলেও তৃতীয় ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে খরিদদারের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারেন যে কোন ৬ মাসের মধ্যে দাবি হইলে মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিতে পারেন, ৬ মাসের পরে হইলে দাবিদারকে দেওয়ানীতে নালিশ করিবার হুকুম দিতে পারেন (চমক রায়, ৭ উ, বি, ৩৫ চন্দ্রভান সিংহ, ১ উ, রি, শিবদিহল রায় ই, ল, রি, ৩ ৫, ৪৮৭)

একটি সম্পত্তি ৮৮ ধারা মতে ক্রোক হওয়ার পর, ফেরারী আসামীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী সূত্রে ক্রোক নিলাম হওয়ায়, ঘোষণা পত্রের সময় মধ্যে ফেরারী হাজীর না হওয়ায়, সেই সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন এবং অবশেষে পুনর্ব্বার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিলাম হয় তৎপরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্রেতার মধ্যে মোকদ্দমা হওয়ায়, ফৌজদারী ক্রেতার জীত হয় সেখ গোলাম আবিদ, ই, ল, রি, ৯ বঃ ৮৬১ (১২ ক ল, রি, ৪১১)

ঘ।—পরওয়ানা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারেণ্ট দিবার কথা

৯০ ধারা কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন,

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর, কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, সে পলায়ন করিয়াছে, কিম্বা সমন মান্য করিবে না, কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময় নিয়মিতরূপে জারী করা হয় তাহাতে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দর্শান না যায়

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৯১ ধারা। কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারেণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনসহ কি জামিন বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে, ধৃত করণের কথা।

৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত নিবন্ধপত্র ক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন

এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৯৩ ধারা। এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারেণ্ট ও সমনের ও ওয়ারেণ্টের বাহির করণ ও জারীকরণ ও সাধন সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে তৎসমুদয়, যতদূর সম্ভব, এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারেণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি

ক—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি

দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

৯৪ ধারা। কোন আদালত কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্দ্বারা কি তৎসম্মুখে এই আইনমত অনুসন্ধান কি তদন্ত, কি বিচার, কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার নিমিত্ত কোন দলিল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে, ঐ দলিল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকা বিশ্বাস হয় ঐ আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারক লিখিত আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলিল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন

এই ধারা মতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয়, তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া ঐ দলীল পাঠাইয়া উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৩, ১২৪ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইল বলিয়া, কিম্বা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে

পত্র কি পোষ্টকার্ড কি তাড়িতবার্ত্তা কি অন্য দলীল থাকে তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯৪ ধারা। কোন সাক্ষী দলীল দেখাইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দলীল দেখায় কেবল এই কারণে সে সাক্ষী হয় না, ও সাক্ষী স্বরূপ তাহাকে আহ্বান করা না গেলে তাহাকে জেরা করা যাইতে পারিবেনা।

সাক্ষ্য বিষয়ক (১৮৭২ সালের ১ আইন) ১৩৯ ধারা।

পত্র ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৯৫ ধারা। ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে দলীল থাকে, জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি, হাইকোর্ট কি সেশন আদালতের মতে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্তের বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত বিভাগের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ কোন কার্য্যের জন্যে তদ্রূপ কোন দলীলের প্রয়োজন আছে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন পোলীসের কমিশনর কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে, তিনি ডাক বা টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

খ।—তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি

তলাশী পরওয়ানা যে স্থলে জারি হইতে পারে তাহার কথা।

৯৬ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ৬৮ ধারামতে সমন, কি আজ্ঞাপত্র, কি ৯৪ ধারার প্রথম পদমতে আদেশ দেওয়া গিয়াছে কি দেওয়া যাইতে পারিত, সে ঐ সমন প্রভৃতির আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না কি দেখাইত না, কোন আদালতের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে,

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য কাহার অধিকারে আছে ঐ আদালতের জানা না থাকিলে,

কিম্বা সাধারণমতে অন্বেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ঐ আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন; এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদনুসারে ও পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে অন্বেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে দলীল ডাকঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

৯৬ ধারা। ১০১ ও ৫২০ ধারা দেখ।

পরওয়ানার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৭ ধারা। যে স্থান কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পরওয়ানায় সেই স্থানটী নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুজিবেন কি দেখিবেন না।

যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয়, তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

৯৮ ধারা। কোন স্থান চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান,

কিম্বা জাল করা দলীল কিম্বা কৃত্রিম মোহর, কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প বা মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা বা ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে

কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি কৃত্রিম মুদ্রা কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম, কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে,

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সম্বাদ পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে,

তিনি পোলীসের কনষ্টবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাঁহাকে প্রয়োজনমত সহকারি লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দ্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিবার, ও

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তিসিদ্ধ মতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কূট জ্ঞান করিলে তাহা এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্রাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধিকে যত কাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায় তত কাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিম্বা তাহা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে, কিম্বা উক্ত দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম, কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার জন্যে ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সহজ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়; এমত যে যে ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

৯৮ ধারা। এই আইনের ১০১ ধারা এবং দঃ বিঃ ৬৮ ৩৮৩ ৩৯০। ৪০৩ ৪০৫। ৪১০। ৪৭০। ৪৬৩ ৪৬৪ ২৭ ১২ ১১ ৪৪ ২৮ ২৮০ ধারা দেখ।

এলাকার বাহিরে তল্লাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

৯৯ ধারা। যে আদালত তল্লাশী পরওয়ানা দেন সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিবার সময়ে যে যে দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তন্মধ্যে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে ঐ সকল দ্রব্য ও পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের ফর্দ্দ ওয়ারেণ্ট-দাতা আদালতের নিকটে অবিলম্বে লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু উক্ত আদালত অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি নিকটে থাকিলে, ঐ দ্রব্য ও ফর্দ্দ তাঁহার নিকটে

অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে, ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

গ।—অন্যায়মতে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

অন্যায়মতে বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা

১০০ ধারা যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা সবডিবিজনাল মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, যাহাতে অপরাধ হয় এমত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাহার নামে ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি ঐ বদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে পারিবেন এবং ঐ পরওয়ানা অনুসারে অন্বেষণ করা যাইবে, ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অগৌণে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে এবং তিনি অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন, করিবেন

১০০ ধারা। বিশ্বাস করিবার কারণ দঃ বিঃ ২৬ ধারা দেখ। 'অন্যায় মতে বদ্ধ' এই ধারার "*Wrongfully confined*" কথার বাঙ্গালা অনুবাদে 'অন্যায় মতে অবরুদ্ধ' কথা দেওয়া ভ্রম হইয়াছে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ কথার ইংরাজী '*Wrongfully restrained*" অন্যায় মতে অবরুদ্ধ করা এবং 'অন্যায় মতে বদ্ধ' করা দুইটি ভিন্ন অপরাধ দঃ বিঃ ৩৩৯ ৩৪০ ধারা দেখ "অন্যায় মতে অবরুদ্ধ করণ এবং 'অন্যায় মতে বদ্ধ করণ অবশ্য এক শ্রেণীর দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এত পার্থক্য আছে যত অঙ্কুর এবং গাছে চুরি কিম্বা অপহরণ এবং দস্যুতায় "অন্যায় মতে অবরুদ্ধ করণ' না হইলে 'অন্যায় মতে বদ্ধ করণ' হইতে পারে না, অঙ্কুর না হইলে গাছ হইতে পারে না, চুরি কিম্বা অপহরণ না হইলে দস্যুতা হইতে পারে না কিন্তু "অন্যায় মতে বদ্ধ করণ না হইয়া ও অন্যায় মতে অবরুদ্ধ করণ" গাছ না হইয়াও অঙ্কুর এবং দস্যুতা না হইয়াও চুরি কিম্বা অপহরণ হইতে পারে অন্যায় মতে বদ্ধ" করণ স্থলে "অন্যায় মতে অবরুদ্ধ" করণ কথা বাঙ্গালা অনুবাদে দেওয়ায় অন্যায় এবং আইন মতে দোষ হইয়াছে

ঘ।—তলাশসংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা।

১০১ ধারা। ৯৬ ও ৯৮ ও ১০০ ধারামতে যত তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ৪৩ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ ও ৮২ ও ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে

বদ্ধ স্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে, তাহার তলাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা

১০২ ধারা এই অধ্যায়মতে যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিয়া লইবার যোগ্য তাহা বদ্ধ থাকিলে, যে কার্য্যকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন তাঁহার দাওয়া হইলে, ও ওয়ারেণ্ট দেখান গেলে ঐ স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি ঐ কার্য্যকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন, ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিমত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করাইয়া দিবেন।

যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, যে কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানাজারী করিতেছেন তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন

সাক্ষিদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা

১০৩ ধারা যে কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন তিনি এই অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানবাসী দুই কি তদধিক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তলাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিবেন

তাঁহাদের সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশ কালে যে সকল দ্রব্য ধৃত হয় ও যে স্থানে যে দ্রব্য পাওয়া যায় ঐ কার্য্যকারক বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সাক্ষিরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু যাঁহারা এই ধারামত তলাশের সাক্ষী থাকেন আদালত তাঁহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে, আদালতে তাঁহাদের সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই

যে স্থানের তলাশ হয় সেই স্থানবাসির উপস্থিত হইতে পারিবার কথা

যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসির কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তি সর্ব্বস্থলেই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি হইবে এবং এই ধারামতে যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, উক্ত সাক্ষিদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দ্দের নকল ঐ স্থানবাসির বা ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে

১০৩ ধারা চোরা মাল ইত্যাদির নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট ব্যতীত এই আইনের ১৬৫ ধারা মতে পোলীসের থানা (গৃহ) তল্লাস করার ক্ষমতা আছে রাত্রে থানাতল্লাশ করা বেআইনি নহে, এবং তাহা সময়ে সময়ে অপরিহার্য্য; কিন্তু মাল প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে রাত্রে থানা তল্লাস না করিয়া পর দিবস দিবাভাগে করাই ভাল (বি, পি, ম)

থানা তল্লাসির সময়ে বাড়িতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পোলীস চৌকিদার, সাক্ষী প্রভৃতি যে কেহ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন বাড়ির মালিকের অথবা তাহার অনুপস্থিতে, কি তাহাকে তল্লাস করিয়া তৎক্ষণাৎ কিম্বা অল্প সময়ের মধ্যে না পাওয়া গেলে, তাহার পরিবারের বিশ্বাসী কোন লোকের সাক্ষাতে কাপড় ঝাড়া দেওয়া উচিত, নতুবা কোন চোরা মাল ইত্যাদি পাওয়া গেলে এরূপ তর্ক হইতে পারে যে উক্ত মাল কাপড়ের ভিতরে করিয়া আনিয়া কোন কৌশলে রাখিয়া প্রাপ্তি স্থির করা হইয়াছে কিন্তু এরূপ তর্ক প্রাপ্ত মালের আকারের এবং প্রাপ্তি স্থানের অবস্থার উপর নির্ভর করে

ঙ।—বিবিধ বিধি।

দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে, তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা

১০৪ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইনমতে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে, ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে, তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা

১০৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যেস্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন স্থানে আপনার সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি

অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।

১০৬ ধারা। হাঙ্গামা কি আক্রমণকরণ কি অন্যপ্রকারে শান্তি ভঞ্জন কিম্বা তাহাতে সহায়তা করণ কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বেআইনী

অন্য কার্য্য বা অপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় কিম্বা কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে অপরাধজনকরূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে।

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে,

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থ-দণ্ডের নিয়মে তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্ত তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন

আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে, ঐরূপে যে নিবন্ধপত্র লিখিত হয় তাহা ব্যর্থ হইবে

১০৬ ধারা কিম্বা কোন ব্যক্তির শরীরের কি সম্পত্তির হানি করিবে অপরাধজনকরূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া এই কথাগুলি নূতন এবং ই, ল, রি, ২ এ, ৩৫২, নবুরানের মোকদ্দমার পরে হইয়াছে

কোন হাঙ্গামার মোকদ্দমায় সাক্ষী হাঙ্গামার দায়ী এক পক্ষ ভুক্ত কি না মাজিষ্ট্রেটের এরূপ বিবেচনা হইলেই এই ধারা মতে তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন না, (কুমোদী ই, ল, রি, ৫ ম, ৩৮০) এরূপ স্থলে তাহার বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা মতে পৃথক্ মোকদ্দমা করিতে পারেন

হাঙ্গামা করার অভিপ্রায়ে অনধিকার প্রবেশ করায় এই ধারা মতে জামিন দিতে হইয়াছিল, এবং আপীলে হুকুম বাহাল ছিল (গোবিন্দ, ৬, রি, ১৪ রাখু দিগ ২০ ৬, [illegible] ৩১।

এই ধারা মতে দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হুকুম দিতে পারেন না (৫৫০ ধারা দেখ) কিন্তু আবশ্যক বিবেচনা করিলে আপনার মন্তব্য লিখিয়া [illegible] জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারেন (৩৪৯ ধারা দেখ) আপীল আদালত আসামির ডিস্মিস্ করিয়া এই ধারা মতে জামিনের হুকুম দিতে পারেন না। [illegible], ই, ল, রি, ৮ ম, ২১২ (ফু)

হাইকোর্ট সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে ঐরূপ হুকুম দিতে পারেন। (মহম্মদ জাফর দিঃ ই ল, রি, ৩ এ ৫৪৫ (ফু)

১০৬ ধারা মতে হুকুম আপীলের যোগ্য নয় কিন্তু জেলার মাজিষ্ট্রেট অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের হুকুম রদ করিতে পারেন। (১২৫ ধারা)

খ।—অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৭ ধারা কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে স্বীয় এলাকার মধ্যে এমত কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, কিম্বা উক্ত এলাকার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যৎকর্ত্তৃক ঐ এলাকার বাহিরে শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপ অন্যায়কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মের সংবাদ পাইলেই উক্ত মাজিষ্ট্রেট এক বৎসরের অনধিক যতকাল উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্ত শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

১০৭ ধারা কোন ব্যক্তি দ্বারা অর্থাৎ কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকা মধ্যে বাস করে এমন কোন ব্যক্তি দ্বারা কি? (১) 'শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা (২) 'কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমত কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা। সম্ভাবনার কি? অধিক নিশ্চিত প্রকাশ করে না কিন্তু এই ধারার যাহা অনুবাদ নহে (ইংরাজীতে আছে), কিম্বা না থাকিলে সম্পূর্ণ হয় না এবং প্রমাণ অতএব 'সম্ভাবনা আছে' এই মর্ম্মের সংবাদ পাইলে নিবন্ধ আছে (১) ধীর (প্রেসিডেন্সী কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেটের) এলাকার মধ্যে, (২) কিম্বা উক্ত এলাকার মধ্যে এমন কোন স্থানে বসবাসকারী এলাকার বাহিরে অর্থাৎ এলাকাস্থ লোক ধর এলাকার ভিতরে কিম্বা এলাকাস্থ লোক যার এলাকার বাহিরে

নিবন্ধপত্রের কথানুসারে দণ্ডবীক্ষ সম্বন্ধে ১২১ ধারা দেখ

১৮৭২ সালের ৫০২ ধারা 'কোন জেলায় যেখানে সেই ব্যক্তি থাকে যাহার নিকট নিবন্ধপত্র লওয়া বাঞ্ছনীয়' এই কথাগুলি ছিল ৫০২ ধারার পরিবর্ত্তে এই ধারা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে এই কথাগুলি লোপ করা হইয়াছে এতজ্জ্বে এবং ১০৭ ধারার কথানুসারে এক এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেট আপন এলাকার মধ্যে শান্তি নিবারণের জন্য অন্য এলাকার লোকের নিকট নিবন্ধপত্র চাহিতে পারেন (ভগবান দাস, ই, ল, রি, ৬ এ ২৬, যাদবেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরি, ই ল রি ১১ ক ১৩১ ও দিননাথ ইত্যাদি ই, ল, রি, ১২ ক, ১৩৩)

এক এলাকাবাসী জমিদারের অমলার দ্বারা ভিন্ন এলাকায় শান্তিভঙ্গ সূচক কার্য্যের জন্য জমিদারের নিবন্ধপত্র হইতে পারে না (চারুচন্দ্র মল্লিক ১০ ক ল রি, ৪১০)

অধীনস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট কিম্বা সম্ভোষজনক সংবাদ যদি প্রাপ্ত হেতুবাদ ম্যাজিষ্ট্রেট সমন দিতে পারেন (২ শা, হা, রি ২৪০) কিন্তু প্রমাণ নয় যখন তিনি নিজে বলিতে পারেন যে ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে (ব, হা, ২৩ ১১ ৭১, পিল্)

পোলীস রিপোর্ট ও এরূপ বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ (বৃন্দাবন স ১০ ও, রি, ১) কিন্তু প্রমাণ নয় (অভয় চৌধুরি, বে ল, রি ১৪৮ ৭৫)

অন্য মোকদ্দমা এক ব্যক্তি আপন জমিতে দেয়াল দিতে ছিল তাহার প্রতিবাসী আপত্তি করিয়াছিল যে ইট ইত্যাদি পড়িয়া তাহার চাল নষ্ট হইতে পারে সুতরাং শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এই কারণে নিবন্ধপত্র হয় হাইকোর্ট মীমাংসা করেন যে অত্রবিধ একপ ভিত্তি ময়ী যে কোন ব্যক্তি আপন বৈধ স্বত্ব বৈধরূপে ভোগদখল করিলে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইতে পারে কোন এই কারণে ম্যাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে আপন স্বত্ব ন্যায্যরূপে ভোগদখল করিতে নিষেধ করিতে পারেন না (কালীচরণ দাস ১০ ক, রি ১৭)

ইজারদার বাকী খাজানার জন্য আইনমতে পাইকান প্রেরণ করিলে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে বলিয়া ইজারদারের জামিন মোচলকা হইতে পারে না (কিশোরীমোহন এ রে ১৭, ল রি ৩৮০)

১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালীর কথা

১০৮ ধারা যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন, তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা হাইকোর্ট যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোন রূপে শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তবে তাহাকে ধরিয়া হাজতে না রাখিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না থাকিলে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কি আদালত তাহাকে ধরিবার ওয়ারেন্ট দিতে এবং ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন

যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায়, তিনি যাবৎ পশ্চান্নির্দিষ্ট অনুসন্ধান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে হাজতে রাখিতে পারিবেন

ভ্রমণকারী ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা

১০৯। যখন কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে,

(ক) তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতেছে ও কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিম্বা

(খ) যাহার দিনপাতের কোন প্রকাশ্য উপায় নাই কিম্বা যে আপনার হৃদ্বোধজনক বিবরণ জানাইতে পারে না, উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে

উক্ত মাজিষ্ট্রেট পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিন সহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন

১০৯ ধারা ৫৫ ৫৬ ৫৩০ (খ) ধারা দেখ

এই ধারামতে এক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন মোকদ্দমা হয় দুই কি তদধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে একত্রে এক মোকদ্দমা হয় না (কৈফত নশা গিং, ব, হ, ১০ ও ১১, প্রিন্ বি, পি ম,)

পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা

১১০ ধারা যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা জিলার মাজিষ্ট্রেট বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে এতদর্থে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সংবাদ পান যে, তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী, চোর কি চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া রীতিমত গ্রহণকারী, কিম্বা সে নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, বা অপহরণ করণার্থ নিয়ত লোকদিগকে হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট, পশ্চাল্লিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন, ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন

১১০ ধারা অপরাধ নিবারণ এই ধারার উদ্দেশ্য, অপরাধের দণ্ড দেওয়া উদ্দেশ্য নহে অন্য কোন মোকদ্দমার সঙ্গে সঙ্গে এই ধারার মোকদ্দমা হইতে পারে না (অধিকাওয়াদ, ১ ক, ম, রি, ২০৮)

অনেক রকম মন্দ চরিত্রের লোক আছে কিন্তু কেবল চরিত্র ভাল নহে বলিয়া কোন ব্যক্তির নিকট জামিন তলব হইতে পারে না (কালাচাঁদ দাস ইং বা, বি ও ব, ১৪, ৬ ব, ম, রি ১২৮) কিরূপ অসচ্চরিত্রের জন্য জামিন তলব হইতে পারে তাহা ১০৯ ১১০ ধারায় বিবৃত আছে

ইউরোপীয় বেটুয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা

১১১ ধারা ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজাদের প্রতি ইউরোপীয় বেটুয়াদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০৯ ও ১১০ ধারার বিধান খাটে না

১১১ ধারা কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কোন কাজ কর্ম্ম না করিয়া, এবং প্রকাশ্য জীবনোপায় বিহীন হইয়, ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে ১৮৭৪ সালের ৯ আইনের ২৩ ধারামতে দণ্ডনীয় হয়

যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা

১১২ ধারা কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৭ কি ১০৯ কি ১১০ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। তাহাতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম, যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, তাহার টাকার পরিমাণ, যতকাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল, ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এই এই কথা লেখা থাকিবে

১১২ ধারা কেবল ভিন্ন জেলাবাসী বলিয়া যে জামিন দেওয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা করিতে পারেন না (গ্রিন্)

আসামীর অবস্থা স্মরণ করিয়া জামিনের টাকার পরিমাণ হওয়া উচিত (১ ব ল, ১০ উ ন রি ১ ক, ৩৮৪)

যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৩ ধারা যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায় সেই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে, কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে

১১৩ ধারা আসামী আদালতে উপস্থিত থাকিলে, ১১৪ ধারামতে সমন কি ওয়ারেণ্ট জারী করিতে হয় না

তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার কথা।

১১৪ ধারা উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা ব্যক্তি হাজতে থাকিলে, যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে, সেই কার্য্যকারকের প্রতি ওয়ারেণ্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে, ও তৎকালেই উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদ ক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন উক্ত রিপোর্টের সংবাদের মর্ম্ম ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন

১১২ ধারামতে আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারেণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা

১১৫ ধারা ১১২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেতা নকল ১১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারেণ্টের সঙ্গে দিতে হইবে, এবং যে কার্য্যকারক সমনজারী করেন কি ওয়ারেণ্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমনজারী করেন কিম্বা যাহাকে ওয়ারেণ্টক্রমে ধরেন তাঁহাকে ঐ নকল দিবেন

স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা

১১৬ ধারা শান্তিভঙ্গ না করিবার নিয়মপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, ম্যাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন

সম্বাদের সত্যতা অনুসন্ধানের কথা

১১৭ ধারা ১১২ ধারামত আজ্ঞা ১১৩ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে শুনান গেলে কি বুঝাইয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ১১৪ ধারামতে সমন কি ওয়ারেণ্ট জারীক্রমে কোন ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট যে সম্বাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সত্যতার অনুসন্ধান এবং আর যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহা লইতে প্রবৃত্ত হইবেন

ইহার পর সমনের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান, যতদূর সম্ভব, সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, এবং ইহার পর ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে, উক্ত অনুসন্ধান, যতদূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, বিভেদ এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাইস ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির সাক্ষ্য দ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

১১৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন মাজিষ্ট্রেট কোন বিচারঘটিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া স্থানান্তরিত হইলে, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মাজিষ্ট্রেট সেই কার্য্য শেষ করিতে পারেন, কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে পুনরায় তাঁহাকে সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দি করিতে হইবে। (বঙ্গ কি ও বাম, ৪ ক ল, রি ৮৫২)

৩৫০ ধারা দেখ।

কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, ও বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আসামীকে হাজতে দেওয়া মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য নহে। (কুন্দুর সিং, ক ল, রি, ১৩০)

আসামীর চরিত্র মন্দ কেবল এই কথা বলা যথেষ্ট নহে কি কারণে মন্দ সাক্ষীদিগকে বিশেষরূপে বলিতে হয়। যথা:—আসামীর জেতশ্রম ছাড়া পরস্ব অপহরণ ভিন্ন প্রকাশ্য জীবিকোপায় নাই। যে অমুক অমুক কারামুক্ত চোর ডাকাতের সহিত সর্ব্বদা গমনাগমন করে, সে কবে ধাড়ি চুরি করে, ভালথাম, ও লংগড়ে, ইত্যাদি। (ই ল রি ৩ ম ২১৮)

সাক্ষ্য বিষয়ক (১৮৭২ সালের ১) আইনের ৫৪ ধারা দেখ।

জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

১১৮ ধারা। যদি তদ্রূপ অনুসন্ধান লইয়া প্রমাণ হয় যে শান্তিভঙ্গ না হইবার কিম্বা, স্থল বিশেষে, সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া যায় তাহার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক, তবে মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু প্রথমতঃ—১১২ ধারামত আদেশে যাহা নির্দিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন প্রকারের, কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার, কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের, জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায়, মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে, উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়তঃ—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তি নাবালগ হইলে, কেবল তাঁহার জামিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

১১৮ ধারা ১১২ ধারা দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১১৯ ধারা। ১১৭ ধারামত অনুসন্ধান লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা প্রয়োজন এরূপ প্রমাণ না হইলে মাজিষ্ট্রেট নথীতে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, এবং কেবল এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন, অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবেন।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।

১২০ ধারা। যে ব্যক্তির সম্পর্কে ১০৬ ধারা কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিবার আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা কারা-

দণ্ডাধীন থাকিলে, উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবে

স্থলান্তরে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে।

নিবন্ধপত্রে যাহা যাহা থাকিবে, তাহার কথা।

১২১ ধারা উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, তাহাতে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে; এবং শেষোক্ত স্থলে যে কোন স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সহায়তা হইলে, ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়

জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা

১২২ ধারা এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার প্রস্তাব হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন অনুপযুক্ত বলিবার হেতু মাজিষ্ট্রেট লিপিবদ্ধ করিবেন।

জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।

১২৩ ধারা কোন ব্যক্তি ১০৬ কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়ারম্ভ হইবার তারিখে কি তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে, পশ্চাল্লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে, কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট জামিন দিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালতের মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে থাকে সেই জেলের অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত কার্য্যকারকের নিকট ঐ সময় মধ্যে সে জামিন না দেয়, তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা

মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে রূপ জামিন না দেয়, তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাইকোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার ওয়ারেন্ট দিবেন, এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে

ঐ আদালত কি কোর্ট তাহা দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন, তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন না দিলে যত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয় তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে

সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর কি সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা।

১২৪ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপদধারি কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত

যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলে ও সাধারণ লোকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মত জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের আজ্ঞামতে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির স্থানে তদ্রূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থল বিশেষে হাইকোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্যে অগ্রেতে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে তাহা লিখিয়া আপন আদালতের উচ্চতর নহে জিলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মতে শান্তিভঙ্গ না করিবার যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন।

জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা

১২৬ ধারা। কোন ব্যক্তির শান্ত থাকার কি সদাচরণের জামিন কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে এই অধ্যায়মতে সম্পাদিত কোন নিবন্ধপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

করিলে যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন ঐ মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনা মতে তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার আজ্ঞাসূচক সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল জামিন সদৃশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ১২১ ও ১২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ধারার কার্য্যার্থে ১০৬ ধারামত কিম্বা স্থল বিশেষে ১১৮ ধারামত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে ইতি

নবম অধ্যায়।

বেআইনমত জনতাবিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।

১২৭ ধারা। বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোট হওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক্ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকেদের পৃথক্ হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাইনগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে

১২৭ ধারা মঃ বিঃ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪। রাও পোলীস বিষয়ক ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ১৫ ১৭ ধারা দেখ

জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বল প্রয়োগের কথা

১২৮ ধারা উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপ কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এপ্রকার সঙ্কল্প দেখায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক বলপূর্ব্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক্ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের অধ্যক্ষ কি সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান বলণ্টিয়র ভিন্ন কোন পুরুষকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

১২৮ এই আইনের ৪২ ধারা দেখ

সৈন্যদল ব্যবহারের কথা।

১২৯ ধারা। তদ্রূপ জনতাভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে পৃথক্ করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপদের জন্যে ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে, অতি উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন, তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১৩০ ধারা কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দ প্রাপ্ত বা সনন্দ অপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষকে কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নাম লিখান বলণ্টিয়র দলের কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা সৈন্যদল দ্বারা ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য কি তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য যাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

সেনাপতির কর্ত্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপ করা উচিত তদ্রূপে উক্ত প্রত্যেক আদেশ পালন করেন; কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্যে যত অল্প বলপ্রয়োগ ও ব্যক্তির কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সঙ্গত হয় তদধিক করিবেন না।

জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সনন্দপ্রাপ্ত সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা

১৩১ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপদের বিঘ্নাশঙ্কা হইলেও কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি হইতে না পারিলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব সৈন্যদল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন কিন্তু এই ধারামতে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি

করিতে পারিলে করিবেন, এবং উক্ত কর্ম্মাদি করিতে থাকিবেন কি না এবিষয়ে তদবধি ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা।

১৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি সেনাপতি কি পোলীসের কর্ম্মকারক কি সিপাহী কি বলণ্টিয়র এই অধ্যায়মতে যে কর্ম্ম করেন, তদ্ধেতুক মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না; এবং

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে সরলমনে কার্য্য করিলে, ও

(খ) কোন কর্ম্মকারক ১৩১ ধারামতে সরলমনে কার্য্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৮ কি ১৩০ ধারা মত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরলমনে কোন কার্য্য করিলে, ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্ম্মচারী কি সামান্য সৈনিক কি বলণ্টিয়র সৈন্যসংক্রান্ত আইন অনুসারে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল, এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না ইতি।

১৩২ সরল মনের অর্থ দঃ বিঃ ৫২ ধারা দেখ

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা

১৩৩ ধারা। সাধারণে যাহা আইনমতে ব্যবহার করিতে পারে এমন কোন পথ, কি নদী, কি খাল হইতে কিম্বা সাধারণের কোন স্থান হইতে অবৈধ বাধা কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা, কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখা সাধারণের স্বাস্থ্যের কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়া প্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর কি নিষেধ করা,

কিম্বা কোন গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য লইয়া যেরূপ কার্য্য করা যায় তদ্দ্বারা গৃহাদির দাহ কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠা সম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহা নিবারণ কি বন্ধ করা উচিত,

কিম্বা কোন গৃহাদির জীর্ণাবস্থাপ্রযুক্ত পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ও তাহাতে নিকটে যাহারা বাস করে বা কর্ম্ম করে, তাহাদের বা নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার সম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহা স্থানান্তর বা মেরামত বা সংরক্ষণ করা আবশ্যক

কিম্বা পূর্ব্বোক্ত পথের কি সাধারণের স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্তদ্বারা সাধারণের সঙ্কট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে ঘেরিয়া রাখা উচিত, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদ পাইয়া ও যদ্রূপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লওয়া উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সাক্ষ্য লইয়া এমত বোধ করিলে,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য রাখে, কিম্বা ঐ ঘর কি দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি

কূপ কি গর্ত্ত যে ব্যক্তির হয়, কি যাহার অধিকারে কি কর্তৃত্বে থাকে, তাহার নামে তিনি নিয়মাধীন আজ্ঞা লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা স্থলবিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম রহিত কি স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ নিবারণ কি বন্ধ করিতে

কি তাহা স্থানান্তর কি মেরামত কি সংরক্ষণ করিতে

কি দ্রব্যের নিয়মান্তর করিতে,

কি ঐ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত ঘেরিয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন

এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিয়মিতরূপে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না

ব্যাখ্যা "সাধারণের স্থান" এই শব্দে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী করিবার জমী বা স্বাস্থ্যের কিম্বা আমোদের জন্যে যে ভূমি খালি রাখা যায় এমত ভূমিও বুঝাইবে

১৩৩ ধারা দঃ বিঃ ২৬৮ ধারা দেখ

মাজিষ্ট্রেট এই ধারানুসারে নিত্য ঘটিত বাধা অনিষ্ট করিয়া ১৪৪ ধারা মতে কার্য্য করিতে পারেন না (পৃথ্বী সিংহ, ৮ উ, রি, ৩১)

কিন্তু সাধারণের আসন্ন সঙ্কট অথবা গুরুতর হানি নিবারণের জন্য ১৪২ ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারেন

কোন পুষ্করিণী ইত্যাদি সাধারণের অনিষ্টজনক হইলে মাজিষ্ট্রেট উহার অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন, কিন্তু কিরূপে স্থানান্তর করিতে হইবে অর্থাৎ পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে কি বুজাইয়া ফেলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন আজ্ঞা দিতে পারেন না

যদি পঙ্কোদ্ধারের আজ্ঞা দিতে মাজিষ্ট্রেট বাধ্য হয়েন তবে কেবল পঙ্কোদ্ধারের খরচের জন্য মালিক দায়ী হইবেন কিন্তু অবশ্য তিনি উদ্ধৃত পঙ্ক পাইবেন (প দাস স, ১০ উ রি ৫১)

এই ধারা মতে মাজিষ্ট্রেট কার্য্য করিলে বিবাদীয় স্থান সম্ভবতঃ সাধারণের বলিয়া অনুমান হইবে এবং সাধারণের নহে বলিয়া কোন আপত্তি না হইলে এবং পশ্চাদুক্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না (ইমানদি খাঁ ৮ ক ল রি ৩৯৯)

বিরোধীয় পথ অথবা স্থান নিঃসন্দেহরূপে সাধারণের হইলে এই ধারা খাটিবে, না হইলে খাটিবে না। (পীতাম্বর যোগী, ২৫ উ, রি ৪ বসারুদ্দিন ভুঁইয়া, ই ল রি ১১ ক, ৮; আসগর মিঞা, ই ল, রি ১২ ক, ১৩৭, লাল মিঞা, ই ল, রি, ১২ ক ৬৭৬)

সাধারণের নহে, কেবল কোন ব্যক্তি বিশেষের যাতায়াতের পথ বন্ধ করা হইলে এই ধারা খাটিবে না (ত্রৈলোক্য নাথ বসু ৫ উ, রি ৫৮)

কোন ব্যক্তিবিশেষের নালিশে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া মাজিষ্ট্রেট এই ধারানুসারে সাধারণের শব দাহের ঘাট বন্ধ করিতে পারেন না। (গোরাচাঁদ দুবে, ১৪ উ রি ১১৭)

নিকটে কোন অথবা যথেষ্ট লোকের বাস না থাকায় সাধারণের অনিষ্টজনক কোন ব্যবসা কোন স্থানে স্থাপিত হইয়া বহুকাল অবধি চলিয়া আসিলেও, পরে তথায় যথেষ্ট লোকের বাস হইলে এবং উক্ত ব্যবসা সাধারণের অনিষ্টজনক অথবা নিকটস্থ বাসিন্দাদিগের স্বাস্থ্যের হানিজনক হইলে অবশ্যই এই ধারা মতে রহিত হইবে (কর্টিক তাহেরতদ্দিন মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণ বঃ মহম্মদ আলী দঃ ১৬ উ, রি ৬, ৭ বে, ল, রি ৪৯১)

প্রথমতঃ এই আইনের দশম অধ্যায় মতে বিচার ঘটিত কার্য্য না হইয়া সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের জন্য একবারেই দঃ বি. ২৬৮ ধারামতে মোকদ্দমা করা যাইতে পারে না (মুগরাজ বি., ম, হ, ক্রো, ১৮৭৬, বি)

এই ধারামতে মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আজ্ঞা প্রচার করিলে সে ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিতে পারেন না কিন্তু যদি বিপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে বিনা কারণে বিদ্বেষপূর্ব্বক অত্যাচাররূপে ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া থাকে, তবে এরূপ নালিশ চলিবে (চিন্তামণি বাপুলি বঃ দিগম্বর মিত্র ২ হা, রি ১৫)

এই ধারামতে মাজিষ্ট্রেট কোন স্থান হইতে লোকের গমনাগমনের পথ রহিত হইলে পথ স্থানান্তর করণের আজ্ঞা প্রচার করিলে, অত্যেক ব্যক্তি ঐ স্থান তাঁহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া উহাতে তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতে পারেন না কিন্তু আদালতের অনুমতি লইয়া মাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্পাদককে বিবাদীশ্রেণীভুক্ত করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারেন (নীলকণ্ঠ প্রামানিক, ই, ল, রি ৬ ব ৬৭০, বলরাম চক্রবর্ত্তী, ই ল, রি, ৬ ব ৬৭২, ই, ল, রি ৬ ব ২৯১)

একটী বেশ্যা কোন ব্যক্তির অনুরোধে এক ডাক বাঙ্গালায় যাইত কিন্তু সে কখন কাহাকে কুৎসিত কথা বলে নাই এবং সাধারণের বা দূরের কোন ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ অনিষ্টজনক কার্য্য করে নাই। ঐ বেশ্যার সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য করা অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ২৯০ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে না (২ উ প, প্র ২, রি ৩৪৯)

কোন বেশ্যা প্রকাশ্যভাবে কোন রূপ অযোগ্য বা নিয়মের বিপরীত বা কুৎসিত কার্য্য না করিয়া বসবাস করিলে তাহার ব্যবসার নিমিত্ত এই ধারামতে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে স্থানান্তর করিতে পারেন না। (২৪ উ, রি ৩০)

আজ্ঞা কি তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা

১৩৪ ধারা উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায়, যে প্রকারে এই আইনে সমন জারী করিবার বিধান আছে, সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে

উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপে জারী করা অসাধ্য দেখা গেলে ঘোষণা করিয়া সেই আজ্ঞা নোটিস দেওয়া যাইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কথা জানিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় এমত কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

১৩৪ ধারা অনিষ্টজনক বেশ্যা স্থানান্তর করিবার নোটিস স্বয়ং আসামীর উপর জারী না হওয়ায় কোন দোষ হয় না এবং এই কারণে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা রদ হয় না। বিশেষতঃ যখন আসামী ঐ নোটিসের বিষয় অবগত আছে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উহা অমান্যকরণ অপরাধ হইতে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন আদৌ কোন দোষ হইতে পারে না (হোচান বঃ এলিয়ট ৫ উ, রি, ৪)

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে এই ধারামতে ঢোল শোহরৎদ্বারা ঘোষণাপত্র জারী করিতে হইবে (কলিকাতা গেজেট ১৮৮৩ ১ম ভাগ ২৪৫ পৃ)

যাহাকে আজ্ঞা করা যায়, তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা

১৩৫ ধারা যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায়,

(ক) ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে,

(খ) অথবা ঐ আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথার বিচার করণার্থে জুরি অর্থাৎ (পঞ্চায়ত) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয় ঐ ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন

১৩৫ ধারা। যে ব্যক্তি নোটিসজারীর পর হাজির হইয়া কেবল মাত্র কারণ দর্শায়, কিন্তু জুরি নিযুক্ত হইবার অথবা প্রমাণাদি গ্রহণের প্রার্থনা করে না, মাজিষ্ট্রেট ১৩৩ ধারামতে তাহাকে যে আজ্ঞা দিবেন, হাইকোর্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না কিন্তু এমত স্থলে মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির আপত্তি সকল যে যে

স্বরূপে অগ্রাহ্য করেন তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিতে বাধ্য (আলবক্স্ মিঃ ১২ উ রি ২০) ১৩৭ ধারা দেখ

জুরি নিযুক্ত হওয়ার দরখাস্ত হইলে, মাজিষ্ট্রেট জুরি নিযুক্ত করিতে বাধ্য স্থানীয় তদন্ত না করিয়া যে স্থলে নিষ্পত্তি করিতে পারেন না (মথুরচন্দ্র দাস, ২ ক, ল, রি ৪০৯)

তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা।

১৩৬ ধারা উক্ত ব্যক্তি ১৩৫ ধারার আদেশমত ঐ কার্য্য না করিলে, কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শাইলে, অথবা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে, ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ১৮৮ ধারায় তদ্বিষয়ের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে এবং ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে

১৩৬ ধারা কোন ব্যক্তির উপর ১৩৭ ধারামতে নোটিস জারী হইলে যদি সে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজির হইতে না পারে, কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব্বে আপত্তির দরখাস্ত করে মাজিষ্ট্রেটকে তাহার আপত্তি অবশ্যই শুনিতে হইবে। (বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ১০ উ, রি, ২)

এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ১৮৮ ধারানুসারে নালিশ করার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি লওয়া চাই ১৯৫ ধারা দেখ

কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা

১৩৭ ধারা ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লইবেন

ঐ আজ্ঞা যুক্তিসঙ্গত ও উপযুক্ত নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ সুবোধ জন্মিলে, তদ্বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্রূপ সুবোধ না জন্মিলে ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করা যাইবে।

১৩৭ ধারা যদি এরূপ আপত্তি হয় যে বিবাদীয় স্থান কি পথ সাধারণের নহে তবে সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ের তদন্ত করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। (চন্দ্রনাথ সেন ই, ল, রি ৫ ব ৮৭৫ পৃ ১৮৭৫ স ন)

প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইলেও, মাজিষ্ট্রেট যদ্যপি সাক্ষ্য গ্রহণ না করেন, তবে উক্ত আজ্ঞা রদ হইবে। (মোহর মন্দির ৮ ক, ল রি, ৬৩১; ঈশ্বরচন্দ্র নাথ ই ল রি ৮ ক ৮৮৩; সমারুদ্দিন ভুঁইয়া ই, ল, রি ১১ ব, ৮ আসগর মিঞা, ই, ল, রি, ১২ ব ১৩৭, লাল মিঞা ৬৯৬)

পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৮ ধারা মাজিষ্ট্রেট ১৩৫ ধারামতে পঞ্চায়ত নিয়োগের প্রার্থনা পাইলে,

(ক) অবিলম্বে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবেন সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অন্যূন বিষমসংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে মাজিষ্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও অবশিষ্ট লোকের অর্দ্ধাংশ মনোনীত করিবেন, অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত করিবেন

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রধান ব্যক্তিকে ও পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন, ও

(গ) যে সময় মধ্যে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে হইবে সেই সময় ধার্য্য করিবেন।

১৩৮ ধারা পঞ্চায়ত রীতিমতে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়া চাই পঞ্চায়তের কোন সভ্য পীড়িত হইলে মাজিষ্ট্রেটের বিনানুমতিতে প্রধান ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তির স্থলে একজন নূতন লোক নিযুক্ত করিতে পারে না (ভৈরবচন্দ্র দত্ত, ১০ ক, ল, রি, ১৯৩)

মাজিষ্ট্রেট কেবল পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া উভয় পক্ষকে দুই দুইজন সভ্য নিযুক্ত করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, এস্থলে পঞ্চায়ত বিধিমতে নিযুক্ত হয় নাই সাব্যস্ত হইয়াছিল (দিননাথ চক্রবর্ত্তী, ১৬ উ, রি, ২৩)

মাজিষ্ট্রেট বাদীর মনোনীত কোন ব্যক্তিকে পঞ্চায়তের সভ্য নিযুক্ত করিলে তাঁহার আজ্ঞা রদ হইবে। (রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল, ২১ উ, রি, ৪৩)

ম জিষ্ট্রেট বাদীকে কিম্বা বাদীর কে ন সাক্ষীকে প ায়ত নিযুক্ত করিতে প রে ন (বৃন্দা বন দত্ত, ২২ উ, রি, ৪৭)

পঞ্চায়তের কোন সভ্যের প্রতি একপক্ষ কোন আপত্তি করিলে যদিও সেই সভ্য মাজিষ্ট্রেট ক র্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, তত্র পি অ প র পক্ষে র অস ম তে তাঁহার নিয়োগ ব্যর্থ করিতে পারেন না। (চন্দ্রনাথ সেন, ৬ ক, অ রি ৩৭৯,)

যদি পঞ্চায়েতের কোন সভ্য কোন অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিত থাকেন ও সীমা সম্বন্ধীয় বিবাদের অনুসন্ধান করিতে অক্ষম হন এবং মাজিষ্ট্রেট একজন নূতন সভ্য নিযুক্ত করেন তবে মীমাংসা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় দিয় নূতন দিন ধার্য্য করিতে হয় এরূপ না করিয়া ম জিষ্ট্রেট স্বয়ং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন না (শ্যামাকান্ত বন্দোপাধ্যায় ১৪ উ রি ৬১) ১১১ ধারা দেখ

কিন্তু কেবলমাত্র রিপোর্ট পাঠ ইতে বিদিত হইলে ম জিষ্ট্রেট নূতন পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিতে পারিবেন না (নিজ মুদ্দিন, ২১ উ, রি, ৫৪)

পঞ্চায়ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৩৯ ধারা পঞ্চায়ত কিম্বা তাহার অধিকাংশ মেম্বর যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রথম আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন, কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত বে ধ করিলে যদি মাজিষ্ট্রেট সেই মত গ্রাহ্য করেন তবে মাজিষ্ট্রেট কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা গেলে তাহা মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করিবেন

স্থলান্তরে আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না

১৩৯ ধারা। যদি এরূপ আপত্তি করা হয়, যদ্দ্বারা পঞ্চায়তের মত অন্যায় বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, তবে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আপত্তির বিষয় তদন্ত করিবেন ঐ সকল আপত্তি সম্ভব মত বিশেষরূপে করা, এবং আপত্তিকারিকে আপত্তির প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক (বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত, ২৩ উ রি, ১৫)

১৩৩ ধারানুসারে যত লোক পঞ্চায়ত নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের অধিকাংশের মত চাই, যত জন উপস্থিত হয়েন কেবল তাঁহাদের অধিকাংশের মত হইলেই হইবে না প্রথমোক্ত প্রকারের মতাভাবে, শেষোক্ত প্রকারের মতের উপরে মাজিষ্ট্রেট কার্য্য করিতে পারেন না, কিন্তু এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট ১৪১ ধারামতে কার্য্য করিতে পারেন (দুর্গাচরণ দাস ই, ল, রি, ১৩ ক, ২৭৫)

পঞ্চায়তের প্রত্যেক সভ্যের অ প ন জ্ঞা ন ও বিবেচনা মতে এবং প্রমাণ দির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক ৫ জন সভ্যের মধ্যে দুই দুইজনের এক এক মত হইল, অবশিষ্ট একজন স্বয়ং স্বাধীনভাবে কিছু বিবেচনা ন করিয়া এবং প্রমাণাদি না দেখিয়া, কেবল দুইজনের কথার উপর নির্ভর করিয় অন্যের ন্যায় তাঁহাদের মতাবলম্বী হওয়ায়, অবশ্য তিন জনের অর্থাৎ অধিকাংশের এক মত হইল, কিন্তু এমত অগ্রাহ্য হইয়াছিল (পীতাম্বর যোগী, ২৫ উ, রি, ৩)

পঞ্চায়তের সভ্যগণ একত্র হইয়া পরস্পরের মতামত লইয়া কার্য্য করা আবশ্যক পঞ্চায়তের সভ্যগণ বিবাদীয় স্থান এক একজন করিয়া দেখিয়াছিলেন ও পৃথক্ পৃথক্ রিপোর্ট পাঠাইয়া ছিলেন, এবং মাজিষ্ট্রেট ঐ সকল রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয় ছিলেন কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অবৈধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল (বিপিনবিহারী সেন ক, হ, ২৫ ১৮৩, প্রি,)

আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪০ ধারা। ১৩৬ কি ১৩৭ কি ১৩৯ ধারামতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা গিয়াছিল ম জিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ইহার নোটিস দিবেন এবং নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে আদেশ দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে

আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা না গেলে মাজিষ্ট্রেট ঐ কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যে ঘর কি মাল কি অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায় তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর যে সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে বি

বাহিরে থাকে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ কার্য্য করিবার খরচের টাকা আদায় করিতে পারিবেন ঐ সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ দ্রব্য ক্রোক করা যাইবে তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে এই মর্ম্মের অনুমতি থাকিবে।

এই ধারা মতে সরল মনে যে কোন. ক্রিয়া করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪০ ধারা যদিও মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ব্যর্থ করিবার ক্ষমত দেওয়ানী আদালতের নাই, তথাচ বিবাদীয় পথ বা স্থান সাধারণের কি কোন ব্যক্তির নিজের সম্পত্তি, ইহা বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের আছে (উজ্জ্বলমণি দাসী, ১২ উ, রি, ১৮ পৃ)

পঞ্চায়ত নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪১ ধারা প্রার্থক যদি তাচ্ছল্য করিয়া কি প্রকারান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা যে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে আর যে সময় দেন তন্মধ্যে আপনাদের মীমাংসা না দেন, তবে মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন সেই আজ্ঞা ১৪০ ধারার বিধানমতে প্রবল করা যাইবে

অনুসন্ধান কার্য্য চলনকালে আজ্ঞার কথা

১৪২ ধারা সাধারণ লোকদের আসন্ন সঙ্কট ও গুরুতর হানি নিবারণের জন্যে অগৌণে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইলে, পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিতে হইলে বা নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলেও ঐ সঙ্কট কি হানি না হইবার জন্যে কি তন্নিবারণার্থে নিষেধ সূচক যদ্রূপ আজ্ঞা করা আবশ্যক হয়, যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয় গেল তাহাকে মাজিষ্ট্রেট নিষেধসূচক তদ্রূপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন

সেই আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক যদি উক্ত ব্যক্তি তৎকালেই তাহা না করে, তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হানি নিবারণার্থে যে কার্য্য আবশ্যক হয় মাজিষ্ট্রেট আপনি তাহা করিবেন কি করাইবেন।

এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সরলমনে যে কোন কার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না

১৪২ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ১৪২ ধারানুসারে হুকুম দিয়া; পোলীসদ্বারা অতিরিক্ত অনুসন্ধানের হুকুম দিলে বিবেচনা করিতে হইবে যে প্রথমোক্ত হুকুম পরিত্যক্ত হইল এমত স্থলে ১৩৩ ধারামতে কার্য্য হওয়া উচিত। (ব্রজেন্দ্রলাল, ২১ উ, রি, ৮৬,)

সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বারম্বার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা

১৪৩ ধারা ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধিতে কিম্বা কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকে কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক সেই কার্য্য পুনশ্চ না করে বা করিতে না থাকে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে বিশেষমতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে পারিবেন ইতি

১৪৩ ধারা এই ধারানুযায়ী আজ্ঞা অমান্য করিলে দঃ বিঃ ২৯১ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে। ৪৩৫ ধারা দ্রষ্টব্য।

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞাবিষয়ক বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয়ঘটিত আবশ্যক স্থলে একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে এই ধারাক্রমে কর্ম্ম করিতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের মতে যে স্থলে আপদের অগৌণে নিবারণ বা ত্বরায় প্রতিবিধান করা প্রয়োজন উক্ত মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে তিনি আজ্ঞা করিলে বৈধমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ বা অপকার ব তাহা হইবার আশঙ্কা বা মনুষ্যের প্রাণের বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপদের বিঘ্ন বা দাঙ্গা বা হাঙ্গামা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয়ের প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তগুলি বর্ণনা করিয়া লিখিতে আজ্ঞা দিবেন ও তাহা ১৩৪ ধারার বিধানমতে জারী করাইয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত কি কর্ত্তৃত্বাধীন কোন দ্রব্যাদি কোন নিয়মমতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অত্যাবশ্যক স্থলে ও যে স্থলের অবগতিক বিবেচনীয় যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায় তাঁহাকে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমন স্থলে কেবল একপক্ষের কথা শুনিয়া আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির নামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোকে কোন বিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার পূর্ব্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তিনি তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

লোকের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা স্বচ্ছন্দতার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা আজ্ঞার তারিখ অবধি দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না ইতি

১৪৪ ধারা এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট রীতিমত আজ্ঞা প্রচার করিলে হাইকোর্ট চার্টর আক্টের (২৪ ২৫ ভিক্টোরিয়া, ১০৪ অধ্যায়) ১৫ ধারা মতে উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না (চন্দ্রনাথ সেন, ই, ল, রি ২ ক ২৯৩)

এই ধারা মতে মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা বিচার ঘটিত কার্য্য নহে, সুতরাং হাইকোর্ট তলব করিতে পারেন না (৪৩৫ ধারা শেষ পদ) কিন্তু এই ধারানুসারে রীতিমত আজ্ঞা প্রচার করিতে না পারা গেলে, সংশোধনের জন্য হাইকোর্ট নথী তলব করিতে পারেন (কৃষ্ণমোহন বসাক, ১ ক, ল রি ৫৮)

মাজিষ্ট্রেট স্বীয় অধিকারের বহির্ভূত কার্য্য করিলে হাইকোর্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন যথা মাজিষ্ট্রেট কোন ভূম্যধিকারিকে অন্য কোন হাটের নিকটে নূতন হাট বসাইতে নিষেধ করিতে পারেন না। (শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ ক, ল রি ৪১০) যে পর্য্যন্ত স্বত্ব সাব্যস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রজাদের নিকট খাজানা আদায় করিতে মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে নিবারণ করিতে পারেন না (প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮ ক, ল রি ২৭০) অথবা নিকটবর্ত্তী দুই হাট একদিনে বসাইতে নিবারণ করিতে পারেন না (শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯ উ রি ১২)

যদিও এই ধারানুযায়ী মাজিষ্ট্রেটের বৈধ হুকুমে উপরিস্থ আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, তত্রাচ হুকুম অমান্যের জন্য যদি আসামী দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে উপরিস্থ আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। (দুর্গানারায়ণ দাস, ই ল রি ৬ ক, ৭৮)

এই ধারার নিষেধ বিধি না থাকিলেও, কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি অভিযোগের জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন (রাজকুমার সিংহ বঃ সাহেবজাদা ৭ ম ই, ল, রি ১ ক ২০ পৃ গোপীমোহন মল্লিক বঃ তারাচাঁদ চৌধুরী, ৪ ক, ল রি ৩০ ৯ পৃ)

'অত্যাবশ্যক স্থলে ও যে স্থলের আশুগতিক বিবেচনায় যাহার বিপক্ষে আজ্ঞা করা যায় তাঁহাকে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমত স্থলে কেবল এক পক্ষের কথা শুনিয়া কার্য্য করা যাইতে পারিবে' ১৪৪ ধারায় তৃতীয় পদের এই কথাগুলির মর্ম্মানুসারে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মাজিষ্ট্রেট সাধারণতঃ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ১৩৩/৩৪ ধারামতে নোটিস জারী না করিয়া ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন না (হরিমোহন মাজা, ১ বে, ল, রি, ২০, ভৈরবদয়াল সিংহ, ১১.উ, রি, ৪৬, রায় লক্ষ্মীপতি সিংহ, ১০ উ, রি ১৭)

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪৫ ধারা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা পোলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে, আপন হৃদ্বোধমতে তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতুর রুবকারী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপনার আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকিলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপন আপন দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা

উক্ত মাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন, ঐ সাক্ষ্যের বলাবল বিবেচনা করিবেন, আর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাহা লইবেন ও তদনন্তর বিবাদীয় বিষয় কোন পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন

যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার কথা

বিবাদীয় সম্পত্তি এক পক্ষের দখলে আছে, ঐ মাজিষ্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিলে আইনের নিয়মিত ধারামতে সেই ব্যক্তিকে যতকাল বেদখল না করা যায়, ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন

যে কোন পক্ষের প্রতি উক্তরূপে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হয়, এই ধারার কোন কথায় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিবাদ নাই বা ছিল না ইহা দেখাইবার বাধা হইবে না; এবং এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করিবেন।

১৪৫ ধারা 'ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি' ১৮৬০ সালের ৪ আইনের ৩ ধারায় 'কোন জমী, বাটী, জল, মৎস্য ধরিবার স্থান, শস্য কিম্বা অন্য ভূমিজ উৎপন্ন' কথা গুলি ছিল। ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ৩১৮ ধারায়, ও ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৫৩০ ধারায় ঐ সকল কথা গুলি ছিল। বর্ত্তমান আইনের এই ধারায় তৎপরিবর্ত্তে 'ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি' কথা গুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। খাজনা আদায় করার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে বিবাদের মধ্যে গণ্য নহে (বাসিরালার মং ই ল রি ৫ এ ৬০৭) বিপরীত অর্থে প্রমথভূষণ দেব রায়, ই ল রি ১১ ক ৪১৩ ধারা দেখ

জলকর সম্বন্ধে বিবাদ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে বিবাদ নহে (আনন্দময়ী দেব্যা, ই ল রি ১৩ ক ১৭৯ কৃষ্ণধন দত্ত, ই ল রি ১২ ক ৫৩৯)

শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান সময়ে, ভবিষ্যতে নহে (উমাচরণ সাঁতরা, ৭ ক ল রি ৩৫২)

শান্তিভঙ্গের যুক্তিযুক্ত আসন্ন সম্ভাবনা আবশ্যক, শান্তিভঙ্গ হইলেও হইতে পারে এরূপ আনুমানিক সম্ভাবনা যথেষ্ট নহে (দামোদর বিদ্যাধর মহাপাত্র, ই ল রি ৭ ক ৩৮৫, ৮ ক ল রি ৫১৪, চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩ ক ল রি ৪৮৩)

কুলদানারায়ণ ভূপ ই ল রি ৪ ক ৬৫০; রমানাথ, ৭ উ রি ৪৫ দেওয়ান এলাহি নেওয়াজ খাঁ বং মবুরুন্নিসা ৫ উ রি ১৪ দ্রষ্টব্য

মঠ ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে বিবাদ এই ধারামতে ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপের যোগ্য নহে (শ্রীপতিগিরি গোঁসাই, ১১ উ রি ২৩) এজমালি সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ এই ধারার অন্তর্গত নহে (রামরঙ্গিণী দাসী, ১৮ উ রি ৩৬)

দেওয়ানী আদালতের দত্ত দখল ম্যাজিষ্ট্রেট বলবৎ রাখিতে বাধ্য (ভোলানাথ ঘোষ, ৭ ক ল রি ৫১৩, রামমোহন রায়, ১৬ উ রি ২৪, রাণীগঞ্জ কোল কোং, ২৪ উ রি ৭, গোসাই সর্দ্দার, ২৫ উ রি ৪৬, গোবিন্দচন্দ্র মৈত্র, ই ল রি ৬ ক ৮৩৫)

ডিক্রিজারী সূত্রে নিলামে ক্রীত সম্পত্তিতে ক্রেতার দখল গ্রহণে বাধা দেওয়া হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ না করিয়া ক্রেতাকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে আজ্ঞা দিবেন। (প্রয়াগসিংহ বং ফজল হোসেন, ৬ ক ল রি ২০৭)

কোন নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে শান্তিভঙ্গের যুক্তিযুক্ত সম্ভাবনা আছে যে যে কারণে ম্যাজিষ্ট্রেটের এরূপ হৃদ্বোধ হয় তাহা রুবকারিতে লেখা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। (কিশোরীমোহন রায়, ১৯ উ রি ১০ অমৃতনাথ ঝা, ৮ উ রি ৬১; কালীকিশোর রায়, ৩ বে ল রি ৭৬)

দখল সম্বন্ধে বিবাদের মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট এই ধারানুযায়ী রুবকারি রীতিমত লিপিবদ্ধ না করিলে তাঁহার সমস্ত কার্য্য আইন বিরুদ্ধ হয়। দুইটী নিকটবর্ত্তী তালুকের সীমা সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঐ সীমানার জমী ক্রোক না করিয়া উভয় পক্ষের দখলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য।" (হারজি বং রাহিম, ৪ উ রি ২৮)

সমস্ত শরিকদিগের উপর নোটিস জারী করা অনাবশ্যক, যাহাদের দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হয়, কেবল তাহাদের উপর নোটিস জারী করা উচিত (গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ১৮ উ রি ৫৪)

জমীর দখল সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে, কোন পক্ষের যে কর্ম্মচারী মনিবের পরামর্শ ও আদেশানুযায়ী কার্য্য করে না। ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতও করে না, তাহার উপর নোটিস জারী করিলে এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী নোটিস জারী করা হইয়াছে বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক না (রামরঙ্গিণী দাসী, ১৭ উ রি ৯)

যদি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণাদি লইয়া থাকেন, তবে কেবল ধার্য্য দিনে বর্ণনাপত্র দাখিল না করার হেতুতে তিনি আর কার্য্য করিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন না। (গোলোকচন্দ্র মাঁইতি, ১১ উ রি ২)

'প্রকৃত দখল' এই ধারার মোকদ্দমায় দলীলী প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া, দলীলী প্রমাণের সাহায্যে বাচনিক প্রমাণ দ্বারা বিবাদীয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি বাস্তবিক কোন পক্ষের দখলে আছে মীমাংসা করা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। (কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ৮ ক ল রি ২৪৫, ই ল রি ৭ ক ৪৬)

বন্ধকের বলে ডিক্রিজারীর নিলামে একটী মৌজা বিক্রয় হওয়ায় নিলাম খরিদ্দার আদালতের নাজির কর্ত্তৃক বাঁশগাড়ি দ্বারা দখল প্রাপ্ত হইয়া উহার অন্তর্গত একটী হাট উক্ত খরিদ্দারের দখল পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেনদার ঐ হাট দেবোত্তর সম্পত্তি ও তিনি স্বয়ং সেবাত উল্লেখে আপত্তি উত্থাপিত করিয়া দখল পরিত্যাগ না করায় বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, ও তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গের আসন্ন সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট এই ধারানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং দেনাদার দখিলকার থাকায় উহার দখল

যে পর্য্যন্ত না দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক উচ্ছেদ হয় সে পর্য্যন্ত তাহার দখল পুনঃসংস্থাপনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন মাজিষ্ট্রেটের এই ধারামতে এবং এরূপ অবস্থায় দেন দাবের দখল ... আজ্ঞা অন্যায় হওয়ার কারণে ব্যর্থ হইয়াছিল নিলাম খরিদ্দার নালিশ করুন আর না করুন ... তখন তাহাকেই দখলে রাখা এবং দেনাদারকে দেওয়ানী আদালতে তাহার নিলামী স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে আদেশ দেওয়া উচিত ছিল (ছত্রপতি সিংহ ৫ ক ল রি ২০০)

একই ভূম্যধিকারী হইতে প্রাপ্ত দলীল বিং এগ্রিমেণ্ট সূত্রে একটী বৃহৎ গ্রামের সীমা মধ্যবর্ত্তী কোন ভূমি তলস্থ কয়লার খনি হইতে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষে কয়লা খনন করার স্বত্বের দাবী করেন যদি সেই গ্রামের কোন এক অংশে কোন পক্ষে কয়লা খনন করা সাব্যস্ত হইলে দেওয়ানী আদালতে সমস্ত গ্রামে তাঁহার কয়লা খনন করিবার স্বত্ব বলবৎ থাকিবে এবং তাঁহার দাবীতে তামাদি দোষ বর্ত্তিবে না কিন্তু ঐরূপ দখলের বলে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে অপর পক্ষকে ঐ গ্রামের অপরাংশে ঐরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিতে পারেন না কারণ এক পক্ষের ঐরূপ কার্য্য অপর পক্ষের বিরুদ্ধ স্বত্বের হইলেও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির প্রকৃত দখলের বিরুদ্ধ নহে (বিজয়নাথ চট্টোপাধ্যায় বঃ বেঙ্গল কোল কোং, ২৩ উ রি ৪৫)

"ঐরূপ ... লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপন আপন দাবী নিরূপিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া' সাধারণের নামে নহে, কিন্তু বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তিদিগের নামে এই এক বিশেষ প্রকারের নোটিস ; অতএব অপর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া পক্ষভুক্ত হইবার জন্য দাবী করিতে পারেন না কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের যদি হৃদবোধ হয় যে তিনিও বিবাদে লিপ্ত এবং তদ্দ্বারাও শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকেও পক্ষভুক্ত করিতে পারেন (রাজা মধুসূদন রায় ভূপ বঃ মহিমচন্দ্র ৩ ক ল রি ৫৫১ ই ল রি ৪ ক ৬৫০) যদি এক পক্ষের মৃত্যু হয় তবে মোকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য কিন্তু এরূপ না করিলেও দোষ হয় না (রাণী আনন্দময়ী দেবী, ২ ক ল রি ২৬৪)

এই ধারার মোকদ্দমায় কার্য্যানুষ্ঠানের সময়ে কোন পক্ষের দখল ছিল তদ্বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক, মাজিষ্ট্রেটের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া সময়ের দখলের প্রমাণ অগ্রাহ্য (পৃথ্বীরাম চৌধুরি রায় বাহাদুর ২০ উ রি ৫১)

মাজিষ্ট্রেটের আনুষ্ঠানিক আজ্ঞায় বিবাদীয় বিষয়ের চতুঃসীমা স্পষ্টরূপে লেখা উচিত নতুবা বিবাদীয় বিষয়ের সমুদায় কিম্বা কিয়দংশে কে কত দূর পর্য্যন্ত দখল দাবী করে তদ্বিষয়ের প্রমাণ দর্শন অসম্ভব এই ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য্য দ্বারা দখল না করিলে যে দখল হয় না এরূপ নহে প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিলেও প্রকৃত দখল গণ্য হয় অতএব কৃষক এবং কৃষক যাঁহাকে খাজনা দেয় তাঁহারও দখল আছে বলা যায় সুতরাং প্রজার নিকট খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারে জমিদারে যে বিবাদ হয় তাহাতে এই ১৪৫ ধারা বর্ত্তে (সোনাই সর্দার, ২৫ উ রি ৪০ হরকুমার প্রঃ সিংহ ৫ ক ল রি ২৮৭; সত্যরঞ্জন বঃ কোটুডি ১৮ উ রি ১১, মধুসূদন সাহা, ২১ উ রি ৫৫, উমাচরণ মণ্ডল ... ক ল রি ৩৫২) বিপরীত অর্থে বিনারায়ণ, ই ল রি ৫ এ ৬০৭ দেখ যাহাতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেন যে এরূপ বিবাদ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ নহে উভয় পক্ষ প্রজাবিলি দ্বারা দখলকার থাকায় উহাদিগের মধ্যে বৃহৎ এক খণ্ড জমি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক এক পক্ষকে সমস্ত জমিতে দখলকার থাকিতে আজ্ঞা না দিয়া, প্রত্যেক অংশে যে যে ব্যক্তি দখলকার থাকে তাহা সাব্যস্ত করিয়া উহাদিগের দখল বজায় রাখা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। (মধুসূদন সাহ, ২১ উ রি ৫৫)

যতদিন নাম রেজিষ্টরি করিবার অধীন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় ততদিন এই ১৪৫ ধারা মতে হুকুম না দেওয়ার বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটকে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত যদি ইতিমধ্যে প্রকৃত বিবাদের অস্তিত্ব এবং শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা তাঁহার হৃদবোধ হয়, তবে অবশ্যই আসন্ন শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্য এই ধারা মতে হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য (গোবিন্দচন্দ্র মৈত্র, ই ল রি ৬ ক ৮৩৫, ৮ ক ল রি ২১৭)

যেস্থলে জমীদার তাঁহার জমিদারীর সমস্ত অথবা কিয়দংশ ইজারা দেন, সেস্থলে জমিদার, ইজারদার ও প্রজা সকলেই স্বীয় পরিমাণে দখল সম্বন্ধীয় ভাবী বিবাদে সংশ্লিষ্ট অতএব তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বত্বের ভোগ দখল বলবৎ রাখা কর্ত্তব্য এরূপ না করিলে নিম্নে লিখিত ফল হইতে পারে ;—মনে করুন পরগণা বাগদ্বার ও পরগণা বাজাসন দুইটী পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারীর মালিকদিগের মধ্যে সীমান্ত জমি সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইল বাগদ্বারের জমিদার বলিলেন তাঁহার ইজারাদারের দখল থাকায় তাঁহারও আছে বাজাসনের জমিদার বলিলেন তাঁহার খাস দখল আছে যদি বাজাসনের জমিদারের দখল সাব্যস্ত হয় তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা পাইতে পারেন, বাগদ্বারের জমিদার পারেন না ঐরূপ স্থলে বলা যাইতে পারে যে

প্রজাদের ২৫ বিঘা জমি ক্রোক করিলে এবং তাহার দখল বজায় থাকিলে তাহার জমিদারের কোন ক্ষতি হইতে পারে না কিন্তু এ যুক্তি ঠিক নহে, কারণ বাগানের ইজারদার বাত মনের জমিদারের সহিত চক্রান্ত করিয়ে প্রজাদের জমিদারের ক্ষতি হইতে পারে (হরনারায়ণ সিংহ, ৫ ক ল রি ২৮৭)

কোন ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য টাকা আদায় করিবার সার্টিফিকেট পাইলে, উক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তি প্রকৃত দখলের সিদ্ধান্ত (অকাট্য) প্রমাণ নহে (সিনিজামণি সদর রি ১৮৬১, ২ পৃ) ঐরূপ সার্টিফিকেটের বলে সার্টিফিকেটধারী মৃত ব্যক্তির কোন সম্পত্তির দখল পাইতে অধিকারী নহেন (সীতার ম গ হ, ১৮ উ রি ১৫ শীতল গিরি গোস ই, ১১ উ, রি ২৩) এবং পূর্ব্বে দখল প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দখলে হস্তক্ষেপ করিতে মাজিষ্ট্রেটের অধিকার নাই (মেহাণ্ড ধনব স গিরি গোস্বামী ২ বে ল রি ২৭)

কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক বেদখল হইলে বলকারির বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ৪৪৭। ৪৪৮ ধার মতে নালিশ করিতে পারেন এবং তাহার শাস্তি হইলে দখল পুনঃ প্রাপ্তির জন্য এই আইনের ৫২২ ধারা মতে প্রার্থনা করিতে পারেন অসম্মতিতে অবৈধরূপে দখল চ্যুত হইলে বিশেষ উপকার সম্বন্ধীয় ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ৯ ধারামতে দেওয়ানী আদালতে ৬ মাসের মধ্যে নালিশ করিতে পারেন

এই ১৪৫ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেটের চূড়ান্ত আজ্ঞার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে দখল পাইবার জন্য নালিশ করিতে হইলে, উক্ত আজ্ঞার তারিখের ৩ বৎসরের মধ্যে নালিশ করিতে হয় (মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১৫ আইন, দ্বিতীয় তফসীল ৪৭ নং)

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৬ ধারা বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্দ্ধার্য্য করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে সেই কথা সন্তোষমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায় ততকাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন

১৪৬ ধারা —১৪৫ ধারানুসারে কার্য্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রমাণাদি গ্রহণে যদি মাজিষ্ট্রেট সিদ্ধান্ত করেন যে কোন পক্ষই দখলিকার নহে, অথবা কোন পক্ষ দখলিকার আছে, ইহা সিদ্ধান্ত করিতে না পারেন তবে তিনি এই ধারামতে বিবাদীয় জমি ক্রোক করিতে পারেন। (রাসসুন্দরী দেবী, ১ ক ল রি ৮৬, লীলানন্দ সিংহ, ১ ক ল রি ২১৩)

একজন মাজিষ্ট্রেট ১৪৫ ধারামতে দুই পক্ষের উপর নোটিসজারীপূর্ব্বক কোন পক্ষ দখলিকার ছিল নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বিবাদীয় সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিলেন তৎপরে তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত প্রকাশ করিলেন যে তিনিই জমিদার এবং ইজারদারের মৃত্যু হওয়ায় বিবাদীয় সম্পত্তি খাসদখলে লইয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট জমিদারের দখল আইনসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া বিবাদীয় সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস দেন নাই। হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিলেন যে জমিদারের দখল সাব্যস্ত হইলে সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস দেওয়া মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য ছিল এবং মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা রদ্ করিলেন (জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ২৪ উ, রি ৪০)

এই ধারার উদ্দেশ্য এই যে প্রথমতঃ দখল সম্বন্ধে যত দূর নিষ্পত্তি করা যায়, মাজিষ্ট্রেট বিশেষরূপে চেষ্টা করিবেন এবং যাহাতে বিবাদীয় সম্পত্তি ক্রোক করিতে না হয় সেই উদ্দেশ্যেই কার্য্য করিবেন কিন্তু কোন ক্রমেই যে স্থলে কোন পক্ষই দখলিকার থাকা প্রমাণ না হয় অথবা বিবাদীয় জমি কাহার দখলে আছে মাজিষ্ট্রেট নিশ্চয় করিতে না পারেন, সে স্থলে তিনি এই ধারা মতে কার্য্য করিবেন (এনায়েত উল্লা, ৮, উ রি ৩৬৬)।

বিবাদীয় জমির দখল সম্বন্ধে দুই জন মালিকের মধ্যে কোন বিবাদ না হইয়া দুই জন প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে সমস্ত জমি ক্রোক না করিয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। (রামদয়াল উ রি বিশেষ নং, ২৪)

বিবাদীয় জমিতে দুই ব্যক্তির মধ্যে কে প্রকৃত দখলিকার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্য মাজিষ্ট্রেট উক্ত জমি ক্রোক করিয়াছিলেন কিন্তু উহাদিগের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পত্র হওয়ায় ক্রোক প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। তৎপরে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আপত্তি করায়, তদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া মাজিষ্ট্রেট ঐ জমি পুনরায় ক্রোক করিয়াছিলেন ১৪৫ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যদ্যপি এই ধারার অবস্থা সকল ঘটিত, তবে মাজিষ্ট্রেট পুনরায় ক্রোক করিতে পারিতেন। নূতন কোন

বিবাদ উপস্থিত [illegible] পুনঃ, সমস্ত [illegible] [illegible] সাহেব [illegible]
কার্য্য [illegible] প্রতিবেদন [illegible] (বঙ্গীয় [illegible] [illegible] ১৬৮)

স্থাবর সম্পত্তি ভোগস্বত্ব ও ভূমি বিষয়ের বিবাদের কথা।

১৪৭ ধারা। কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে কোন কার্য্য করিবার কি তাহা বারণ করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানে বিবাদ আছে ও তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ঐরূপ কোন মাজিষ্ট্রেট হুকুমমতে এই কথা জানিলে ইহার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে, সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কি স্থলবিশেষে তাহা করিতে স্বত্ববান উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয় ততকাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থলবিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বার মাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কালবিশেষে অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে তবে নালিশ হইবার পূর্ব্ব সেই কালে ঐ অধিকারক্রমে কার্য্য না হইলে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অনুমতিসূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

১৪৭ ধারা। ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ৩২০ ধারায় কেবল জমি [illegible] [illegible] [illegible] করিবার স্বত্ব লিখিত ছিল।

১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৫৩২ ধারায় [illegible] করিবার স্বত্ব [illegible] হইয়াছিল [illegible] [illegible] সকলের [illegible] ঐ আইনে লিখিত [illegible] এবং অন্যান্য প্রকারের সমস্ত [illegible] করা হইয়াছে [illegible] কোন [illegible] স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে কোন কার্য্য [illegible] বারণ করিবার স্বত্ব।

'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি' ইংরাজী আইনের T[illegible]ngible immoveable property কথার বঙ্গানুবাদে "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি" কথা দেওয়া হইয়াছে। "Tangible" শব্দের অর্থ স্পর্শনীয়, অর্থাৎ যাহা স্পর্শ করা যায়। "Immoveable property" কথার অর্থ স্থাবর সম্পত্তি। [illegible] স্পর্শনীয় স্থাবর সম্পত্তি [illegible] স্পর্শনীয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] (Elements), [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] আকাশ [illegible] পাঁচটী [illegible], [illegible], ত্বক্ Touch ও স্থানে ট (T) ক স্থানে চ (ch), [illegible], [illegible] ও [illegible] এই পাঁচটী [illegible] (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ১২ পৃ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিলে [illegible] তাহা বুঝায়, যেমন মনুষ্য মাতৃগর্ভজাত বলিলে সকল মনুষ্যই মাতৃগর্ভজাত বুঝায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যদি সকলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুঝায় তবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারে [illegible] পারে [illegible] কিন্তু তাহা স্থাবর নহেন [illegible] [illegible] স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না। 'Tangible' শব্দটী আধুনিক। "Corporeal" আর 'Incorporeal' কথা বহুকাল হইতে ইংলণ্ডীয় আইনে চলিয়া আসিতেছে (ব্লাক্‌ষ্টোন [illegible] [illegible]) 'corporeal' শব্দের অর্থ সাকার, 'incorporeal' শব্দের অর্থ নিরাকার। সাকার স্থাবর সম্পত্তি এই আইনের ১৪৫ ধারার বিষয়। আর সাকার স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে নিরাকার স্বত্ব, যেমন অন্য ব্যক্তির জমির উপর দিয়া গমনাগমনের অথবা ব্যবহারের [illegible] [illegible] স্বত্ব (Easements) এই ১৪৭ ধারার বিষয়।

১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ৩২০ ও ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৫৩২ ধারানুসারে জমি কিম্বা জল ব্যবহার সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট তদন্ত ও আজ্ঞা করিতে পারিতেন, কিন্তু এই আইন প্রবল হইবার দিবসাবধি শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ([illegible] নাথ সেন, ই, ল, রি, ৫ ক ৮১৫, ৫ ক, ল, রি, ২১৯, রায় উমেশচন্দ্র সেন ২১ উ, রি, ৬৬)

[illegible]

কোন ব্যক্তির গমনাগমনের অধিকার আছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট এরূপ আজ্ঞা দিতে পারেন না যে অন্যের জমির উপর দিয়া গমনাগমন করিও না। তবে যে জমির উপর দিয়া সে ব্যক্তি বহুকালাবধি স্বাধীনভাবে গমনাগমন করে কি না মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিতে ও তদনুসারে আজ্ঞা দিতে পারেন। (ত্রৈলোক্যনাথ সরকার, ২ উ, রি ৬)

যে স্থলে ব্যক্তি একটী পথ তাঁহার নিজের বলিয়া মধ্যাহ্নকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঐ পথে কাহাকেও গমনাগমন করিতে না দিবার জন্য উহার মুখে দ্বার এবং খোঁয়াড় বা ঘাট বসাইয়াছিলেন। দার্জিলিঙ্গের ডেপুটি কমিশনর (ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত) মহাশয়ের পদে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আজ্ঞা পাইয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ঐ ব্যক্তির স্বত্ব প্রমাণ সাব্যস্ত হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি সাধারণের বিরুদ্ধে ঐ পথ বন্ধ করিতে পারেন না। দেখা গেল যে কি সন্ধ্যার পর হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ঐ পথে গমনাগমনের স্বত্বাধীন বলিয়া এই সম্বন্ধে কোনরূপ বিবাদ ছিল না, সুতরাং মাজিষ্ট্রেটের এরূপ আজ্ঞা দিবার অধিকার না থাকায় উহা রদ হইয়াছিল। ঐ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের কেবল দখল সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার নাই। কোন লোক বা সর্ব্বসাধারণে কোন সাধারণ লোক যে রূপ স্বত্বানুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছে তাহাতে কোন ব্যক্তি বাধা দিলে এই ধারামতে তাহাতে উক্ত নিবারণ অধিকার আছে। (বঙ্কিম চন্দ্র মহারাজা বঃ দার্জিলিং মিউনিসিপালিটি, ই, ল, রি ৫ ক ১৭৪ ... ল, রি ৩২)

স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।

১৪৮ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইলে কোন জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন, ও তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে যৎকালীন প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহার নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিকে ঐরূপ পাঠান যায়, তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমায় সাক্ষ্যস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে।

খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা।

এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানের কোন পক্ষ সাক্ষীর বা উকীলের ফী বা ঐ উভয় বলিয়া কোন খরচ করিলে, যে মাজিষ্ট্রেট ১৪৫, ১৪৬ বা ১৪৭ ধারামতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কে ঐ খরচ দিবে, উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানের ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ এবং সমস্ত বা কি অংশ বা পরিমাণ দিবে এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐরূপে যে খরচ দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে ইতি।

১৪৮ ধারা। এই ধারানুসারে স্থানীয় তদন্ত হইলে উহা মোকদ্দমার একটী অংশ বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ তদন্ত হয়, সে স্থানীয় তদন্তকারী মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের ফল জানিতে, এবং আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সেই রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিবার সুবিধা পাইতে অধিকারী। (পীর মহ., ২১ উ রি ২৫)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

ধর্ত্তব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

১৪৯ ধারা। পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন।

১৪৯ ধারা। কাদেষ্টার হইতে ইনস্পেক্টর জেনরল পর্য্যন্ত যে কোন পোলীস কর্ম্মকারক ও পদ আপন থানার, জেলার, কি প্রদেশের সীমার ভিতরে কি বাহিরে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে থাওয়া অপরাধ নিবারণের জন্য এই ধারামতে কার্য্য করিতে পারেন, এবং অন্য কোন উপায়ে নিবারণ করিতে না পারিলে দঃ বিঃ ৫১১ ধারামতে গ্রেপ্তার করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় যদি তিনি গ্রেপ্তার করেন তবে তৎপরে উক্ত হইবে এই আইনের ৬০ ধারামতে কার্য্য করিতে হইবে।

ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সংবাদ পাইলে তাহার কথা।

১৫০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন তাঁহাকে ও অন্য যে কর্ম্মকারকের তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।

১৫১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক ধর্ত্তব্য অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে যদি সেই কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার বোধ হয় তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারেণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।

১৫২ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বয়া, কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

১৫২ ধারা। এই সকল অপরাধ কি দঃ বিঃ ১৩৩ ১৩৪ ধারামতে দণ্ডনীয়। পোলীস কর্ম্মকারক নিবারণ করা সত্ত্বেও তাঁহার সাক্ষাতে যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার লিখিত সম্পত্তির হানি কি স্থানান্তর করিবার উদ্যোগ করে, তবে তিনি এই আইনের ৫৪ ধারার ৫ম প্রকরণমতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন।

বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা।

১৫৩ ধারা। কোন স্থানে অপকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি ইত্যাদি আছে, পোলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে তিনি বিনা পরওয়ানায় আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্বেষণ করিবার জন্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

সেই স্থানে অপকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্যে থাকে তাঁহাকে অগোণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সম্বাদ দিবেন ইতি।

১৫৩ ধারা। কেবল অধ্যক্ষ এই ধারামতে কার্য্য করিতে পারেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসের সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা

১৫৪ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায় তাহা তৎকর্ত্তৃক বা তাঁহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সংবাদদাতাকে পড়িয়া শুনান যাইবে, ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের নিকট একখানি বহী থাকিবে তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

ফারম, ১৫৪ ধারামতে অমুক জেলার অমুক মহকুমার অন্তর্গত অমুক থানায় প্রাপ্ত ধর্ত্তব্য অপরাধের প্রথম সংবাদ

১	২	৩	৪	৫	৬
থানায় প্রথম সংবাদ প্রাপ্তির তারিখ ও সময়	সংবাদদাতার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের নাম	অভিযুক্ত অপরাধ এবং অপহৃত মালের বিবরণ ও মূল্য	অপরাধ ঘটনার তারিখ	ঘটনার স্থান এবং থানা হইতে দিক ও দূরত্ব	থানার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক অবলম্বিত উপায়

চুরি ইত্যাদি কোন ধর্ত্তব্য অপরাধ ঘটিলে বাদী ঐ সংবাদ লিখিয়া চৌকিদার কিম্বা অন্য কোন লোক দ্বারা থানায় পাঠাইয়া দিতে পারেন অথবা স্বয়ং থানায় উপস্থিত হইয়া বাচনিক এজাহার অর্থাৎ সংবাদ দিতে পারেন। পক্ষান্তরে কোন কারণ বশতঃ বাদী স্বয়ং থানায় যাইতে অক্ষম হইলে চৌকিদার, চাকর, আত্মীয়, কিম্বা অন্য কোন লোককে থানায় পাঠাইয়া বাচনিক এজাহার দিতে পারেন। বাচনিক এজাহার দিলে থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক স্বয়ং এই ফরমে লিখিয়া অথবা লেখাইয়া সংবাদদাতাকে কিম্বা বাদীকে পড়িয়া শুনাইবেন, এবং নালিশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থানার রোজনামচায় অর্থাৎ দৈনিক বহিতে লিখিয়া অথবা লেখাইয়া উভয়ে স্বয়ং স্বাক্ষর করিবেন এবং প্রথম এত্তালায় অর্থাৎ সংবাদে (উপরের ফরমে) সংবাদদাতার কিম্বা বাদীর স্বাক্ষর, অথবা সে লেখাপড়া না জানিলে, তাহার স্বাক্ষর স্বরূপ মোহর কিম্বা স্বহস্তের চিহ্ন কিম্বা (ঢেরা সহি কি টিপ সহি লইবেন)।

কোন ধর্ত্তব্য অপরাধ সম্বন্ধে পোলীসের নিকট নালিশ হইলেই, প্রথমতঃ তাহা সত্যই বোধ হউক আর মিথ্যাই বোধ হউক গুরুতর কি সামান্য হউক, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনান্তর্গত কি কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনান্তর্গত হউক, তাহার প্রথম এত্তালা ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু মিউনিশিপাল, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ আইনের উপবিধি অনুসারে ক্ষুদ্র মোকদ্দমায়, এবং ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় (বাহ্য, প্রস্রাব, মাতলামী ইত্যাদির) মোকদ্দমায় এই ফরম ব্যবহার করা অনাবশ্যক, থানার ভার-

প্রাপ্ত কর্মচারি অপর কর্মচারীকে প্রথমতঃ অনুসন্ধান দ্বারা নালিশের সত্যাসত্য জানা পর্য্যন্ত প্রথম এত্তেলা প্রেরণে কালক্ষেপ করিতে পারেন না।

এই ফারামের ১ হইতে ৫ ঘর নিম্নে লিখিত নিয়মানুসারে পূরণ করিতে হইবে —

(১ম ঘর) সংবাদদাতা কি বাদী যে তারিখে এবং যে সময়ে থানায় উপস্থিত হয় তাহা ঘণ্টা ও তারিখের সহিত লিখিতে হইবে। মফঃস্বলে কোন পোলীস কর্মচারীর নিকট প্রথমতঃ এত্তেলা হইলে তথায় এত্তেলা দেওয়ার তারিখ, সময়, স্থানের নাম এবং থানা হইতে কত দূর এই ঘরে লিখিতে হইবে।

(২য় ঘর) যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সংবাদ দেয় কেবল তাহারই নাম যে এই ঘরে লিখিতে হইবে এমত নহে, যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ হয় অথবা যাহারা সন্দেহযুক্ত তাহাদের নামও লিখিতে হইবে। যথা—অমুক গ্রামের অমুক গোমস্তা দ্বারা প্রেরিত অমুক চৌকিদার সংবাদদাতা, অমুক বাদী বনাম অমুক অথবা অজ্ঞাত প্রতিবাদী।

(৩য় ঘর) যথা দঃ বিঃ ৫৭ ধারা, ৬০০, টাকা মূল্যের সোনা রূপা অপহরণ।

(৪র্থ ঘর) সংবাদোক্ত ঘটনার তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে না পারিলে যতদূর ঠিক হয় তাহাই লিখিতে হইবে, যথা ৫ তারিখে মৃত ব্যক্তিকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখা গিয়াছে, এবং ৮ তারিখে লাশ পাওয়া গিয়াছে, অথবা বাদী ১০ তারিখে বাড়ী হইতে যায়, ১৩ তারিখে প্রত্যাগমন করিয়া দেখে তাহার মাল অপহৃত হইয়াছে।

(শেষ ঘর) যে কর্মচারী অনুসন্ধান করিতে গেলেন তাঁহার নাম ও পদ লিখিতে হইবে এবং তদ্ব্যতীত অনুসন্ধানার্থে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে অন্য যে কোন প্রত্যানুসঙ্গকীয় উপায় অবলম্বন করা যায়, যেমন পার্শ্ববর্ত্তী থানায় সংবাদ প্রেরণ ইত্যাদি, তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে। পশ্চাল্লিখিত ১৫৭ ধারার ক ও খ প্রকরণ অনুসারে বিশেষ কারণে কর্মচারী কর্তৃক স্থানীয় অনুসন্ধান না করার অথবা এককালীন অনুসন্ধান না করার কারণ এই ঘরে লিখিতে হইবে।

সংবাদদাতার কিম্বা বাদীর উক্তিতে কোন সন্দেহের বিষয় থাকিলে তাহা প্রশ্ন দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। কোন ব্যক্তির নাম করিয়া এত্তেলা হইলে কি কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ করিলে তাহা লিখিতে হইবে। বাদী যে সকল ব্যক্তির নাম করে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কি না তদ্বিষয় তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। বাদী নির্দ্দিষ্টরূপে কাহারও নামে নালিশ করিলে সেই সকল ব্যক্তির নাম দ্বিতীয় ঘরে লিখিতে হইবে। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির নাম দ্বিতীয় ঘরে লিখিতে হইবে না, তাহা বাদীর এজাহারের নিম্নে লিখিতে হইবে। কোন ব্যক্তিকে কেহ চিনিতে পারিয়াছিল বাদী কি সংবাদদাতা বলিলে তাহার স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। অপর কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছে কি না বলিতে না পারিলে তাহাও পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। কোন অপরাধের সংবাদ দিতে বিলম্ব হইলে বিলম্বের কারণ সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে।

মাল অপহৃত হইলে বাদীকে অপহৃত মালের এক তালিকা দস্তখত করিয়া দিতে হইবে, এবং সেই তালিকা প্রথম সংবাদের সহিত সবডিভিজন আফিসে পাঠাইতে হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট-সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে প্রথম এত্তেলার দ্বিতীয় খণ্ড যায় তাহার সহিত বিস্তারিত তালিকা প্রেরণ করা অনাবশ্যক। কেবল মাত্র মালের বিবরণ ও মোট যত টাকার মাল চুরি যাওয়ার এজাহার হয় তাহা লিখিতে হইবে। অপহৃত মালের তালিকা বাদী থানায় কি ফাঁড়িতে এজাহারের সময়ে দিতে না পারিলে অনুসন্ধানকারী পোলীস কর্মচারী ঘটনা স্থানে যাইয়া যত শীঘ্র পারেন তাহা প্রস্তুত করিবেন ও তাহা যত শীঘ্র হয় বাদীকে দস্তখত করাইয়া সবডিভিজন আফিসে পাঠাইবেন ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অবগতির জন্য অপহৃত মালের বিবরণ ও মূল্য বিশেষ ডায়েরীতে লিখিবেন।

কোন অবস্থাতেই পোলীসের শপথ দিবার অধিকার নাই। কোন অপরাধের ঘটনা হইয়াছে জনরবে এরূপ সংবাদ পাইলে তাহাকে কেবল প্রথম সংবাদ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না। এইরূপ জনরবের সংবাদ থানার রোজনামচায় লিখিতে হয়, এবং অনুসন্ধানের পর যদি জনরব সত্য প্রমাণ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ প্রথম সংবাদ প্রেরণ করিতে হয়।

বিনামী দরখাস্ত। ১৮৮৮ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখের ৯—নম্বর চিঠি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে, যে সকল বিনামী দরখাস্ত মাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধানের জন্য পোলীসে প্রেরণ করেন, তাহাতে "অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট কর" আদেশ না লিখিয়া রীতিমত প্রথম এত্তেলা ব্যবহার করিতে হইবে, অন্য প্রকার আদেশ না থাকিলে, দরখাস্তে লিখিত বিবরণের সত্যাসত্য সম্বন্ধে পোলীস গোপনে অনুসন্ধান করিবেন।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা আপোষ করিতে দিতে পোলীসের কোন ক্ষমতা নাই

মিথ্যা নালিশ যদি কেহ কোন ব্যক্তির নামে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিবার কি নালিশ করিবার যথার্থ কি ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া সেই ব্যক্তির হানি করিবার মানসে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করে কি করায় কিম্বা তাহার নামে অপরাধের মিথ্যা নালিশ করে তবে তাহার দঃ বিঃ ২১১ ধারামতে দণ্ড হয়

সংবাদদাতা কি বাদী এরূপভাবে সপথত করিতে অস্বীকার করিলে দঃ বিঃ ১৮৭ ধারামতে দণ্ডনীয় হয় (বি পি মে ১৬ অ)

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা

১৫৫ ধারা যে অপরাধ পোলীসের ধর্ত্তব্য নয় পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহী রাখা যায় তাহাতে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবেন ও সংবাদদাতাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসি-ডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পোলী-সের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লইবার সেই সেই ক্ষমতা থাকিবে।

১৫৫ ধারা —প্রত্যেক থানায় ও ফাঁড়িতে ৩৩ নম্বর ফরমে এই ধারামতে অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার এক বহি আছে

পোলীসের নিকট একাএকি যে সকল অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ হয় এবং যে সকল অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা অনুসন্ধান জন্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক পোলীসে প্রেরিত হয়, তাহা এই বহিতে রুজু করিতে হয়

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার শেষ রিপোর্ট কোন ফরমে দিতে হয় না, এবং কোন আসামীকে ধৃত করিতে হয় না কিন্তু এই ধারানুসারে অন্যান্য নিয়ম সম্বন্ধে ধর্ত্তব্য অপরাধের অনুসন্ধানের ন্যায় পোলীস কার্য্যকারককে আর সমুদয় কার্য্য করিতে হয় (বি, পি মে)

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা

১৫৬ ধারা পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পোলীসের ধর্ত্তব্য কোন কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থান বিষয়ক বিধানমতে তদন্ত করিতে কি বিচার করিতে পারিবেন

তাঁহার উক্ত প্রকারের কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারক এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না

ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

১৫৭ ধারা পোলীস থানার অধ্যক্ষ ১৫৬ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন কোন সংবাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাঁহার এমত অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের সম্বাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত এবং অপরাধির সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন

স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার স্থলের কথা

পরন্তু (ক) কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার সম্বাদ দেওয়া গেলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে অনুসন্ধান লইবার জন্যে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই

পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা

(খ) অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইবেন না

(ক) ও (খ) প্রকরণের উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারার প্রথম পদের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন

১৫৭ ধারা ক্ষুদ্র মোকদ্দমা যাহাতে কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত অথবা সন্দিগ্ধ না হয়, এবং যাহাতে বাদী স্পষ্টতঃ কোন অনুসন্ধান করাইতে চাহেন, অথবা বাদীর নালিশ বিরক্তজনক কি স্বভাবতঃই মিথ্যা বলিয়া বোধ হইলে এই ধারার (খ) প্রকরণের বিধানানুসারে পোলীসকর্ম্মচারী অনুসন্ধান না করিতে পারেন

১৫৭ ধারামত রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে হইবে তাহার কথা

১৫৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, ১৫৭ ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তাহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে

উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারক পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন

তদন্ত বা প্রথমস্থলীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা

১৫৯ ধারা উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সম্বাদ পাইলে আপনার উচিত বোধ হইলে অগোণে তাহার তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান লইবার জন্যে কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত এই আইনের নির্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্য আপনি যাইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

১৫৯ ধারা যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার ঘটনাস্থানে গমন করিয়া স্বয়ং প্রথমতঃ তদন্ত বা স্থলীয় অনুসন্ধান করেন এবং পরে স্বয়ং সেই মোকদ্দমার বিচার করেন, তবে যে সকল অবস্থা তিনি স্বয়ং দৃষ্টি করিয়াছেন ও যাহার সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং সাক্ষ্য দিতে পারেন, তবে তাহা লেখা এবং আসামীকে জানান উচিত এবং আসামীও তাঁহাকে ঐ সকল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জেরা করিতে পারে এরূপ স্থলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং বিচার না করাই কর্ত্তব্য (হরচন্দ্র পাল ২০ উ, রি ৬)

সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকের ক্ষমতার কথা

১৬০ ধারা পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন তিনি যে ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তি কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে প্রাপ্ত সংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি আজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে

১৬০ ধারা এই ধারামতে অনুজ্ঞাত ব্যক্তি হাজির হইতে বাধ্য কিন্তু নিজের নিকট অথবা অন্য

পোলীস কর্ম্মচারীর নিকট সাক্ষ্য ... কোন পোলীস কর্ম্মচারী ... করিতে পারেন না (বিহারী নিহ ... ৭।১৩)।

এই ধারানুযায়ী অনুসন্ধান ... মাজিষ্ট্রেটর নিকট রিপোর্ট করিতে হয়, তাহা হইলে দঃ বিঃ ১৭ ... মতে মোকদ্দমা ... হয়।

এই ধারা কেবল ... আসামী হাজির না হইলে, অথবা ফেরার হইলে তাহার বিরুদ্ধে ... করিতে হয়। (সমিলাদ্ধ চেটি ই, ল, বি ১৭, ২৪)

পোলীসের দ্বারা সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা

১৬১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইতেছেন, কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার উক্ত লিখিয়া লইতে পারিবেন।

যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক, সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

১৬১ ধারা। 'প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে' — এই আইনের শেষ অংশটী নূতন, এবং উপরোক্ত কথাগুলি আবশ্যকীয় ... এই আইন জারী ... সাক্ষী পোলীসের কাছে সত্য জবানবন্দী দিতে বাধ্য ... দঃ বিঃ ১৭৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধ হয়, এবং ঐ আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ড ... হইতে পারে। সেজন্য ... যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে ... পোলীস কার্য্যকারক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ... মিথ্যা কথা বলে, এবং পোলীস কার্য্যকারক কোন ... জিজ্ঞাসা করিয়া বর্ণিত ... সাক্ষীর জবানবন্দীতে ... দৈনিকে ... লিখিয়া ... কি সে ব্যক্তি দঃ বিঃ ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় হইবে? ... যে সাক্ষী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ... কিন্তু ... প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছে ... সত্য। 'প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে' এই কথাগুলির ... অর্থ ধরিলে এরূপ স্থলে সাক্ষীর দঃ বিঃ ১৯৩ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে না ... অভিপ্রায় ধরিলে দণ্ড হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ের কোন মীমাংসা দেখা যায় না।

বঙ্গীয় পোলীসে পূর্ব্বে পৃথক্ কাগজে সাক্ষীর জবানবন্দী লেখার রীতি ছিল না, যে সাক্ষী যাহা প্রকাশ করিত তাহা ১৭২ ধারানুযায়ী বিশেষ দৈনিকে সংক্ষেপে লেখা হইত ... ইন্স্পেক্টর জেনেরল নিয়ম করিলেন যে, বিশেষ দৈনিক ব্যতীত ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা মহকুমার ... পোলীস কর্ম্মচারীর অবগতির জন্য অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী সমুদয় সাক্ষীর জবানবন্দী পৃথক্ কাগজে বিস্তারিতরূপে লিখিয়া বিশেষ দৈনিকের সঙ্গে পাঠাইবেন। এই জবানবন্দী কাঃ বিঃ ১৬১ ধারানুসারে লিখিয়া লইতে হয় এবং ইহা লেখার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ফরম নাই।

এই নিয়ম রহিত হইয়া এক্ষণে পূর্ব্ব নিয়মে কার্য্য চলিতেছে।

১৬২ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালীন উক্তি ছাড়া যে উক্তি করে যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৭ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৬২ ধারা। পোলীস কার্য্যকারক সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া লইতে বাধ্য নহেন কিন্তু যদি লেখেন এবং আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময়ে সাক্ষী [illegible] [illegible] তবে উক্ত বিপক্ষ [illegible] চ হিলে দেখাইতে হয় এবং উক্তরূপ পোলীস কার্য্যকারক [illegible] তাহার উপর বিপক্ষ জেরা করিতে পারেন (রঘুনি সিংহ, ১১ ক [illegible] রি ৫৬১ ই [illegible] ৯ [illegible], ৫৫)

কিন্তু ঐরূপ লিখিত জবানবন্দী কোন সাক্ষীর [illegible] গ্রাহ্য হইতে পারে না (সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের ১৫৭ ধারা)

কোন সাক্ষী পোলীস কার্য্যকারকের নিকট এক রকম [illegible] আদালতে অন্য রকম বলিলে জেরায় তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে পোলীসের [illegible] বিপরীত [illegible] কি না, যদি সে বলে না, তবে যে পোলীস কার্য্যকারকের নিকটে সে পূর্ব্বে জবানবন্দী দিয়াছিল তাঁহাকে তলব করিয়া সাক্ষীর উক্তির খণ্ডন করা যাইতে পারে, এবং পোলীস কার্য্যকারক [illegible] বিশেষ দৈনিক অথবা সাক্ষীর জবানবন্দী যদি লিখিয়া লইয়া থাকেন তবে সেই লিখিত জবানবন্দী দেখিয়া স্মরণশক্তির উত্তেজন করিতে পারেন, কিন্তু ঐ দৈনিক কি জবানবন্দী আদালতে আনিতে কি দেখিয়া স্মরণশক্তির উত্তেজনা করিতে পোলীস কার্য্যকারক বাধ্য নহে (কালীচরণ চুনারী, ১০ ব, ল, রি ৫১ ই, ল, রি ৮ ক ১৫৬)

প্রবৃত্তি না দিবার কথা

১৬৩ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি আপনি বা অপর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রবৃত্তি দিবেন না কি ভয় দেখাইবেন না কি অঙ্গীকার করিবেন না।

কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া [illegible] অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না।

১৬৩ ধারা সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২১ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ধারা দ্রষ্টব্য

পোলীস কর্ম্মচারী আসামীর স্বীকার উক্তি লিখিতেছিলেন এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিকটে [illegible] ছিলেন এরূপ অবস্থায় স্বীকার উক্তি [illegible] নাই [illegible] ২৬ [illegible] মাজিষ্ট্রেট যখন স্বয়ং অনুসন্ধান করেন, সেই সময়ে আসামী পোলীসের হেফাজতে থাকিলেও তাহার স্বীকার উক্তি গ্রাহ্য হয় (ডোমন কাহার, ১২ উ, রি ৮২)

সত্য কথা বলিলে আসামীদিগকে খালাস করাইয়া দিবে পোলীস এই আশা দেখাইয়া আসামীদিগকে স্বীকার করাইলে, স্বীকার বাক্য গ্রাহ্য হয় নাই। (ধর্ম্মদত্ত ওঝা ৮ উ, রি ১৬)।

পোলীস কর্ম্মচারীর প্রশ্নে আসামী যে উত্তর দেয় তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় কিন্তু কোনরূপ প্রলোভন দেখান হইলে গ্রাহ্য হয় না, কৌশলক্রমে স্বীকার করাইলে স্বীকার বাক্য প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় (নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী, ১ বে, ল, রি ১৫)।

উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা

১৬৪ ধারা এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কিম্বা তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কর্ম্মকারক না হইলে কোন উক্তি বা স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে যে প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ উক্তি মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া তন্মধ্যে যাহা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে তদ্রূপ স্বীকার বাক্য ৩৬৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন, তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে

স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে

তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না ও তিনি কোন স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিলে ঐ লিপি নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন

"এই স্বীকার বাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এরূপ বিশ্বাস ইহা আমার সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে উহা ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক
মাজিষ্ট্রেট "

১৬৪ ধারা এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর জবানবন্দী এবং আসামীর একরার লিপিবদ্ধ করিতে পারেন (মনক, ই ল, বি ২ ব, ৬৪৩)

কোন মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় কোন মাজিষ্ট্রেট, অন্যত্রের নহে (হরিশ্চন্দ্র ঘোষ, ই ল নি ১ ক, ২০৭)

যে স্থলে একজন মাজিষ্ট্রেট আসামীর স্বীকার উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া তদন্তকারী কি বিচারক মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দেন সেই স্থলে এই ধারা বর্ত্তে তদন্তকারী কি বিচারক মাজিষ্ট্রেট আসামীর স্বীকার উক্তি লিখিলে ৩৬৪ ধারা মতে লিখিতে হয় (জীতু দিঃ, ২৩ উ, বি, ১৬ বৃহস্পতি, ৬ ক, এ, রি, ২৮৬ অনন্তর সিংহ দি, ই, ল রি ৫ ক, ৯৫৪ (ফু), বজ্রী বঃ মাকুব খাঁ ই, ল বি ৫ এ ২৫৩

রাম নন্দের মোকদ্দমায় পিথ্রাম সাহেব প্রধান জজ অতি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন —অনেক মোকদ্দমায় আসামী এক মাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকার করিয়া অন্য মাজিষ্ট্রেটের কাছে কিম্বা সেশন আদালতে অস্বীকার করে এবং অবিচার হয় এজন্য মাজিষ্ট্রেট কি অন্যের মতে যে পোলীসের অত নহে কারণ তাহার অজ্ঞ এবং অতাহাদের কার্য্যের পর্যবেক্ষণ করা যাঁহাদের কর্তব্য তাঁহাদের উপদেশের উপর নির্ভর করে তাহারা দেখে যে তাহাদের দ্বারা গৃহীত আসামীর স্বীকার বাক্য প্রত্যাখ্যাত হয় এবং তাহাদের নানাপ্রকার অপবাদ হয়, কিন্তু স্বীকারোক্তি সত্য কি মিথ্যা তাহা কোন অনুসন্ধান হয় না, কেবল এই কথাই বলা হয় যে আসামীর স্থিরতা তাহাই প্রমাণ দেয় এই সকল আস্থায় তাহা বিবেচনা করে যে যে কোন প্রকারে আসামীকে স্বীকার করাইতে পারিলে উপরিস্থ সাহেবরা খুসী হইবেন। নিকটে তাহারা প্রশংসা এবং পদোন্নতি পাইয়া থাকে

কোন আসামী একবার একরার করিয়া পরে অস্বীকার করিলে অনুসন্ধান করা হইত পোলীস কার্য্যকারকের বিশেষ দৈনিক পরীক্ষা করিয়া কি সূত্রে আসামী স্বীকার করিয়াছিল মাজিষ্ট্রেট কি উহা দেখা আবশ্যক এবং একরার যথার্থ বিবেচনা হয় তবে শাস্তি দেওয়া উচিত নতুবা নয় স্মরণ রাখা উচিত যে অনেক আসামী বাস্তবিক স্বীকার করিয়া জেলখানায় যাইতে দিয়া বদমাইস পুরাণ কয়েদীদের পরামর্শে পরে অস্বীকার করে

পোলীস কর্ম্মকারকের দ্বারা তল্লাসের কথা

১৬৫ ধারা পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে এবং ৯৪ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন বা আজ্ঞা পত্র দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে, তিনি যে থানার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন

উক্ত কর্ম্মকারক পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ

করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও সেই কর্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দেশ করিয়া লিখিবেন, ঐ অধীন কর্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

এই আইনে তল্লাশী পরওয়ানা সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি যতদূর সম্ভব বর্ত্তিবে

১৬৫ ধারা থানা তল্লাসী অনিবার্য্য স্থলে না করে করিলে অবৈধ হয় না ভিন্ন থানার কি জেলার এলাকায় করিতে হইলে তৎকালীন মত হুকুম লইয়া করিতে হয় (রে, পে, মে).

যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা

১৬৬ ধারা কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে আপন কি অন্য জিলার অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও ঐ দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তলাশ করিলেন তাহার নিকট পাঠাইবেন।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

১৬৭ ধারা ৬১ ধারার নির্দিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না দৃষ্ট হইলে এবং অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পশ্চাল্লিখিত বিধানমত মোকদ্দমা সংক্রান্ত রোজনামায় লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায়, তাঁহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি সময়ে সময়ে যেরূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন সেইরূপে হেফাজতে মোটে পনর দিনের অনধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যে যে কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন

জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অব্যবহিত অধীন তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্রসহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন

১৬৭ ধারা "যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায়" ইত্যাদি বিধানটী নূতন এবং বিধানমতে কোন মাজিষ্ট্রেটের মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি ১৫ দিবস অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে রাখিতে পারেন পোলীস ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইলেই উহার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা হইবে উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে এক ঘণ্টার জন্যও পোলীস কর্মচারী আসামীকে হাজতে রাখিতে পারেন না (রাণী বঃ শিবপ্রসন্ন ঘোষাল, ৬ উ, রি, ৮৮

অনুসন্ধান সমাধা না হইলে মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিতে আসামীকে ১৫ দিবস হাজতে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু কত বার যে মাজিষ্ট্রেট এইরূপ আদেশ দিতে পারেন তৎসম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই

অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা

১৬৮ ধারা পোলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান করিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ঐ অনুসন্ধানের ফল বিষয় রিপোর্ট দিবেন

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করণের কথা

১৬৯ ধারা। যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ নাই কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে, যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিনসহ কি জামিন বিনা যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে যদি ও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৭০ ধারা এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতবার প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন

যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করেন তাহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহারা ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি, স্থলবিশেষে সাক্ষ্য দিবে, তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া লইবেন

নিবন্ধপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ বাদিকে কি ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লওয়া গেলে তাহাকে যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন কিম্বা প্রহরির জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে হইলেই মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা সেই দিন এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে

ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্ম্মকারের সম্মুখে লেখা যায় তিনি তৎসম্পাদনকারী এক জনকে তাহার নকল দিবেন, ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূল পত্র পাঠাইবেন

বাদির কি সাক্ষিদের পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা।

১৭১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদীর কি সাক্ষিদের যাইবার সময়ে পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না।

বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

কিম্বা কোন বাদীকে কি সাক্ষিকে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞাপত্র নিবন্ধ ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার জন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ১৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যত কাল ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণকার্য্য যতকাল সমাপ্ত না হয় মাজিষ্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান কার্য্যের রোজনামচার কথা।

১৭২ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান করেন, তিনি তৎসম্পর্কে দিন দিন যে কার্য্য করেন তাহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন অর্থাৎ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পঁহুছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যে যে স্থানে যান, ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ লিখিবেন।

ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমার তদন্ত শুনন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামচা আনিয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যস্বরূপ নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষ মোক্তারদের তাহা আনাইবার অধিকার নাই, এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এই মাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণশক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারার বা স্থল বিশেষে ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

১৭২ ধারা ১৬১ ধারার নজীর দেখ এই ধারা মতে লিখিত রোজনামচা কে বিশেষ দৈনিক বলে।

পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা।

১৭৩ ধারা। অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত হইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান লন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উভয় পক্ষের নাম, ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পুর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠান গিয়াছে, কিম্বা তাহার স্থানে জামিন সহ কি জামিন

বিনা নিবপণ লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে এই কথাও লিখিতে হইবে

১৫৮ ধারা মতে উচ্চ পদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে তদ্রূপ আদেশ করেন সেই সেই স্থলে ঐ রিপোর্ট উক্ত কর্ম্মকারকের হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরো অনুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন

অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা

১৭৪ ধারা পোলীস থানার অধ্যক্ষ,

(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা

(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে কিম্বা জন্তু দ্বারা বা কলে পড়িয়া বা অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে কি

(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে, অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ হয় এই সংবাদ পাইলে,

তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসী দুই কি ততধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও শরীরে যে ক্ষত কি অস্থিভঙ্গ কি আঘাত কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহাদের যতজন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট অবিলম্বে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পোলীসের কর্ম্মকারক বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিলে কাল ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে চিকিৎসককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে পোলীসের কর্ম্মকারক এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গ্রামের মণ্ডল এই ধারামতে অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

এই এই মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হন যথা—

কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট

১৭৪ ধারা ১ সন্দিগ্ধ বিষ প্রয়োগ স্থলে,—

(১) মৃতব্যক্তির ঘরে কি মৃতদেহের নিকট যে কোন খাদ্য দ্রব্য (বিশেষতঃ ভাত অথবা মিষ্টান্ন), পানীয় দ্রব্য, তামাক, কি কোন গুঁড়া পাওয়া যাবে তাহা গালা দিয়া মোহর করিয়া আনিতে হইবে।

(২) যদি বমন হইয়া থাকে তবে মৃতব্যক্তির শরীরে কি শয্যায় কোন বমি থাকিলে তাহা পরিষ্কার একখান নেকড়া দ্বারা পুঁছিয়া ঐ নেকড়া পুলিন্দা বাঁধিয়া, ও মোহর করিয়া আনিতে হইবে

(৩) যদি কাপড়ে মাদুরে খাটে কিম্বা মাটিতে রক্তি শোণিত চিহ্ন থাকে তাহা সাবধানে [illegible] করিয়া আনিতে হইবে

(৪) যদি কোন পাত্রে রক্ত থাকে তাহাতে [illegible] [illegible] হইবে

(৫) আহার, পানীয় বিষ ঔষধ [illegible] [illegible] [illegible]
দেখা দিয়াছিল, এবং কত [illegible] পরে মৃত্যু হইয়াছিল তাহার ঠিক সময় নির্ধারিত [illegible]

২ উদ্বন্ধনে বা শ্বাসরোধ দ্বারা মৃত্যু হইলে —

(১) যদি সম্ভব হয় মৃতদেহ নামাইবার পূর্ব্বে, কিম্বা শ্বাসরোধক দ্রব্য স্থানচ্যুত করিবার পূর্ব্বে দেখ যে, মুখমণ্ডলে বিশেষতঃ অধরোষ্ঠে এবং চক্ষুর পাতায় নীলিমা আছে কি না, চক্ষু বাহির হইয়াছে কি না, জিহ্বা বড় কি বাহির হইয়াছে কি না, অথবা অধরোষ্ঠের মধ্যে চাপা রহিয়াছে কি না এবং মুখ ও নাক দিয়া কোন তরল পদার্থ অর্থাৎ লালা, ফেন কিম্বা রক্ত পড়িয়াছে কি না যদি পড়িয়া থাকে তবে কোন দিকে

(২) মৃতদেহ নামাইয়া কিম্বা শ্বাস অবরোধক দ্রব্য স্থানান্তর করিয়া [illegible] অবস্থা অর্থাৎ কোনরূপ দাগ পড়িয়াছে কি না দেখ

(৩) উক্ত দাগ গোল কি বাঁকা

(৪) বৃদ্ধ অঙ্গুলি দ্বয়ের অবস্থা—হাতের তালুর উপর দিয়া বক্রভাবে আছে কি না

(৫) যে দ্রব্য দ্বারা উদ্বন্ধন বা শ্বাসরোধ হইয়াছে তাহা পাইলে অবশ্য আনিতে হইবে

৩ কোন পুষ্করিণী কি কূপের ভিতর মৃতদেহ পাওয়া গেলে —

(১) পুষ্করিণী কি কূপের মুখে বা [illegible] কোন রক্তের দাগ আছে কি না

(২) লাস জল হইতে তুলিয়া শরীরে বিশেষতঃ মস্তকে এবং [illegible] কোন আঘাতের বাহ্যিক চিহ্ন আছে কি না দেখ

(৩) চর্ম্মের অবস্থা—চকচকে কি খসখসে দেখ

(৪) হস্ত পরীক্ষা কর, এবং কোন বস্তু ধৃত থাকিলে তাহা সাবধানে স্থানান্তর করিয়া রাখ

৪ কাটা খুনের লাস পাওয়া গেলে দেখ —

(১) [illegible] আঘাতের সংখ্যা, রকম এবং আকৃতি

১ টিপ্পনী সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যেক কাটা [illegible] [illegible] [illegible] গভীর কি রকমের আঘাত অর্থাৎ কাট কি কালশিরা কি ফুলা ইত্যাদি এবং তাহা [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] অস্ত্র, কি শূল (বাসে) প্রভৃতি সূচ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা লিখিবে

(২) লাসের নিকটে রক্তের দাগযুক্ত কি দাগশূন্য কোন অস্ত্র পাওয়া থাকিলে বিশেষতঃ তাহাতে চুল লাগিয়া থাকিলে স্বহস্তে তাহা দেখ এবং সাবধানে [illegible] আবশ্যক

২ টিপ্পনী কিন্তু তদ্দ্বারা মৃতদেহে [illegible] [illegible] হইয়াছে কি না হওয়া সম্ভব কি না স্পষ্ট করিয়া লেখা না লেখার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা বহুদর্শিতা এবং দূরদর্শিতা আবশ্যক এবং লাসের নিকটে [illegible] কি অস্ত্রে কি মাটিতে রক্তের কি রক্তের মত দাগ থাকিলে তাহা বাস্তবিক রক্তের দাগ কি না রাসায়নিক পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান মোকদ্দমা বিশেষে আবশ্যক হয়

(৩) মৃতদেহ শিশুর হইলে—নাড়িসূত্রের এবং নাড়ির অবস্থা অর্থাৎ নাড়ি কাটা হইয়াছে কি ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে এবং কোন আঘাতের চিহ্ন আছে কি না দেখ

৩ টিপ্পনী ইংরাজী বেঙ্গল পোলীস ম্যানুয়েলে আছে In the Case of an exposed infant, Note the state of the cord (chord), Especially if tied, and any marks of violence.'

বাবু শরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত জেলা বাখরগঞ্জের পোলীস ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত বেঙ্গল পোলীস ম্যানুয়েলের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —

"কোন শিশুর মৃতদেহ মাঠে [illegible] অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে যে অবস্থায় [illegible] থাকে তাহা এবং কোন আঘাতের চিহ্ন আছে কি না লিখিতে হইবে

Cord মানে দড়িও হয় নাড়িও হয় দড়ি দ্বারা যখন উদ্বন্ধনের কার্য্য হয় গুপ্ত মহাশয় যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা দেখান আবশ্যক কারণ গুপ্ত মহাশয়ের পুস্তক বঙ্গদেশের প্রায় সকল পোলীস কর্ম্মচারীদের কাছে আছে, এবং এমন গুরুতর বিষয়ে ভ্রমের ফল অতি শোচনীয় হইতে পারে

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দেব এম্ এ বি এল্, [illegible] প্রণীত ও প্রকাশিত সটীক বাঙ্গালা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে ২য় প্রকরণ পর্য্যন্ত আছে, তৎপরে আর কোন [illegible], এবিষয়ের কোন টীকা [illegible]

বরি সাহেবের টীক ইংরাজী ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে (Cord) কথা কোন বাধা নাই।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ সাহেবের টীক ইংরাজী ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে উদ্ধৃত বেঙ্গল প্রদেশীয় আয়ে দশ নিয়মে লেখা আছে,— In the case of infants, he should note the condition of the umbilicus and cord, if any of the latter remain.' আর ডাক্তার ডুগোয়েন টেলর এম, ডি এফ, আর এস প্রণীত মেডিক্যাল জুরিস্ প্রুডেন্সের শিশুহত্যা সম্বন্ধীয় ৩৯ অধ্যায়ের ৪১৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—"Whether the umbilical cord has been cut and tied, or lacerated. ইহার অর্থ নাড়িকাট এবং বান্ধা হইয়াছে, ছেঁড় (torn) হইয়াছে।

ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা

১৭৫ ধারা পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্যে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমতে দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয় এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কিম্বা তাহার অর্থ কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে

ধর্ত্তব্য যে অপরাধের প্রতি ১৭০ ধারা খাটে বৃত্তান্ত দৃষ্টে যদি তদ্রূপ অপরাধ প্রকাশ না হয় তবে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না

১৭৫ ধারা হাজির হইবার সমন অমান্য করিলে, কিম্বা প্রশ্নের উত্তর না দিলে দঃ বিঃ ১৭৪ কি ১৭৯ ধারামতে দণ্ড হয় মিথ্যা উত্তর দিলে দঃ বিঃ ১৯৩ ধারামতে দণ্ড হয়

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।

১৭৬ ধারা পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে উক্ত মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন, এবং ১৭৪ ধারার (ক), (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত অন্য কোন স্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন এবং লইলে কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে, তাঁহার যে যে ক্ষমতা থাকিত সেই সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন

প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা

কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত করা গেলে পর উক্ত মাজিষ্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে পারিবেন

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি

সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা

১৭৭ ধারা। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালত দ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে

ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা। ১৭৭ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জিলায় বিচারার্থে সমর্পণ করা যাউক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেশনের কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে উক্ত আজ্ঞা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ১৫ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৫২৬ ধারামতে পূর্ব্বে প্রদত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়

যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা

১৭৯ ধারা। কোন কার্য্যকরণ প্রযুক্ত ও তাহার যে ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা যায় ও তাহার ফল প্রকাশ হয় ইহার অন্যতর আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইতে পারিবে

উদাহরণ

(ক) ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের আঘাত হইলে গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহার মৃত্যু হয় আনন্দের অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা গ আদালতে হইতে পারিবে

(খ) আনন্দ ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আহত হইয়া দশ দিন খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে ও আর দশ দিন গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকেন, ও আপনার সাংসারিক কর্ম্ম চালাইতে পারেন না। আনন্দকে গুরুতর পীড়া দেওনাপরাধে তদন্ত ও বিচার ক খ বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

দর্শাইলে খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল আনন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাঁহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা খ আদালতে হইতে পারিবে

১৭৯ ধারা কাশীরভজ একজন বেশ্যাকে মির্জাপুরে একটী গাড়ি ভাড়া দিয়া বাড়ী লইয়া যাওয়ার অপরাধে দঃ বিঃ ৩৭৩ ধারামতে শাস্তি দিয়াছিলেন এবং বিচারক এই বলিয়া আগ্রহ করিয়াছিলেন যে এস যদিও মির্জাপুরে হইয়াছিল তথাচ বেশ্যাকে বেশ্যাবৃত্তি অভিপ্রায়ে কাশীতে রাখায় মির্জাপুরে অনুষ্ঠিত কার্য্য কাশীতে সমাপ্ত হইয়াছে হাইকোর্টের বিচারপতি মত আদালত সিদ্ধান্ত করেন যে কাশীর ভজের বাস্তবিক বিচার ছিল না কারণ যাহাতে অপরাধ এর কার্য্য অপরাধ মির্জাপুরেই সমাপ্ত হইয়াছিল, কাশীতে এই বেশ্যাবৃত্তিতে কোন ফল হয় নাই আদালত আরও বলেন যে কোন কার্য্য করণ প্রযুক্ত কথাগুলির অর্থ যদি অপরাধ সম্পূর্ণ, অথবা অপরাধের কোন অংশ হয়, এমত কোন কার্য্য ও তাহার যে ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কথাগুলির অর্থ অনুষ্ঠিত কার্য্যের দশান্তর প্রাপ্তি বা সম্পূর্ণতা বুঝায় (ক্রিঃ লী রে মাদ্রিঃ ৩ অং ৪৩)

অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা

১৮০ ধারা অপরাধসূচক অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্ত্তা অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত, এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদুভয়ের একতর ক্রিয়া করা যায়, সেই আদালত দ্বারা শেষোক্ত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে

উদাহরণ

(ক) সহায়তাকরণের অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে সহায়তা করা গেল। সেই আদালতে কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে করা গেল, সেই আদালতে, ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে দ্রব্য চুরি করা গেল কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে কুটিলভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল (সেই আদালতে) ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহাকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে চুরি করা গেল ইহার মধ্যে কোন আদালতে সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে

১৮০ ধারা কোন ব্যক্তি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে চুরি করিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের ভিতরে চোরা মাল আনিলে কি রাখিলে দঃ বিঃ ৩৭৯ কি ৩৮০ ধারামতে তাহার দণ্ড হইতে পারে না কিন্তু ৪১১ ধারামতে হইতে পারে (শঙ্কর গোপ, ই ল রি ৬ ব, ৩০৭) দঃ বিঃ ৪০ ও ৪১০ ধারা দেখ

যদি কোন ব্যক্তি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে থাকিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের ভিতরে কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধের সহায়তা করে, তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন আদালত প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন না (রাজ্ঞী বঃ ঐত্তো, ১০ ব, হা, রি ৩৫৬)

টীপ্পনী ১৮৮২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারা দ্বারা এই ধারার সংশোধন হয় নাই, ৪১ ধারার হইয়াছে আক্ষেপের বিষয় যে কোন বাঙ্গালা টীকাকার এতে পতিত হইয়া লিখিয়াছেন যে “১৮৮২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারামতে এক্ষণে ব্রিটিষরাজ্যে ঐ ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে”

ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা

১৮১ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার কি ডাকাইতী করিবার কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতী করিবার কিম্বা ডাকাইত দলের লোক হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে সেই আদালত দ্বারা তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা

অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধ বিষয়ক দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, কি অপরাধ করা যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

চুরীকরণের কথা।

যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন দ্রব্য চুরী করা যায় কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে, সেই আদালত দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরীকরণের অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা

অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে, কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে, কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে, কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে,

১৮২ ধারা। অনেক স্থানের মধ্যে কোন স্থানে অপরাধ করা গেলে ইহা নিশ্চয় না হইলে,

কিম্বা অপরাধের এক অংশ এক স্থানে, অন্য অংশ অন্য স্থানে করা গেলে,

কিম্বা অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি অধিক স্থানে করা গিয়া থাকিলে,

কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কৃত নানা অপরাধ লইয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারাধিপত্য আছে, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা

১৮৩ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাক্রমে কোন অপরাধ করা গেলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্য দিয়া অপরাধী যায় কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ করা যায় সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

১৮৩ ধারা। বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলে ভ্রমণ কালে একটী অপরাধ করার অভিযোগ হাওড়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইয়াছিল। তাহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে হাওড়ার মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না, কারণ বাদী প্রতিবাদী উভয়েই এলাহাবাদে পৌছিয়া পৃথক্ পৃথক্ সময়ে যে বাষ্পীয় যানারোহণ করে, ভ্রমণের বিচ্ছেদ হইয়া ছিল, যদি বিচ্ছেদ না হইত তবে হাওড়ায় বিচার হইতে পারিত। এরূপ স্থলে এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল। (হীরামন আর ২১৫, নি ৬৪, ১৩ বে, ল, রি ৪ এ,)।

কৈম্বাটুর হইতে মান্দ্রাজ গমনশীল এক বাষ্পীয় যানশ্রেণীর প্রহরী আর্কোনাম ষ্টেশনে মাতালাবস্থায় ধৃত হইয়া পরদিবস মান্দ্রাজে বিচারার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় ১৮৬০ সালের রেলওয়ে বিষয়ক ৬২ সালের ১৮ আইনের ২১ ধারামতে তাহার বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হয় ; ছিল যে উক্ত হাইকোর্টের অধিকার ছিল না, কারণ উক্ত হাইকোর্টের আদিম বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধী গ্রেপ্তার হইয়াছিল, এবং অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ছিল না। (রাজ্ঞী বং মেথনী, ১ মা, হা, রি ১৯৩) ঐরূপ অবস্থায় ঐ স্থানে অপর একটা প্রহরী ধৃত হইয়া একজন চাপরাসীর জিম্মায় দত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পলাইয়া গাড়ীতে উঠিয়া মান্দ্রাজে গিয়াছিল ; তথায় ৬৩ ধারামতে উক্ত আদালতের বিচারাধিকার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল (রাজ্ঞী বং জোনস্ ঐ ১৯৫)

বেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্রবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

১৮৪ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাকঘর কি অস্ত্র ও বারুদাদিবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে, তাহার বিধানের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করা যায় তাহা রাজধানী নগরের মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক কি না হউক, তথায় তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমার আবশ্যক সমস্ত সাক্ষিদিগকে উক্ত নগর মধ্যে পাওয়া যায়।

১৮৪ ধারা। ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় যান সম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের ৪ আইন। তাড়িত বার্ত্তাবহ সম্বন্ধে ১৮৭৬ সালের ১ আইন, ডাকঘর সম্বন্ধে ১৮৬৬ সালের ১৪ আইন, এবং অস্ত্রসম্বন্ধে ১৮৭৮ সালের ১১ আইন।

কোন্ জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে বা বিচার হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে হাইকোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

১৮৫ ধারা। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানক্রমে কোন্ আদালতদ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে যে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীলী বিচারাধিপত্যের সীমান্তর্গত স্থানে অপরাধী প্রকৃত পক্ষে থাকে, কোন আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে, হাইকোর্ট তাহা নির্ণয় করিবেন।

ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হইলে, রেঙ্গুণের রিকর্ডার সাহেব ও অন্য স্থলে জুডিশ্যাল কমিশ্যনর সাহেব এই ধারার কার্য্যপক্ষে হাইকোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা ও ঐ বিষয়ে পর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৮৬ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে (ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক) কোন অপরাধ করিয়াছে ও ১৭৭ ধারা অবধি ১৮৪ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কিম্বা অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে, তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না ; কিন্তু প্রচলিত কোন আইনবলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তবে স্বীয় বিচারাধীন স্থান মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পারিতেন তদ্রূপ তদন্ত লইতে ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে তৎক্রমে তাহাকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে তাহার

নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, জামিন সহিত বা জামিন ব্যতীত নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন

উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে। এবং কাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আবদ্ধ করিতে হইবে, এই ধারাক্রমে কার্য্যকারী মাজিষ্ট্রেট এবিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিলে, হাইকোর্টের আজ্ঞা জন্য মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন

১৮৬ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের ২১ আইনের ১১ অবধি ১৭ ধারা দেখ

অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা

১৮৭ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ১৮৬ ধারামতে যে ওয়ারেণ্ট দেন তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট যাঁহার অধীন হন, ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারেণ্ট দিলে পোলীসের যে কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারেণ্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিলেন তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে

যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির নামে নালিশ হয়-কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে যদি ১৮৬ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলার অন্য কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত ও বিচার হইতে পারে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালতে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন

ব্রিটিষ প্রজারা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের দায়ের কথা।

১৮৮ ধারা। যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ ভারতবর্ষীয় কোন রাজার কি রাজ্যের অধিকারে অপরাধ করে, কিম্বা

যদি শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে অপরাধ করে;

তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের তাহার সেই অপরাধ হেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে

অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেণ্টের সর্টিফিকেট দিবার কথা

পরন্তু যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয় সেই দেশের পলিটিকাল এজেণ্ট সাহেব থাকিলে তিনি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের তদন্ত লওয়া উচিত বলিয়া আপন অভিমতের সার্টিফিকেট না দিলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিষয়ক অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইবে না।

আরও এই ধারামতে কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে, তবে এই ধারামতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে ভিন্ন দেশের বিচারাদিপত্র

বিষয়ক ও অপরাধিদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না

সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৯ ধারা। ১৮৮ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে তাহার তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে এমত সময়ে যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয় তথায় পলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দি লওয়া কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল, তদন্তকারি কি বিচারকারি আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দি কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্যে কমিশন দিতে পারিতেন সেই মোকদ্দমায় সেই আদালত ঐ জবানবন্দি ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিহিত বোধ করিলে এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন

"পলিটিকাল এজেণ্ট" শব্দের অর্থ

১৯০ ধারা ১৮৮ ও ১৮৯ ধারায় "পলিটিকাল এজেণ্ট" শব্দে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বুঝাইবে ও তাঁহারা ঐ শব্দে গণ্য হইবেন ;—

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে প্রধান যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ হন তিনি

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধিদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের একাংশ ভিন্ন কোন দেশের পলিটিকাল এজেণ্টের সকল কি কোন ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণার্থে ব্রিটিষ ভারতবর্ষস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি

খ—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়ম বিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৯১ ধারা পশ্চাল্লিখিত বিধানের স্থল ভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ও সবডিবিজনল মাজিষ্ট্রেট ও এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট,

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট পাইলে, কিম্বা

(গ) পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে, ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (ক) ও (খ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন

কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট (গ) প্রকরণমতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

(গ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট (যদি একজন) যে কেবল তাঁহার অভিযোগ হইলে তন্মধ্যে কোন একজন, এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ঐ মোকদ্দমার বিচার না হইয়া উহা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয় অথবা সেশন আদালতে সমর্পিত হয়।

১৯১ ধারা। ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ১৪০ (খ) (গ) প্রকরণে স্পষ্ট লিখিত ছিল যে কোন ব্যক্তি দোষ ক্ষমার অবস্থা সকল জ্ঞাত থাকিলে অভিযোগ করিতে পারে। বর্তমান আইনে যদিও ঐ কথাগুলি ব্যক্ত হয় নাই, তত্রাচ এই কথাগুলি থাকিলে যেরূপ কার্য্য হইত না থাকাতেও বাদী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নালিশ না করিলে যদি এই বিধানমত অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে, কারণ দণ্ডবিধির ১৯৮ ও ১৯৯ ধারায় কেবল দঃ বিঃ ১৯ অথবা ২১ অধ্যায় অথবা ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ধারামতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নালিশ না করিলে অভিযোগ গ্রাহ্য না হইবার বিশেষ বিধান আছে (মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ সাহেব কৃত ফৌজদারী আইন ১৩৭ পৃ)

৪ (ক) ১৪৫ (ক) (খ) (গ) ১৯১ ১৫৫ ১৬২ ১৭০ ৫২৯ (ঙ) ৫৩০ (ট) পোলীস সম্বন্ধীয় ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ২৪ ধারা ও ১৮৮২ সালের দেওয়ানী কার্য্যবিধি (১৪) আইনের ৩৪৩ ধারা দেখ।

কেহ কোন ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার নালিশ পোলীসে না করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে করিলে তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারেন না। তিনি ঐরূপ নালিশ লইয়া বাদীকে পরীক্ষা করিতে এবং পোলীসের অনুসন্ধান আবশ্যক বিবেচনা করিলে বাদীর জবানবন্দী ও পোলীস পরীক্ষিত ও অনাবশ্যক বিবেচনা করিলে প্রতিবাদীর নামে সমন দিতে বাধ্য (অমীর মহম্মদ ১৪ উ রি ৩১ আমীর আলী ইং ল রি ১৩ ক ৩৩৪।)

মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা

১৯২ ধারা। কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন, তাহার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে এই আইনমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জিলার অন্য কোন বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন, এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি (করিতে) পারিবেন।

১৯২ ধারা। ২০০ ৪৮৭ ৫২৮ ৫৫৫ ধারা দেখ।

কোন মোকদ্দমায় কোন মাজিষ্ট্রেটের কোনরূপ শারীরিক কিম্বা আর্থিক স্বার্থ থাকিলে তিনি স্বয়ং সে মোকদ্দমার তদন্ত অথবা বিচার করিতে পারেন না। হস্তান্তর করা আবশ্যক (মাজী মঃ মেঃ তা সিংহ ৪ বে ল রি ১৫, হীরালাল দাস ৮ বে ল রি ৪ ২২ পৃ, ভোলানাথ সেন ইং ল রি ২ ক ২৩)

জেলার কিম্বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিয়া পুনরায় তাহা উঠাইয়া না লইলে তাঁহার আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই (১২ উ রি ৫৪, ৩ বে ল রি এপ ১৫৫) ৫২৮ ধারা দেখ।

ক্ষমতা না থাকায় ভ্রমবশতঃ সরল বিশ্বাসে এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা হস্তান্তর করিলে তাঁহার আজ্ঞা কেবল ঐ কারণে ব্যর্থ হইবেক না (৫২৯ ধারা (চ) প্রকরণ)

সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, তাহার কথা

১৯৩ ধারা। এই আইনে কিম্বা তৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে, তাহাতে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে তদর্থে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে, কোন সেশন আদালত প্রথমস্থলীয় বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট আদালতস্বরূপ কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

অতিরিক্ত ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ দ্বারা ও

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ দেন, কিম্বা সেই খণ্ডের সেশন জজ সাহেব যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট বিচারার্থে অর্পণ করেন, অতিরিক্ত সেশন জজ কি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা

খণ্ডের সেশন জজ সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের হস্তে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাঁহারা কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

১৯৩ ধারা ২০৬ ৪০৯ ৪১১ ৪১৮। ৪৮০ ৫৩২ ধারা দেখ

হাইকোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা

১৯৪ ধারা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাইকোর্টে সমর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে, যে পেটেণ্টপত্র প্রদত্ত হয়, এই ধারার কোন কথায় তাহার বিধানের কোন বিঘ্ন যে হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৯৩ ধারা ৪৪৩। ৪৪৭ ধারা দেখ

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞাকরণ হেতুক

অভিযোগের কথা

১৯৫ ধারা (ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৭২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে হইয়া থাকে, তাঁহার কিম্বা তিনি যাহার অধীন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

সাধারণের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কোন অপরাধহেতু অভিযোগের কথা।

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫ ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০ ২১১, কি ২২৮ ধারামতে যে যে অপরাধ দণ্ডনীয় তাহা কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বা তৎসম্বন্ধে করা গেলে ঐ আদালতে কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন, তদীয় অনুমতি কি অভিযোগে না হইলে,

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের

অভিযোগের কথা

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারার যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে কিম্বা ৪৭১, ৪৭৫, কি ৪৭৬ ধারামতে যে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে প্রমাণ স্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে, ঐ আদালত কিম্বা ঐ আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে কোন আদালত অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না।

যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

এই ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে আদালতে কি অন্য স্থানে যে সূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে, বৃত্তান্ত দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া যদি প্রকাশ হয়, তবে যে আদালত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন উল্লিখিত অন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণার্থে সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবে

এই ধারামতে যে অনুমতি দেওয়া যায় বা অস্বীকার করা যায়, অনুমতিদায়ী বা অস্বীকারকারী কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্তৃপক্ষ তাহা রহিত করিতে পারিবেন। সেই অনুমতি দিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না

ছোট আদালত ভিন্ন প্রত্যেক আদালত হইতে সাধারণতঃ যে আদালতে আপীল হয়, এই ধারার কার্য্যোপলক্ষে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজধানী নগরের ছোট আদালত হাইকোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং প্রত্যেক ছোট আদালত যে সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে, সেই খণ্ডের সেশন আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে

১৯৫ ধারা ২৩০ ৪৭৬ এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি (১৮৮২ সালের ১৪) আইনের ৬৪৩ ধারা দেখ

অনুমতি ও 'অভিযোগ' এই দুই শব্দের পার্থক্য প্রণিধান করা আবশ্যক। অভিযোগের অর্থ ৪ (ক) ধারায় আছে রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা আদালত কর্তৃক যে অভিযোগ তাহাকে রাজকীয় অভিযোগ বলে, আর কোন অপরাধজনক কার্য্য বিশেষ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি স্বয়ং অভিযোগ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে অভিযোগ করিতে যে আজ্ঞা দেওয়া হয় তাহাকে অনুমতি বলা যায় যেস্থলে প্রমাণ না দিয়া আপোষে নিষ্পত্তি হয়, সে স্থলে যে আদালতে যে মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছিল সেই আদালতের যদিও এইরূপ অনুমতি দিবার অধিকার থাকে তথাচ এরূপ স্থলে অনুমতি দেওয়া অন্যায়, কারণ আদালত বাদীর দাবী ও তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর আপত্তি সম্বন্ধে আদৌ কোনরূপ বিচার করিতে পারেন নাই। (রাজ্ঞী বঃ বৈজুনাথ, ই, ল, রি ১ ক, ৪৫০)

এই আইনের ৪ ৬ ধারা, এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ৬৪৩ ধারা মতে যে আজ্ঞা হয় এই ধারামতে অভিযোগ, অনুমতি নহে অতএব তদনুসারে বিচার ঘটিত কার্য্য স্থানে তামাদী নাই তদনুসারে যে বিচার ঘটিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, কেবল তৎসম্বন্ধেই তামাদী আছে (ঈশ্বরীপ্রসাদ বঃ শ্যামলাল, ই, ল রি ৭ এ, ৮৭১ পূ)

অনুমতির বিষয়ে সাধারণ নিয়ম এই যে অনুমতির জন্য দরখাস্ত প্রথমতঃ সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের কিম্বা আদালতের নিকট করা উচিত যাঁহার সমক্ষে কিম্বা সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে উচ্চতর আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না (বেঙ্কটগিরির রাজা, ৬ ম ১২, শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী দিঃ ১৭ উ, রি, ৪৬, ৮ বে, ল, রি, ৬২ এপ ১)

যে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ করা হয়, তিনি স্থানান্তরিত হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জজ কি মাজিষ্ট্রেট আবশ্যকীয় অনুমতি দিতে পারেন (ওয়াইর, ৩৯৩)

এই ধারার বিষয়ে পোলীসের হেড কনষ্টেবল সবইন্স্পেক্টরের, সবইন্স্পেক্টর ইন্স্পেক্টরের; এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন (গৌরদয়াল, ই, ল, রি, ২ এ ২০৫ পদ্মনাভ পাই, ই, ল, রি ২ ব, ৩৮৪) সবর্ডিনেট জজ জেলার জজের অধীন (লক্ষ্মণ সুখ হরণ, ই, ল রি ২ ব, ৪৮১)।

অনুমতি দেওয়ার পূর্ব্বে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য অনুমতি আবশ্যক তাহাকে নোটিস দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অবিনাশ সিংহ ই, ল, রি ১০ ব, ১১০, কৃষ্ণনন্দ দাস দিঃ, ই, ল, রি ১২, ক, ৫৮ .

কলিকাতা হাইকোর্ট বলেন, বাদীকে তাহার অভিযোগের সত্যতা সাব্যস্ত করিতে কোন সুবিধা না দিয়া, পোলীস রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ২০৩ ধারামতে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করতঃ তাহার বিরুদ্ধে (মিথ্যা অভিযোগের) মোকদ্দমা চালানর অনুমতি দেওয়া নিতান্ত অহিত বাদী পোলীসের নিরপেক্ষতা কিম্বা রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া, তাহার সাক্ষীদিগের নামে সমনের এবং তাহাদের জবানবন্দী লইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তাহা অগ্রাহ্য করিলে বাদীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয় পোলীসের হস্তে এরূপ ক্ষমতা দেওয়ার অনিষ্টজনক ফল অনেকবার দেখাইয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে হাইকোর্ট বলেন যে, যদি বাদী যথেষ্ট সময় এবং সুবিধা পাইয়াও উপস্থিত না হয় এবং পোলীস রিপোর্টের সত্যতা নিরা-

সেকত সম্বন্ধে কোন আপত্তি না করে অথবা তাহার সাক্ষীদিগের পরীক্ষা জন্য প্রার্থনা না করে, তবে অভিযোগের অন্ত (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট বাদী হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাদীর বিরুদ্ধে দং বিঃ ২১১ ধারা মতে কমামা চালান) হইতে পারে অথবা প্রতিবাদীকে বাদীর বিরুদ্ধে দং বিঃ ২১১ ধারা মতে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে পারেন (গৌরমোহন সিংহ ১৬ উ রি ৪৪ অশরফ আলী ই ল, রি ৫ ব, ২৮১ রসিকলাল মল্লিক, ৭ ক ল রি ৩৮২, চুন্নু ইতেলী ২ ব, ল, রি ৩১৫ বিশ্বেশ্বর ভকত, ক ল, রি ১৩৪, জ্ঞান চন্দ্র রায় ৮ ক, ল রি ২৬৭ ই, ল রি ৭ ক ২০৮, করিমদাদ ৭ ক, ল রি ৪৬, ই ল, রি ৬ ক, ৪৯৬ সাদিক রায় ই, ল রি ৬ ক ৫৮২ আবদুল হোসেন, ই ল, রি ১৫ ৪১৭ চন্দ্রনাথ পতি ৮ ক, ল রি ২৮২ গিরিধারী মণ্ডল, ই, ল রি ২৭ ৪৩৫ ১০ ক ল রি ৪৬ রামেশ্বর সিং ই, ল, রি ৫ এ, ৩৬)

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এক রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কি প্রথমতে একরূপ এজেহার কি জবানবন্দী দিয়া অন্য রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকট কি অপর মতে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত এজেহার কি জবানবন্দী দেওয়ার কারণে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগ আনয়ন আবশ্যক হয় তবে যে দুই রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে কি অপর মতে উক্ত বিপরীত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল, উভয়ের প্রত্যেকের অনুমতি লওয়া আবশ্যক (বলরাম সাঁতরা ১১ ব, ৩৪)

এরূপ অনিশ্চিত কথায় অনুমতি দিলে চলিবে না যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন অনির্দিষ্ট কোন অপরাধ করিবার কারণে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতে পারে একরূপ স্পষ্ট কথায় অনুমতি দেওয়া আবশ্যক যে অমুক ব্যক্তি অমুক স্থলে অমুক সময়ে অমুক রাজকীয় কার্য্যকারকের কি আদালতের সমক্ষে অমুক মিথ্যা কথা বলিয়া অমুক অপরাধ করিয়াছে তজ্জন্য অমুককে অমুকের বিরুদ্ধে অমুক ধারামতে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইল (বৈদ্যনাথ, ই ল, রি ১ ক ৪৫০, শ্রীনাথ বাগচী, ২২ উ, রি ৩৯, নরোত্তম দাস, ১ ই, ল, রি ৬ এ, ৯৮, পুরুষোত্তম ৬ এ ৭ ১০১, হরিদাস, ৭ ১০৫)

যদি কথিত মিথ্যা নালিশ কেবল পুলিসে হয় এবং আদালতে কোন নালিশ উপস্থিত না হয় তবে দং বিঃ ২১১ ধারামতে অভিযোগের জন্য অনুমতি অনাবশ্যক (গবর্ণমেণ্ট বঃ প্রসন্ন চৌধুরী ২৪ উ রি, ৪১ রামগোপাল গুপ্ত ওরফে ২ ১১ বঃ মাণিক রায় ই ল, রি ৩ ব ৫৮২ ৮ ক ল, রি ২৫৫ গিরিধারী মণ্ডল, ৮ রি ৮ ক ৭৫ কিন্তু দং বিঃ ১৮২ ধারার অভিযোগের জন্য আবশ্যক

সাক্ষী এই ধারার (গ) প্রকরণমূলে অপরাধ করে কিন্তু অন্য প্রকারে উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের নিমিত্ত অনুমতি অনাবশ্যক (হাফেজ বিশ্বাস মিঃ, ই, ল, রি, ৩ ম ৪০০)

এই ধারামতে যে অনুমতির প্রার্থনার দরখাস্ত করা হইলে অনুমতি দেওয়া উচিত কিনা বিবেচনা করিতে ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা জজ নথির বাহিরে যাইতে পারেন না নথিতে যে প্রমাণ নাই এমত কিছু দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা উচিত (রাসচন্দ্র মজুমদার, ই, ল রি, ৬ ব ৪৪০, মথিলিনিরা পাড়িয়া চিদাম্বরম, ই, ল, রি, ৬ ম ২৯)

অনুমতি প্রাপ্তির দিনাবধি ৬ মাসের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলে কেন হয় নাই তাহার সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পারিলে পুনরায় অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য (জয়দেব সিংহ ই ল রি ১১ ক ৫৭১)

রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা

১৯৬ ধারা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২৭ ধারা ভিন্ন ৬ অধ্যায়মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ ব ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ নালিশ উপস্থিত করা না গেলে কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না

বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা

১৯৭ ধারা বিচারকর্ত্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্ত্তার নামে কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা অবসৃত হইতে না পারেন

এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবস্থত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন, সেই গবর্ণমেণ্ট কিম্বা উক্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্ত্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকেন উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি করিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্ত্তা কি রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারিবেন, এবং যে আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন

১৯৭ ধারা এই আইনের ১৩২ ৫২৬ এবং দঃ বিঃ ১৯২১ ধারা দেখ

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির অনুমতি ভিন্ন রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে কেবল ঐ সকল অপরাধের অভিযোগ হইবে না যাহা তাঁহারা ঐরূপ কর্ম্মচারী স্বরূপ করেন, অর্থাৎ দঃ বিঃ আইনের নবম অধ্যায়ে লিখিত অপরাধ সকল উহা ভিন্ন অন্যান্য অপরাধ সম্বন্ধে ঐরূপ অনুমতির আবশ্যকতা নাই কোন ব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্মচারক আছেন বলিয়া কোনও যে কোন শরীর কি সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলেই যে তিনি দণ্ডবিধি আইনে বা অন্যান্য রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ ঐ অপরাধজনক কার্য্য করিয়াছেন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত, এবং সম্প্রতি ঐরূপ কর্ম্মচারী-স্বরূপ তাঁহার ঐ কার্য্য করা সাব্যস্ত হয়, সে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতির প্রয়োজন নাই অন্যান্য ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে যেরূপ কার্য্য করিতে হয় তাঁহাদের বিরুদ্ধেও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। (কলিকাতা হাইকোর্ট সর্কিউলার নং ২০ তারিখ ৩১ আগষ্ট ১৮৮১ উদ্ধব্রিম্য ১১৪)

কিন্তু বোম্বাই হাইকোর্ট এই সর্কিউলার অনুযায়ী কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন যে দঃ বিঃ নবমাধ্যায়ের অন্তর্গত অপরাধ তৃতীয় অধ্যায় দঃ বিঃ ২১৭ অবধি ২২৩ ধারার অপরাধের সহিত যে এই ১৯৭ ধারার কোন সংস্রব নাই এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বিশেষতঃ সকল প্রকার দণ্ডনীয় এই যে কেবল সেই সকল অপরাধের সহিত ১৯৭ ধারার সংস্রব আছে যে সকল অপরাধ দঃ বিঃ আইনে রাজকীয় কর্ম্মচারীর কৃত অপরাধ বলিয়া বর্ণিত আছে (পবশুরাম কেশব, ৭৬১, এম্পায়ার রাম বানহরি দিং, ই, ল, রি ৭ বো ৪৮১)

১৮৭৭ সালের ৪ আইনের মিউনিসিপাল কমিশনেরগণ দঃ বিঃ ২১ ধারায় বর্ণিত রাজকীয় কর্ম্মচারীর মধ্যে গণ্য নহে, অতএব গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতে পারে (মহারাণী বঃ কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিশনেরস ই, ল, রি ৩ ক ৭৫৮, ক, ল, রি ৫২০)

চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা

১৯৮ ধারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪৩৯ অবধি ৪৯৬ পর্য্যন্ত ধারার মধ্যে যে যে অপরাধ পড়ে, ঐ অপরাধক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

১৯৮ ধারা এই ধারামতে বিবাহ সংক্রান্ত কোন অপরাধ সম্বন্ধে রীতিমত নালিশ উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট অপর অপরাধী ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন যথা একটী স্ত্রী বাহির করণের মোকদ্দমায় যদি এক স্ত্রী দুইবার বিবাহ জনিত অপরাধ করা প্রকাশ পায়, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহার সম্বন্ধে পৃথক নালিশ ব্যতিরেকে ঐ স্ত্রীর বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধের অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিতে পারেন। (উজ্জল বেওয়া, ১ ক, ল, রি, ৫২৩)

দঃ বিঃ ৩৭৬ ধারায় মোকদ্দমার স্ত্রীলোকের স্বামীর পৃথক নালিশ ব্যতিরেকে আসামীর দঃ বিঃ ৪৯৭ ধারামতে দণ্ড হইতে পারে না ৩৬ ধারার মোকদ্দমায় স্বামী সাক্ষী থাকিলেও হইবে না, শাস্তি হইলেও রদ হইবে (কল, ই, ৮, রি, ৫৫ ২০৩)

পরদারসংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লওন বিষয়ক অভিযোগের কথা।

১৯৯ ধারা। স্ত্রীলোকের স্বামী কি তাহার অনুপস্থানে যে সময়ে অপরাধ হয়, সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন তিনি নালিশ না করিলে, কোন, আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ কি ৪৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

বাদীর পরীক্ষা লইবার কথা।

২০০ ধারা। নালিশ হইলে যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তিনি শপথ করাইয়া বাদীর পরীক্ষা লইবেন, ও সেই পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু (ক) লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের যে বাদির পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান হইবে না।

(খ) উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি শপথ করাইয়া কি না করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(গ) ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে যে মাজিষ্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন, তিনি বাদির পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায়, তিনি বাদিকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না।

২০০ ধারা ৪ (ক) ১৯১ ১৯২ ৫২১ (৬) (চ) ধারা দেখ

১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ তফসীলের ১ নম্বরের (খ) প্রকরণানুসারে কোন অধর্ত্তব্য অপরাধের নালিশী দরখাস্তে আট আনার কোর্টফিস্ দিতে হয়

১৮ ধারানুসারে আদালত ক্ষমা না করিলে অধর্ত্তব্য অপরাধ সম্বন্ধে যদি কোন লিখিত দরখাস্ত না হইয়া থাকে তবে বাদীর পরীক্ষার সময়ে বাদীকে আট আনার কোর্ট ফিস্ দিতে হয়। ১৯ ধারার ১৮ প্রকরণানুসারে দণ্ডবিধি আইনের অর্থমতে রাজকীয় কর্ম্মচারী, মিউনিসিপাল কার্য্যকারক, কিম্বা কোন রেলওয়ে কার্য্যকারক এরূপ কোন দরখাস্ত করিলে রসুম লাগে না। ঐ ধারার ১৬ প্রকরণানুসারে কোন থানায় নালিশ করিতে কি দরখাস্ত দিতে হইলে রসুম লাগে না। ঐ আইনের ৩১ ধারানুসারে কোন ধর্ত্তব্য অপরাধের অভিযোগ কি নালিশ লিখিত হইয়া ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করা গেলে, ঐ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড নিরূপণ করেন, তদ্ভিন্ন ঐ প্রার্থন পত্রে কি দরখাস্তে বাদীর যত রসুম লাগিয়াছে অপরাধীর তাহাও দিবার আজ্ঞা দিবেন। ঐ আইনের ১৮ ধারার লিখিত স্থলে পরীক্ষার নিমিত্তে বাদীর রসুম দিতে হইলে আদালত আসামীর শাস্তির পর সেই রসুমও দিবার আজ্ঞা করিবেন। ৩১ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের উল্লিখিত অন্যতর স্থলে যদি বাদী আসামীর কিম্বা সাক্ষীগণের নামে সমন কিম্বা ওয়ারেণ্ট ইত্যাদির জন্য রসুম দিয়া থাকেন তবে আদালত সেই সমস্ত খরচা আসামীর নিকট হইতে আদায় করাইয়া বাদীকে ফেরত দেওয়াইবেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ১৮৬৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৫ এ নং সরকিউলর মতে ফৌজদারী নালিশের রেজিষ্টরী (বহি)

মাসিক ক্রমিক নম্বর	তারিখ	অভিযোক্তার নাম	থানা।	অপরাধ আইন ও ধারা	হুকুম।	মন্তব্য

মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০১ ধারা। লিখিয়া নালিশ করা গিয়া থাকিলে এবং মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে উপযুক্ত আদালতে দিবার নিমিত্ত সেই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি সহিত নালিশ ফিরাইয়া দিবেন।

পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।

২০২ ধারা। প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে সময়ে সময়ে ক্ষমতা দেন তিনি বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে বাদীর পরীক্ষা লইবার পর নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যাহার নামে নালিশ হইল, তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া নালিশের সত্য সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আপনি নালিশের তদন্ত লইতে পারিবেন কিম্বা প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্ম্মচারির কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত বোধ করেন সেই ব্যক্তিদ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অনুসন্ধান লওয়া যায়, তবে এই আইনক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা গেল, ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, কেবল তাঁহার ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি খাটে।

২০২ ধারা। রীতিমত তদন্ত কি বিচার আরম্ভ হইলে, অর্থাৎ আসামীকে ওয়ারেণ্টে ধৃত করিয়া আনিলে, কিম্বা বাদীর সাক্ষীর জবানবন্দী হইলে এই ধারার লিখিত তদন্ত কি অনুসন্ধান হইতে পারে না। (সাদা গোপালাচার্য্য বঃ রাঘবাচার্য্য ই ল রি ৯ মা ২৮২ রামকান্ত সরকার ২১ উ রি ৪৪)

নালিশ ডিসমিস করিবার কথা।

২০৩ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করা বা উঠাইয়া দেওয়া যায় তিনি বাদির পরীক্ষা করিলে এবং ২০২ ধারামতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন।

২০৩ ধারা। এই ধারামতে ডিসমিসের বিরুদ্ধে আপীল নাই। এই ধারানুযায়ী ডিসমিস নির্দ্দোষ করণ নহে। (৪০৩ ধারার ব্যাখ্যা) কিন্তু এই ধারানুযায়ী ডিসমিসের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে হইলে, জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা সেশন আদালতে অথবা হাইকোর্টে করিতে হয়। (৪৩৫ ৪৩৭

ধান) অভিযোগ ও ওয়ারেণ্ট প্রচারণের পর জেলার মাজিষ্ট্রেট, শাসনকর্ত্তা স্বরূপ স্বয়ং অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে নালিস ডিস্‌মিস্‌ করা উচিত বলিয়া, অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে ওয়ারেণ্ট স্থগিত এবং মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিতে সক্ষম নহেন ওয়ারেণ্ট প্রচারের পর, ওয়ারেণ্ট প্রচারকারী মাজিষ্ট্রেট কোন ভ্রম করিয়াছেন যদি এরূপ প্রকাশ না পায়, তবে জেলার মাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার পর অধীন মাজিষ্ট্রেট যতদূর কার্য্য করিয়াছেন তাহার পর যে কার্য্য করা উচিত জেলার মাজিষ্ট্রেটের তাহাই করা কর্ত্তব্য তাহা না করায় জেলার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা রদ হইয়াছিল (রঘু মাবিরা, ১৯ উ, রি, ২৮, ১০ বে, ল রি ২৬ এপ)

কোন অভিযোগ বিশ্বাস যোগ্য নহে বলিয়া বাদীর জবানবন্দী পরীক্ষায়, এবং পরীক্ষায় অনুমিত না হইয়া থাকিলেও পোলীস রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ডিসমিস করা যাইতে পারে না (ছুলারী দেওয়া, ৩ বে, ল রি, ৫৩।) দরখাস্ত লইয়া মাজিষ্ট্রেট বাদীকে পরীক্ষা করিতে বাধ্য বাদীকে পরীক্ষা করিয়া তিনি নালিস ডিসমিস করিতে পারেন ২০২ ধারা মতে তদন্ত করাইতে পারেন, কিন্তু আসামীকে সমন করিতে পারেন (আমীর আলী, ই, ল, রি, ১১ ক, ৩৩৪,)

জেলার মাজিষ্ট্রেট যদি প্রথমতঃ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে রীতিমত মোকদ্দমা উঠাইয়া লয়েন, তবে মোকদ্দমার নথি পাঠ করিয়া এবং অতিরিক্ত প্রমাণ না লইয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারেন (নিয়ামৎ উ, । ১১ উ রি ৬৩) পোলীস যোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট করায় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা ডিসমিস না করিয়া মিথ্যা অভিযোগের জন্য বাদীর বিপক্ষে মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে পারেন না। (বেলিলিয়াস ১২ উ রি ৫৩ জ্ঞানচন্দ্র রায় ৮ ব ল রি ২৬৭, ই ল রি ৭ ক ২০৮)

২০২ ধারা অনুযায়ী তদন্তের রিপোর্ট প্রাপ্তির পর এই মাজিষ্ট্রেট ধারাতে মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার পূর্ব্বে মোকদ্দমা কেন ডিসমিস হইবে না তদ্বিষয়ে কোন কারণ থাকিলে তাহা দর্শাইতে বাদীকে সুবিধা দেওয়া উচিত (বখী সিংহ ১০ উ রি ২)

মাজিষ্ট্রেট নালিস ডিসমিস করিবার পূর্ব্বে বাদীকে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে বাধ্য। ২০১ ধারার প্রযোজ্য স্থল ব্যতিরেকে বাদীর দরখাস্ত বাদীকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত নহে, মাজিষ্ট্রেটের মেজেষ্টায় রাখা উচিত (ওয়াইর ২৬৬)

যে মাজিষ্ট্রেট একবার নালিস ডিসমিস করিয়াছেন, পুনরায় উক্ত বাদীর অভিযোগ নালিস হইলে তিনি তাহা শুনিতে পারেন (ই ল রি ৯ এ ৮৫)

কিন্তু ৪৩৭ ধারা অনুযায়ী ব্যতিরেকে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট উহা গ্রহণ করিতে পারেন না (ওয়াইর ২৬৭)

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি

পরওয়ানা দিবার কথা

২০৪ ধারা যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তাঁহার মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিলে দ্বিতীয় তফশীলের চতুর্থ ঘর দেখিয়া, যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন দিবেন উক্ত ঘর দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারেণ্ট দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম, অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আনাইবার বা উপস্থিত করাইবার জন্যে ওয়ারেণ্ট দিতে অথবা উচিত বোধ করিলে, সমন দিতে পারিবেন

এই ধারার কোন কথাক্রমে ৯০ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

২০৪ ধারা। সমন জারী না করিয়া ভ্রমবশতঃ ওয়ারেণ্ট জারী করিলে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য বাদ হইবে না। (আলীক পাটনী বং রমাসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ৫ উ রি ১৫)

যদিও দেওয়ানী আদালতে সমনের উপযুক্ত প্রতীকার পাইবে। সেওয়ানী ... পর্যন্তবিধি আইনের কোন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার আরজি অনুসারে সমন না দিয়া ওয়ারেণ্ট জারি করিতে বাধ্য (সওয়ার ... ৮ ও রি ৬৫)

কেবল বাদীর পরীক্ষার পর যে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলে, পুনঃ নালিশ হইলে সে মোকদ্দমা চলিতে পারে কিন্তু সাক্ষীর পরীক্ষার পর ডিস্মিস্ হইলে চলিতে পারে না (নিত্যানন্দ ... ফাং ... সিঃ ২৪ উ রি ১৫)

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা সম্বন্ধে ৪ ধারা দেখ

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

২০৫ ধারা। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সমন দেন উপযুক্ত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন

কিন্তু কার্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব প্রদত্ত বিধানমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে পারিবেন

২০৫ ধারা কেবল সমনের মোকদ্দমায় নহে, ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমাতেও মাজিষ্ট্রেট প্রথমতঃ ওয়ারেণ্টের পরিবর্ত্তে সমন বাহির করিলে আসামীকে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারেন (মাননীয় ... সাহেবের কৃত ফৌঃ কাঃ বিঃ ২০৫ ধারার টীকা)

পরদানশীন স্ত্রীলোকদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের এই রূপ করা কর্ত্তব্য (... বি, হ, ন, রি ৬ ৫ ৫৯)

এরূপ স্থলে মোচলকা লওয়া আবশ্যক বিবেচনা হইলে আসামীর উকীলের নিকট নহে আসামীর নিকট লওয়া উচিত, ... আসামী মোচলকার মর্ম্মানুসারে স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইতে বাধ্য এবং যে মোকদ্দমা উঠিলে প্রতিনিধি যদি উপস্থিত হইতে ত্রুটি করেন সে চলক ... হইবে ... আসামী মোচলকার টাকা দিতে দায়ী হইবে (... ৫ ব হা রি ৬)

উকীল শব্দের ব্যাখ্যা ৪ ধারার (৮) প্রকরণে দেখ

মাজিষ্ট্রেট কেবল অর্থদণ্ডে আজ্ঞা আসামীর অনুপস্থিতে তাহার উকীলের সম্মুখে দিতে পারেন (হরনাথ রায়, ২ উ রি ৫০) উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইতে হইলে আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে মোক্তারনামা আবশ্যক

তদন্ত করণ মাজিষ্ট্রেট আসামীকে প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইতে অনুমতি দিলে, সেশনে তদ্রূপে উপস্থিত হইতে না পারিবার আজ্ঞা করিতে পারেন না (হরনাথ রায় ২ উ রি ৫০)

আসামীকে প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিত হইতে পারিবার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল নাই (৭ ক ... ৮৬৭)

কোন ফৌজদারী অভিযোগের পক্ষ নশীন আসামীকে পেয়াদা পালকীতে আদালতে আনাইয়া কোন বিশ্বাসী সাক্ষীদ্বারা সপথ করান নিশ্চয় চেনাইয়া এবং উঁহার মুখ না দেখা হয় তদন্ত কিম্বা বিচার হইতে পারে (... ৫২১ হ রি ৫)

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

২০৬ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদ্বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাইকোর্টের

বিচার্য্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন

কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

২০৬ ধারা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা সম্বন্ধে ৪৪৭ ধারা দেখ

সমর্পণার্থে প্রথমে তদন্ত লইবার কার্য্যপ্রণালীর কথা

২০৭ ধারা। সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় হাইকোর্টের কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায় তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে

উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা

২০৮ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট, কেহ বাদী থাকিলে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবেন ও অভিযোগের পক্ষে কি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় বা যাহা মাজিষ্ট্রেট তলব করেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

আরও সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে বাদী কিম্বা যে কার্য্যকারক অভিযোগ চালান তিনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, পরওয়ানা দিবেন না

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না

২০৮ ধারা ৩৪০ ৩৪৪ ৩৪৬।৩৫৭ ৩৫৯ ৩৬০ ৪৯৫।৫৪০ ধারা দেখ।

কলিকাতা হাইকোর্টের ১৮৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৯ নং সরকিউলার মতে বাদী, প্রতিবাদী এবং সাক্ষীগণের পরীক্ষার প্রারম্ভে তাহাদের নাম, পিতার নাম, বিবাহিতা স্ত্রীলোক হইলে স্বামীর নাম ধর্ম্ম, জাতি, ব্যবসায়, বয়স, গ্রাম ও পরগণা লেখা হয় আবশ্যকীয় সাক্ষীগণকে আদালতে উপস্থিত করা বাদীর কর্ত্তব্য। (রামসাহাইলাল, ই ল রি ১০ ব ১০৭০) যদি যথেষ্ট কারণ না দর্শাইয়া এরূপ না করা হয় তবে আদালত বাদীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন কোন সাক্ষী সত্য কথা বলিবে না যদি এরূপ যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উপস্থিত না করিলে কিম্বা করাইলে দোষ হয় না (মনু কাজি ই ল রি ৮ ব ১২১),

অপরাধ সম্বন্ধে হলফান জবানবন্দী অথবা দলিলী প্রমাণ না থাকিলে আসামীকে হাজতে পাঠান কি রাখা উচিত নহে (আব্দুল কাদের, ১১ বে ল রি ৮ এপ মাসিক রায়, ই ল রি ৬ মা ৬৩),

কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ পূর্ব্বক ধৃত করার পর খালাস দেওয়া হইলে তাহাকে সাক্ষী স্বরূপে পরীক্ষা করাতে কোন বাধা নাই (বিহারীদাস বসু, ৭ উ রি ৪৪),

কোন পূর্ব্ব মোকদ্দমায় আসামীর অনুপস্থিতিতে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়াছিল, পরে কোন মোকদ্দমায় আসামীর সাক্ষাতে সেই সকল সাক্ষীদিগকে তাহাদের পূর্ব্ব জবানবন্দী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শুনাইয়া সত্য কি না জিজ্ঞাসা করায় সাক্ষীরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা আইন সঙ্গত নহে, এবং ঐ সকল জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করাও অসঙ্গত (রাজ্ঞী বঃ রাজকৃষ্ণ মিত্র, ১ বে ল রি ৬৭, রাজ্ঞী বঃ বিশ্বনাথ পাল, ৩ বে ল রি ২০, কিন্তু আসামীর স্পষ্ট সম্মতিক্রমে সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ পরীক্ষা না করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব জবানবন্দী প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারা যায় (পরমেশ্বর সিংহ বঃ স্বরূপ অধিকারী, ১৩ উ রি ৪০, কপিলনাথ সাহি বঃ বলিরাম, ১৪ উ রি ৩),

আসামী কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী মান্য করিয়া আদালত অথবা কমিশনর দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করায় আদালত সাক্ষীকে সমন দ্বারা উপস্থিত না করিয়া আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন হাইকোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ব্যর্থ বলিয়া পুনর্বিচারের এবং আসামীর প্রার্থনানুসারে নিষ্পত্তি করিবার আজ্ঞা করিয়াছিলেন (সুজান রায় সিংহ দিঃ, ই ল রি ৩ এ ৩৯২)

যেস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা

২০৯ ধারা ২০৮ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যাপার দেখা যায়, তাহাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই ম্যাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এরূপ বোধ হইলে তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে, হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না

২০৯ ধারা। কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত পূর্ব্বক যদি এরূপ প্রমাণ পান, যাহা বিশ্বাস করিলে আসামীর দণ্ড হইতে পারে তাহা হইলে তিনি তাহাকে সেশন আদালতে পাঠাইবেন, কিন্তু ঐ প্রমাণ ম্যাজিষ্ট্রেট অবিশ্বাস করিলে আসামীকে ছাড়িয়া দিতে পারেন প্রমাণ বিশ্বাস করুন বা নাই করুন আসামীকে যে সেশন আদালতে পাঠাইতে তিনি বাধ্য, আইনের এরূপ উদ্দেশ্য নহে (লক্ষ্মণ, ই ল রি ৫ এ ১০১)

কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কোন আসামীর বিরুদ্ধে জানকৃত বধের প্রমাণ না পাইয়া কেবল অপরাধযুক্ত নরহত্যার প্রমাণ পান, তাহা হইলে তাহাকে গুরুতর অপরাধের বিচার জন্য সেশন আদালতে না পাঠাইয়া লঘুতর অপরাধের জন্য স্বয়ং বিচার করিলে অবৈধ হয় না যদি আসামীর বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ না থাকে তবেই তাহার বিচার স্বয়ং করা উচিত, কিন্তু আসামী গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলেও হইতে পারে ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে এরূপ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে সেশন আদালতেই পাঠান উচিত (পরমানন্দ দিঃ, ই ল রি ১০ ক ৮৫)

আসামীর বিরুদ্ধে প্রত্যয়মান কোন অবস্থা অর্থান্তরে বুঝাইয়া দিতে সুবিধায় দেওয়াই আসামীর পরীক্ষার উদ্দেশ্য

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল কথা বলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য (আবদুলগফুর, ১০ ক, ল, রি, ৫১)

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি রীতিমত সমন জারী দ্বারা, অথবা ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত হইয়া, অভিযোগ খণ্ডন করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত থাকে, কিন্তু অভিযোক্তার অথবা তাহার সাক্ষীদের অনুপস্থিতি প্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রমাণ না হয়, সেস্থলে মোকদ্দমা মুলতবি রাখিবার অন্য কোন কারণ না থাকিলে ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবেন (তকি মহম্মদ মণ্ডল বঃ কৃপানাথ সাহা দিঃ, ১৫ উ রি ৫৩; ৭ বে ল রি ৭)

বাদীর অনুপস্থিতিতে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি গুরুতর মোকদ্দমা ডিসমিস্ হয় না (যদু পাহাড়ী, ১ উ রি ২৫)

২০৮ ৪০৩ ৪৩৬ ৪৩৭ ধারা দেখ

কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা

২১০ ধারা তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তদ্রূপ পরীক্ষা যদি করা যায় তাহা করা গেলে পর, যদি ম্যাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থ সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিবেন

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা

অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে

২১০ ধারা ২১২ ২২১ হইতে ২৪০ ৩৪৭ ৩৫০ ধারা এবং পঞ্চম তফসীলের ২৮ নং ফর্ম দেখ

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, বোধ হইলে সেশন জজ মোকদ্দমা [illegible] সেই পরিবর্ত্তন করিবেন আসামীর কোন জবাব দেওয়া উচিত কি না তাহা মোকদ্দমার অবস্থার উপর নির্ভর করে আসামীর উকীল মোক্তারের বিশেষ রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে কেবল জবাব না দেওয়ার কারণে জুরীরা পরে যেন আসামীর বিরুদ্ধে সন্দেহ না করেন কোন বিশেষ সাক্ষ্য না থাকিলে জবাব না দেওয়াই উচিত এবং অভিযোক্তার পক্ষে যে প্রমাণ দেওয়া যায় তদ্দ্বারা যেরূপ অভিযোগ প্রমাণ হয় তদ্রূপ আসামীর জবাবে কতদূর খণ্ডন হইতে পারে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত কর্ত্তব্য

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাই দেখিবেন যে অভিযোগের সংখ্যে প্রথমে ধারা আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে কি না (গোবিন্দ সিংহ ১ এ ৩১)

বিচারকালে প্রতিবাদীর স্বপক্ষ সাক্ষীদের নাম নির্দ্দেশের কথা

২১১ ধারা বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকে সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎকালেই তাহাদিগের নাম বাচনিক জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে

অন্য নাম নির্দ্দেশের কথা

ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষীদের নামে আর একটি ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাইকোর্টের সম্মুখে সমর্পণ করা গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াইতে বাঞ্ছা করিলে বিচার হইবার পূর্ব্বে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবকে তাহাদের নামের নির্দ্দেশ দিবার কোন বাধা আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না

২১১ ধারা আসামী স্বপক্ষে যে সকল সাক্ষীর ফর্দ্দ দিবে তাহাদিগকে সমন দ্বারা বিচারকালে উপস্থিত করাইতে ম্যাজিষ্ট্রেট বাধ্য কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে কেবল সময় নষ্ট এবং বৃথা বিরক্ত করিবার জন্য আসামী ঐ সকল সাক্ষীদের নামে সমনের প্রার্থনা করিয়াছে, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ সকল সাক্ষীর নামে সমন জারী করিবেন না তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং পশ্চাল্লিখিত ২১৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন (রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩ উইক্লি ১৪)

সাক্ষীরা বিশ্বাসযোগ্য কি না ইহা প্রথমে সিদ্ধান্ত না করিয়া তাহাদিগকে সমন করা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য (মহিম চন্দ্র সাহা ৬ বেঙ্গল রি এপঃ ৭৮)

ম্যাজিষ্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা

২১২ ধারা ২১১ ধারামতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে সাক্ষীদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যায়, স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষীকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন

বিচারার্থ সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা

২১৩ ধারা ২১১ ধারামতে ফর্দ্দ দিবার আদেশ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি হইলেও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ্দ দিলেও, ম্যাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন, তন্মধ্যে এমন সাক্ষী যদি থাকে, তাহাদিগকে ২১২ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে, ম্যাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে, কি স্থলবিশেষে সেশন আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট না হইলে ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিবে

২১৩ ধারা। উক্ত ধারা মতে মাজিষ্ট্রেট যাহাদের প্রতি ... হইতে চাহেন অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি না দিলে কিম্বা দিলে এবং মাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা হইতে চাহেন ও যাদের ২১২ ধারামতে পরীক্ষা হইলে, মাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারেন

২১৭ ৪৫২ ৫৩৯ ধারা দেখ

প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে কি অপরাধ প্রমাণ হয় কি প্রত্যেক ধারা মতে দায়ী হইয়াছে সমর্পণ করিবার হেতুতে পরিষ্কার রূপে লেখ কর্ত্তব্য (কেবলাই কাহার ৫ ফ, রি ৬)

বাদীর পক্ষের প্রমাণ দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ সাধারণতঃ প্রমাণিত হইয়াছে কি না নিশ্চয় করা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য অনেক মাজিষ্ট্রেট মনে করেন যে সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিতে তাঁহারা বাধ্য এরূপ মনে করা ভ্রম সমর্পণ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেই সমর্পণ করা কর্ত্তব্য (মোহা সিংহ, ৩ এ ২৭।)

শাস্তির সম্ভাবনা না থাকিলে সমর্পণ কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে (৩ উ রি ১০ ক্রি এল) মাজিষ্ট্রেটের যদ্যপি সন্দেহ হয়, বাদী প্রতিবাদীর প্রমাণ যদ্যপি সমান কিম্বা প্রায় সমান হয় তবে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য যদি বাদীর পক্ষের প্রমাণ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে সমর্পণ করা উচিত নহে (৮ উ রি ১২ ক্রি এল)

যদি আসামীর স্বেচ্ছাঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, এবং জ্ঞানকৃত বধ বা অপরাধযুক্ত নরহত্যার এরূপ প্রমাণ থাকে যে উক্ত অভিযোগে শাস্তি হইলে হইতে পারে, তবে তাহাকে সেশন আদালতে সমর্পণ না করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা গুরুতর পীড়া জন্মাওন অপরাধে স্বয়ং শাস্তি দেওয়া মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য নহে (কলিকাতা হাইকোর্ট সরকিউলার নং ৯ তাঃ ৬ ৯ ৬৯)

যদি অপরাধ মাজিষ্ট্রেট এবং সেশন আদালত উভয়ের বিচার্য্য হয়, তবে অপরাধের অবস্থার গুরুত্ব লঘুত্ব এবং সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অপরাধে অপহৃত সম্পত্তির মূল্যানুসারে আসামীকে সেশনে সমর্পণ করা উচিত, কি মাজিষ্ট্রেট যে শাস্তি দিতে পারেন, তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া স্থির করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য (ওয়াইর ২২৮)

যদ্যপি একই কার্য্যজনিত ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে দুই কিম্বা অধিকতর ব্যক্তি একত্র অভিযুক্ত হয় ও যথেষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তন্মধ্যে কোন এক ব্যক্তির অপরাধ কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য হয়, তখন মাজিষ্ট্রেটেরও বিচার্য্য হইলে মাজিষ্ট্রেট যত শাস্তি দিতে সক্ষম তদপেক্ষা অধিক শাস্তি প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয়, তবে উভয়কে কি সকলকে সেশনে সোপর্দ করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য (৩৮ সদর বোর্ট সরকিউলার নং ১৪, সন ১৮৬২, কলিকাতা হাইকোর্ট সরকিউলার নং ১০০, তাঃ ২৭ ৫ ৬২ নং ১৩ তাঃ ২৯ ৮ ৭০)

যখন উভয় পক্ষের অভিপ্রায় এক নহে, সুতরাং উভয় পক্ষের অপরাধ এক কার্য্যজনিত নহে, অতএব উভয় পক্ষ এক অভিযোগে একত্রে সেশনে সমর্পিত হইতে পারে না, তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র এবং বিচার ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত (দরফুল খাঁ ৯ উ রি ৬৩, হোসেন বকস শেখ দিঃ ১ক লা রি ৫২১) ২৩৯ ধারা এবং ঐ ধারার উদাহরণ দেখ)

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা

২১৪ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই অভিযোগ হয় যে, যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা একই ব্যাপার মূলক তদ্রূপ অভিযোগে হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইবে কিম্বা হাইকোর্টে যাহার বিচার হইবে, তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছে ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়

২১৪ ধারা ৪৪৭ ৪৪৯ ৪৫২ ধারা দেখ

২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা

২১৫ ধারা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে একবার বিচারার্থে

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠের বিধি

অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা

২২১ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, এই আইনমত অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে

অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে, অভিযোগ পত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

অপরাধের নাম নিরূপং না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে প্রতিবাদির নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা সে জানিতে পারে, এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশ করণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায়, অভিযোগ পত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

অভিযোগ পত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন সংক্রান্ত যে যে নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না, সেই স্থলে ঐ ঐ নিয়ম যে পূর্ণ হইলে ঐ অভিযোগ ইহার বর্ণনার তুল্য

অভিযোগ পত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা

রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগ পত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইবে, অন্যত্র অভিযোগ পত্র ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগ পত্রে তাহা লিখিবার কথা

পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস করণাভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে, তবে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা ও যে তারিখে ও স্থানে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবে।

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে বধ করণাভিযোগ হয় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে

আনন্দের কর্ম্ম আইনে ও দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে না, ও ৩০০ ধারায় যে পাঁচটি বর্জ্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার মধ্যে আইসে না কিম্বা প্রথম বর্জ্জিত কথার মধ্যে যদিও আইসে তথাপি ঐ বর্জ্জিত কথার তিন উপবিধির মধ্যে অন্যতর উপবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগ ঐ সকল কথার বর্ণনার তুল্য

(খ) আনন্দ গুলি ছুড়িবার যন্ত্রদ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয় এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও সাধারণ বর্জ্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না, উক্ত অভিযোগ এমত বর্ণনার তুল্য

(গ) আনন্দের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদারগমন বা অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে ঐ ঐ অপরাধের যে যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগ পত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদারগমন করিয়াছে বা অপরাধঘটিত ভয় দর্শাইয়াছে বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই এই বর্ণনা থাকিতে পারে, কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইন সিদ্ধ ক্ষমতামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে আনন্দের নামে অভিযোগ হয় তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে

২২১ ধারা ১১৭ ২১০ ২২৬ ২৪২ ২৫৪।২০২ ২৬৩ ৫৩৫ ৫৩৭ ধারা দেখ

অভিযোগপত্রে পূর্ব্ব শাস্তি বর্ণিত না থাকায় এবং আসামী তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় অবলম্বন করিবার সুবিধা না পাওয়ায়, অতিরিক্ত শাস্তি আদেশ অসিদ্ধ হইয়াছিল (ঈশ্বর নচেয় দে ২১ উ রি ৪০)

আসামী পূর্ব্ব শাস্তি অস্বীকার করিলে আসামী পূর্ব্বে যে যে কাদমায় শাস্তি পাইয়াছিল সেই সেই কাগজাত বাদী কিম্বা কোন সাক্ষী কিম্বা জেলের বরকন্দাজ যে আসামীকে চেনে এরূপ কোন লোক দ্বারা প্রমাণ করা উচিত।

সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা

২২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল, এই কথা তাহার যুক্তিসিদ্ধ রূপ বিশিষ্টমতে জানিবার জন্য কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে, যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির বৃত্তান্ত যত দূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে

২২২ ধারা অভিযোগপত্রে সময় এবং স্থানের উল্লেখ না থাকায় আসামী খালাস পাইয়াছিল (২৫ উ রি ৪৬)

অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা যেস্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয়, যদি মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ২২১ ও ২২২ ধারা উল্লিখিত বৃত্তান্তদ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে জানিতে

না পারে, তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে

উদাহরণ

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল, অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া, আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে আনন্দ যে প্রকারেব বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনাপরাধের অভিযোগ হইলে আনন্দের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল, অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া, আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে, বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল, অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ হইলে, আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল, অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশে আনন্দ আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয় যে কার্য্য দ্বারা আজ্ঞার অবমাননা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে

যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা।

২২৪ ধারা প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণনা করিতে যে যে শব্দের ব্যবহার হয়, ঐ অপরাধ যে আইনমতে দণ্ডনীয় সেই আইনে সেই সেই শব্দের যে যে অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেই সেই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

ভ্রমের ফলের কথা।

২২৫ ধারা অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আনন্দ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল, সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে "প্রতারণাভাবে" কথা লেখা যায় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আনন্দের বস্তুত ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে, ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল, এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই, কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে আনন্দ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষিদিগকে ঐ কথা ও আপনার মনোগত সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানাইল আদালত ইহা দেখিয়া, সেই বঞ্চনা কার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখা গুরুতর নয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করা গিয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই আনন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত; অতএব কোন ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আনন্দ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এস্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন

(ঘ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয় হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হায়দারবক্স ও ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে তাহাকে বধ করা যায় কিন্তু আনন্দের নামে সেই একটী বধাপরাধ ভিন্ন অন্য বধাপরাধের অভিযোগ হয় নাই ও কেবল হায়দারবক্সের বধের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত লওয়া গেলে আনন্দ উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিল। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আনন্দের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয় আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন

(ঙ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে হায়দারবক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করে, আনন্দের নামে এই অভিযোগ হইল হায়দারবক্সকে বধ করিবার অভিযোগে খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয় তাহার স্বপক্ষে যে সাক্ষিরা উপস্থিত ছিল তাহারাও হায়দারবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী ইহাতে আনন্দের ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর ভুল হইয়াছে আদালত ইহা বোধ করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

২২৬ ধারা অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিজনক অভিযোগপত্র সহিত বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে, আদালত বা হাইকোর্ট হইলে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন এই আইনে অভিযোগ পত্র লিখিবার পাঠের বিষয়ে যে যে বিধি আছে, সেই সেই বিধিতে মনোযোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে বা স্থলবিশেষে তাহা পরিবর্দ্ধিত বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন

২২৬ ধারা টীকা—মাজিষ্ট্রেট বিনা অভিযোগপত্রে কিম্বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্রে অথবা ভ্রান্তিজনক অভিযোগপত্রে কোন ব্যক্তিকে সেশনে সমর্পণ করিলে, সেশন জজ

(১) অভিযোগপত্রাভাব স্থলে—অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে পারেন

(২) অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন

(৩) ভ্রান্তিজনক অভিযোগপত্র—পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নজীর,—কিন্তু এমন অপরাধের অভিযোগ সংযোগ করিতে পারেন না

যাহা মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রস্তুত অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ এবং যাহার পোষকতায় মাজিষ্ট্রেটের আদালতে কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই (কোবিদাগমন রাম বনাম আ ই ল রি ৩ ম ৩৪১),

বলরামের আনন্দকৃত বধ এবং আনন্দকৃত বধের সহায়তার অভিযোগে মাজিষ্ট্রেট আনন্দকে সেশনে সমর্পণ করিলেন, সেশন জজ গোপালকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মানর একটী অতিরিক্ত অভিযোগ সংযোগ করিলেন,

বাবং উভয় অপরাধ এক সময়েই হইয়াছিল হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই ২২৩ ধারামতে সেশন জজের এরূপ অভিযোগ সংযোগ করিবার কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু আসামীর কোন ক্ষতি না হওয়ায় হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই (খজা, ই ল রি ৮ এ ৬৬৫)

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা

২২৭ ধারা কোন আদালতের নিষ্পত্তি প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কিম্বা সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে, জুরির মীমাংসা জানাইবার কিম্বা আসেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, ঐ আদালত কোন অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন

পরিবর্ত্তক কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে

২২৭ ধারা প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট এক একটী ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ না করিলে, সেশন জজ রায় প্রকাশের পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিতে পারেন, পরে পারেন না (বলার ম সিংহ উ রি ৮ সেখ আমী, ৩ ব হা বি ৯)

যে যে স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

২২৮ ধারা ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করিবার বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয়, তবে ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর সেই নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন

যেস্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা

২২৯ ধারা যদি নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র এরূপ হয় যে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলে পূর্ব্বোক্তমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বা অভিযোক্তার কার্য্যের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আদালত এমত বিবেচনা করিলে, নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যত কাল আবশ্যক তত কাল বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন

পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা

২৩০ ধারা নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয় তদ্ধেতুক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে, যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার কার্য্য চলিবে না, কিন্তু পরিবর্ত্তিত অভিযোগ যে বৃত্তান্ত মূলক হয় সেই বৃত্তান্তমতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে

২৩০ ধারা। ১৩২ ১৯৫।১৯৭ ৪৩৭ ধারা দেখ।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা

২৩১ ধারা বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগপত্রের পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া বা সমন করিয়া সেই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইবেন

গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা।

২৩২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে বস্তুত অভিযোগপত্র না থাকাতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায়মত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করতঃ

হাইকোর্টের এই মত হইলে, ঐ ঐ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল তদনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না ঐ আদালতের এই মত হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন

উদাহরণ

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৬ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কিন্তু সে দুষ্টভাবে সত্য কি প্রকৃত বলিয়া যে প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছে বা করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই প্রমাণটী সে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত ইহা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্রে তাঁহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাঁহার প্রতিবাদ করণের ভ্রম হইয়াছে আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগপত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্যদ্বারা আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা অনুমান হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন

২৩২ ধারা ৫৩৫ ধারা দেখ

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা

ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ হইবার কথা

২৩৩ ধারা কোন ব্যক্তির নামে যে যে স্বতন্ত্র অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৪ ও ২৩৫ ও ২৩৬ ও ২৩৯ ধারার উল্লিখিত স্থল ভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে

উদাহরণ

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিয়াছে ও অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয় তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্মাওনের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে

এক বৎসরের মধ্যে একই প্রকারের অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা।

২৩৪ ধারা কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে তিন বারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে।

যে যে অপরাধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কিম্বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারামতে একই পরিমাণের দণ্ড হইতে পারে সেই সেই অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ।

২৩৪ ধারা ২৩৫ ধারার (গ) উদাহরণ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই ২৩৪ ধারার এরূপ অর্থ নহে যে যদি এক ব্যক্তি এক সময়ে, কিম্বা এক অথবা এক বৎসরের মধ্যে এক প্রকারের পঞ্চাশটী ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ করে, তবে তিনবারের অধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একদিনে হইবে না ইহার অর্থ এই এক বিচারে তিনের অধিক ঐরূপ অপরাধ যুক্ত হইবে না (রামশিকা চক্রবর্ত্তী, ১ ক ল রি, ৪৮; ই ল রি ৩ ক ৫৫০),

ই ল রি ৪ এ ১৩৭, মুরারির মোকদ্দমায় আনন্দ এক বৎসরের মধ্যে বলরামকে দুইবার এবং গোপালকে একবার বঞ্চনা করণাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে যদিও এই তিন অপরাধ এক প্রকারের এবং এক বৎসরের মধ্যে ঘটিয়াছিল, তথাচ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘটে নাই, ভিন্ন ভিন্ন দুইজন লোকের বিরুদ্ধে ঘটিয়াছিল, অতএব একত্রে এক মোকদ্দমায় বিচারিত হইতে পারে না কিন্তু (অলাওদাদ, ই ল রি ৭ এ ১৭৪, ও মুন্না সিংহ, ই ল রি ৯ ব ৩১১) এই দুই মোকদ্দমায় উক্ত মতের

প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব [illegible] মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে [illegible] অর্থ [illegible] ক্রমে অবিহিতরূপে নিজ স্বীয় কার্য্যে ব্যবহার করণের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ এক বৎসরের মধ্যে কৃত হইলে এক মোকদ্দমায় একত্র বিচারিত হইতে পারে [illegible] একবৎসরের মধ্যে কৃত দুইটী পৃথক্ পৃথক্ চুরির অভিযোগের বিচার একত্রে এক মোকদ্দমায় হইতে পারে। কারণ এই ২৩৪ ধারায় এমন কোন কথা নাই যে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুই কি তিন অপরাধ না হইলে একত্রে এক মোকদ্দমায় বিচার হইবে না।

এক বৎসরের অধিক সময়ের মধ্যে কৃত ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ এক মোকদ্দমায় একত্রিত হইতে পারে না। (হনুমন্ত দিঃ ইং ল রি ১ ব ৬১, শ্রীনাথ কর ইং ল রি ৮ ক ৪৫০, ভেম কুণ্ড ইং ল রি ৮ ম ৬৩৪)

১ দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা

২৩৫ ধারা। ১ প্রকরণ। কয়েক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই ব্যাপার হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া ঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ করা গেলে সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

২ একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা।

২ প্রকরণ। যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের অর্থ নির্ণয় ও দণ্ড হয় এমন কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

৩ নানা ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কয়েক ক্রিয়া স্বতই অপরাধ হইলে ও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে পৃথক্ এক অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত ক্রিয়া সমষ্টিতে যে অপরাধ হয় সেই অপরাধের কিম্বা উক্ত এক কি কয়েক ক্রিয়ার যে যে কোন অপরাধ হয় সেই অপরাধে অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

প্রথম প্রকরণের।

(ক) বলরাম আইনমত হেফাজতে ছিল আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরামচন্দ্র নামক যে কনেষ্টবলের হেফাজতে ছিল তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিনমানে পরগৃহে প্রবেশ করিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামতে অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে চন্দ্রের স্ত্রী বামাকে ফুসলাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিম মোহর আছে। আনন্দ সেগুলি কৃত্রিম বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ভিন্ন ভিন্ন জাল কার্য্যের নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে। এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয়

দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা এক এক মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক্ পৃথক্ অভিযোগ ও তাহার পৃথক্ পৃথক্ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে আরো বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথক্‌রূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামের হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে বিচারকালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক্ পৃথক্ অপরাধের অভিযোগ ও সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া হাঙ্গামা করণ ও গুরুতর পীড়া জন্মাওন অপরাধ এবং রাজকীয় কার্য্যকারক ঐ হাঙ্গাম নিবৃত্তি করিবার উদ্যোগ করিলে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামত অপরাধের পৃথক্ অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দিননাথকে ভীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির ভয় দর্শাইল উক্ত তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে তদন্তর্গত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

(ক) অবধি (জ) পর্য্যন্ত উদাহরণে যে স্বতন্ত্র অভিযোগের উল্লেখ হইল তাহার এক কালে বিচার হইতে পারিবে

২ প্রকরণের —

(ঝ) আনন্দ অন্যায়মতে বলরামকে বেত্রাঘাত করে আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে

(ঞ) কয়েক বস্তা শস্য চুরি হইয়া আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায় তাহারাও সেই শস্য চোরা দ্রব্য জানিয়া মরাইর কলচাউর নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর সাহায্য করিল আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহাদের সেই সেই অপরাধের নির্ণয় হইতে পারে

(ট) অন্নদা তাহার সন্তান ফেলাইয়া যায় ও জানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ঐরূপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয় অন্নদার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৩০৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে

(ঠ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারকের ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয় এবং তাহাতে আনন্দ দুষ্টভাবে প্রমাণস্বরূপ জাল করা দলীল উপস্থিত

করিল ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৬ ধারামত অপরাধের পৃথক পৃথক অভিযোগ ও তাহার পৃথক পৃথক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে

৩ প্রকরণের।—

(ড) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করে ও সেই কার্য্য করণে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পীড়া জন্মায় আনন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারাগত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

২৩৫ ধারা দণ্ডবিধির ৭১ ধারা দেখ

দঃ বিঃ ৫১১ ৩৬৩ ধারার অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি দঃ বিঃ ৩৪৬ ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে না কারণ শেষোক্ত অপরাধ প্রথমোক্ত অপরাধে মগ্ন আছে (নজর দিঃ ৮ এ ২৯৩)

হাঙ্গামার পরে হাঙ্গামাকারীদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি যদি পীড় কিম্বা গুরুতর পীড় জন্মায়, তবে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ অভিযোগে উভয় অপরাধের শাস্তি পাইতে পারে, কারণ উভয় অপরাধ পৃথক্ (রাম স্বরূপ দিঃ ই ল রি ৭ এ ১৫৭ লোকনাথ সরকার ই ল রি ১১ ক ৩৪৯ প্রাগ দ দিঃ, ই ল রি ৭ এ ৪১৪)

দঃ বিঃ ৪০৭ ধারামতে দণ্ডিত ব্যক্তি, দঃ বিঃ ৩৮০ ধারামতে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইতে পারে (সখারাম ভাউ, ই ল রি ১০ ব ৪৯৩)

এক ব্যাপারে অর্থাৎ হাঙ্গামার সময়ে কৃত দঃ বিঃ ১৪৭ ৩২৩ ধারার অপরাধের এক বিচার হওয়া উচিত; কিন্তু পৃথকরূপে বিচার করিলেও অবৈধ হয় না (আমীরুদ্দিন, ই ল রি ৮ ক ৪৮১)

এ বিষয়ের সাধারণ নিয়ম এই যে এক দণ্ডবিধির দুই ধারা এক ব্যক্তির একই কার্য্যের প্রতি বর্ত্তে, তবে বিশেষ বিধান না থাকিলে এক ব্যক্তি এক কার্য্যের জন্য দুই দণ্ডিত হইবে না এ মতে এক ব্যক্তি দঃ বিঃ ৪৩৫ ৪৩৬ ধারায় দণ্ডিত হওয়ায় ৪৩৫ ধারার শাস্তি রদ হইয়াছিল (মাহুবর শিমুলেপ প্রণীত দঃ বিঃ)

কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা

২৩৬ ধারা একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়াসংযোগের ভাবদৃষ্টে যে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধটি হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেই সেই অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে

উদাহরণ

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধও হইতে পারে আনন্দের নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয়। তাহার নামে চৌর্য্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা বঞ্চনা করণ অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে

২৩৬ ধারা। দঃ বিঃ ৭২ ধারা দেখ।

যেস্থলে আসামী দুইটী বিপরীত উক্তি করে, এবং এমন কোন প্রমাণ না থাকে যদ্দ্বারা ঐ দুইটী উক্তির মধ্যে কোনটী সত্য নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আসামীর ঐ উক্তির মধ্যে একটী মিথ্যা এরূপ অভিযোগ হইবে। (পালানী চেটী, ৫ মা ৫১ · মহম্মদ হুমায়ুন শা, ২ উ রি ৭২; ১৩ বে ল রি ৩২৪)

যেস্থলে সে কদ্দমার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না হয় (সন্দেহ হইলে আসামীকে খালাস দেওয়াই যুক্তি ও আইনসঙ্গত) কেবল অবস্থা বিশেষে কিরূপ আইন খাটাইতে হইবে অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইনের কোন ধারা বর্ত্তিবে এই সন্দেহ হয়, সেস্থলে এই বিধানমতে কার্য্য করিতে হয়। (জানু বহু, ৭ আগ্রা হা কি ১৩৫)

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা

২৩৭ ধারা। ২৩৬ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে প্রমাণ দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

উদাহরণ

আনন্দের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয় কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিম্বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার নামে ঐ দুই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

২৩৭ ধারা। অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার সহায়তা এবং উদ্যোগের এক মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে আসামীকে বঞ্চনা করণের সহায়তা এবং উদ্যোগ করার অভিযোগে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল, কারণ আসামীর কৃত কার্য্য কোন ধারা বর্জিত সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছিল তদ্দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতাও হয় বঞ্চনাও হয়। এমতাবস্থায় সেশন জজ আসামীকে খালাস দেওয়ায় হাইকোর্ট পুনর্বিচারের আজ্ঞা করিয়াছিলেন (রামাজিরাও ভি বাজিবা ১২ হা থ রি ১)

যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা

২৩৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয়ার সমষ্টি সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয় তাহাই অন্য ক্ষুদ্রতর অপরাধের তুল্য হইলে, তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি তিনি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারেন যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয় তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

১৯৮ বা ১৯৯ ধারার আদেশমত নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না

উদাহরণ

(ক) আনন্দ মুটিয়া বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৭ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছেন বলিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামত অভিযোগ হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে অকস্মাৎ অত্যন্ত রাগজনক ব্যাপার ঘটাতে তিনি ঐ কার্য্য করেন। দণ্ডবিধি আইনের ৩৩৫ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

২৩৮ ধারা যেস্থলে কতকগুলি কার্য্য সমষ্টি দ্বারা একটা গুরু অপরাধ হয় এবং বিভিন্নাংশ দ্বারা সেই প্রকারের একটা লঘু অপরাধ হয় এবং উক্ত অপরাধের প্রমাণ হওয়া যায় না, কিন্তু লঘু অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই স্থলে ঐ ধারা প্রয়োগ হয়। মূল অপরাধের অভিযোগে সহায়তা করার শাস্তি হয় না। (চাঁদমুন্না দিঃ ১১ ব ২১০)

যদি কতকগুলি লোক বে-আইনী জনতায় মিলিত হয়, এবং তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে কেহ গুরুতর পীড়া দেওয়ায় তবে সকলেই গুরুতর পীড়া দেওয়া অপরাধে শাস্তি পাইতে পারে। (মহিউদ্দিন ও অপর বিং ৩৪৯ ইং বিং কং ৮১)

দঃ বিঃ ১৪৯/৩২৫ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তি দঃ বিঃ ৩২৫ ধারামতে দণ্ডিত হইতে পারে। (লক্ষ্মীনারায়ণ আশুধি ২৩ উ রি ৬১)

পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ডাকাতি কিম্বা হাঙ্গামার কোন অংশ নহে। ডাকাতি কিম্বা হাঙ্গামার অভিযোগে বিচারাধীন ব্যক্তিদের পরগৃহে অনধিকার প্রবেশের জন্য শাস্তি হইতে পারে না। (সালামৎআলী ২৩ উ রি ৫৯) কিন্তু ডাকাতির আসামী দঃ বিঃ ৪১২ ধারামতে শাস্তি পাইতে পারে। (গোকুলগোবিন্দ ই ল রি ১ ব ৫০)

যে যে ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

২৩৯ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের নামে একত্র বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগের বিধান খাটিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়। সেই দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে, তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না। এমন স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয় ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম এই দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪০ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি তদধিক অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক অভিযোগমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক অভিযোগের কার্য্য চালান, তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অভিযোগের তদন্ত লওন কি বিচারকার্য্যে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই সেই অভিযোগে মুক্ত হইবার ন্যায় ফল হইবে।

কিন্তু যদি অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে যে আদালত তাহা অসিদ্ধ

করেন সেই আদালতের আজ্ঞাধীনে উক্ত আদালত ঐরূপে উঠাইয়া লওয়া এক কি অধিক অভিযোগের তদন্ত ও তন না বিচার কার্য্য চালাইতে পারিবেন

২৪০ ধারা ৪৯৪ ৪১৫ ধারা দেখ

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি

সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪১ ধারা মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় এই প্রণালীমতে কর্ম্ম করিবেন।

২৪১ ধারা সমনের মোকদ্দমার অর্থ ৪ ধারার ন (ব) প্রকরণে দেখ

এক মোকদ্দমায় সমনের এবং ওয়ারেন্টের অভিযোগ থাকিলে তাহা ওয়ারেন্টের মোকদ্দমা গণ্য হয়। (রাজনাথ বং কুমার ই ল বি ১১ ক ৯১ পৃ)

অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।

২৪২ ধারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা আবশ্যক হইবে না

২৪২ ধারা ২০৩ ধারা দেখ

আসামী কি অপরাধ অথবা অপরাধের কোন্ বিষয় লইয়া তাহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে ইহা তাহাকে জ্ঞাত করা আবশ্যক (অ চাযাল ল বি ১ ক ও বি ৮৭)

এই অধ্যায়ের কোন মোকদ্দমায় লিখিত জবাব দাখিল করা হইলে, মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং আসামীকে পরীক্ষা করিয়া জবাব লিখিয়া লইতে বাধ্য নহেন (কালীদাস ১৬ উ রি ৬৩)

অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

২৪৩ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে যত দূর সম্ভব তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন

তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৪৪ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে, তাহাও শুনিবেন

মাজিষ্ট্রেট, বাদির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন

বিচারের কার্য্যপক্ষে সাক্ষির উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে,

মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনামতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতে ঐ খরচ আমানৎ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

২৪৪ ধারা ৩৫৫ ধারা দেখ

সমনের মোকদ্দমায় আসামীর সাক্ষী থাকিলে বিচারের দিনে তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করা আসামীর কর্ত্তব্য যদি তাহারা বিনা সমনে উপস্থিত হইবে না—বোধ হয় তবে বিচারের দিনের পূর্ব্বেই তাহাদের নামে সমনের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য যেন তাহারা ঐ দিনে উপস্থিত হইতে পারে সমন দেওয়া না দেওয়া মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনাধীন (ছেদি বুধুড় ১৬ উ বি ৭৬)

বাদী কোন সাক্ষির নামে সমনের প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট সমন দিবার পূর্ব্বে যদি বাদীকে সাক্ষির খরচ দাখিল করিতে বলেন এবং বাদী তাহা না করে, তবে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত প্রমাণানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন, ২৪৭ ধারামতে ডিসমিস্ করিতে পারেন• (কোরাপুল্লু ই ল রি ৫ ম, ১৬০)

মুক্ত করণের কথা

২৪৫ ধারা। ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট, স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করান তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন

দণ্ডাজ্ঞার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন

২৪৫ ধারা রায় লেখা এবং প্রকাশ করা সম্বন্ধে ৩৬৬ হইতে ৩৭২ ধারা দেখ

কোন রাজকীয় কর্ম্মকারক আদালতে দণ্ডিত হইলে তিনি যে বিভাগে কর্ম্ম করেন সেই বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট—রায়ের এবং দণ্ডাজ্ঞার নকল পাঠাইতে হয় (বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট নং ৪৫৮৯ তাং ২২ ৮ ৬৮)

অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা

২৪৬ ধারা নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রমাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় মাজিষ্ট্রেট ২৪৩ কি ২৪৫ ধারামতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন

বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা

২৪৭ ধারা নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুনানী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন, কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন

২৪৭ ধারা যে মোকদ্দমা কোন আদালতের অনুমত্যনুসারে ১৯৫ ধারামতে রজু হয়, তাহাতে অভি-যোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে (যথা কোন পেয়াদাকে বাধা দেওয়ার কারণে যদ্যপি আদালতের অনুমত্যনু-সারে মোকদ্দমা দায়ের হয়, তবে ঐ পেয়াদার অনুপস্থিতিতে) মাজিষ্ট্রেট উহা ডিসমিস্ করিতে পারেন না যে কার্য্যকারককে অমান্য করা কি বাধা দেওয়া হয় তিনি পীড়িত থাকিলেও তিনি ভিন্ন অপর কোন লোক নালিশ করিলে গ্রাহ্য হইবে না, এবং অনুমতিকারী আদালতের সম্মতি ব্যতিরেকে মোক-দ্দমা উঠাইয়া লইতে দেওয়া হইবে না (মুসে আলী আদম, ই ল রি ২ ব, ৬৫৩)

এই ধারামতে মোকদ্দমা ডিসমিস্ করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট ধার্য্য দিনে কাছারির শেষ পর্য্যন্ত বাদির অপেক্ষায় থাকিতে বাধ্য নহেন (তুড়িয়ালী, ই ল রি ৭ ম ৩৫৬)

যদি নিরূপিত দিন বাদিকে জ্ঞাত করা না হয়, এবং সেহেতু বাদী নিরূপিত দিনে উপস্থিত না হওয়ায় মোকদ্দমা ডিসমিস্ হয়, তবে উহা এরূপ অনিয়মিত কার্য্য যে মোকদ্দমার বিচার এবং আসামির মুক্তি হয় নাই বলিতে হইবে (ওয়াইব ২৯১, মুহম্মদ আলম, ১৬ উ রি ৬৮)

নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমায় শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন

২৪৮ ধারা ৩৪৫ ধারা দেখ

বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা

২৪৯ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট হেতু লিপিবদ্ধ করতঃ স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা

২৫০ ধারা। নালিশক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যদি মাজিষ্ট্রেট ২৪৫ কি ২৪৭ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন ও বিবেচনা করেন যে অভিযোগ তুচ্ছ কি দুঃখদায়ক মাত্র, তিনি স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের হানি পূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন ঐ বাদীকে প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন

ঐ হানি পূরণের টাকা আদায় করিবার কথা

তদ্রূপে যে টাকা দিবার আজ্ঞা করা যায় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে কিন্তু তদ্রূপ আদায় করা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে বাদীর ত্রিশ দিনের অনধিক সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে

পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে হানি পূরণ দিবার সময়ে এই ধারামতে হানি পূরণস্বরূপ কোন টাকা দেওয়া বা আদায় করা গিয়া থাকিলে আদালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন

২৫০ ধারা প্রথমেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ না হইয়া যদি পোলীসের রিপোর্ট সূত্রে মোকদ্দমা রুজু হয়, তবে হানিপূরণ দেওয়া হইতে পারে না। (বনিম সিং, ই ল রি ৩ এ, ৭৬; পোদা রাম পু, ই ল রি ৭ ম ৫৬৩) বাবৎ পোলীস রিপোর্ট নালিশ শব্দের মধ্যে গণ্য নহে (৪ (ক) ধারা)

ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় হানিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে না। ঐরূপ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সমনের মোকদ্দমা স্বরূপ গণ্য করিয়া বিচার করিলেও, ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে না (ভগিং আপা, ৭ ম, ৫৮, সোমু, ই ল রি ৬ মা ৩১৮)

হানিপূরণ দেওয়ার সময়ে মাজিষ্ট্রেট বাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিম্বা মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্য মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে পারেন, এবং এরূপ অনুমতি দেওয়ার সময়ে হানিপূরণও দিতে পারেন। (রূপণ রায়, ৬ বে, ল, রি, ২৯৬, ১৫ উ, রি, ৯)

কোন আদালতের কার্য্যকারকের রিপোর্ট সূত্রে আদালতের অনুমত্যনুসারে নালিশ হইলে, এবং সেই নালিশ মিথ্যা হইলে, হানিপূরণ দেওয়া হইতে পারে না। কার্য্যকারক মিথ্যা রিপোর্ট করার কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শাস্তি পাইতে পারে (কেশব সম্বন্ধে, ই, ল রি, ১ ব, ১৭৫)

আসামির জবাব এবং সাক্ষীর জবানবন্দির পরেও হানিপূরণ দেওয়া যাইতে পারে (অপ্পু সিং ই ল রি ৫ মা, ৩৮১, পাণ্ডু বাবাদ গোপাল, ই ল রি ১০ ব, ১৯৯)

আপীল আদালত হানিপূরণ দিতে পারেন না (উমচরণ চৌধুরি, ২২ উ রি ১২)

একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা

২৫১ ধারা যে মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচারকালে এই প্রণালীতে কার্য্য করিবেন

২৫১ ধারা ৪ ধারার (ধ) প্রকরণ ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার অর্থ দেখ।

অভিযোগের স্বপক্ষ সাক্ষ্যের কথা

২৫২ ধারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা শুনিবেন ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন

যে যে ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে ও অভিযোগের স্বপক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদীর স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের যত জনকে আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করিবেন

২৫২ ধারা যে [illegible] সাক্ষ্য লই [illegible] [illegible] হইবে তদ্বিষয়ে [illegible] অধ্যায় দেখ

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা

২৫৩ ধারা ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদায় সাক্ষ্যগ্রহণ হইলে পর এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় [illegible] যাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ না থাকিলে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয় মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ না করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন

মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহা [illegible] হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্বে কোন সময়ে আসামীকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

২৫৩ ধারা যাহা রফা করা যাইতে পারে না, এমন ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় কেবল বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামীর [illegible] ডিস্ [illegible] দেওয়া যাইতে পারে। ([illegible] দাস, ই ল রি ১০ ক [illegible] [illegible], ন রি ১৩ [illegible] ৩০৮) ২৫৯ ধারা দেখ

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার পরে নূতন প্রমাণ পাওয়া গেলে কিম্বা যথেষ্ট প্রমাণ থাকিলে কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ভ্রমবশতঃ অপরাধিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন প্রকাশ পাইলে ৪৩৭ ধারামতে হাইকোর্ট, সেশন আদালত অথবা জেলার মাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে অতিরিক্ত তদন্ত হইতে পারে (চ উ, ই ল রি ৯ এ ৫২)

অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।

২৫৪ ধারা উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার উচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন

২৫৪ ধারা অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করিয়া আসামীর সপক্ষতার মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করণে কোন [illegible] [illegible] [illegible]

এক বৎসরের দণ্ড নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ও অপরাধ সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট আসামীর দোষে ও অপরাধে অল্প দণ্ডবিধান করিতে পারেন (গুরুবামচন ৫ দ, ১০০)।

উত্তরের কথা

২৫৫ ধারা। পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন

২৫৫ ধারা অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া আসামীকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য অভিযোগপত্র লিপিবদ্ধ করিয়া আসামীর জবাব গ্রহণপূর্ব্বক মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে কোন অপরাধ করা হয় নাই, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত যদি বিবেচনা করেন যে এমন অপরাধ করা হইয়াছে যে তাঁহার বিচার করিবার অধিকার নাই, তবে উপযুক্ত বিচারকের নিকট প্রেরণ করা উচিত (৬ উ রি ১৩)

একটী অপরাধের সমস্ত লক্ষণ স্বীকার না করিলে, সেই অপরাধ স্বীকার করা হয় না, যেমন দঃ বিঃ ২১১ ধারার অভিযোগে (১) অপকার করার অভিপ্রায়ে, (২) মিথ্যা অভিযোগ করা স্বীকার না করিলে ২১১ ধারার অপরাধ স্বীকার করা হয় না (গোপাল ধানুক ৮ ক ল রি ৪৭১ ই ল রি ৭ ক, ৯৬; সোনাউল্লা, ২৫ উ রি ২৩) আনন্দকে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন (দঃ বিঃ ৩২৫ ধারা অপরাধের অভিযোগপত্র আসামীকে বুঝাইয়া দেওয়ায় সে আনন্দের সহিত বিবাদ থাকা এবং বাঁশতঃ দুইবার ছড়ি মারা স্বীকার করিল, ইহাতে গুরুতর পীড়া জন্মাওন স্বীকৃত হইল না) (ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন দঃ বিঃ ৩২৩ ধারা কিন্তু গুরুতর আঘাতজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অভিপ্রায় যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন দঃ বিঃ ৩২৪ ধারা স্বীকৃত হইল) ১১ উ রি ৬, বালী, ই ল রি ২ ব ৪৪৭ শ্রীরাম রাজপুত ২৪ উ রি ৮২।

প্রতিবাদের কথা

২৫৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে, কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহার স্বপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও প্রতিবাদ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতের কিম্বা আদালতের সীমা সরহদ্দের মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদিগকে পুনরায় ডাকিয়া কূটপরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন

২৫৬ ধারা (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে"— "If the accused *Refuses to plead*"

(২) "অপরাধী স্বীকার না করিলে" "*does not plead*" এই শব্দদ্বয়ের পার্থক্য কি?

২৫৫ ধারায় "plea" কথার স্থলে উত্তর লেখা আছে

ঐ ধারায় বলে যে অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে, তুমি এই অপরাধে অপরাধী না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে "অপরাধী স্বীকার করিলে"—"if the accused pleads guilty" মাজিষ্ট্রেট তাহাকে দোষী স্থির করিতে পারেন "plea" কথার অর্থ উত্তর' অতএব, —

(১) '*If the accused Refuses to plead.*' — if the accused Refuses to answer, or gives an evasive answer by saying for instance "I will give no answer to this question, or my counsel pleader or Mookhtar may answer." অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি বলে উত্তর দিব না, কিম্বা আমার কৌঁসিলি উকীল কি মোক্তার দিতে পারেন

(২) 'Does not plead' does not answer at all অর্থ কোন উত্তর দেন না—হাঁও বলেন না, নাও বলেন না মৌন হইয়া থাকে।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত করার পূর্ব্বে আসামীর পরীক্ষা হইয়া থাকিলেও পরে আবশ্যক। (গোপাল রায়, ৮ আগ্রা ১৫৩)

একজন আসামী কেবল নির্দ্দোষী বলিয়া অন্য কোন প্রতিবাদের কথা না বলায় ম্যাজিষ্ট্রেট সিদ্ধান্ত করিলেন আসামী এমন কোন প্রতিবাদ করে নাই যে সে বাদীর পক্ষের সাক্ষীদিগকে পুনরায় ডাকিতে এবং কুট পরীক্ষা করিতে অধিকারী হয় কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আজ্ঞা হাইকোর্ট ব্যর্থ করিয়া বলিলেন যে আসামী যে দোষী নহে তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষীদিগকে কুট পরীক্ষা করিতে তাহার অধিকার আছে। (পেলিলিয়ম, ১৯ উ রি ৫৩)

১৮৭২ সনের ১০ আইনের ২১৮ ধারানুসারে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের সাক্ষীদিগকে পুনরায় উপস্থিত করাইয়া জেরা করিতে পারিতেন কিন্তু নূতন আইনের এই ধারামতে ঐ সাক্ষীগণ আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সম্বন্ধের মধ্যে উপস্থিত না থাকিলে পুনরায় তলব করাইয়া জেরা করা যাইতে পারে না। পূর্ব্ব আইনে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতির আবশ্যকতা ছিল না নূতন আইনে আছে। পূর্ব্ব আইনানুসারে অভিযোগপত্রের পূর্ব্বে বাদীর পক্ষের সাক্ষীগণকে কুট পরীক্ষা করিলেও অভিযোগপত্রের পর ইচ্ছা করিলে পুনশ্চ কুট পরীক্ষা করিতে পারা যাইত এক্ষণে যেমন নূতন আইনানুসারে যদি আসামী বাদীর সাক্ষীগণকে পুনরায় কুট পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ২৫১ ধারামতে আদালতে তাহাদের খরচ আমানত করিয়া সমন করাইতে হইবে।

যে যে মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং সেশন জজের উভয়ের বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, সে সে মোকদ্দমায় আসামীর জানা উচিত যে, (১) সেই মোকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং বিচার করিবেন কি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন। (২) যদি সেশন আদালতে প্রেরণ করা স্থির হয় তবে (ক) আসামীর দোষ ইই সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ না থাকে তবে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পরিষ্কার জবাব দেওয়াই কর্ত্তব্য নতুবা জবাব না দেওয়াই উচিত। আসামীর মতে হওয়া আবশ্যক যে জবাব না দেওয়ায় তাহার কোন উপকার না হইয়া বরং জুরিরা তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ না করেন।

আইনের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে আসামী কিম্বা তাহার উকীলকে বাদীর পক্ষের সাক্ষীদিগের সম্পূর্ণ কুট পরীক্ষা করিতে হইবে এবং হইলে তাহাদের অভিপ্রায় যে, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমতঃ বাদীর সাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে কি না, যদি হইয়া থাকে, তবে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবেন। সম্পূর্ণ কুট পরীক্ষা পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও তৎপরে হইতে পারে। আসামী কিম্বা আসামীর পক্ষের উকীল মোক্তার যদি পুনঃ কুট পরীক্ষা না করেন এবং বলিবেন না স্পষ্টাক্ষরে বলেন, তবে তদ্বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেট নথীতে লিখিয়া রাখিয়া বাদীর সাক্ষীদিগকে বিদায় দিবেন। যদি তদ্বিষয়ে নথীতে কিছু লেখা না থাকে তবে আসামী কিম্বা আসামীর পক্ষের উকীল মোক্তার বাদীর সাক্ষীদিগকে পুনরায় জেরার জন্য তলব করাইতে পারেন। একপক্ষে গৃহে এবং গৃহ হইতে গমনাগমনের অর্থ এবং সময়ের অপব্যয় হইতে বাদী এবং বাদীর সাক্ষীদিগকে রক্ষা করা অপর পক্ষে আসামীকে আত্মরক্ষার যত সম্ভব সুবিধা দেওয়াই এই ধারার উদ্দেশ্য। একবার কুট পরীক্ষা হইলেও, দ্বিতীয়বার কুট পরীক্ষার কারণ এই যে অভিযোগপত্রের পরেও বাদীর সাক্ষীদিগের কুট পরীক্ষা দ্বারা প্রতিবাদীর আত্মরক্ষার অনুকূলে কোন বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। (বলদেব সহায়, ইং ল রি ২ এ ২৫৩, আল মহম্মদ, ৬ এ ২৮৪, খড়্গধারী সিংহ, ২২ উ রি ৪৪, রামকৃষ্ণ হালদার, ২৫ উ রি ৬৮ ঠাকুর দয়াল সেন, ১৭ উ রি ৫৭)

টীকা—এস্থলে বলা বাহুল্য যে সুচতুর কুচক্রী মামলাবাজ লোক দ্বারা সত্য ঘটনা মিথ্যা এবং মিথ্যা ঘটনা সত্যরূপে আদালতে কোন কোন সময়ে প্রমাণিত হয়, ইহা নিবারণের একমাত্র উপায় জেরা। মনে করুন আনন্দ নামক এক সাক্ষী অম্লানবদনে মুখ্য পরীক্ষায় বলিল যে সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক স্থানে রাম অমুক অপরাধ করিয়াছে। প্রথম জেরায় রাম কিম্বা রামের মোক্তার কি উকীল কি কৌন্সলি যার পর নাই দক্ষতার সহিত কুট প্রশ্ন করিয়াও আনন্দকে কিছু মাত্র বিচলিত কি পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট রামকে, রামের মোক্তার উকীল কৌন্সলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আনন্দকে আর জেরা করিবে? হতাশ হইয়া তাঁহারা বলিলেন না। মোকদ্দমা স্থগিত রহিল, সাফাইর সাক্ষী তলব হইল। আনন্দ বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। ইতিমধ্যে রাম, রামের উকীল মোক্তার কৌন্সলী, কি অন্য কেন লোক জ্ঞাত হইল যে কথিত ঘটনার দিবসে

ও সময়ে উক্ত আনন্দ সাক্ষী কথিত ঘটনাস্থানের ১০ ক্রোশ দূরে অমুক স্থানে উপস্থিত ছিল এবং অমুক কাগজ দস্তখত করিয়াছে, এখানে বিবেচনা করুন আনন্দের পুনরায় জেরা হওয়া উচিত কি না। ইহাও বক্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট যদ্যপি রামকে কিম্বা রামের উকীলকে ঐ রাম কৌশলীকে জিজ্ঞাসা করেন যে কেন বিষয়ে জেরা করিবার জন্য আনন্দকে পুনরায় তলব করা হইতেছে, এবং উকীল যে ওর যদ্যপি গুপ্ত কথা তৎকালে প্রকাশ করিয়া ফেলেন তবে রামের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে এমন কি ঐ গুপ্ত স্বাক্ষরিত কাগজ দফা কি অপহৃত হইতে পারে

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা

২৫৭ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন কোন সাক্ষিকে পরীক্ষা বা কূটপরীক্ষার্থ উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন কিন্তু উক্ত প্রার্থনাপত্র কষ্ট দিবার বা বিলম্ব ঘটাইবার বা সুবিচারের উদ্দেশ্য বিফল করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি এই হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

তদ্রূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষিকে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আমানৎ করা যায়

২৫৭ ধারা—সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩৮ ১৩৯ ধারা দেখ

সাফাইর সাক্ষী হাজির হওয়ার জন্য মাজিষ্ট্রেট সমন বাহির করিলে, এবং সেই সমন রীতিমত জারী হওয়ার পরে সাক্ষী যদি নির্দ্ধারিত দিনে হাজীর না হয় তবে সমন জারী করিতে এবং ফেরত পাইতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট পুনরায় সমন জারীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না এ অবস্থায় ৭ই ধারা বর্ত্তে না (নাজমউদ্দিন ই, ল, রি ৪ ক ৫৩)

আসামীর প্রার্থনানুসারে মাজিষ্ট্রেট কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া সাফাইর সাক্ষীদিগকে সমন করিতে অস্বীকার করিয়া আসামীকে শাস্তি দেওয়ায় সেই শাস্তি রদ হইয়াছিল (রামনারায়ণ সিংহ, ই, ল, রি ৮ এ ৩৯২)

যে সকল কারণে মাজিষ্ট্রেট আইনানুসারে আসামীর সাক্ষী তলবের প্রার্থনা নামঞ্জুর করিতে পারেন, তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ প্রার্থনা নামঞ্জুর করিতে পারেন না। (দিল সাহতে, ৮ ব, ল, রি ৭০)

অভিযোগপত্রের পরে আসামী যদিও বলে যে সে কোন সাক্ষীর জবানবন্দি করাইতে চাহেন, তত্রাচ তৎপরে বাদীর পক্ষে পুনরায় সাক্ষীর জবানবন্দি হইলে আসামীর সাফাই সাক্ষী তলব করাইবার অধিকার আছে ঐ মাজিষ্ট্রেট যদি কোন সাক্ষীর নামে সমন দেন, ও সেই সাক্ষী রীতিমত সমনজারী সত্ত্বেও হাজির না হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজির হইবার জন্য বাধ্য করিতে পারে (ধনঞ্জয় চৌধুরি, ই ল রি ১০ ক, ৯৩১) অর্থাৎ ওয়ারেণ্টজারী করিতে পারেন (৯০ ধারা এবং ৫ নং তফসীলের ১ নং পত্র দেখ)

মুক্ত করণের কথা

২৫৮ ধারা এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন

দোষী নির্ণয় করণের কথা।

ঐরূপ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন

২৫৮ ধারা টীকা—২৫৩ ধারা এবং এই ধারার পার্থক্য এই যে ২৫৩ ধারামতে আসামী বাস্তবিক দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে অনিশ্চিত, অর্থাৎ বাদীর পক্ষের প্রমাণ দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই, ২৫৮ ধারামতে তাহার নির্দ্দোষীতা নিশ্চিত, অর্থাৎ বাদীর পক্ষের

সমস্তের আসামীর অপরাধ স্বীকার সাব্যস্ত হওয়ার পর সাফাই [illegible] ইহার চেয়ে সে নির্দোষী ৩৪৬ ও ৩১১ ৫৩১ ৩৬৬ হইতে ৩২৪ ধারা দেখ

বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা

২৫৯ ধারা। প্রণালীক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিরূপিত দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে ও আইনমতে অপরাধের রফা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২১১ ধারা ৩৪৫ ধারা দেখ

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা

২৬০ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও

(১) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং

(২) এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এবং

(৩) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের কোন বেঞ্চ নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন

(ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয় সে অপরাধ

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাপণ যন্ত্রবিষয়ক অপরাধ

(গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন

(ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য

(ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোরাদ্রব্য গ্রহণ বা রাখা।

(চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণের সাহায্য করণ।

(ছ) উক্ত আইনের ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ।

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ

(ঝ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশে অপমান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দেখাওন

(ঞ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ

(ট) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৩৪ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।

২৬০ ধা[illegible] ১৫ ১৬ ২৬১ ২৬২ [illegible] ৪১ ১২০ (খ) [illegible]

[illegible] লিখিত ২৬২ [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সরাসরী বিচারের [illegible] যে [illegible] করিয়াছে তাহা [illegible] অধিক পরিমাণে [illegible] নিম্নলিখিত [illegible] লিপিবদ্ধ করিবেন [illegible] পরিমাণ [illegible] অবলম্বন না [illegible] তবে [illegible] সরাসরী মতে [illegible] বিচার [illegible] সরাসরী মতের বিচার [illegible] নহে [illegible] অপরাধ [illegible] হইয়াছে ২২ উ, বি ২৭ [illegible] একটা দৃষ্টান্ত ৮৮৩ টাকা মূল্যের [illegible] চুরির [illegible]; [illegible] অনুমান [illegible] চুরির বিষয় [illegible] দিলেন, ৮৮, টাকার চুরি [illegible] চুরি সরাসরী মতে বিচার্য নহে [illegible] দঃ বিঃ ১১ [illegible] সরাসরী বিচার করিয়া [illegible] দিলেন, ৪১১ [illegible] মোকদ্দমার [illegible] হাইকোর্ট [illegible] ষ্ট্রেটের হুকুম রদ করিলেন [illegible] বিরুদ্ধে কোন [illegible] এই অপরাধের বিধানের মধ্যে [illegible] অভিপ্রায় [illegible] ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বরং সরাসরী বিচারের [illegible] কোন [illegible] অভিযোগ [illegible] দায়ের হইলে সেই অপরাধানুসারে বিচার [illegible] অবলম্বন পূর্বক [illegible] শাস্তি [illegible] সোপর্দ্দ করাই ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য যখন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে অভিযোগ ২৬০ ধারায় বর্ণিত অপরাধ সমূহের কোন অপরাধ, তখন বিশেষ [illegible] মতে [illegible] বিচার করা উচিত (চন্দ্রশেখর ঠাকুর, ২২ উ, বি, ২১),

ম্যাজিষ্ট্রেট যতক্ষণ [illegible] বাদীর [illegible] হইতে দেখাইতে [illegible] দাবী [illegible] কেবল অতি রঞ্জিত এবং বিশ্বাস যোগ্য নহে, ততক্ষণ [illegible] বিচার করিতে ম্যাজিষ্ট্রেট বাধ্য বাদীর নালিশ এবং সাক্ষীর [illegible] অতিরঞ্জিত হইয়াছিল, সুতরাং দঃ বিঃ ১৪৪ ধারার অপরাধ হইয়াছিল, যাহার বিচার সরাসরী মতে হইতে পারে না কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট দঃ বিঃ ১৪৩ ধারা ধরিয়া সরাসরী বিচার করিলেন, [illegible] সরাসরী [illegible] হুকুম হইয়াছিল (ভাদু [illegible], ৩ ক, [illegible] ৪৭ [illegible] চন্দ্র [illegible], ১ ন, [illegible] ১৩৪ [illegible], ২ ব, [illegible] ৩ ৪, [illegible] ২৬, [illegible] ৮ [illegible] চট্টোপাধ্যায়, ২৫ উ, বি ১৯ [illegible] আলী, ২৩ উ, বি ৬৫),

বাদীর জমিতে [illegible] চরাইবার [illegible] দঃ বিঃ ৩৬১ [illegible] হইয়াছিল বিচার [illegible] সরাসরী হইয়াছিল [illegible] একটা ক্ষুদ্র মোকদ্দমা [illegible] বাদী ও তিন দী উভয় [illegible] অপরাধ [illegible] এবং [illegible] চেষ্টা করিয়াছিল ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২২১ ধারা (বর্তমান ২৬৩ [illegible]) অনুসারে বিচার হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] হাইকোর্ট [illegible] মোকদ্দমার সরাসরী বিচার ২২১ ধারার (এক্ষণে ২৬৩ ধারার) [illegible] যাহাতে সামান্য প্রমাণ আবশ্যক এমন ছোট সরল মোকদ্দমায় [illegible] বিচার বিধেয় [illegible] দাবী হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সরাসরী বিচার করিবার অধিকার থাকে না [illegible] বিচার [illegible] প্রকাশ [illegible] বিচারে [illegible] হইয়া উভয় [illegible] উচিত [illegible] অপরাধ করিয়াছে বলা যথেষ্ট নহে, [illegible] অপরাধ হয় না ([illegible] সিং, ২৫ উ, বি ৬৫)

নূ্যন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা

২৬১ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

(ক) যে [illegible] ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির [illegible] ২১৮ ও ২৭৯ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৮৯ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২৩ ও ৩৩৪ ও ৩৩৬ ও ৩৪২ ও ৩৫২ ও ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার বিরুদ্ধে হয়

(খ) মিউনিসিপ্যাল আইনের বিপক্ষে ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগর পরিপাটী

করণসূচক ধারার বিপক্ষে যে যে অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেই সেই অপরাধ

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ

২৬১ ধারা ৪০৭ ৪১৪ ধারা দেখ

যে যে মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইতে পারে সেই সেই মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা

২৬২ ধারা। এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাল্লিখিত যে যে মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইল তদ্ভিন্ন সমনের মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালী চলিবে ও ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমায় ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে

কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা।

এই অধ্যায়মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে তিন মাসের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না

২৬২ ধারা এই ধারায় কারাদণ্ডের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা কেবল মূল কারাদণ্ডের জরিমানা না দিলে যে কার দণ্ড হইবে তাহার নহে (আসগর আলী, ই, ল, রি ৮ এ ৬১),

দঃ বিঃ ৭৩ অংবা এই আইনের ৩২ (ব) ধার মতে দণ্ড গণিত র সঙ্গে এই ধারার কোন সম্বন্ধ নাই (আমিন খঁ, ই, ল, রি, ৬ এ, ৮৩)

যে মোকদ্দমার আপীল নাই সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা

২৬৩ ধারা যে যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত অভিযোগপত্রও লিখিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তিনি কি তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে এই এই কথা লিখিবেন

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদীর নাম

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা এবং ২৬০ ধারার (ঘ), (ঙ) বা (চ) প্রকরণের অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে সে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে তাহার মূল্য

(ছ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা

(ঞ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা ও

(ট) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা।

২৬৩ ধারা ১৫ ৩৪২ ৩৬৪ ৪০৪ ৪০৮ ৪১৪ ৪১৭ ৫৩০ (খ) ধারা দেখ

এই ধারার লিখিত নিয়ম সকলের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়া মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করা কর্ত্তব্য (জহরি সিংহ, ২২ উ, বি, ২৮),

যে সকল বাবতে আসামীর প্রতি দণ্ডবিধান করা হইয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া না লেখার কারণে আসামীকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল (পঞ্জাব সিংহ, ই, ল, রি, ৬ কঃ ৫৭৯ হুসয়ন শাহা ই, ল, রি, ৮ কঃ ১৯৫),

ঐ সকল কারণ ভ্রম বশতঃ প্রথমে না লেখা হইলে, পরে লিখিলেও ভ্রম সংশোধন হয়, এবং হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেন না (দৌলত সিংহ ৬ ক, ল, রি, ২৭৩),

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

২৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের কি বেঞ্চের সরাসরীমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমার উপর আপীল থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ যে সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন, দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই সাক্ষ্যের মর্ম্ম এবং ২৬৩ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

এই ধারার মধ্যে যে যে মোকদ্দমা আইসে তাহার সেই নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকার্ড থাকিবে না।

২৬৪ ধারা। যদিও প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দীর সারাংশ লিখিবার আবশ্যকতা নাই, তথাচ সমস্ত প্রমাণের সারাংশ লেখা আবশ্যক। কৃষ্ণধন দত্ত বঃ শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ২৫ উ, রি, ৬।

ঐরূপ সারাংশ না লেখার কারণে কলিকাতা হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা রদ করিয়াছিলেন (খেরাজ মোল্লা, ২০ উ, রি, ১৩),

কিন্তু ঐরূপ অবস্থায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটকে রায় লিখিয়া দোষ সংশোধন করিতে, আবশ্যক বিবেচনা করিলে তজ্জন্য পুনর্ব্বার সাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিতে, অথবা পুনর্ব্বিচার করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন (করণ সিংহ, ই ল রি, ১ এ, ৬৮০)

রিকার্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৬৫ ধারা। ২৬৩ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায় ও ২৬৫ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায়, হয় ইংরাজী ভাষায় না হয় আদালতের ভাষায় অথবা বিচারপতি অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন সেই আদালতের আদেশ হইলে ঐ বিচারপতির স্বদেশীয় ভাষায় সেই রিকার্ড ও নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে।

বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটদের যে বেঞ্চ সরাসরীমতে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বেঞ্চ অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন তাঁহাদিগকে সেই আদালতের নিযুক্ত একজন আমলা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি লিখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকার্ড কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ বেঞ্চের যতজন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালান, তাঁহারা প্রত্যেকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

২০৬ ধারা দেখ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাইকোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

"হাইকোর্ট" শব্দের অর্থের কথা।

২৬৬ ধারা। মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে যে সকল হাইকোর্ট স্থাপন হইয়াছে কি হইবে, ২৭৬ ও ৩০১ ধারা ছাড়া এই অধ্যায়ে "হাইকোর্ট" শব্দে সেই সকল হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফকোর্ট এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল আদালত এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী হাইকোর্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল আদালত বুঝাইবে।

২৬৬ ধারা। ৪ ধারার (গ) প্রকরণ দেখ।

হাইকোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা

২৬৭ ধারা। এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয়, সকলই জুরির সহযোগে হইবে।

এবং এই আইনমতে কিম্বা মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে যে হাইকোর্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহার পেটেণ্টপত্রেতে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাইকোর্টের প্রতি অর্পিত হয় এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও ঐ হাইকোর্ট আদেশ করিলে জুরির সহযোগে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে।

২৬৭ ধারা। হাইকোর্টে কোন মোকদ্দমা উঠিলে কোথায় তাহার বিচার করা যায় তদ্বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত ৫২৬ ধারা দেখ।

সেশন আদালতের জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা

২৬৮ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয়, তাহা জুরির দ্বারা অথবা দুই কি তদধিক জন আসেসরের সহকারিতায় করা যাইবে।

২৬৮ ধারা। জুরি ও আসেসরগণ দঃ বিঃ ২১ ধারার মর্ম্মানুসারে সরকারী কার্য্যকারক।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা

২৬৯ ধারা। কোন জিলার সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোন কোন শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আদেশপত্র প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

কোন কোনটী জুরির বিচার্য্য ও কোন কোনটী জুরির বিচার্য্য নহে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের নিমিত্ত এক কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে তন্মধ্যে যে যে বিচার জুরির বিচার্য্য সেই সেই অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা ও যে যে অপরাধ জুরির বিচার্য্য নহে সেই সেই অপরাধের বিচার আসেসর স্বরূপ জুরেরের সহায়ে সেশন আদালতের দ্বারা হইবে।

২৬৯ ধারা। যে মোকদ্দমার বিচার আসেসর দ্বারা হওয়া উচিত তাহা জুরি দ্বারা হইলে অকর্ম্মণ্য হইবে না, কিন্তু আসেসর দ্বারা হইলে যুক্ত স্বপক্ষে অসমীচীনরূপে প্রমাণ করিতে পারিত, জুরিদ্বারা হওয়াতে সেইরূপ পারিবে এবং উহার ঐ অধিকারের কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। (মহিমচন্দ্র দাস, ই, ৬, বি, ৩ কঃ ৭১৫)

একটী মোকদ্দমার কতক অংশ জুরি, আর কতক অংশ আসেসর দ্বারা বিচার্য্য এরূপ একটী মোকদ্দমা অনবধানতা বশতঃ জুরির দ্বারা বিচারিত হয়। জুরিরা মত প্রকাশ করার পর প্রকাশ পাইল যে অংশের আসেসর দ্বারা বিচার হওয়া উচিত ছিল। যে সকল অপরাধের বিচার আসেসর দ্বারা হওয়া উচিত ছিল তাহা জুরি দ্বারা হওয়া সত্ত্বেও যেন আসেসর দ্বারা হইয়াছে জজ সাহেব এমত বিবেচনায় জুরির মতের বিরুদ্ধে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলেন। জজ সাহেব এরূপ করিতে পারেন না। জুরির মত প্রকাশ হওয়ার পরে জুরির বিচার অসিদ্ধ হইতে পারে না। (ভুতনাথ দে ৪ ক ল, রি, ৪০৫)

সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচারকার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা

২৭০ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচারকালে রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

২৭০ ধারা। ৯২ ৪৯৩ ধারা দেখ।

হাইকোর্টের আজ্ঞাতে কেহ জেলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া অভিযোগের কার্য্য চালাইতে পারেন। (গঙ্গাধর সরকার, ২৩ উ রি ১৪)

সাক্ষী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহা কুটপ্রশ্নে ব্যবহার ব্যতিরেকে মুখ্য পরীক্ষায় গ্রাহ্য হইতে পারে না। (রামচন্দ্র সরকার দি. ১৩ উ, রি ১৮)

খ —কার্য্যারম্ভের বিধি।

বিচার আরম্ভ করণের কথা

২১১ ধারা আদালত বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে ও তাহার নিকট অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, তুমি এই পত্রলিখিত অপরাধের অপরাধী না বিচার হইবার দাওয়া রাখ?

অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে

২১১ ধারা ২২৩ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩১ ৩১০ ধারা দেখ

নথিতে প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে অভিযোগপত্র আসামীকে পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (গোপাল ধানুক, ই ল রি ৭ ক, ৯৬ ৮ ক ল রি ৪৭১

আসামী আপন মুখে জবাব দিবে তাহার উকীল অথবা কৌন্সিলি দ্বারা জবাব দেওয়া উচিত নহে। উপযুক্ত সময়ে তাহার উকীল অথবা কৌন্সিলি তাহার সপক্ষে আদালতকে সম্বোধন করিবেন (রূপা গোয়াল, ১৫ উ, রি ৪২)

যে অপরাধের বিশেষ অর্থ আছে (যেমন ডাকাতি নরহত্যা বধ) তৎসম্বন্ধে অভিযোগ হইলে বিশেষ অর্থ আসামীকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, অমুককে মারিয়া ফেলিয়াছি স্বীকার করিলে আপনাকে অপরাধী স্বীকার করা হয় না একটী অপরাধের সমস্ত লক্ষণ স্বীকার না করিলে সেই অপরাধ স্বীকার করা হয় না (ভৈরব বলী, ই ল রি ৫ ক, ৮২৩ তারাচাঁদ ২৩ রি ১১ ৬১, নিত ইংরাজ, ই ল রি ১১ ক, ৪১০ গোপাল ধানুক, ৮ ক ল রি ৪৭১ ই ল রি ১ ক, ৯৬)

যদি আসামী স্বীকার করে যে সে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে কিন্তু তৎকালে তাহার স্থিতচিত্ত জ্ঞান ছিল না, তাহা হইলে রীতিমত বিচার করা উচিত (ভেস্বালী ই ল রি ৫ ক ৮২৩, চেতারাম ৫ ৭ ১১০)

যদি আসামী আপনাকে অপরাধী স্বীকার করে তবে জুরি কি আসেসরদের মত অথবা নিয়োগ অনাবশ্যক (শ্রীকান্ত ঘোষাল, ১০ উ রি ৪৩ ২ বে ল রি ২৮ ফু)

অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

২১২ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কি অপরাধী স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে, আদালত পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্ত না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি কি আসেসরদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন ক্রমশঃ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন

২৭২ ধারা ৩৪২ ৪৯৬ ধারা দেখ

আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে সাব্যস্ত করিতে হইলে, সে প্রকৃত যে কথাগুলি বলিয়াছে তাহা নিরূপণ করা উচিত আসামীর স্বীকারের কথা সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষী পরীক্ষিত হয় ঐ সকল সাক্ষী আসামীকে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল, আসামী যেরূপ জবাব দিয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা তাহারা যেরূপ অনুমান করিয়াছিল কেবল তাহাই আদালতের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে (সে ঠিক কি কথাগুলি বলিয়াছিল এবং সেই সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি আদালতের নির্ণয় করা উচিত)

যে স্থলে আসামী, দুইটী বিভিন্ন রূপ উক্তি করে ও তাহার মধ্যে একটীতে অপরাধ স্বীকার করে এবং অপরটীতে অস্বীকার করে প্রকাশ পায় সে স্থলে প্রথম উক্তিটী তাহার বিপক্ষে গ্রহণ করা উচিত, দ্বিতীয়

উক্তিটীও তাহার সপক্ষতায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য একটী উক্তি ত্যাগ করিয়া অপর উক্তিটী বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে আদালতের উভয় উক্তি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক লেখিত নথিতে যে সকল দলিল থাকে, তাহা যদিও সেশন আদালতে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত না হয়, তথাপি তাহার সপক্ষ হইলে আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন (সবজান বে ল রি ৩৩২)

আসামী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিয়া, সেশন আদালতে অস্বীকার করিলে, জজ সাহেব রীতিমত বিচার না করিয়া তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন না (হরমুখ ২ এ, ৪৭৯)

অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা

২৭৩ ধারা হাইকোর্টের সম্মুখে বিচার হইলে, অভিযোগের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রতিপোষণ হইবার আইনমত প্রমাণ নাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে বিচারপতি অভিযোগপত্রের উপর সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা

ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত হইবে

২৭৩ ধারা। ৪৩৭ ৪৯৪ ধারা দেখ।

গ —জুরি নির্ব্বাচনের বিধি

কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা

২৭৪ ধারা হাইকোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলার মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে তিন জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি করা যাইবে

২৭৪ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপ অথবা আমেরিকা দেশবাসী না হইলে বঙ্গদেশ প্রদেশে ৫ জন জুরি নিযুক্ত করিতে হইবে (কলিকাতা গেজেট ১৮৭৩ সাল, প্রথম খণ্ড, ৭৪১ পৃঃ)

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে উক্ত গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২৪ পরগণা হুগলি, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পাটনা, এবং ঢাকা জেলায় ইং ১৮৬২ সাল হইতে দঃ বিঃ অষ্টম, একাদশ ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের অপরাধ এবং ঐ সকল অপরাধের সহায়তা কিম্বা উদ্যোগ সম্বন্ধে সেশন আদালতের বিচার জুরি দ্বারা হইয়া আসিতেছে (কলিকাতা গেজেট, ১৮৬২ সাল ৮৭ ২০৪১ ৩৪১৬ পৃঃ) এই প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু বিলাত পর্য্যন্ত অনেক আন্দোলনের পর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (কলিকাতা গেজেট ১৮ সাল পৃঃ ১৮ সাল পৃঃ)

সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা

২৭৫ ধারা সেশন আদালতে জুরির দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে জুরির অধিকাংশ ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া হইবে

২৭৫ ধারা অপর কোন আসামী জনৈক ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সহিত একত্রে অভিযুক্ত হইলে জুরিগণের মধ্যে পাঁচজন ইউরোপ অথবা আমেরিক দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য জুরি দ্বারা বিচারিত হইবার জন্য দাবী করিতে পারে না (লালু ভাই গোপাল দাস, ই ল রি ১ ব, ২৩০ পৃঃ) ৪৪১ ধারা দেখ

গুলিবাট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা

২৭৬ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে সমন করা যায় হাইকোর্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে গুলিবাট করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে

উপবিধি

বর্ত্তমান রীতি চলিবার কথা।

(১) কিন্তু এইক্ষণে কোন জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে, যত দিন উক্ত আদালতের নিমিত্ত এই ধারামত বিধি প্রচার না হয় তত দিন সেই রীতি চলিবে

যাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা

(২) জুরিতে যত জন লোকের প্রয়োজন যাঁহাদিগকে সমন করা গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে তত জন না থাকিলে, অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক মনোনীত করিয়া, সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে।

বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।

(৩) কোন রাজধানীতে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে (ক) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা।

(খ) অন্য কোন স্থলে হাইকোর্টের এক জন জজ আদেশ করিলে, পশ্চান্নির্দিষ্ট বিশেষ জুরির ফর্দ্দ হইতে জুররদিগকে মনোনীত করা যাইবে।

জুরির নাম ডাকিবার কথা।

২৭৭ ধারা। জুরির এক এক ব্যক্তি মনোনীত হইলে, তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকা যাইবে, ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হইবার কোন আপত্তি আছে কি না

জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযোক্তা জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন, ও তাঁহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে।

কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা।

কিন্তু হাইকোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে ও অভিযুক্ত একই কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

২৭৭ ধারা 'অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন,"

বাবু কেদারনাথ বসু কর্ত্তৃক ১২৯৯ সালের প্রকাশিত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইন, এবং বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দেব এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত সটীক ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন, এই দুই খান বাঙ্গালা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে এই ধারার উপরোক্ত অংশে কিম্বা এবং "জুরির কথা দ্বয়ের মধ্যে অভিযুক্তা কথা আছে 'অভিযুক্ত পুংলিঙ্গ ব্যক্তির বিশেষণ অভিযুক্তা স্ত্রীলিঙ্গ; "অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্তা এই কথাগুলির অর্থ—অভিযুক্ত পুরুষ কিম্বা অভিযুক্তা স্ত্রী কিন্তু আইনের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ইংরাজীতে আছে "accused" or "prosecutor," অতএব কিম্বা এবং 'জুরির' কথা দ্বয়ের মধ্যে অভিযোক্তা স্থলে 'অভিযুক্তা' হইয়াছে অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি (প্রতিবাদী) কিম্বা অভিযোক্তা (বাদী) জুরির, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন

আপত্তির কারণের কথা

২১৮ ধারা। পশ্চাল্লিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তি করা যায় তাহা আদালতের হৃদ্বোধজনক হইলে গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি

(খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি যথা তিনি ভিন্নদেশের লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে কিম্বা আইনের তুল্য বলের কোন নিয়মমতে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক বলিয়া যে আপত্তি

(গ) তিনি আচারক্রমে কিম্বা ধর্ম্ম সংক্রান্ত মানত করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন

(ঙ) তিনি পোলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পোলীস সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহার এমত কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে হেতুক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুররের কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন হেতুক থাকার হেতু

আপত্তি নিষ্পত্তির কথা

২১৯ ধারা। কোন জুরর সম্বন্ধে যে আপত্তি করা যায় সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সময়মতে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। ২১৬ ধারার বিধানমতে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ফর্দ্দে যাহার নাম লেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমন কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে, সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২১৮ ধারামত কোন আপত্তি না হয়, হইলেও গ্রাহ্য না হয়

জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা

২২০ ধারা। জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের এক জনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন

ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই এই, জুরি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি জ্ঞাত করিবেন এবং

জুরি বা কোন জুরর আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন

ঐ জুরির অধিপতি পদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে জজ যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন

জুররদিগকে শপথ দিবার কথা

২৮১ ধারা জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনমত জুররদিগকে শপথ দেওয়া যাইবে

জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা

২৮২ ধারা জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচারকার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচারের তাবৎ কাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলেও যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, কিম্বা যদি দেখা যায় যে, জুরির কোন ব্যক্তি যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া হয় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না কিম্বা ঐ সাক্ষ্য দোভাষির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া গেলে যে ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না, তবে একজন নূতন জুরর গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন

ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ বিচার হইবে

২৮২ ধারা ৩৩১ ধারা দেখ

আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা

২৮৩ ধারা আসামী পীড়া প্রযুক্ত আদালতের সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন

ঘ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

আসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা

২৮৪ ধারা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে আসেসরদের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা যায় জজ সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা তদধিক আসেসর মনোনীত করা যাইবে

২৮৪ ধারা ২১৭ ৪৫১ ধারা দেখ

আসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮৫ ধারা আসেসরদের সাহায্যে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন আসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে, অথবা অনুপস্থিত হইলেও তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে, অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য্য চলিবে

বিচারকরণ সময়ে সকল আসেসরেরই উপস্থিত হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাঁহারা আপনারাই অনুপস্থিত হইলে, আরম্ভ নিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে।

২৮৫ ধারা ৩৩১ ধারা দেখ

৬ —অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা

২৮৬ ধারা জুরর ও আসেসরদিগকে মনোনীত করা গেলে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অভিযোক্তা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্য দ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার সূচনা করিবেন

সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবার কথা

তদনন্তর তিনি আপনার সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবেন

২৮৬ ধারা সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩৫ ধারা দেখ

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা

২৮৭ ধারা যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া যথাবিধি লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহা অভিযোক্তা প্রমাণস্বরূপ দিবেন ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইবে।

২৮৭ ধারা ৫৩৩ ধারা এবং সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৮০ ধারা দেখ

যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া যথাবিধি লিপিবদ্ধ হইলে তাহা প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করা অভিযোক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না জজ তাহা অবশ্যই প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য (গোপ [illegible] ১১ উ [illegible] ৩)

সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসামী [illegible] অপরাধ স্বীকার করিলে, সেশন জজ সেই সকল স্বীকার উক্তি [illegible] বলিয়া আসামীকে [illegible] তাহার [illegible] আছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য নহেন ([illegible])

আসামীর সমস্ত উক্তি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য একটা মোকদ্দমায় আসামী মাজিষ্ট্রেটের নিকট বলিয়াছিল যে সে ডাকাইতগণের সহিত কিয়দ্দূর গিয়াছিল কিন্তু যখন জানিল যে তাহারা ডাকাইতি করিতে যাইতেছে, তৎক্ষণাৎ সে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহাদের সহিত আর কোন সংস্রব রাখে নাই এই উক্তি ব্যতিরিক্ত তাহার বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ ছিল না ইহা প্রমাণ নহে বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ায় আসামী খালাস পাইয়াছিল (গিরিধারী মাজী, ১৬ রি ৩১, শেখ বুধু ৮ উ রি ৩৮, কুম্ভ মণ্ডল ৭উ রি ৭)

যদি কোন আসামী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিয়া, সেশন আদালতে বলে যে সে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ স্বীকার করে নাই কিম্বা পোলীসের পীড়নে, ভয়ে, কিম্বা আশ্বাসে করিয়াছিল, তথাচ তাহার সেই স্বীকারোক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য এবং তাহার শাস্তির জন্য যথেষ্ট হইবে, যদি মাজিষ্ট্রেটের হৃদয়ঙ্গম হয় যে আসামী পোলীসের বিনা পীড়নে, ভয়ে, কিম্বা আশ্বাসে বাস্তবিক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল (শ্রীমতী মথুরা, ৬ উ রি ৮১ ঝড়ী, ৭ উ রি ৪১, শ্রীমতী জেনা, ৮ উ, রি ৪০) স্বীকার উক্তির প্রমাণ এক অন্য কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেও দণ্ড হইতে পারে (রণজিত সাওতাল, ৬ উ, রি ৭৩ ছকু খাঁ, ৫ উ রি [illegible] ০, ভুকনবাজ খাঁ, ১২উ, রি ৪৯) সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৮০ ধারা দেখ

কিন্তু যে স্থলে আসামী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথমতঃ অপরাধ স্বীকার করিয়া পরে অস্বীকার করে, এবং পোলীসের অকর্ত্তব্যতা প্রমাণিত হয়, সে স্থলে প্রতিপোষক প্রমাণ ব্যতিরিক্ত কেবল ঐরূপ স্বীকার উক্তির উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দণ্ডবিধান করা যায় না (সফর উদ্দিন দিং, ২ ক, ল রি ১৩২)

যদি আসামী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া সেশন আদালতে অস্বীকার করে এবং বলে যে পোলীসের পীড়নে স্বীকার করিয়াছিল, তবে পোলীস আসামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল এবং আসামী কি কারণে স্বীকার করিয়াছিল তদ্বিষয়ের নির্ণয় করিবার জন্য আসামীর সহিত যে যে পোলীস কার্য্যকারকের সংস্রব ছিল তাহাদের সকলকে পরীক্ষা করা আবশ্যক ([illegible] ১৮৮[illegible] পৃ, ৫৯)

সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩০ ধারা দেখ।

যদ্যপি দুইজন অভিযুক্ত ব্যক্তি একত্রে বিচারিত হয় ও একজন অপরকে এবং আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে যদিও ঐরূপ স্বীকার উক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত প্রমাণ, তথাচ অন্য কোন প্রমাণ উহার পোষকতায় না থাকিলে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না (আশুতোষ চক্রবর্ত্তী বিঃ, ই ল রি ৪ ক, ৪৮৩ আকবর আলী ১০ উ, রি, ৫৭ সহিদ ই ল রি ৭ মা ৫১৮ বাল গাঙ্গাধর ই, ল রি ৫ ব ৬১ গোবিন্দ বাপু বিঃ রাউল, ১১ ব ২৭৮ জগ ... ই, ল, রি ২ এ ২৪৪ বেনা ভগ বান, ১০ বেল রি ১৫২ মানিক মন্ডল বিঃ ই, ল রি ৬ ব ২৮৩),

প্রথমস্থলীয় তদন্ত লইবার সময় যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা

২৮৮ ধারা যে সাক্ষিকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা যায় সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল তাহা যদি নিয়মিতরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আধিপত্যকারি জজের বিবেচনামতে তাহা মোকদ্দমার প্রমাণ মধ্যে ধরা যাইতে পারিবে

২৮৮ ধারা এই ধারার প্রয়োগের নিমিত্ত হাইকোর্ট কিম্বা সেশন আদালতে এবং মাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসামির সাক্ষাতে সাক্ষীর পরীক্ষা, এবং জেরা অথবা জেরা পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক (মোজাহর নাম, ২৪ উ রি ১১ ... বিঃ ক ঃ ২৫ ২ ৮০)

সাক্ষীগণ মাজিষ্ট্রেটের আদালতে যেরূপ জবানবন্দি দিয়াছিল, যদি সেশন আদালতে সেরূপ না দিয়া যথার্থ বিষয় গোপন করে, এবং মাজিষ্ট্রেটের আদালতে যাহা বলিয়াছিল তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে, তবে সেই পূর্ব্ব জবানবন্দি প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করাই এই ধারার উদ্দেশ্য (মুনু ই, ল, রি, ২ এ ৬৪৬ অর্জুন সেখ ... ১১ ম ১৯১ আমান উল্ল, ২১ উ, রি ৪৭ ১২ বে, ল, রি ১৫ এপঃ, দেবী সহায় ই, ল, রি ৭ এ ৩৬২)

সহাপরাধীর পূর্ব্ব উক্তি যদিও এই ধারামতে অগ্রাহ্য নহে তথাচ তাহার মূল্য অতি অল্প, অতএব তাহার উপর নির্ভর করিয়া আসামির দণ্ডবিধান করা উচিত নহে (... ম, রি ৬৬, ... ১৩ ম, ল রি ৩২৩ ... এ ৩১৭)

কি কি অবস্থায় ... মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ... হয় ৫০৩ হইতে ৫০৮ ও ৫১২ এবং সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩৩ ধারা দেখ

অভিযোক্তার সাক্ষিদের পরীক্ষার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা

২৮৯ ধারা অভিযোগের পক্ষ সাক্ষিদের পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায় তাহা সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহেন কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে

সে যদি না বলে তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিবেন তাহা হইলে পর যদি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে, সেই ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে, কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি

অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করেন ও আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিবেন।

২৮৯ ধারা। একটী মোকদ্দমায় অভিযোক্তা পক্ষের সাক্ষীগণের পরীক্ষা শেষ হইলে পর জজ সাহেব ঐ সাক্ষীগণকে বরাবর কূট পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্ত হইল যে সাক্ষ্যবিধির ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩৮ ধারার বিধানের বিপরীত সাক্ষীর পরীক্ষা করা জজের ক্ষমতা নহে। ইহা উভয় পক্ষের উকীলের কার্য্য, কিন্তু যদি কোন পক্ষে কোন আবশ্যকীয় বিষয়ে প্রশ্ন করিতে বিস্মৃত হন, তবে সেই সম্বন্ধে সাক্ষীকে প্রশ্ন করা আদালতের কর্ত্তব্য (ভুবনকম ই ল রি ৬ ক ২১)।

সুবিচারই অভিযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোন আসামীর দণ্ড নহে। কি প্রমাণ আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে, তাহা অভিযোক্তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার জন্য যে যে প্রাসঙ্গিক প্রমাণ আইনানুসারে আবশ্যক তৎসমস্ত আদালতে উপস্থিত করিতে অভিযোক্তা বাধ্য, সুতরাং অভিযোক্তা যদি কোন আবশ্যক সাক্ষীকে উপস্থিত না করেন, কিম্বা উপস্থিত করিবার জন্য সমন ইত্যাদি দ্বারা চেষ্টা না করেন, অথবা উপস্থিত থাকিলেও না ডাকেন অর্থাৎ পরীক্ষা করিতে অস্বীকার করেন, অথচ ঐ সাক্ষী যে সত্য কথা বলিবে না এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ দর্শাইতে না পারেন তবে আদালত অভিযোগের সত্যতার বিরুদ্ধে অনুমান করিতে পারেন। বাদীর পক্ষে কোন সাক্ষীকে আসামীর পক্ষ সমন করাইলে, সেই সাক্ষী যে বাদীর পক্ষে সত্য কথা বলিবে না এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কেবল সমন হওয়াই যথেষ্ট কারণ নহে। কিন্তু এইটুকু পার্থক্য আছে যে আসামীর পক্ষে ঐরূপ কার্য্য হইলে আসামীর বিরুদ্ধে ঐরূপ অনুমান হয় না। কারণ আত্মরক্ষা ব্যতীত তাহার আর কোন কর্ত্তব্য কার্য্য নাই। প্রতিবাদী যেরূপে ইচ্ছা সেই রূপে প্রতিবাদ করিতে পারে। যদি কোন আবশ্যক সাক্ষী পক্ষপাতী হয়, তবে তাহাকে ডাকা বাদীর অবশ্য কর্ত্তব্য, যদিও বিশ্বাসী হয়, তবে তাহাকে না ডাকার জন্য প্রতিবাদীর প্রতি যে কোনরূপ কোন বিশেষ দোষ (মন্মথ ভট্ট, ১০ ব ল রি ১২১ ই ল রি ৮ ক ১২১, টয়া, ই ল রি ৭ এ ৯০৪, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, ই ল রি ১০ ক ১০)।

প্রেরণকারী ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা পরীক্ষিত বিধায় অভিযোগের পক্ষে অনুক্ত কোন সাক্ষীর প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া, সেশন আদালতে পরীক্ষা না হয় তজ্জন্য প্রতিবাদীর পক্ষে কূট পরীক্ষার জন্য তাহাকে তথায় উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩৭ ধারামতে অনুক্ত এবং পরীক্ষিত সাক্ষীর কূট পরীক্ষাও অনিবার্য্য (গিরিশচন্দ্র তালুকদার ই ল রি ৫ ক ৬১৪ ৫ ক ল রি ৩৬৪)।

কিন্তু বোম্বাই হাইকোর্ট বলেন যে অভিযোক্তা আইনানুসারে কোন বিধানমতে উক্ত সাক্ষিগণকে হাজির করিতে বাধ্য নহেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল আবশ্যকমতে তাহাদিগকে তলব করাইতে পারেন অথবা অভিযোক্তার পক্ষে বিচারকালে তাহাদের পরীক্ষা, কিম্বা কূট পরীক্ষার জন্য উপস্থিত না করার বিষয়ে বক্তৃতা করিতে পারেন (ফাতেচাঁদ ভগচাঁদ, ৫ ব ৮৫)।

প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকিলে আসেসরদের মত লওয়া অনাবশ্যক (পার্ব্বতী, ১৫ ব ৮২)

কিন্তু কোন প্রমাণ থাকিলে এবং সেই প্রমাণ জজ সাহেব বিশ্বাসযোগ্য নহে বিবেচনা করিলেও, আসেসরদের মত লওয়া উচিত (শম্ভু, ই ল রি ৯ ক ৮৭৫)

যদি এমন সাক্ষ্য থাকে যে তাহা বিশ্বাস করিলেও প্রমাণ হয় না, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী বলিয়া মত প্রকাশ করিতে জুররদিগকে উপদেশ দেওয়া জজ সাহেবের কর্ত্তব্য (রতনদাস, ১৬ উ রি ১৯)

যদি সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য কি না বিবেচ্য হয় এবং জজ সাহেব স্বয়ং সেই সাক্ষ্য অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলেও জুরির মতামতের উপর নির্ভর করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য (হংশা, ১৬ উ রি ২০)

যদি রাজকীয় অভিযোক্তার সঙ্গে অভিযোগের পক্ষে অন্য উকীল কি কৌনসিলি থাকেন, তবে রাজকীয় অভিযোক্তার অনুমতিক্রমে উঁহার সাহায্যকারী উকীল কৌনসিলি মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারেন (নারায়ণ গোপাল, ১১ ব ১২২)

আইনে লিখিত প্রতিবাদ নিষেধের কোন বিধান নাই। আসামীর পক্ষে যদি লিখিত প্রতিবাদ দাখিল হয়, তবে তাহা গ্রহণ করা উচিত (মাধব জীবা, ২ আত। ৩৫৬)

প্রতিবাদের ধরণ কি তৎসম্বন্ধে বলিতে কিছু লেখা না থাকিলে যদিও সম্পূর্ণ। যদি আসামী তাহার প্রতিবাদে কোন জবাব দেয় অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন জবাব না দেয় এবং আদালতের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে তবে তাহাই, কিম্বা প্রতিবাদের ধরণ জ্ঞাপক অন্য কোন কিছুই না থাকে,

এবং তাহার দীর্ঘ পরে কোন বক্তৃতা করে, তবে বক্তৃতা শুনিতে বিপক্ষের অধিকার থাকে (গোপাল হাজরা, ১৫ উ, রি ১৬)

প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষিদের পরীক্ষার পর জজ সাহেব অভিযোগকারীর পক্ষে একজন সাক্ষিকে পুনঃ পরীক্ষা করান। জজ সাহেবের আজ্ঞাধীন হইয়া পুনর্বিচারের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং প্রতিবাদের সাক্ষির পরীক্ষার পর ঐ সাক্ষিকে তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদী কোন প্রতিবাদ করিবার বিষয় সাক্ষ্য দিবার সুযোগ পায় নাই (আমানউল্লা, ১৩ উ রি ১৫)

কিন্তু যে স্থলে এ সাক্ষী দিবার সুযোগ পাইয়াছিল সে স্থলে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই (আমকিশোর বনাম ২৩ উ, রি ৩১)

অপরাপর কোন উকীল কিম্বা কৌঁশিলি বিপক্ষের প্রধান উকীল কিম্বা কৌঁশিলির অথবা আসামীর সম্মতি এবং আদালতের অনুমতি লইয়া ইংরাজিতে বক্তৃতা করিতে পারেন (ক হ কো, সরলঃ ৪৩ ১৫ ও ৬৯)

প্রতিবাদের কথা

২৯০ ধারা। অনন্তর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার সপক্ষ উকীল যে বৃত্তান্ত কি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে চাহেন ও তাঁহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা আবশ্যক হয় তাহা বলিয়া স্বীয় প্রতিবাদ সূচনা করিবেন। তৎপরে তাঁহার স্বপক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও তাহাদের কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২৯০ ধারা। ২৫৬। ৩৪০ ধারা দেখ

সাক্ষিদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা

২৯১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষির নাম দেয় নাই এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তাঁহাকে সাক্ষিদের যে নাম নির্দ্দিষ্ট দেওয়া যায় সেই নির্দ্দিষ্টপত্রে যে সাক্ষিদের নাম লেখা থাকে ২১১ ও ২৩১ ধারার বিধানের স্থলভিন্ন অন্য স্থলে সেই সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

২৯১ ধারা। কোন কোন সাক্ষিকে আসামী পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাহা নিশ্চয় করা সেশন জজের কর্ত্তব্য। সেশন জজ এরূপ না করিয়া তাহাদের মধ্যে আসামীর প্রতিবাদ না করার পর সে বলিয়াছিল যে সে কতকগুলি সাক্ষিকে তলব করাইতে ইচ্ছুক ছিল কিন্তু মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সমন করেন নাই, এস্থলে সেশন জজ সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা রদ হইয়া আসামীর সাক্ষিদিগকে তলব করাইবার সুযোগ দিতে আজ্ঞা হইয়াছিল (থুকন, ১২ উ রি ২২)

আসামীর কোন আবশ্যকীয় সাক্ষী, যাহার নামে সমন হইয়াছে, অনুপস্থিত থাকিলে, সেশন জজ মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে বাধ্য (ঈশান দত্ত, ১৪ উ, রি ৩৪, ৬ বে, ল রি ৮৮ এপ, রাজনারায়ণ সাহাত, ১৮ উ, রি ২০),

২১৪ ২৩১ ধারা দেখ

ইম্প্রবিসিতে, অর্থাৎ সাক্ষিদিগের নামের ফর্দ্দে যে সাক্ষির নাম নাই, তাহাকে সেশন আদালতে হাজির আনাইয়া পরীক্ষা করাইতে আসামীর অধিকার নাই (বৈদ্যনাথ সিংহ, ৩ উ, রি ২৯),

অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা

২৯২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৮৯ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে

২৯২ ধারা। এই ধারার কথার অর্থানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ ২৮৯ ধারা মতে জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি বলে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে বাস্তবিক সাক্ষ্য উপস্থিত না করিলে এরূপ অধিকার থাকে না (হরিচরণ চক্রবর্ত্তী, ই, ল, রি ১০ ক ১৪০ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ১২৭)

জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা

২৯৩ ধারা। অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয় অথবা মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে জুরির কি আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্টি করা বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে, ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন

আদালতের ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি না হইলে ঐ জুরির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত তদ্রূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনরায় আনা যাইবে

২৯৩ ধারা। আসেসরগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে সেশন জজ স্বয়ং ঘটনাস্থান দৃষ্টি করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে উক্ত সময়ে পূর্ব্বেই নোটিস দিবেন ও আসেসরগণের সঙ্গে লইয়া যাইবেন (অযোধ্যাবিহারী নারায়ণ সিংহ ১ ব ল রি ১৬৩)

কিন্তু জজ সাহেব ঘটনা স্থানে সাক্ষির জবানবন্দি লইবার ক্ষমতা আসেসরকে দিতে পারেন না (ছত্রধারী সিংহ, ৫ উ রি ৫৯)

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া হইতে পারিবে তাহার কথা

২৯৪ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাঁহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষির ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও প্রতিপরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে

২৯৪ ধারা —২৬ ১ হোকেও জুরির সাক্ষীর ন্যায় পরীক্ষা করা যায় ২৬৩ (মুরা সিংহ, ১৩, উ রি ৬০ ৪ ব ল রি ১১)

অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা

২৯৫ ধারা। যদি বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায়, তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচারকার্য্যের সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে

২৯৫ ধারা ৩৩২ ধারা দেখ

জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা

২৯৬ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক লাগিলে, হাইকোর্ট সময়ে সময়ে জুরির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন, ও জুরির ব্যক্তি-দিগকে কোর্টের কোন কর্ম্মকারকের জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না, ও যে প্রকারে রাখা যাইবে, কিম্বা তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে পাইবেন এই বিষয়ে আধিপত্য-কারী জজ উক্ত বিধি প্রবলমত মানিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন

চ।—জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় বিচার সমাপ্তির বিধি।

জুরির প্রতি উপদেশের কথা

২৯৭ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদের সপক্ষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর আদালত অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন

২৯৭ ধারা জজ সাহেব জুরিগণকে যে উপদেশ দেন তাহা সমস্ত লেখার কোন প্রয়োজন নাই কেবল সারাংশ লেখা আবশ্যক (ক, হ, সম নং ২ সন ১৮৭৫) ৩৬৭ ধারা দেখ

যদি এই ধারার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া জজ সাহেব জুরিগণকে প্রমাণের সংক্ষেপ না দেন তবে পুনর্বিচারের আদেশ হইবে (সমপেশের বেগ, ১ উ | ৫১)

জুরিকে উপদেশ দিবার সময়ে আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা হেতে কিছু বলা কর্তব্য নহে দণ্ডবিধান কালীন তদ্বিষয়ে তাহার বিবেচনা করা উচিত (কদম শেখ, ১০ উ বি ৩৭)

জজ সাহেবের কর্তব্য কর্মের কথা

২৯৮ ধারা তদ্রূপ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্তব্য কর্ম এই এই —

(ক) তিনি বিচারকালে উত্থিত আইন ঘটিত সমস্ত বিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষদ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন করা হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবেন

(গ) বিষয় বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্তঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন

(ঘ) কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় দ্বারা জুরি বদ্ধ হইবে,

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্ত ঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

উদাহরণ

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপে ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকে তাঁহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়াতে তাঁহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্তব্য, জুরির কর্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজসাহেবের কর্তব্য

২৯৮ ধারা 'বৃত্তান্তপ্রাসঙ্গিক কি না'— এই বিষয়ে সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩ এবং ৫ হইতে ৫৫ ধারা দেখ

প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করার সময়ে প্রত্যেক সামান্য সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করা জজ সাহেবের পক্ষে অসম্ভব। প্রধান প্রধান অবস্থাগুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট (রামা ম হতো, ই ল রি ৭ ক, ৪২)

প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য কি না, জুরির বিবেচনার উপর নির্ভর করে; যদিও জজ প্রমাণ অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস করেন, তথাপি জুরির মীমাংসা ব্যতিরেকে তিনি স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারেন না (হর সাহা, ১৩ উ রি ২০)।

প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করার সময়ে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য দ্বারা কি প্রমাণ হইয়াছে কোন পক্ষের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে ঐক্য বিবাদ এবং গ্রাহ্য এবং কোন সাক্ষ্য কোন কোন বিষয় অসংলগ্ন অনৈক্য অবিশ্বাস্য এবং অগ্রাহ্য এবং উভয় পক্ষের অপ্রাসঙ্গিক অনৈক্য অমিশ্র এবং অপর বিষয়গুলির পরি

আবশ্যক প্রাসঙ্গিক সাব্যস্ত নিশ্চয় গ্রাহ্য বিষয়গুলি ওজন করিতে কি মত হয় অর্থাৎ ৩৭১ ধারায় হয় কি না, জুরিকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া জজ সাহেবের কর্তব্য (চন্দ্রকুমার মজুমদার ২৫ উ রি ৫৪ নিমাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ২০ উ রি ৪১ নবকুমার পাল ১০ বে ল রি ৩১ ক্রিঃ, ১৯ উ রি ৪১ মধুসূদন ২১ উ রি ৬৯)

জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা

২৯৯ ধারা জুরির কর্ত্তব্য এই এই।—

(ক) বৃত্তান্তের কোন ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের আদেশ মতে তাঁহাদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন

(গ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন

(ঘ সাধারণ ও অনির্দ্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন কিন্তু সেই কথা আইন অনুযায়ি কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে, কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে, এমত একতর স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য

উদাহরণ

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয় বধ ও অপরাধ ঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাব দৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাব দৃষ্টে তাহাকে নির্দ্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা জ্ঞাত করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলেও সেই উপদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিগত প্রতীতি ছিল কি না কোন কর্ম্ম যুক্তিগত কৌশলক্রমে কিম্বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না

এই এই প্রশ্ন জুরির বিবেচ্য

২৯৯ ধারা দুইটা পরস্পর বিপরীত কথা বলার বাবতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে উক্ত দুইটা কথার মধ্যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা জুরিদের নির্দ্ধারণ করা অনাবশ্যক, অভিযোগপত্রানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কি না নির্ণয় করাই যথেষ্ট (মহম্মদ হোসেন খান শাঃ, ২১ উ রি ৭৩ ১৩ বে ল রি ৩২৪ পৃ)

বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা

৩০০ ধারা জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন।

আদালতের অনুমতি বিনা জুরির ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে পারিবে না

মীমাংসা জানাইবার কথা

৩০১ ধারা। জুরি মীমাংসা বিবেচনা করিলে পর তাঁহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির মীমাংসা আদালতে জানাইবেন

জুরির ঐকবাক্য না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩০২ ধারা জুরির ঐকবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে তাহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন

৩০২ ধারা কেবল জুরির একবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আর বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারেন ঐকবাক্য হইলে তাঁহাদের মীমাংসা অবশ্য গ্রাহ্য করিতে হইবে

কতকগুলি অভিযোগের মধ্যে একটী অভিযোগের একাংশভুক্ত একটী লঘু অপরাধে অপরাধী বলিয়া জুরি ২৩৮ ধারা মতে মীমাংসা করিলে এই ধারা বর্ত্তিবে না যথেষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় (মহদি ৮ ক ল রি ৩৪৯ ই ল রি ৫ ক ৮৭১ হর ই মৃধা দিঃ ই ল রি ৩ ক ১৮৯)

একটী জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগে জুরি মত প্রকাশ করিলেন যে আসামী নবদ্বীপ ঘোষকে অবশ্য হত্যা করিয়াছে এবং মৃত নবদ্বীপ আসামীকে রাগান্বিত করিয়া আত্মদমনে অসমর্থ করে নাই কিন্তু আসামী জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী নহে এবং নবদ্বীপকে হত্যা করার তাহার কোন উদ্দেশ্য ছিল না জজ জুরিকে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলিলেন, জুরি পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া আসামীকে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধী বলিলেন কলিকাতা হাইকোর্ট বলিলেন ঠিক হইয়াছে (তজু ঘোষ ১ উ রি ৫০)

জুরি বলিলেন আসামী চুরি করিয়াছে, জজ বলিলেন প্রমাণে দেখা যাইতেছে দস্যুতা করিয়াছে, অতএব পুনর্ব্বিবেচনা কর তখন জুরি পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া বলিলেন দস্যুতাই করিয়াছে উক্ত হাইকোর্ট বলিলেন এস্থলে জুরিকে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে দেওয়া জজের অন্যায় হইয়াছে, কারণ জুরি দুতাবেন ঐ আইনের বিচারবর্ত্ত ... চুরি দস্যুতায় পরিণত হয়, সেই প্রমাণ জুরি বিশ্বাস অবিশ্বাস উভয়ই করিতে পারেন সেই প্রমাণ বিবেচনা করিয়া জুরি যখন দস্যুতা অমিলন করিয়া চুরি বিশ্বাস করিয়াছেন তখন পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলা অন্যায় কারণ ঐ আইনের মীমাংসা হে ... মীমাংসা এবং জুরি যে পুনর্ব্বিবেচনায় আসামীকে দস্যুতার অপরাধী বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্বাধীন মত নয়, জুরিতে প্রতিবিম্বিত জজের মত ... প্রথম মতই ঠিক ... পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা হইয়াছিল (মথুর ঘোষ ২৩ উ রি ১৩) ... ৬ রি ২২ ও ... ।

প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা

জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা

৩০৩ ধারা আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে যে যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় জুরি সেই সেই অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন ও তাঁহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে যে প্রশ্ন করা আবশ্যক জজ সাহেব তাঁহাদের নিকট সেই সেই প্রশ্ন করিতে পারিবেন

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা

সেই সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে

৩০৩ ধারা যেমন ... জুরিদিগের তাঁহাদিগের মীমাংসা সম্বন্ধে কুট প্রশ্ন করিতে পারেন না তাঁহাদিগের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে যে প্রশ্ন আবশ্যক তাহাই করিতে পারেন জুরির মীমাংসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে জজের অধিকার নাই (নিয়াজান শেখ ২০ উ রি ৫০, মহীরাম মণ্ডল, ২১ উ রি ১, ধর, ... ১১ ক ল রি ১৬০, ই ল রি ৮ ক ৫৩, হরিশ্চন্দ্র ... জুগী, ৮ বেং ল রি ৫৫১, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী ই ল রি ১০ ক ১৪০)

মীমাংসা সংশোধনের কথা

৩০৪ ধারা ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্ব্বে কি অব্যবহিত পরে জুরি ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন এবং শেষে যদ্রূপ সংশোধন করা যায় তাহা তদ্রূপই থাকিবে

৩০৪ ধারা এই ধারাটী নূতন

হাইকোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা

৩০৫ ধারা। হাইকোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে, জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না, তাঁহারা ইহা অবোধমতে জানিলে, কিন্তু ছয় জন একবাক্য হইলে, তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন।

অন্যস্থলে জুরিকে বিদায় করিবার কথা

সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব সম্মত না হইলে, তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য না হইলে, জজ সাহেব যতকাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন ততকাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা

৩০৬ ধারা। সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয়, জজ সাহেব তদ্ভিন্ন মত ধার্য্য করা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তবে জজ সাহেব তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৬ ধা। জুরি অসমর্থকে [illegible] মীমাংসা [illegible] যদিও [illegible] তাহাকে একমত না হন, তবে [illegible] উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত [illegible] শাস্তি দেওয়া [illegible] নহে। ([illegible] ৮ ১১ ৬৩ [illegible] ৩০ [illegible])

আসামী যদি মুক্ত হয় [illegible] জুরির [illegible] মুক্তি [illegible] তাহাকে [illegible] দিবে [illegible] ([illegible] ৩০ ১০ ৬১, [illegible]) [illegible] (কোম্পানি [illegible])

জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহেবের মতে অনৈক্য হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা

৩০৭ ধারা। তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় যে যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তৎসমুদয়ের কি তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের যদি এত অনৈক্য হয় যে ন্যায় বিচারের পক্ষে তিনি হাইকোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপন মতের হেতু লিখিয়া ও জুরিদের মীমাংসা নির্দ্দোষ নির্ণয়ের হইলে তাঁহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

যখন জজ সাহেব এই ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন, যে যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন না, কিন্তু তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজির জামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

হাইকোর্ট আপীল হইলে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া তৎসম্মুখে উপস্থিত করা যায় তাহা লইয়া জুরি যদ্রূপে পারিতেন

তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষ নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন অপরাধ নির্ণয় করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৩০৭ ধারা সেশন জজ সাহেব জুরির মীমাংসার সহিত একমত না হইলে এই ধারানুসারে মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইতে পারেন (সাহেবদিগের [illegible] ক, ৮০১),

কিন্তু সম্পূর্ণ অনৈক্য হওয়া আবশ্যক (ই ঃ রি ৮ ব ৫২৫) ও ধারামতে দণ্ডবিধান করা অবশ্যক তাহাও জজ সাহেবের বোধ আবশ্যক (সম্রাট বনাম, ই ল রি ৩ ক, ৮২৩)

জুরির মীমাংসা স্পষ্ট ভুল না হইলে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেন না (শ্যাম বাগদি দিঃ ২০ উ, রি ৩) এবং আপীলের ন্যায় বিচার করেন (নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০ উ রি ৭০)

জুরির ভ্রান্ত উপদেশ সূত্রে জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইলে, হাইকোর্ট সংশোধন করিয়া আসামির দণ্ডবিধান করিতে পারেন (গোকুল কহার, ২৫ উ রি ৩৬)

সেশন জজ সাহেব জুরির সহিত একমত না হইয়াও যদ্যপি এই ধারানুসারে মোকদ্দমা না পাঠান এবং আসামিকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের আপীলের অধিকার আছে (হরিধন ই ল রি ২ ব ৫২৬),

এই ধারার বিধানমতে হাইকোর্টকে জজ এবং জুরি উভয়েরই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (ই ল রি ১ম ১০),

আপীল হইলে হাইকোর্ট যে সকল ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারেন এই ধারামতে অর্পিত মোকদ্দমাতেও তদ্রূপ কার্য্য করিতে পারেন, অর্থাৎ সেই ট্রিসত্ব প্রভৃতি বাদপ্রতিবাদী সকল আপীলের মোকদ্দমার ন্যায় হইবে, সুতরাং ৩১ অধ্যায়ের লিখিত বিধানমতে নূতন প্রমাণ গ্রহণ করা আবশ্যক হইলে তাহাও লইতে পারা যাইবে। (কৃষ্ণ ঘোষ, ১১ বে ল রি ১০)

টীকা—ইংরাজী ফৌজদারী আইনের একটী মূল নীতি এই যে একজন নিরপরাধী ব্যক্তি শাস্তি পাওয়া অপেক্ষা শতজন অপরাধী মুক্তি পাওয়া ভাল কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ সত্ত্বেও প্রকৃত অপরাধী নিরপরাধী হইলে রাজার কর্ত্তব্য দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন হয় না একজনের দৃষ্টান্তে অনেক অপরাধকারির মনে উৎসাহ হয়, এবং শিষ্ট স্বভাব নিরপরাধির মনে ভয় নিরুৎসাহ এবং রাজার প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ হয় সময় জাগরিত হয় অতএব অপরাধিকে সহজে মুক্তিলাভ করিতে দেওয়া উচিত নহে

জুরির বিচারের মৌলিক নীতি এই যে দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ

রাজার মনে প্রবোধ এই যে আমি স্বয়ং নির্ণয় করিয়া কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হয় নাই প্রজার উপর। আমি ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়া কাহাকেও শাস্তি দিই নাই দণ্ডিত ব্যক্তির দোষ এই আমার পক্ষে প্রজাগণ নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ সহনাগরিক দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন

কিন্তু স্বর্গ জগতে একেবারে নির্দোষ কিছুই নাই জুরির বিচারেও কুসংস্কার ভ্রান্তি ইত্যাদি নানা কারণে দোষী নির্দোষী হয় ইহা যতদূর সম্ভব নিবারণ করাই এই ধারার উদ্দেশ্য

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্বিচারের বিধি।

জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা

৩০৮ ধারা জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থল বিশেষে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে কিন্তু তাহার পুনশ্চ বিচার হওয়া উচিত নয় জজ সাহেবের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্ম্মের কথা লিখিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে

জ।—আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি

আসেসরদের মত দিবার কথা

৩০৯ ধারা আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, পোতবাদের পর ও অভিযোক্তা উত্তর দিলে তাহার পর আদালত অভিযোগ ও প্রতিবাদের পক্ষে যে

সাক্ষ্য থাকে তাহার সার বলিয়া প্রত্যেক জন আসেসরকে পর্য্যায়ক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন

নিষ্পত্তি করা

তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন কিন্তু তিনি আসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইন অনুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন

৩০৯ ধারা প্রত্যেক আসেসর প্রত্যেক আসামির বিরুদ্ধে প্রত্যেক অভিযোগ সম্বন্ধে পৃথক মত এবং মতের সংক্ষেপ কারণ প্রকাশ করিবেন, এবং জজ তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন (১ ও বং ল, ২২ উ রি ৩৪, ক, হা, কো, সব নং ৪ তাং ২৩ ৬ ৮৫)

বিশেষতঃ আসেসরদিগের এবং জজের মতৈক্য না হইলে (শ্রীমতী মগন ৩৬ বি ০ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী, ১ উ রি ২১),

খ —পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩১০ ধারা জুরিদ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যে বিচার হইলে যদি পূর্ব্বে কোন অপরাধ নির্ণয় হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন অপরাধ করিবার অভিযোগ হয়, তবে ২৭১, ২৮৬, ৩০৫, ৩০৬ ও ৩০৯ ধারায় যে কার্য্যপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় না হইলে, যতদিন স্বীকার বা অপরাধ নির্ণয় না হয় ততদিন অভিযোগপত্রের যে অংশে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে, সেই অংশ আদালতে পাঠ করা যাইবে না, এবং অভিযোগপত্রের উক্তিমতে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে না

(খ) যদি সে পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে অভিযোগপত্রের উক্তিমত পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে

(গ) ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে এরূপ উত্তর দিলে, বিচারপতি তদনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন কিন্তু ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে ইহা অস্বীকার করিলে, কিম্বা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বা না দিলে, জুরি কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত ও আসেসরেরা উক্ত পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবেন এবং এরূপ স্থলে জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আবার শপথ দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

৩১০ এই ধারাটী নূতন ৫১১ ধারা দেখ

গ হাইকোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টের জুররদিগকে ডাকিবার বিধি

জুরির বহীর কথা

৩১১ ধারা প্রত্যেক রাজধানী নগরে এই আইন যে বৎসরে প্রচলিত করা যায়, সেই বৎসরের জুরির বহীতে নানা ব্যক্তিদের নামের যে ফর্দ্দ থাকে তাহা এই অধ্যায়মতে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠিক ফর্দ্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে

বিশেষ জুরির মুক্ত থাকার কথা

সেই বহীতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে তাঁহাদিগকে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে ও যে বৎসরের নিমিত্ত ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায় সেই বৎসরে তাঁহারা এই অধ্যায়মতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা

৩১২ ধারা বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দে এককালে চারি শতের অধিক ব্যক্তির নাম লেখা যাইবে না।

৩১২ ধারা (১৮৮৭ সালের ৫ আইনের ২ ধারা)

সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের কথা

৩১৩ ধারা হাইকোর্ট সময়ে সময়ে যে যে বিধি নির্দ্দেশ করেন, ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন প্রতি বৎসর আপ্রিল মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে সেই সেই বিধিমতে,

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ্দ ও

(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য তাঁহাদের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন শেষোক্ত ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ্য করিয়া নাম লিখিবেন

পূর্ব্বে কোন বৎসরের বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না

কলিকাতার হাইকোর্ট হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এবং অন্য কোন হাইকোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বেতনভোগী কোন কার্য্যকারককে জুরির কর্ম্ম করণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

যে কর্ম্মকারক ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনামতে কর্ম্ম করিবার কথা।

ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন পূর্ব্বোক্ত বিধি মানিয়া স্বীয় বিবেচনামতে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই পুনরালোচনাও নাই।

প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা

৩১৪ ধারা যে কর্ম্মকারক সাধারণ জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, তিনি সেই ফর্দ্দের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা প্রস্তুত করিবার পর আপ্রিল মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে এক বার প্রকাশ করিবেন

সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত ফর্দ্দ পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর যে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে

উক্ত ফর্দ্দের নকল কোর্ট হৌসের কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে

রাজধানী নগরে জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা

৩১৫ ধারা। উক্ত সংশোধিত ফর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে প্রত্যেক রাজধানী নগরে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাঁহাদের মধ্য হইতে যাহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার

উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন সাতাইশ জনকে ও যাহারা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন চৌয়ান্ন জনকে সমন করা যাইবে

কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর যদি তাঁহাকে না লইয়া জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

অতিরিক্ত সমনের কথা

যে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেল, সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে, অন্য যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে জুরির কর্ম্ম করিতে যোগ্য হন, তাঁহাদের মধ্য হইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে

রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা।

৩১৬ ধারা। কোন হাইকোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগর ভিন্ন কোন স্থানে অধিবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে পর যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তৎস্থানের সেশন আদালত সেই আজ্ঞা প্রবল মানিয়া সেশন আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রকারের বিধান করা গেল, সেই প্রকারের স্বীয় জুরির ফর্দ্দ হইতে যত জন জুরের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন

সৈনিক জুরির কথা।

৩১৭ ধারা উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তিদিগের যত জনকে সমন করিবেন, পূর্ব্বোক্ত হাইকোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচারের জন্যে ঐ ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লইয়া জুরি হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন, তথা হইতে দশ মাইলের মধ্যবাসী প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে বিশেষ পত্র করিয়া শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর সৈন্যদলের সনন্দপ্রাপ্ত ও সনন্দ অপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্ম্মচারীকে সমন করাইবেন।

যত জন কর্ম্মচারিকে তদ্রূপে সমন করা যায়, এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও তাঁহারা ঐ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারির সৈন্যসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকাতে কিম্বা সৈন্য সংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনাপতি সাহেব জুরির কর্ম্ম হইতে তাঁহার মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে সমন করা যাইবে না

জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৩১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে তিনি বৈধ কারণ না থাকিতেও সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে, কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেব যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন তাঁহার আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে, যতদিন না দেন ততদিন তাঁহার দেওয়ানী জেলে কারাদণ্ড হইতে পারিবে

ট।—সেশন আদালতের জুরিদের ও আসেসরদের নাম নির্ঘণ্ট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি

জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

৩১৯ ধারা। কোন জিলায় পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ বাস করেন ঐ জিলায় যে কোন বিচার হয় তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিতে হইবে

বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ,

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেটের উর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মকারক সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা,

(খ) জজেরা

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশ্যনর ও কালেক্টর সাহেবেরা

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেণ্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্ম প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা

(চ) যাঁহারা আপন আপন ধর্ম্ম সম্পর্কীয় পৌরহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা

(ছ) সৈন্য সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশ্যরূপে চিকিৎসা কর্ম্ম করেন তাঁহারা

(ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা

(ঞ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধানমতে যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া যায় তাঁহারা।

(ট) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরির বা আসেসরের কর্ম্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন তাঁহারা

জুরির ও আসেসরদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

৩২১ ধারা। জুরর বা আসেসরস্বরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য যে ব্যক্তিরা সেশন জজ ও জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে অন্য যে কর্ম্মকারককে এতৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন এবং ২৭৮ ধারার (খ) অবধি (জ) পর্য্যন্ত প্রকরণক্রমে যাহাদের বিরুদ্ধে সফলরূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই উক্ত সেশন জজ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্ম্মকারক বর্ণাবলীক্রমে তাঁহাদের নামের এক নির্ঘণ্ট পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন

ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে ; ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন তাহাও লেখা যাইবে

নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।

৩২২ ধারা ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের আদালত ঘরে, ও সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত ব্যক্তিরা যে যে নগরে কি নগরের নিকটে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে

নির্ঘণ্টের প্রতি আপত্তির কথা।

৩২৩ ধারা সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্ঘণ্ট বিষয়ে কাহার আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন

নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা।

৩২৪ ধারা সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্ঘণ্টপত্র সংশোধন করিবেন, ও তৎসংশোধনে যাহাদের স্বার্থ আছে এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরদের কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধানমতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখা যায় নাই তাহা লিখিবেন

সেশন জজ সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের মতের অনৈক্য হইলে নির্ঘণ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুররের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ সংশোধিত-পত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে

এই ধারামতে নিষ্কৃতি পাইবার দাওয়া না করা গেলে পরে নির্ঘণ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে তৎকাল পর্য্যন্ত দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে

বৎসর বৎসর ঐ পত্র সংশোধনের কথা।

৩২৫ ধারা তদ্রূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রতি বৎসর একবার সংশোধন করা যাইবে

তদ্রূপ সংশোধিত নির্ঘণ্ট নূতন নির্ঘণ্টস্বরূপ জ্ঞান হইবে ও প্রথমবার প্রস্তুত নির্ঘণ্টের পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি ঐ নূতন নির্ঘণ্টের প্রতি খাটিবে

জুরর ও আসেসরদিগকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমন করিবার কথা।

৩২৬ ধারা সেশন আদালতের অধিবেশনকালে জুরির দ্বারা আসেসরদের সাহায্যা-বলম্বনে যে যে মোকদ্দমার বিচার হইবে সেই বিচারকালে সেশন জজ সাহেব যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন অধিবেশন করিবার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন, ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না

ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে লিখিত যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্বে ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যায় ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে

পারে তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে, কোন কোন ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে ইহা মুকদ্দমার আদালতে গুলিবাঁট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে

জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা

৩২৭ ধারা সেশন আদালতের এককালীন অধিবেশনে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে ও বিচারার্থে যে জুরিকে কি যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারে উপস্থিত থাকিতে হইলে বহু ক্লেশ সম্ভাবনা অথবা অন্য কোন কারণ আবশ্যক বোধ হইলে সেশন আদালত ৩২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে জুরর কি আসেসরদিগকে সমন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা

৩২৮ ধারা জুররকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায়, তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও ঐ পত্রে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩২৯ ধারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায়, তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মকারক হন সেই ব্যক্তির জুরির কি স্থলবিশেষে আসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে যে দপ্তরখানায় কর্ম্ম করেন সেই দপ্তরখানার প্রধান কর্ম্মকারকের উক্তিমতে উহা দৃষ্ট হইলে যে আদালতে কর্ম্ম করণার্থে তাঁহাকে সমন দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন

আদালতের জুররের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৩৩০ ধারা উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত বিশেষ কোন অধিবেশনকালে জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন

জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা

৩৩১ ধারা সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে যাঁহারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করেন আদালত সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন

৩২৪ ধারামতে জুররদের ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে

এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাঁহাদের নাম লেখা যায় উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাঁহাদের নামের উল্লেখ করিবে

জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা

৩৩২ ধারা কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসর স্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে, যদি ন্যায্য কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হন, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান কিম্বা বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত না হন তবে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে

যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ আসেসরের অস্থাবর যে দ্রব্য থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন

ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ জুররকে কি আসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেল খানায় কারাবদ্ধ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলেই মুক্ত করা যাইবে।

৩৩২ ধারা। এই ধারানুসারে অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল না হইলে, বিশেষ কারণ দর্শাইলে তজ্জন্য সেশন জজ সাহেব অর্থদণ্ড মাপ করিতে পারেন (গৌণ সংখ্যা, ৮ ডিসেম্বর ৭৩)

ঠ —হাইকোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

আডবোকেট জেনরলের অভিযোগ না চালাইবার কথা

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাইকোর্টে বিচারকার্য্য চলনকালে আডবোকেট জেনরল সাহেব মীমাংসা জানাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিহিত বোধ করিলে, শ্রীশ্রীমতীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে তৎক্রমে আমি এই মোকদ্দমা আর চালাইব না। তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগ ক্রমে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইবে না ও তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু বিচারপতি প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে তাহার তদ্রূপ মুক্ত করণ নির্দ্দোষী নির্ণয়ের তুল্য হইবে না।

অধিবেশনের সময়ের কথা

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাইকোর্টের চীফজষ্টিস সাহেব সময়ে সময়ে যে যে দিন ও সুবিধামতে যত কাল ব্যবধানে অধিবেশন করিতে নিরূপণ করেন, সেই সেই দিনে ও তত কালান্তরে ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার জন্যে কোর্টের অধিবেশন হইবে।

অধিবেশন করিবার স্থানের কথা

৩৩৫ ধারা। হাইকোর্ট এক্ষণে যে স্থানে আসীন হইয়া থাকেন, সেই স্থানে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য অন্য হাইকোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে অধিবেশন করিবেন।

কিন্তু সময়ে সময়ে ফোর্ট উইলিয়মের হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি লইয়া ও অন্য অন্য স্থানের হাইকোর্ট তত্তৎস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, আদৌ মোকদ্দমার পক্ষে ঐ ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্য যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে, সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যে যে স্থান নিরূপণ করেন সেই সেই স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা

ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণার্থ হাইকোর্টের যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার জন্যে অধিবেশন করিবার মানস থাকিলে, চীফজষ্টিস সাহেব যে কার্য্যকারকের প্রতি আদেশ করেন তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে তদ্বিষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদিগকেও ২১৪ ধারামতে হাইকোর্টে যাহাদের বিচার হইতে পারে সেই ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট কোন কোন জিলায় কিম্বা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কোন কোন সময়ে হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ কোর্ট আপনার নিয়ত অধিবেশনের স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অথবা নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি

সহায়ের ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিবার কথা

৩৩৭ ধারা কেবল সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হইলে তদন্তাধীন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, তাহার সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ঐ অপরাধ করণ কার্য্যে অন্য যত জন মুখ্যভাবে বা সহায় স্বরূপ লিপ্ত থাকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন

কোন ব্যক্তি এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ঐ মোকদ্দমার সাক্ষীর ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি হাজিরি জামিন দিয়া মুক্ত না থাকে তবে সেশন আদালতে বা হাইকোর্টে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তাহার পরীক্ষা লইলে আপনি সে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও পারিবেন না

৩৩৭ ধারা জ্ঞানকৃত বধ, ডাকাতি ইত্যাদি কোন কোন গুরুতর মোকদ্দমা যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে চালাইবার উপায় স্থির না থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে হাজতে কিম্বা জামিনে রাখিয়া এইরূপ ঘোষণা দেওয়া হইতে হয় যে, যদ্যপি তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপনার এবং অন্যান্য সমস্ত আসামীগণের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া অপরাধ সাব্যস্ত করিতে সাহায্য করে তবে তাহাকে ক্ষমা করা যাইবে, এবং যে ব্যক্তি এই সকল করার স্বীকার করিয়া ক্ষমার প্রার্থনা করে, তাহাকে রাজীর প্রমাণ (queen's evidence or approver) বলে সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৩৩ ধারায় বলে সহায় ব্যক্তি অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যোগ্য সাক্ষী হইবে, এবং সহায়ের সাক্ষ্যের প্রতিপোষণ না হইলেও সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দোষ নির্ণয় হইল কেবল ইহা বলিয়া ঐ দোষ নির্ণয় বেআইনী নয়।'

ঐ আইনের ১১৪ ধারার (খ) উদাহরণে বলে গুরুতর বিষয়ে সহায়ের সাক্ষ্য প্রতিপন্ন না হইলে, সে বিশ্বাসের যোগ্য নহে

ঐ আইনের ১৫৬ ধারার উদাহরণে বলে অন্য কোন দস্যুতাপরাধে দোষী সহায় হইয়া সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে ও যে স্থানে দস্যুক্রিয়া হইয়াছিল সেই স্থানে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার সময়ে যে যে ব্যাপারে ঘটিয়াছিল এমত অনেক ব্যাপারের বৃত্তান্ত কহে, কিন্তু ঐ দস্যুক্রিয়ার সহিত ঐ ব্যাপারের সম্পর্ক নাই ঐ দস্যু তদ্বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয় তাহার প্রতিপাদনার্থ ঐ ঐ বৃত্তান্তের স্বতন্ত্র সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে'

টীকা —উপরে উক্ত ১৩৩ ধারায় বলিতেছে প্রতিপোষণ না হইলেও চলে, ১১৪ ধারায় (খ) উদাহরণে বলিতেছে চলে না এই বিরোধ ভিন্ন মীমাংসা এই যে সাধারণতঃ প্রতিপোষণ না হইলে চলে না কিন্তু জুরি অথবা জজ এবং আসেসরগণ অপ্রতিপোষিত সহায়ের উক্তি বিশ্বাস করিয়া আসামিকে শাস্তি দিলে তাহা বেআইনী হয় না

কিরূপে অভিযোগ হইতে পারে তাহার নিম্নে একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। অপরাধী একজন সহায়। সে বলিল যে সে রাম শ্যাম ও গোপাল সন ১৩০০ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের রাত্রে দস্যুতা করিবার জন্য বাণডাঙ্গা হইতে রওনা হইয়া দ্বিতীয় প্রহর সময়ে নিশ্চিন্ত নদীর তীরে কাকিনার খেয়াঘাটে উপস্থিত হইয়া পরে মহেশ সহদেবের দোকানে ৩১০ কড়ায় এক কলসী মদ এবং ১) টাকায় একটা পাটা ক্রয় করিয়া ভোজন করিয়া ঐ রাত্রে রাত্রি দেড় প্রহরের সময়ে ভোটমারীতে ঠাকুরদাস সরকারের বাটীতে দস্যুতা করিয়াছিল এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশস্বরূপ যামিনী খেমটওয়ালীকে ৪০০, এবং মদ স্বর্ণ সাওয়ারীকে ১০০০ টাকা দিয়াছিল। তদনন্তর কাকিনার ঘাটওয়াল, যামিনী এবং মদ স্বর্ণ সাওয়ারী প্রভৃতি অপরাপর লোকের উক্তির পাঠে সপ্রমাণ হইতে পারে।

এক্ষণে গুরুতর নাম দিয়ে প্রতিবেদন দাখিল হইলে এরূপ মকদ্দমায় শাস্তি হইবে না (৭ রিভিয়ু ৫ উ রি, ৮০ বে ল, রি সপ (ফু) ৪৫৯ কালিচরণ দাস ১১ উ রি ২১ নবাবজান ৮ উ রি ১০ বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ বে ল রি ৩ (ফু) ফু নে মহেশ বিশ্বাস ১৯ উ রি ১৬ ১০ বে ল রি ৫৫)।

ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিবার ক্ষমতার কথা

৩৩৮ ধারা। উক্তরূপ কোন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কিম্বা পরোক্ষে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয় যে আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর, কি নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটকে বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা

৩৩৯ ধারা। ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য যদি না করে, তবে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে যে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয় সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল তাহা তাহার বিপক্ষে প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে।

এই কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অভিযোগ হাইকোর্টের অনুমতি বিনা গ্রাহ্য হইবে না।

৩৩৯ ধারা। ক্ষমার প্রস্তাব স্বীকারকারী ব্যক্তি এই ধারামতে বিচার করিতে হইলে যে সকল আসামীর বিরুদ্ধে তাহাকে সাক্ষী করা হইয়াছিল তাহাদিগের সহিত তাহার একত্রে বিচার করা অন্যায় (পীতাম্বর, ১৪ উ রি ১০, বিশ্বাস, ১৯ উ রি ৪৬) এই পূর্ব্ব নজীরগুলি বর্ত্তমান আইনের দ্বিতীয় চরণ দ্বারা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই ধারামতে সহায়ের শাস্তি দেওয়া অনুচিত (দীননাথ ১২ ক ল রি ২২৬)।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা

৩৪০ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে।

৩৪০ ধারা। উকীল কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উকীল শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রচলিত আইনক্রমে (১৮৭৯ সালের ১৮ আইন) উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ও উকীল ও আটর্ণি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎ কার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দ বাচ্য ৪ (ড) ধারা —

১৮৭০ সালের ৭ আইনের ২ তফশীলের ১০ দফার বিধানমতে হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য যে কোন ফৌজদারী

অদালতে একটী মোকদ্দমা চালাইবার জন্য মোক্তারনামা ৩ আনা ও হাইকোর্টে ৮ টাকা কোর্টফিস্ লাগে

হাইকোর্টের কৌন্সিলি অটর্নি কিম্বা উকীল, এবং উক্ত দপ্তরের কিম্বা মুন্সেফি আদালতের উকীল কোন মাজিষ্ট্রেটের অদালতে এই ধারামতে কোন মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিলে, ওকালতনামা অনাবশ্যক (৭ম ৪০ আপ্ ৩ৱে ২৩ ১১ ৭৪ মে, ২৮ ৩ ১৯ ওয়াইর ২৭২ ২৭৩)

প্রতিবাদের জন্য কোন অব্যবসায়ী মোক্তারকে নিযুক্ত করা বেআইনী নয়, কিন্তু তাহাকে বাদ্য বাদনে দেওয়া না দেওয়া মাজিষ্ট্রেটের অধীন (ম ২, যে, কো ৪ ১১ ৭৪ ৭ম ৩৭ আপ্ ৫০৪ ৪৪০ ধারা দেখ)

অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৩৪১ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত কিম্বা বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন; ও হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে তদন্ত হইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠান যাইবে হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন

৩৪১ ধারা বধির এবং বোবা প্রভৃতির পক্ষে এই ধারা এবং পাগলের পক্ষে ৪৬৪ ৪৬৫ ধারা খাটে। (হোসেন, ই ল রি ৫ ব ২৬২)

এক সিধচনির মোকদ্দমায় দেখা গেল যে আসামী বোবা এবং কালা সুতরাং আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে অক্ষম কিন্তু তাহার মুখের চেহারা এবং কার্য্য দেখিয়া বিশ্বাস হইল যে, সে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিয়াছে বিশেষতঃ সে পূর্ব্বে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় দঃ বিঃ ১৭ অধ্যায়ান্তর্গত অপরাধে ৭ বৎসর শাস্তি পাইয়াছিল মাজিষ্ট্রেট তাহাকে শাস্তি দিলেন

৪৩৯ ধারায় ও হাইকোর্ট তাহাকে সেশনে সমর্পণ করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে আজ্ঞা দিলেন, কারণ তাহার পূর্ব্বশাস্তি ছিল (দে গাসি হালওয়া ই, ১৯ উ, রি ৭১)।

আর একটী মোকদ্দমায় ৭ জন সিঁধেলের মধ্যে একজন বোবা কালা ছিল মাজিষ্ট্রেট তাহাকে শাস্তি দেওয়ায় হাইকোর্ট পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা করিয়া বলিয়া ছিলেন যে প্রমাণ দ্বারা সে বাস্তবিক দোষী, কিন্তু তাহার ইসারা যাহারা বোঝে, এমন লোকের দ্বারা, সে যে যাহা এমন কোন বন্দোবস্ত দ্বারা তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া প্রতিবাদের সুবিধা দেওয়া উচিত পুনর্ব্বিচারে সে শাস্তি পাইয়াছিল (বোক হড়ি ২২ উ রি ৩৫ ৭২) কিন্তু নদেরচাঁদ বাগচি বোবা কালা বিবেচনায় হাইকোর্ট হইতে খালাস পাইয়াছিল (২২ উ, রি ৩৫)।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা

৩৪২ ধারা সাক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় দেখা যায় সে যাহাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তদন্ত লওনের কার্য্যচলনের কোন সময়ে আদালত সময়ে সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন করিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে অভিযোগের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর ও তাহাকে প্রতিবাদের নিমিত্ত আদেশ করিবার পূর্ব্বে মোকদ্দমা সম্বন্ধে সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে না কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর *দেওয়াতে আদালত ও জুরি থাকিলে, জুরি তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ* করেন, করিতে পারিবেন

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে তাহা উক্ত তদন্ত ও বিচারকার্য্যে বিবেচিত হইতে পারিবে ও ঐ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় সেই

অপরাধের তদন্তে ও বিচারকার্য্যে ও তাহার স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে না।

৩৪২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কেবল এই যে সাক্ষির জবানবন্দিতে তাহার বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় প্রকাশ পায় সে তাহার কৈফিয়ত দিতে পারে। [illegible] অভিপ্রায় নহে যে [illegible] অভিযুক্ত ব্যক্তিকে [illegible] তাহার [illegible] স্বীকার করান।) (কমপ্র ইল রি, ১০ ম, ১২১ [illegible] ১ ম ১১০ [illegible] ১৩০ [illegible] বকস, ৬ কল রি ৫২১ ইল রি [illegible] ৯১, [illegible] ২৫৩)

ঘটনার সময়ে আসামী স্থানান্তরে থাক প্রবাদ [illegible] যে তৎকালে [illegible] তাহার অনুসন্ধান ও তদন্ত করা পোলীস ও মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। ([illegible] ৬ রি ১৬)

সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩০ [illegible] ও ১১ [illegible] (ত) উদাহরণ দেখ।

কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

৩৪৩ ধারা। ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

৩৪৩ ধারা। সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ২৪ ২৫ ২৬ ধারা দেখ।

আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা ও হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।

৩৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর অনুপস্থান প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিমত অন্য কারণে কোন তদন্তের কি বিচারকার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে, আদালত হেতু নিবন্ধ করিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়ে সময়ে যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে যতকাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন ততকালের নিমিত্ত সেই সেই কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিয়া ওয়ারেণ্ট দিয়া তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট একেবারে পঞ্চদশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরিয়া পাঠাইবেন না।

হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে এই ধারামত আজ্ঞা করিলে, উক্ত আজ্ঞা লেখা যাইবে ও আধিপত্যকারী জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমত সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে, ও তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে আরও প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ হয়।

৩৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকিলে তাহাকে হাজতে ফিরাইয়া পাঠান অন্যায়। (অহকজিন হোসেন, ২৫ উ রি ৮)

কিছু কাল কার্য্য স্থগিত রাখিলে অভিযোগের সংক্রান্ত সাক্ষ্য পাওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারেন না। (মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী বঃ হীরালাল দাস ১৭ উ, রি ৫৫) সাক্ষী হাজির আনাইবার জন্য মোকদ্দমা মুলতবি রাখা অন্যায় নহে। (দীন রায়, ১৬ উ, রি ২১)

অপরাধের সম্বন্ধে রফা করিবার কথা।

৩৪৫ ধারা। নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কয়েক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে এই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রফা করিতে পারিবেন।

অপরাধ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে যে ধারা খাটিবে	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন
ধর্ম্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্যে কোন কথা প্রভৃতি কহিয়া	২৯৮	ধর্ম্মসম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে, সেই ব্যক্তি
পীড়া জন্মান . . .	৩২৩, ৩৩৪	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায়, সেই ব্যক্তি
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরোধ বা বদ্ধকরণ	৩৪১, ৩৪২,	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ বা বদ্ধ করা যায়, সেই ব্যক্তি
আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশকরণ	৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করা যায় সেই ব্যক্তি
বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায় সেই ব্যক্তি
কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হইলে অপকারকরণ	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশকরণ	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে, সেই ব্যক্তি
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশকরণ	৪৪৮	
অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গকরণ	৪৯০, ৪৯১, ৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি
পরস্ত্রীগমন	৪৯৭	স্ত্রীলোকের স্বামী
অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুসলাইয়া লওয়া কি হরণ করা কি আটক করিয়া রাখা ...	৪৯৮	
অপবাদকরণ	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত বিষয় মুদ্রিত কি খোদিতকরণ।	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমত মুদ্রিত কি খোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয়করণ	৫০২	
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞান পূর্ব্বক অপমান করণ	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন অপরাধ ভাবে ভয় দশান	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দশান যায় সেই ব্যক্তি

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫, ৩৩৫, ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা পীড়া জন্মান কিম্বা যাহাতে প্রাণ হানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্যদ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে, সেই আদালতের অনুমতি লইলে, যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান হয় সেই ব্যক্তি তাহার রফা করিতে পারিবেন

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা হইতে পারিলে উক্ত অপরাধের সহায়তা করণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেই স্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ ঐরূপ রফা যোগ্য হইবে

কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রফা করিবার ক্ষমতাসম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালগ বা জড় উন্মাদগ্রস্ত হয়, যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ অপরাধের রফা করিতে পারিবেন

এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের ন্যায় ফল হইবে

এই ধারায় যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাই তাহার রফা হইতে পারিবে না

৩৪৫ ধারা ২৭৮ এবং দঃ বিঃ ২১৩ ২১৪ ধারা দেখ

অপরাধ রফার যোগ্য হইলে মাজিষ্ট্রেট অসম্মত হইতে পারেন না (রামগোপাল উঃ নোঃ ১৮৮৬ সাল ১৬৭ পৃঃ, ক্রিঃ রূঃ নোঃ ১৮৮৬ সাল ২৫০ পৃঃ)

মূল মোকদ্দমা রফা হইয়া থাকিলেও, দঃ বিঃ ২১১ ধারার মোকদ্দমা রফা করা যায় না (আতঃ আলী ই ল রি ১১ ক ৯)

পরস্ত্রীগমন অপরাধে এক ব্যক্তি সেশন্স সোপর্দ্দ হইলে উভয় পক্ষ মীমাংসা করার পর অভিযোক্তা সম্মতি ক্রমে রফার প্রার্থনা করায় হাইকোর্ট মঞ্জুর করিয়াছিলেন (ভগবান, হ ল রি ২ ৭ ৩৩০)

মোকদ্দমা মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের সংস্থার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা

৩৪৬ ধারা প্রেসিডেন্সী নগরের বহির্ভূত কোন জিলায় মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত কি বিচারের কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদৃষ্টে তাঁহার বোধ হয় যে উক্ত জিলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের ঐ মোকদ্দমার বিচার করা কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপে রিপোর্ট দিবেন

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন

৩৪৬ ধারা ৩৩৭ ৪৪৫ ৪৮২ ৪৮৭ ৫৫৫ ধারা দেখ

মোকদ্দমার অবস্থার লাঘব করিয়া মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা হস্তান্তর করিতে পারেন না যথা দঃ বিঃ ৩৮০ ৪৫১ ধারার মোকদ্দমা ৩৭৯ ধারা বলিয়া বিচার করিতে পারেন না (রামটহল সিংহ ৫ উ নি, ৬৫),

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা

৩৪৭ ধারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন

মোকদ্দমার বিচার কালে নিষ্পত্তি স্বপক্ষ করিবার পূর্ব্বে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এমন জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, তিনি আর সকল কার্য্য রহিত করিবেন এবং ইহার পূর্ব্ব লিখিত বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন।

ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন

৩১৭ ধারা ২০৯ ২৫৪ ৩১১ ৩৬৭ ৩৬৯ ধারা দেখ

যদি অধঃস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা সেশনে প্রেরণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এবং অপরাধ সেশন জজ অথবা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা বিচার্য্য হয়, তবে সেশনে সোপর্দ্দ না করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করাই উচিত, কারণ যদিও সেশনে প্রেরণ করণ সম্পূর্ণরূপে বৈধ, তথাচ সেশন আদালতের অধিকতর মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট হয় (২ উ রি ১৯ সি এল কং হাঃ সর নং ৫ সন ১৮৭৫ সাল)

দঃ বিঃ ৩০২ ৩০৪ ধারায় যথেষ্ট প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা সেশনে সোপর্দ্দ না করিয়া দঃ বিঃ ৩২৩ ৩২৫ ধারার মোকদ্দমা বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার করা অনুচিত। (ক, হা, নং ৯ তাং ৮।৯।৬৯ গোপীনাথ সাহ, ১ কল রি ১৪১, পরমানন্দ, ই ল রি ১০ বম্বে ৮৫)

যদি এক ব্যাপারে সকলেই লিপ্ত অনেক ব্যক্তি তদ্ব্যাপারে সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হয়, এবং তন্মধ্যে কোন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ থাকে এবং সেই অপরাধ কেবল সেশন জজের বিচার্য্য হয়, তবে সকলকেই সেশনে সোপর্দ্দ করা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য (ক, হা, সার্কু ৫ ৬১)

পূর্ব্ব মুদ্রা বা ষ্ট্যাম্প আইন বা সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা

৩৪৮ ধারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার নামে উক্ত অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কাল দণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয়, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে নিয়ত অপরাধী জ্ঞান করিলে সাক্ষাৎ তাহাকে সেশন আদালতে কি, স্থলবিশেষে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে কিম্বা কোন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে সেই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে

৩৪৮ ধারা টীকা—উল্লিখিত ১২ ১৭ অধ্যায়ের কোন ধারামতে ন্যূনকল্পে ৩ বৎসর কিম্বা তদধিক কালের জন্য পূর্ব্ব কারাদণ্ড অনাবশ্যক, অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অধ্যায়দ্বয়ের যে ধারা মতে পূর্ব্বে দণ্ডিত হইয়াছে সেই অপরাধ তত কালের জন্য দণ্ডনীয় হইলেই যথেষ্ট 'নিয়ত অপরাধী" ব্যবসায়ী অপরাধী দঃ বিঃ ৭৫ ধারা দেখ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি দৈবাৎ কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয়, তৃতীয় কি তদধিকবার উক্তপ্রকার অপরাধে দণ্ডিত হইয়া পুনর্ব্বার অভিযুক্ত হইলেই নিয়ত অর্থাৎ ব্যবসায়ী অপরাধী হয় না নিয়ত অপরাধী কিনা এ বিষয়ের মীমাংসা অনেকটা অপরাধীর স্বভাব, এবং অপরাধের ধরণ ও অভ্যন্তরবর্ত্তী কারণের উপর নির্ভর করে

উদাহরণ

এক ব্যক্তি একবার প্রতিবাসির জলাশয়ে মৎস্য ধরিয়া দঃ বিঃ ৩৭৯ ধারায় ১ সপ্তাহ জেল খাটিয়াছে; দ্বিতীয়বার কোন স্থানে গমনকালে পথে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া একটী শূন্য গৃহে অনেক পক্ক ফল দেখিয়া খোলা দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করতঃ ৪টা পক্ক ফল খাইয়া হঠাৎ প্রত্যাগত গৃহস্বামী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দঃ বিঃ ৩৮০ ধারা মতে একদিন কারাবদ্ধ হইয়াছে, তৃতীয়বারে ৩।৪ টাকা আদায়ের জন্য খাতক দেনদারের আপড়ের বন্ধন খুলিয়া গোয়ালে প্রবেশ করতঃ একটী গরু খুলিয়া লইয়া গিয়া দঃ বিঃ ৪৫৪ ধারামতে ১ মাস কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে চতুর্থবার কোন উৎসবে সভাস্থ বাসির বাগানে না বলিয়া কাষ্ঠ তোলায় দঃ বিঃ ৩৭৯ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছে এই সকল অপরাধ দঃ বিঃ ১৭ অধ্যায়ের অন্তর্গত বটে কিন্তু নিয়ত অপরাধ নহে পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি ২ মাস ৬ মাস বৎসরেক ২ বৎসর অন্তর ধান চুরি, ধান চুরি, গরু চুরি, সিঁধ চুরি করিলে কিম্বা কোন গুণ্ড বাওয়ার, মধ্যের ডোম, বগুরের বেদে, পাশ্চাত্য ক অঙ্গ এক-

বার একখান কাপড় চুরি, একবার একটা ঘটী চুরি ইত্যাদি সমাধা অপরাধ করিলেও নিয়ত অপরাধ হয়
২২১ ৩১০ ৫১১ ধারা দেখ

মাজিষ্ট্রেট উচিতমত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা

৩৪৯ ধারা বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অভিযোগের সাক্ষ্য ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী কিন্তু আপনি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিনদণ্ড হওয়া উচিত কিম্বা তাহার প্রতি ১০৬ ধারামতে নিবন্ধ-পত্র লিখিয়া দিবার আদেশ হওয়া উচিত এই মত হইলে তিনি সেইমত লিখিয়া রাখিতে ও আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জিলার কি মহকুমার যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাহার নিকট পাঠাইতে পারিবেন

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের জবানবন্দী লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষিরা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আর আর সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমার আইন অনুসারে নিষ্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করিবেন কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

৩৪৯ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুতর দণ্ডবিধানের নিমিত্ত যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা হয়, তিনিও উহাকে সেশন আদালতে পাঠাইতে পারেন (চিনিবাস বিশাক ইং ল রি ১৩ কলি ২৮০ পা হিশ্ম ইং ল রি ৪ ব ২০)

এই ধারা মতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করা যায়, তিনি তাহাকে পুনরায় তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারেন না (হুরা ফকির ৬ ক ল রি ২ ৫)

কোন অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এই ধারা মতে প্রেরিত যে মোকদ্দমা অধীন হইয়াছে, সেই মাজিষ্ট্রেটের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে পাঠাইতে পারে এবং সেশনে সোপর্দ করিতে পারে (গণেশ সরকার, উ ক্লি ৩৮ বেঙ্গল ল রি ৭৩১)

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা

৩৫০ ধারা কোন মাজিষ্ট্রেট কোন তদন্তে কি বিচার কার্য্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলে পর সেই মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিপত্য রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট সেই বিচারাধিপত্যক্রমে কর্ম্ম করিলে, শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন পূর্ব্বপদধারির লিখিত অংশতঃ আপন পূর্ব্বপদধারির ও অংশতঃ আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন অথবা সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেই সাক্ষি-দিগকে বা কোন সাক্ষিকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহাদের বা তাহার কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন

(খ) যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে, হাইকোর্টের কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা

মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ মত হইলে উক্ত কোর্ট কিম্বা জিলায় মাজিষ্ট্রেট আপীল হইলে বা না হইলেও অপরাধ নির্ণয় করণসূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

যে যে স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা গিয়াছে সেই সেই স্থলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না

৩৫০ ধারা এরূপ ক্ষমতা কেবল মাজিষ্ট্রেটের আছে, সেশন জজের নাই। (তারাদাস রায়, ই ল রি ৩ মা ১১২)

অপরাধিরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা

৩৫১ ধারা। কোন ব্যক্তি ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং ঐ আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারেন প্রমাণক্রমে সে তদ্রূপ কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে।

১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষিদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে

আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

৩৫২ ধারা কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই মুক্তদ্বার বিচারালয় জ্ঞান হইবে তথায় সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্ব্বসাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য হইবার কথা

৩৫৩ ধারা। প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে ১৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩ অধ্যায়মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে

৩৫৩ ধারা। আসামী অথবা তাহার উকীলের সম্মুখে অভিযোক্তা এবং সাক্ষিগণের পরীক্ষা না হইলে বিচার কার্য্য বিধি বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য এবং দণ্ডাজ্ঞা রদ হইবে (রামধন সিংহ, ১১ উ রি ২২; বিশ্বনাথ পাল, ১২ উ রি ৩, মোহন ঠাকুর ২২ উ রি ৩৮, কাজী মিয়া, ২৫ উ রি ১৪)

সাক্ষিগণের পরীক্ষা না লইয়া তাহাদিগের পূর্ব্ব মোকদ্দমায় জবানবন্দি উপস্থিত মোকদ্দমায় কেবল মাত্র সাক্ষিগণ তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা আইন সঙ্গত নহে (রামকৃষ্ণ মিত্র, ১ বে ল রি ৩১, বিশ্বনাথ পাল, ১২ উ রি ৩, ৩ বে ল রি ২০),

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির মন্তব্যে পূর্ণ জবানবন্দি রূপে ব্যবহার করা হইতেছে না (পরামর্শ সিংহ, ১৩ উ রি ৪০),

রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৫৪ ধারা এই ধারার অবিকল বাক্য বিন্যাস এইরূপ,—(প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন) অন্য মাজিষ্ট্রেটের, কিম্বা সেশন জজের কৃত কি অনুসন্ধান (সংক্ষিপ্ত মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন) এই আইনমতে কৃত তদন্তে ও বিচারকার্য্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

৩৫৪ ধারা টীকা ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজের কৃত কি অনুসন্ধান তদন্তে ও বিচার কার্য্যে,—কি (কিম্) প্রশ্নান্তর সূচক অব্যয় শব্দ তথা বাক্য বিন্যাস করিলে, কৃত কি অনুসন্ধান তদন্ত ও বিচার বলিলে যে অর্থ প্রকাশ পায় তাহার পরিবর্ত্তে, কৃত তদন্ত ও বিচারে অনুসন্ধান তদন্ত ও বিচার বুঝায়, ভিন্ন ভিন্ন রূপে তদন্ত এবং বিচার বুঝায় মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের কৃত তদন্ত ও বিচার বলিলে, যে তদন্ত ও বিচার তাঁহারা করিয়াছেন এইরূপ বুঝায়। পরে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের কৃত তদন্ত কি বিচার বলিলে যে তদন্ত কি বিচার অন্য লোকে করিয়াছে কিন্তু তিনি ... তাহা ইহা বুঝায় না। কেবল দেখিতেছেন যে কেমন তদন্ত কি বিচার এবং এমন অপূর্ব্ব তদন্ত ... সেশন জজ কর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটের বিষয় ... পুলিসের কৃত তদন্ত নহে অনুসন্ধান (৪ ধারার (খ) ও (গ) প্রকরণ দেখ) ... তিনি সাক্ষ্যগ্রাহী আজ্ঞাকারী নহেন, তবে বৃত্তান্তের বিচারক এবং বিচারের সভ্য মাত্র। তবে কোথায় ছোট নাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ... প্রভৃতি বে-আইনী অঞ্চলে ..., যেখানে সেখানে এ বিষয়ে আইনানুমোদন নাই ... ম্যাজিষ্ট্রেট ... সাক্ষ্য লিখিতে বাধ্য নহেন, মর্ম্মাত্মক লিপি সম্বন্ধে ... (৩৫ ... ধারা দেখ) ম্যাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সমস্ত বিস্তারিত জবানবন্দি লিখিবেন ... সম্বন্ধে

সমনের মোকদ্দমা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন কোন অপরাধের বিচারকালের কথা।

৩৫৫ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমায় সাধারণতঃ সমন বাহির হইয়া থাকে এবং ২৬০ ধারার (খ) অবধি (ট) পর্য্যন্ত প্রকরণে লিখিত অপরাধের মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক সাক্ষির জবানবন্দি যেমন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

মাজিষ্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মক লিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং মুক্তদ্বারা আদালতে আপনার কথনমতে অন্য দ্বারা ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

৩৫৫ ধারা সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতে হয় সংক্ষেপিত ১৮৭২ সালের ... আইনের ১৩৫ অবধি ১৩৬ ধারায় দেখ।

'প্রশ্নোক্তি কি অমুক সাক্ষী এরূপ বলিয়াছে, এই মাত্রও সেইরূপ বলিল' এইরূপ লিখিয়া রাখিলে, এক একজন সাক্ষীর জবানবন্দী যেমন চলিবে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন এই বিধি মাত্রই বাধ্য করা হইল না (অ ৫ সদর নিজামত আদালত মন নং ১৮ মন ১৮৬৫, ভঃ র ভাবাদ রহিম, ১ ব ১১, মতিন থ সদা বি ১৮৬৪, পৃঃ ১৮)

সাক্ষির জবানবন্দি লেখা না হওয়ার পরে, সেই লিখিত জবানবন্দি দেখিয়া মর্ম্মাত্মক লিপি লেখা অবৈধ (আগ্রা সদর নিজা, মন নং ১৩ মন ১৮৬৬) সাক্ষী মিথ্যা বলিতেছে, এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কর্ম্ম হইতে

পারে ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ বিবেচনা করিলে বিস্তারিত জবানবন্দি লেখা কর্ত্তব্য। (ব হ কো সব নং ৪৩ তাং ৩০।৩ ৬৪)

রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমায় নথীর কথা।

৩৫৬ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচার কার্য্যে এবং ১২ ও ১৮ অধ্যায়মত সমুদয় তদন্তে আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও প্রতিগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধীনে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও ম্যাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।

সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে ম্যাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে পারিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কি জজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক লিপির কথা।

যে মোকদ্দমায় ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন ম্যাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫৬ ধারা। এই ধারায় সাক্ষী শব্দে বাদীও গণ্য। (ক হা সা নং ১৫১ সন ১৮৬৫),

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা।

৩৫৭ ধারা। কোন জিলার কি জিলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ৩৫৬ ধারার উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিন্তু সেই সেশন জজ কি ম্যাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাঁহার কারণ লিখিয়া মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় সেশন জজ কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কিন্তু ইংরাজী ভাষা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৭ ধারা। জবানবন্দির কোন কথার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে জবানবন্দি যে ভাষায় লেখা হইতেছে সেই ভাষার অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সাক্ষি যে ভাষায় জবানবন্দি দেয়, ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ যদি সেই ভাষা না বোঝেন, তবে ৩৬১ ও ৫৪৩ ধারা মতে দোভাষী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। (ক হা সব নং ৯ তাং ২০।৮।৬৫),

৩৫৮ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা

৩৫৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থলে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যে রূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৫৯ ধারা। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা সামান্যতঃ প্রশ্নোত্তররূপভাবে লেখা যাইবে না কিন্তু বৃত্তান্তভাবে লেখা যাইবে

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন।

৩৫৯ ধারা [illegible]

অত্র [illegible] সাক্ষীদের [illegible] জবানবন্দি [illegible] হইয়াছিলে, তাহা পরে [illegible] হইলে পুনরায় রীতিমত জবানবন্দি লিখিতে হইবে। সাক্ষীরা [illegible] সাক্ষীকে [illegible] তাহাদের পূর্ব্বের জবানবন্দি [illegible] পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলে তাহারা তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে এবং তাহাদের [illegible] উকীলকে বলা হইলেও যথেষ্ট হইবে না (সেথ [illegible] ১৮৬৪ পৃ ১ [illegible] ৩৮, রাজকৃষ্ণ মিত্র [illegible]),

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে [illegible] তাহার কথা

৩৬০ ধারা। ৩৫৬ বা ৩৫৭ ধারামতে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে

সাক্ষির নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন তাহাতে যে আপনার মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন লিখিবেন

সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় দেওয়া যায় সেই ভাষায় কিম্বা সাক্ষী অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারেন এমত ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে

সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার উকীলের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।

৩৬১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল, তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে, সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা প্রকাশ্য আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেলে ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে, ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে

রীতিমত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা

৩৬২ ধারা যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন, কিম্বা মুকদ্দমার আদালতে আপন কথনমতে লিখাইয়া লইবেন তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ হইবে

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সচরাচর বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লিখাইয়া লইতে পারিবেন

৩৫ ধারামতে একই কালে যে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদায় এই ধারার কার্য্যপক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচনা হইবে

সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা

৩৬৩ ধারা যেস্থলে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন, সাক্ষ্য দেওন সময়ে বা সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ের তিনি যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা

৩৬৪ ধারা কোন মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ভিন্ন কোন আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যে যে প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে, আদালতের ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে ও সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে কিম্বা উহা যে ভাষায় লেখা হয় সে তাহা না বুঝিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতে হইবে সে আপনার কোন উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে

সে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে সমুদায় কথা সেইরূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিষ্ট্রেট কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এই লিখিত কথায় তৎসমুদায়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে স্বহস্তে এই সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহার লিখিতেই হইবে মাজিষ্ট্রেট কি জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা যাইবে মাজিষ্ট্রেট কি জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন

২৬৩ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে বর্ত্তিবে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

৩৬৪ ধারা ১৬৪ ৩৪২ ৫৩৩ ধারা দেখ কলিকাতা হাইকোর্টের ১৮৭৩ সালের ৩০ জুলাই তারিখের ৭ নং সরকিউলর মতে আসামীর এজাহারের সময়ে কোন পোলীসকে সেই ঘরে থাকিতে দেওয়া হয় না।

লোক যদি নিযুক্ত হইলে যে তাহার বেআইনী [illegible] অধিককে বলেন আর [illegible] পরীক্ষা সেই আইন মত লেখা উচিত (উমনবী [illegible] ৮২৩)

[illegible] পরীক্ষা [illegible] উপর [illegible] হইলে সেই পরে [illegible] ডিক্রেট কেবল ইংরাজিতে লিখিলেই যথেষ্ট (উইক্লি [illegible] ১৭ [illegible])

সার্টিফিকেটে [illegible] [illegible] লিখিলে চলিবে [illegible] সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ দস্তখত আবশ্যক (উইক্লি [illegible] ৬ [illegible] ৯)

সার্টিফিকেট মাজিষ্ট্রেট [illegible] দস্তখত [illegible] যথেষ্ট (ঐ [illegible], ৮উ বি ৫৫)

অভিযুক্ত [illegible] দণ্ডনীয় হইলো [illegible] (মিরাজুদ্দিন ইলাহি [illegible] ১৫)

হাইকোর্টে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া হইবে তাহার কথা

৩৬৫ ধারা কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমার সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া হইবে বাঙ্গলার [illegible] প্রত্যেক হাইকোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট সময়ে সময়ে ইহার [illegible] বিধি করিতে পারিবেন ও যদি কোন বিধি করা হয় ঐ কোর্টের জজেরা সেই বিধিমতে সাক্ষ্য [illegible] লিখিয়া লইবেন

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা

৩৬৬ ধারা আদৌ বিচারাধিপতি নিদিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতে প্রত্যেক বিচারের নিষ্পত্তি মুক্তদ্বার আদালতে অবোধে কিম্বা উভয় পক্ষকে কি তাহাদের উকীলদিগকে উপযুক্ত নোটিস দিয়া পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রকাশ করা যাইবে এবং নিষ্পত্তি প্রদান শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে তাহার উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে। কিন্তু বিচারকালে তাহাকে উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকিলে এবং কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার উকীলের সম্মুখে নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিবে

যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা

নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা

৩৬৭ ধারা এই আইনে প্রকারান্তরে স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদালতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন ও যে বিষয় কি যে যে বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তি পত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুক্তদ্বার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন

কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দেশ থাকিবে

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার অন্তর্গত কিম্বা একই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন

যদি নির্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয়, তবে ঐ পত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধ সম্বন্ধে নির্দোষী করা গেল তাহা লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, আদালত যে বিবেচনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তি লিখিবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা লিখিবেন।

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা

৩৬৮ ধারা কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা

যে ব্যক্তির উপর দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, সেই ব্যক্তিকে কোন স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় ইহা নির্দেশ থাকিবে না

৩৬৮ ধার দ্বীপান্তর প্রেরণ সম্বন্ধে দঃ বিঃ ৫৯ ধারা দ্রষ্টব্য

আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা

৩৬৯ ধারা নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার বিধান মতে বা লিখিবার ভুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে হাইকোর্ট ভিন্ন যে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন সেই আদালতের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্ব্বিবেচনা হইতে পারিবে না

৩৬৯ ধার কোন ফৌজদারী আদালত কিম্বা হাইকোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমায় আপীলে রায় প্রকাশ করিয়া পুনঃ বিচার করিতে পারেন না (গদাই রাউত, ৫ উ রি ৬১, কৃষ্ণচরণ, ১৭ উ রি ২),

কোন নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন রায় আপনি রদ করিতে পারেন না (১ হা রি ৩, ৬ উ রি ২০)

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা

৩৭০ ধারা পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ

(গ) বাদী থাকিলে তাহার নাম

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা

(চ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা

(ছ) শেষ আজ্ঞা

(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ

(ঝ) ও মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারাদণ্ডের কিম্বা ২০০৲ টাকার অধিক অর্থ দণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা

৩৭১ ধারা সেই নিষ্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার প্রার্থনামতে নিষ্পত্তির প্রতিলিপি অথবা সে ইচ্ছা করিলে সাধ্যমতে তাহার নিজ ভাষায়, কিম্বা আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ অযোগে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ প্রতিলিপি বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে

সেশন আদালতের জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহার দফা সমূহের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাঁহার অবিলম্বে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।

সেশন জজ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পারিবে উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন

৩৭১ ধারা নকলের জন্য দরখাস্তে /০ [illegible] নং কোর্ট ফি (কোর্ট ফি ১৮৭০ সালের) আইন, দ্বিতীয় তফসীল ১ এক দফা

নকল খরচ ৩৬০ কথায় • অনাদায় হিসাবে (? আইনের ১ তফসীলের ১ ৯ দফা),

সাক্ষির জবানবন্দির নকল আদালতের বিনানুমতিতে বিনা খরচায় দেওয়া যায় না (৫৪৮ ধারা)

ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে আপীলের মিয়াদ ৭ দিবস (১৮৭১ সালের ১১ আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৫০ দফা)

নিষ্পত্তি যেস্থলে অনুবাদ করিতে হইবে তাহার কথা

৩৭২ ধারা আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমাঘটিত কাগজপত্রের শামীলে দেওয়া যাইবে ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে

সেশন আদালতের নিষ্পত্তিপত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা

৩৭৩ ধারা সেশন আদালতে বিচার হইলে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয় ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ (মঞ্জুরি) বিষয়ক বিধি।

সেশন আদালত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা

৩৭৪ ধারা সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজ পত্র হাইকোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাইকোর্ট দ্বারা দৃঢ় করান না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।

আরো তদন্ত বা অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা

৩৭৫ ধারা মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দ্দোষিতার পতিপোষক কোন বিষয়ের আরও তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া উচিত জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ স্বয়ং লইতে পারিবেন কিম্বা সেশন আদালত দ্বারা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া যাইবে না ও হাইকোর্ট প্রকারান্তরে আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই

তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয় হাইকোর্ট না হইলে তদন্ত লওয়ার ফল ও প্রমাণ হাইকোর্টের সার্টিফিকেট দ্বারা করা যাইবে

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতার কথা।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক হাইকোর্ট

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন অনুযায়ি অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(খ) অথবা অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

(গ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ করিতে পারিবেন

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদ গত না হয়, কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে, ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ এই ধারামত দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

৩৭৬ ধারা। জুরির মীমাংসা হইলেও হাইকোর্ট প্রমাণ পরীক্ষা করিতে বাধ্য (জাফরআলী, ১৯ উ রি ৫৭)

জুরির মীমাংসা এবং জজের সম্মতির বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির খালাস (রামসদয় চক্রবর্ত্তী, ১৯ উ রি ১৯)

এক ব্যক্তি নরহত্যার চেষ্টা করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল এবং আপনার গলা এতদূর কাটিয়াছিল যে তাহাকে ফাঁসি দিলে মুণ্ডচ্ছেদন হইবার সম্ভাবনা ছিল, অতএব হাইকোর্ট তাহাকে ফাঁসি না দিয়া দ্বীপান্তর করিয়াছিলেন (বুদ্ধু জোলাহা, ২ ক ল রি ২১১)

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুই জন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক অর্পিত মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন জজের অধিবেশনে ঐ হাইকোর্ট হয় তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন

মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চের সম্মুখে তদ্রূপ মোকদ্দমায় শুনানী হইলে এবং উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে ভিন্নমত হইলে, উক্ত মোকদ্দমা তাঁহাদের মত সহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এবং উক্ত জজ যদ্রূপে পরীক্ষা গ্রহণ ও শ্রবণ বিহিত বোধ করেন তাহা করিয়া আপন মত দিবেন এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতানুযায়ী হইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাইকোর্টের দ্বারা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে হাইকোর্ট কর্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা করা গেলে পর ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মকারক অগৌণে ঐ হাইকোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

৩৮০ ধারা। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কি ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের নিকটে অর্পিত হইলে, উক্ত সেশন জজ—

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন, নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই বিষয় সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা,

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন,

(ঘ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ে অধিকতর তদন্ত কি আরো প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে, আপনি তদ্রূপ তদন্ত কি প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা তদ্রূপ তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

সেশন আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত তদন্ত কি প্রমাণ লওন কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং আসিষ্টান্ট সেশন জজ কর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত হইলে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না

তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, সেশন আদালত না লইলে, ঐ তদন্তের ফল ও প্রমাণ সর্টিফিকেট দ্বারা উক্ত আদালতে জ্ঞাত করিতে হইবে

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি

৩৭৬ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা

৩৮১ ধারা সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাইকোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদুপরি হাইকোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারেণ্ট দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন

৩৮১ ধারা এই ধারার উল্লিখিত ওয়ারেণ্ট অনুসারে জারির তারিখ হইতে অন্যূন ১ [illegible] দিবসের পরে অনধিক ২১ দিবসের মধ্যে প্রাণদণ্ড হইবে (হাই কোর্টের সর্কুলার নং ২ তাং [illegible] ১৭৬)

কলিকাতা হাইকোর্টের ১৪ ৫ ৬৫ ১ ১০ ৬৬ ১১ ১ ৭১ তারিখের ১০ ১১১ নং সর্কুলার মতে কারাদণ্ডের জন্য ওয়ারেণ্টের রেজিষ্টর বহি প্রত্যেক ফৌজদারী আদালতে [illegible]

১	২	৩		৪	৫			৬
অপরাধীর নাম	দণ্ডাজ্ঞার তারিখ	মিয়াদ		যে তারিখে মিয়াদ শেষ হইবে	যে কর্ম্মচারীর নিকট হইতে যে তারিখে ওয়ারেণ্ট পুনঃ প্রাপ্ত			মন্তব্য
		বৎসর	মাস	মাস, তারিখ ও বৎসর	মাস	তাং	বৎসর	

অন্তর্বাপত্যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।

৩৮২ ধারা কোন স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তর্বাপত্যা বলিয়া জানা যায় তবে হাইকোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবেন এবং দণ্ড পরিবর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা।

৩৮৩ ধারা ৩৮১ ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যে জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই আদালত তৎক্ষণাৎ সেই জেলে ওয়ারেণ্ট পাঠাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলে আবদ্ধ না থাকিলে ওয়ারেণ্টের সঙ্গে তাহাকেও উক্ত জেলে পাঠাইবেন

সাধনার্থ ওয়ারেণ্টের শিরোনামার কথা।

৩৮৪ ধারা বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে, সেই জেলের কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার প্রত্যেক ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইবে।

ওয়ারেণ্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮৫ ধারা। বন্দীকে যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয় কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্ট জেলরের হাতে দেওয়া যাইবে

অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারেণ্টের কথা।

৩৮৬ ধারা অপরাধির অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধির কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধির অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারেণ্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

৩৮৬ ধারা। ফৌজদারী জরিমানার টাকা আদায় করার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ সালের ২৫ মার্চ তারিখের ১১৯৯ নং সরকিউলার চিঠিতে নিম্নে লিখিত নিয়ম প্রচার করিয়াছেন,—

(১) কেবল মাত্র জরিমানার রেজিষ্টরী বহি এবং নকীর হিসাব বহি রাখিতে হইবে

(২) প্রত্যেক জেলার সদর মোকামে, এবং উপবিভাগে কোর্ট সাইনস্পেক্টর এ চিহ্নিত ফারমে একখানি বহি রাখিবেন, স্থানীয় কোন মাজিষ্ট্রেট যে জরিমানা করেন বা সেসন জজ, কি হাইকোর্ট যে জরিমানার আদেশ করিয়া আদায় জন্য মাজিষ্ট্রেটের সমীপে ওয়ারেণ্ট প্রেরণ করেন তৎসমুদয় এ সাবধানে মাসিক হিসাবে এই বহিতে রেজেষ্টরী করিতে হইবে আদালত হইতে যে জরিমানার বা অপর কোন আদেশ প্রচার হয় তৎসমুদয় দেখিবার জন্য প্রত্যেক আদালতের একজন মুহুরিকে বিশেষরূপে বলিয়া দিতে হইবে

(৩) মাজিষ্ট্রেট কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির জরিমানা না করিলে তদ্বিবরণ ২১ নং ছাপার ফরমে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া তৎসহ আসামীকে একজন কনষ্টেবলের জিম্মায় কোর্ট সবইনস্পেক্টরের আফিসে পাঠাইতে হইবে।

( ) তৃতীয় প্রমাণ লিখিত চালানরূপে পুস্তক হইতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তন্মধ্যে আসামীদিগের অংশ ছিঁড়িয়া আসামীর সহিত কোর্ট সবইনস্পেক্টরের আফিসে পাঠাইতে হইবে এবং বাকী দিকের অংশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে থাকিবে। প্রত্যেক ফারমে একটি করিয়া নম্বর দিতে হইবে। সেই নির্দ্দিষ্ট নম্বর, দায়রা সেশন জজ, কি হাইকোর্ট যে জরিমানা করেন তৎসমুদায়ই এই ফরমে লিখিতে হইবে। আসামীদিগের অংশ দ্বারা পুলিস অনায়াসে কোর্ট সবইনস্পেক্টরের বহি পরীক্ষা করিতে পারেন। কোর্ট সবইনস্পেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস হইতে উক্ত দিগের অংশে জরিমানা সম্পূর্ণ কি আংশিক আদায় হইলে, বা কোন টাকা বাকী থাকিলে তাহা লিখিয়া ফেরত পাঠাইবেন।

(৫) জরিমানার আদেশ দণ্ডের এক অংশ হইলে কোর্ট সবইনস্পেক্টর ২১ নং ফরমে (৭ চিহ্নিত) জরিমানার রেজিষ্টারি বহিতে আবশ্যকীয় বিবরণ লিখিয়া আসামীর নিকট ওয়ারেণ্ট প্রেরণ করিবেন। কারাদণ্ডের আদেশ না থাকিলে আসামী জরিমানার টাকা দিলে রেজিষ্টারিতে তাহা লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কেবলমাত্র জরিমানার আদেশ থাকিলে, এবং তাহার কতক অংশ আদায় হইলে, জরিমানার বহিতে তাহা লিখিয়া আসামীকে খালাস দিতে হইবে। ও বাকী জরিমানা আদায় জন্য কোর্ট সবইনস্পেক্টর যে আদালতে জরিমানা হয় তথায় ওয়ারেণ্ট জারীর প্রার্থনা করিবেন। কেবলমাত্র জরিমানার আদেশ থাকিলে, ও তাহা একবারেই আদায় না হইলে কোর্ট সবইনস্পেক্টর সমুদয় টাকা আদায়ের জন্য ওয়ারেণ্টের প্রার্থনা করিবেন।

জরিমানার পরিবর্ত্তে কারাদণ্ড, কি কেবল কারাদণ্ডের আদেশ না থাকিলে কোর্ট সবইনস্পেক্টর জরিমানার টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আবদ্ধ রাখিবেন না। জরিমানা না দিতে পারিলে কারাদণ্ড হইবে এরূপ আদেশ থাকিলে যদি তৎক্ষণাৎ জরিমানার সমুদয় টাকা আদায় না হয়, তবে যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন কোর্ট সবইনস্পেক্টর তৎসমীপে রিপোর্ট করিবেন ও দণ্ডবিধি আইনের ৬৯ ধারার মর্ম্মানুযায়ী ঐ আদালতের আদেশক্রমে অনাদায়ী জরিমানার টাকার পরিমাণ অনুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারাবাসের কাল আজ্ঞা লিখাইয়া লইবেন।

(৬) যে ব্যক্তি কোর্ট সবইনস্পেক্টরের বা অন্য কোন পোলীস কর্ম্মচারীর নিকট জরিমানার টাকা দেয় তিনি তাহাকে তাহার রসিদ দিবেন।

(৭) কারাবদ্ধ থাকার সময় কোন ব্যক্তি (নিজে বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি) যে টাকা দেয় তৎপরিমাণে কারাবাসের ন্যূনতা করিবার জন্য, বা জরিমানার টাকা বাকী না থাকিলে তাহাকে খালাস দেওয়ার জন্য কোর্ট সবইনস্পেক্টর অবিলম্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে রিপোর্ট করিবেন। এবং যে টাকা আদায় হয় তাহা জরিমানার বহিতে লিখিয়া তৎসহ তাঁহার রিপোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিবেন, এবং জরিমানার বহিতে তাহার দস্তখত করাইবেন।

(৮) কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনানুসারে জরিমানার পরিবর্ত্তে কয়েদরূপ দণ্ডভোগ করিলে আর ঐ জরিমানার টাকা আদায়যোগ্য থাকে না। থাকিলে, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কয়েদ থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে কোর্ট সবইনস্পেক্টর তাহাকে তৎক্ষণাৎ দণ্ডপ্রদানকারী আদালতে উপস্থিত করাইবেন, এবং ঐ আদালতে আসামীর কয়েদ থাকার অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করাইবেন। আসামীর জরিমানা কোর্ট সবইনস্পেক্টরের বহিভুক্ত হইয়া থাকিলে তাহা জানাইয়া টীকা দিতে হইবে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইবার পূর্ব্বে যদি আইনের কোন বিশেষ বিধান অনুসারে সমস্ত কি কতক অংশ জরিমানার টাকা আদায়ের চেষ্টা করা যায়, তবে উল্লিখিত বিধান হেতু কোন দোষ স্পর্শিবে না।

(১৪) যে মাসে জরিমানার আদেশ হয়, তৎপরে কোন মাসে যদি সমুদয় জরিমানা বা তাহার কোন অংশ আপীল আদালতের আদেশক্রমে বা অন্য প্রকারে রহিত হয়, কিম্বা জরিমানার তারিখ হইতে ছয় বৎসর অতীত হওয়া প্রযুক্ত কি জরিমানার পরিবর্ত্তে কারাবাস ভোগ করা হেতু আদায়ের অনুপযুক্ত হয় তবে যে মাসে ঐ জরিমানা রহিত হয় বা আদায়ের অনুপযুক্ত হয়, সেই মাসে লালকালি দ্বারা তাহা লিখিতে হইবে এবং যে পরিমাণ জরিমানা রহিত হয় বা আদায়ের অনুপযুক্ত হয়, তাহা রেজেষ্টরির ৮ ঘরে দেখাইতে হইবে। যে মাসে জরিমানা হয়, সেই মাস মধ্যেই তাহা রহিতের আদেশ হইলে, জরিমানা যে স্থানে প্রথম লেখা গিয়াছে তাহার সম্মুখে ৮ ঘরে লাল কালি দ্বারা তাহা লিখিতে হইবে।

(২৩) দণ্ডবিধি আইনানুসারে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত, অথবা আসামীর ছয় বৎসরের অতিরিক্ত কারাদণ্ড হইলে কারাবাসের আদেশ হইলে সেই কয়েদের সময় পর্য্যন্ত জরিমানার টাকা আদায় করা যাইতে পারে, অতএব থানার এলাকার মধ্যে জরিমানা আদায় জন্য যত ওয়ারেণ্ট পাওয়া যায়, তাহার এক রেজিষ্টারি প্রত্যেক থানায় রাখা আবশ্যক (আছে)।

ক

জরিমানার বহি।

১	মাসিক ক্রমিক নম্বর	
২	মোকদ্দমার নম্বর	
৩	জরিমানাকারী মাজিষ্ট্রেটের নাম	
৪	অপরাধীর নাম এবং অপরাধ	
৫	দণ্ডাজ্ঞার তারিখ	
৬	জরিমানার টাকার পরিমাণ	
৭	জরিমানার টাকা না দিলে কারাদণ্ডের পরিমাণ	
৮	কত টাকা মাফ হইয়াছে	
৯	ওয়ারেণ্ট প্রচারের তারিখ	
১০	যে থানায় ওয়ারেণ্ট পাঠান হয়	
১১	ওয়ারেণ্ট থানা হইতে ফেরত পাঠানর তারিখ	
১২	এত টাকা আদায় হইল	
১৩	বাকী	
১৪	এত টাকা ট্রেজরিতে দাখিল হইল	
১৫	খাজাঞ্চির দস্তখত	
১৬	কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টরের দস্তখত	
১৭	জরিমানার মুহুরির দস্তখত	
১৮	মাজিষ্ট্রেটের দস্তখত	
১৯	মন্তব্য	

ঐ ওয়ারেণ্টের ফলের কথা

৩৮৭ ধারা। যে আদালত ঐ ওয়ারেণ্ট প্রচার করেন তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ি কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধির কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারেণ্টে এই অনুমতি করিবে

কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার কথা

৩৮৮ ধারা। অপরাধির প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আদালত ৩৮৬ ধারামতে পরওয়ানা বাহির করিলে ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নিরূপিত দিনে অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে আদালতের বিবেচনামতে জামিন সহিত কি জামিন বিনা এই নিয়মে নির্ব্বন্ধপত্র লিখিয়া দিলে কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিয়া অপরাধিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন নির্ব্বন্ধপত্র লিখিয়া দিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার পনের দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না। অর্থদণ্ড আদায় না হইলে আদালত অবিলম্বে কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

কে ওয়ারেণ্ট দিতে পারেন তাঁহার কথা

৩৮৯ ধারা। যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি অথবা তাঁহার উত্তর পদধারী দণ্ডাজ্ঞা সাধনের ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন

কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কর্ম্ম হইবার কথা

৩৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালতের আদেশমত স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ডাজ্ঞানুযায়ী কার্য্য হইবে

কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কশাঘাত করিবার কথা

৩৯১ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশাঘাত করিতে পারিবেন না, কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাতদণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণপূর্ব্বক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে

জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না করিলে জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে

৩৯১ ধারা। কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত ... (১৮৬৪ সালের ৬) আইনের ৩৪ ধারার সহিত ঐক্য, এবং এক বিচারে দ্বিতীয়বার অপরাধের কশাঘাত দণ্ড হইলে, প্রথম বার দণ্ডের সহিত ঐক্য নহে (ম হ, কো ২৮ ১১ ৮ ওয়াইর ৬৪),

এক অপরাধীর প্রতি তিনটী পৃথক দণ্ড, তিন পৃথক দণ্ড আজ্ঞা হইয়াছিল, প্রথম কারাদণ্ড দ্বিতীয়, (প্রথম কারাদণ্ডের পর) কশাঘাত তৃতীয় (কশাঘাতের পর) কারাদণ্ড মান্দ্রাজ হাইকোর্ট সাব্যস্ত করেন যে এই ধারার বিধানের বিপরীতে কশাঘাতের পর দণ্ড হইতে পারে না সুতরাং কশাঘাতের আজ্ঞা রদ করা ... দ্বিতীয় কারাদণ্ড বহাল থাকিবে বলিয়াছিলেন (মহাকোর্ট ১০ ১২ ৭৩, ৭ম ৩৩ ভাগ ওয়াকার ৩৫৭), যে ১৫ দিন কশাঘাত স্থগিত থাকে, সেই ১৫ দিনের মধ্যে অপরাধী পলায়ন করিলে, পুনরায় ধৃত হইলে কশাঘাত হইবার বাধা নাই (মহাকোর্ট ১০ ৮ ৭০ ওয়াইর ৩৩৩) কারাবাসের অব্যবহিত পরেই কশাঘাত করিতে হইবে এরূপ আদেশ অবৈধ

দণ্ডাজ্ঞার ওয়ারেণ্ট ফেরৎ আদেশ থাকিলে জেলের অধ্যক্ষ ঐ ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবেন এবং হাইকোর্ট হইতে সংশোধন হইয়া আসিলে কশাঘাত হইতে পারে (মা হা, কে, প্রো, ৩১ ১৮৭ ওয়াইর ৩৪৩ জামাল ভালাদ না• ভাই, ব, হ ২২ ১২),

বোম্বাই হাইকোর্ট (৫ ৮ ১৮) বলেন ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ত্তব্যাবহেলন অনবধানতা কিম্বা দৈব ঘটনা বশতঃ ঐ ধারামতে কশাঘাত না করা হইলে, অপরাধী পরিত্রাণ পাইবে না, কশাঘাত পাইতেই হইবে কিন্তু মান্দ্রাজ হাইকোর্ট বলেন হইবে না (৬ মা, জু ১০৪ ম ২৯ আগ্, ওয়াইর ৩৪২, জাফরআলী ২০ উ, রি ১২), উপরোক্ত কশাঘাত আইনের ৯ ধারা দেখ

প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কশাঘাতের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল নাই (৪১৩ ৪১৪ ধারা দেখ),

ঐ দণ্ড যেরূপে সাধন হইবে তাঁহার কথা

৩৯২ ধারা ১৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধবয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে অন্যূন আধ ইঞ্চি মোটা পাতলা বেত দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপে ও শরীরের যেস্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন তদনুসারে ঐ দণ্ড হইলে অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘুবেত্রে প্রহার হইবে।

আঘাতের ঊর্দ্ধসংখ্যার কথা

কোন স্থলে উক্ত দণ্ড ৩০ ঘার অধিক হইবে না।

ভাগ ভাগ করিয়া না মারিবার কথা।

৩৯৩ ধারা কশাঘাত দণ্ড ভাগ ভাগ করিয়া সাধন করিতে হইবে না, এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাহারও কশাঘাত দণ্ড হইবে না যথা,—

মুক্ত থাকার কথা

(ক) স্ত্রীলোকদের,

(খ) যে পুরুষদের প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম বা পাঁচ বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদের,

(গ) যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিবেচনা করেন, সেই পুরুষদের

অপরাধীর শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।

৩৯৪ ধারা শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎস্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ড সাধন হইবে, নতুবা নয়

দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা।

কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধীর শরীর গতির বিবেচনায় তাঁহার আর প্রহার সহ্য হয় না চিকিৎসক ইহা শংসিতরূপে কহিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করিলে দণ্ড একবারে স্থগিত করা যাইবে

৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা

৩৯৫ ধারা ৩৯৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইলে, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালত যতকাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন না করেন ততকাল অপরাধীকে হেফাজতে রাখিতে হইবে ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্ত্তে তাহার বার মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন এমন স্থলে সেই অপরাধের নিমিত্তে কশাঘাত ভিন্ন অপরাধীর অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনমতে যতকালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন অধিক কাল পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি তদধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

পলাতক বন্দীদের উপর দণ্ড আজ্ঞাপন করিবার কথা

৩৯৬ ধারা। পলাতক বন্দীর প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্ব্বলিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে, এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রমের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য হইবে

পলাতক বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে তাহার তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে

বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন না হইলে পলায়ন সময়ে তাহার সেই পূর্ব্বের কারাদণ্ড কিম্বা সুতরাং বিশেষে দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডভোগের যতকাল বাকী ছিল তাবৎকাল ঐ দণ্ডভোগের পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে

ব্যাখ্যা। এই ধারার কার্য্যপক্ষে

(ক) কারাদণ্ডের আজ্ঞা অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে

(খ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তদপেক্ষা নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওন সহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন বোধ হইবে ও

(গ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সাধারণ কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন বোধ হইবে

এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধির উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা

৩৯৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি আর দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই দণ্ডভোগ অবিলম্বেই অথবা পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর ঐ অন্য দণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে, কোর্ট স্বীয় বিবেচনামতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৩৫, ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার অতিরিক্ত বিধানের কথা

৩৯৮ ধারা। (১) পূর্ব্বে কি পশ্চাৎ কৃত অপরাধ নিমিত্তক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা করা হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না

(২) মূল কারাদণ্ডের কিম্বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, এবং যে ব্যক্তি সেই মূল দণ্ড ভোগ করিতেছে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে পর তাহার আর এক কি অধিক মূল কারাদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম

দণ্ড ভোগ করিতে হইলে সেই ব্যক্তির ঐ এক কি অধিক মূল দণ্ড ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা ফলবৎ করা যাইবে না

অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা

৩৯৯ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক ষোল বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহাকে অপরাধীদের কারাগারে বদ্ধ না করাইয়া সংশোধনার্থে যে আলয়ে উপযুক্তমত শাসন করিবার ও উপকার জনক কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত যে সংশোধনালয় বালকদের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পালনাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধিমতে কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধী বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

৩৯৯ ধারা সংশোধনার্থ স্কুল সম্বন্ধে ১৮৭৬ সালের ৫ আইন দেখ

ঐ আইনের ৭ ধারার বিধানমতে হাইকোর্ট সেশন আদালত, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট, পোলীস মাজিষ্ট্রেট, অথবা কলিকাতা বোম্বাই মান্দ্রাজ রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট ১৬ বৎসরের অনধিক বয়স্ক কোন অপরাধীকে দ্বীপান্তর প্রেরণ অথবা কারাদণ্ডের দিয়া ঐ স্কুলে অন্যূন ২ বৎসর এবং অনধিক ৭ বৎসর কাল রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারেন

১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালককে ঐরূপ স্কুলে কখনই রাখা হইবে না

দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারেণ্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

৪০০ ধারা। দণ্ডাজ্ঞামতে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কার্য্যকারক তাহা সাধন করিলেন, তিনি তাহা যেরূপে সাধন করা গিয়াছে, ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা

৪০১ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের অনুমতি হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হয় কিম্বা যে আদালত কর্ত্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কি স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের কর্ত্তৃপক্ষকে উক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত কি না এই বিষয়ে আপনার মত ও ঐ মতের যে যে হেতু থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন

"যে কোন নিয়মে কোন দণ্ড স্থগিত বা ক্ষমা করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় সেই নিয়ম পালিত হয় নাই বোধ হইলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন তাহা হইলে যে ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত হইয়াছে বা ক্ষমা করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুক্ত থাকিলে কোন পোলীষ কর্ম্মকারক তাহাকে ওয়ারেণ্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবেক "

"এই ধারামতে যে নিয়মে দণ্ড স্থগিত বা ক্ষমা করা যায়, সেই নিয়ম যে ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত বা ক্ষমা করা হয়, সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক পালনীয় নিয়ম হইতে পারিবে, অথবা তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে এরূপ নিয়ম হইতে পারিবে "

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ক্ষমা করিবার কি দণ্ড গৌণ স্থগিত করিবার কিম্বা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০২ ধারা কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্ত্তে তৎপশ্চাল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড, দণ্ডরূপ পরিশ্রম ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড হইতে পারিত তাহার অনধিক কালের কঠোর কারাদণ্ড, ঐরূপ কালের নিমিত্ত সামান্য কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড

৪০২ ধারা দণ্ডবিধি আইনের ৫৩ ৫৫ ধারা দেখ।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

যে ব্যক্তি একবার নির্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণীত হইল তাহার সেই অপরাধে পুনরায় বিচার না হইবার কথা।

৪০৩ ধারা কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে, যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কিম্বা নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকে, ততকাল সেই অপরাধ হেতুক, কিম্বা ২৩৬ ধারামতে তাহার নামে সেই বৃত্তান্তমূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ২৩৭ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত এমত অন্য কোন অপরাধ হেতুক তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে পর যদি সেই বিচারকালে ২৩৫ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত, তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে

ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে যে সময়ে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সে ফল না হইয়া থাকিলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে, শেষোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে

কোন ক্রিয়ামূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি সেই ক্রিয়ামূলক ঐ ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে

ব্যাখ্যা —নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ২৪৯ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৭৩ ধারামতে অভিযোগপত্রে কোন কথা লেখা গেলে, তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি নির্দ্দোষ করণ হয় না ।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তাহা হইলে ঐ নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকর স্বরূপ চুরি করিবার কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধ-ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না

(খ) বধকরণাভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই, কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয় সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণাপরাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগমতে তাহার বিচার হইতে পারিবে

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। যে ব্যক্তি পীড়া পায় পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল অপরাধঘটিত নরহত্যার নালিশে আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ি মোকদ্দমা না হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ বলরামের গাত্র হইতে দ্রব্য চুরি করে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিবেন সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ বলরাম ও চন্দ্র দীননাথের উপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন তৎপরে সেই*বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের নামে ডাকাইতী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে

৪০৩ ধারা *৪ ২৪০ ২৪৭ ২৯৮ ৩০৮ ৩৪৫ ৪৯৪ ৫১১ ধারা ও ২৫৩ এবং ২৫৮ ধারার শেষের দেখ

পুনঃ মোকদ্দমায় নির্দ্দোষী অথবা দোষী সাব্যস্ত হইবার পরে দ্বিতীয় মোকদ্দমায় [illegible] পুনরায় বিচার হইতে পারেন [illegible] একই [illegible] এবং [illegible] চলিবে। ([illegible] ২২৬, [illegible])

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধান।

প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।

৪০৪ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন সংকালে চলিত থাকে সেই আইনমতে আপীল করিবার বিধান না থাকিলে ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

৪০৪ [illegible] নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে [illegible] হইবে [illegible] দাখিল করিতে হইবে। ([illegible] আইন, [illegible])

(১৮ [illegible] ১৫০) [illegible]

সেশন জজ কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার বিরুদ্ধে	৭ [illegible]	দিন—১৫০ দফা
কোন আজ্ঞা কি [illegible] বিরুদ্ধে হাইকোর্টে	[illegible] তারিখ হইতে	৬০ দিন—১৫৫ দফা
ঐ ঐ অন্য কোন আদালতে	ঐ	৩০ দিন—১৫৪ দফা
নির্দ্দোষ [illegible]	ঐ	৬ মাস ১৫৭ দফা।

মধ্যে [illegible] সময়ের মধ্যে আপীল না করিলে গ্রাহ্য হয় না। (৪ ৫ ধারা)

যে সময়ের মধ্যে আপীল [illegible] সেই সময়ের শেষ দিনে যদি [illegible] বন্ধ থাকে, তবে যে দিন কাছারি খুলিবে সেই দিন দাখিল হইতে পারে। (৫ ধারা)

উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় গণনা করিতে হইলে [illegible] তারিখ এবং [illegible] কি আজ্ঞার নকল লইতে যে সময় [illegible] দিতে হইবে। (১২ ধারা)

নির্দ্দেশ [illegible] ৪১৭ ৪২১ ধারা দেখ।

[illegible] আপীল করিলে [illegible]।

[illegible] পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৫ ধারা। [illegible] কোন ব্যক্তির ৮৯ ধারামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, ঐ আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা

৪০৬ ধারা জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ১১৮ ধারামতে সদাচরণ করিবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিলে সে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে

৪০৬ ধারা ১২৪ ধারা দেখ

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা

৪০৭ ধারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিষ্ট্রেট শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে উক্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে ঐরূপে যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন

৪০৭ ধারা ৪১৪ ৪১৫ ৪২০ (খ) ধারা দেখ ২৫০ ধারানুসারী আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল নাই (১ হা, কো, পো ২০ ৬৭, ওয়াইর ২৮৩)

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চের আজ্ঞার বিরুদ্ধে জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল আছে (নারায়ণ স্বামী, ইং লং রিং ৯ ম ৩৬) বেঞ্চের প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন হইলেও যদি একত্রে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তাহা হইলে তদ্রূপ বেঞ্চের আজ্ঞার বিরুদ্ধে জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল নাই (কলিকাতা গেজেট ১৮৭০ পৃ ১৭);

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা

৪০৮ ধারা কোন ব্যক্তি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন

কিন্তু (ক) কোন মোকদ্দমায় আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ় করণ সাপেক্ষ থাকিলে ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাইকোর্টে হইবে, কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

(খ) তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবেন

৪০৮ ধারা ৪০৫ ৪০৬ ৪১৫ ৪২০ ধারা দেখ

সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে তাহার কথা

৪০৯ ধারা সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায় তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশ্যনল কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেব শুনিবেন।

সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা

৪১০ ধারা সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডিশ্যনল কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা

৪১১ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারমতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিবেন

৪১১ ধারা এই ধারায় উল্লিখিত ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের অর্থে জরিমানার টাকা না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা বুঝায় না (তোলারাম দেবী ই অ রি ২ মা ৩০)

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন কোন স্থলে আপীল না হইবার কথা

৪১২ ধারা পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন, সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি না এই এই বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে, নতুবা আপীল নাই

৪১২ ধারা একটী মিউনিসিপাল অভিযোগ আইনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়ের করা হইয়াছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং অপরাধ স্বীকার করায় অপরাধী নির্ণীত এবং দণ্ডিত হইয়াছিল আপীলে উক্ত মোকদ্দমা নির্দিষ্ট সময়ের পর দায়ের হওয়া সম্বন্ধে অপরাধীকে আপত্তি করিতে দেওয়া হয় নাই কারণ দণ্ডের (Sentence) পরিমাণ কিম্বা বৈধতা সম্বন্ধেই আপীল আছে, অপরাধ নির্ণয় (Coviction) সম্বন্ধে আপীল নাই। (জাফর এম ও লের, ই অ রি ৫ ১৮৫),

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা

৪১৩ ধারা পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও সেশন আদালতে কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই

ব্যাখ্যা —মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন তবে তাহার উপর আপীল নাই

৪১৩ ধারা। একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে সংযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে (৩৫ ধারার শেষ পদ) ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ৪০৮ ৪১০ ৪১১ ধারা দেখ

যদি এক বিচার দণ্ডিত এক দিক ব্যক্তির মধ্যে এক জনের আইনানুসারে আপীলের অধিকার থাকে, এবং অন্যের না থাকে, কিন্তু একজন আপীল করে আর একজন না করে, তবে এক জনের অধিকার আছে, বলিয়া কিম্বা একজন আপীল করিয়াছে বলিয়া, অন্যের আপীলের অধিকার কি আপীল গ্রাহ্য কি গণ্য হইবে না (ব, হ, কে ৯২২ সন ১৮৬৪ কম্পু জাই মেন জাই, ৭ ব, ৩৫, মুজিজা নাম, ৫ ব ২৪, মা, হা, রো, ১০।৫।৭২, ৭ মা, জু ৩০১, প্রো, ১৩৭৫ ৮ ম ৭ এপ্)

সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন কোন স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা

৪১৪ ধারা পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও কোন মাজিষ্ট্রেট ২৬০ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরীমতে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিন

মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই

৪১৪ ধারা ৪০৮ ৪১৬ ধারা দেখ

৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা

৪১৫ ধারা ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ ঐ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে, তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আপীল হইতে পারিত না, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না

ব্যাখ্যা —অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা

৪১৬ ধারা ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না

৪১৬ ধারা ৪০৮ ৪১১ ৪১৩ ধারা দেখ

নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা

৪১৭ ধারা হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের আদিম কি আপীলী আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি ঐ আজ্ঞার উপর হাইকোর্টে আপীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন

৪১৭ ধারা এরূপ আপীলের সময় ছয় মাস (তামাদি বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১৫ আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৫৭ দফা) ৪২ ৪৯২ ধারা দেখ

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিতে হইলে বিভাগীয় কমিশনর দ্বারা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করাইতে হয় বিভাগীয় কমিশনর রিপোর্ট করিবার পূর্ব্বে নথী দেখা আবশ্যক বোধ করিলে নথী তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া সেশন জজের কর্ত্তব্য (ক হ সর নং ১ তাঃ ১২ ১ ৭৭, উইলকিন্স ১২),

জুরির মীমাংসার বিরুদ্ধে এরূপ আপীল করিতে হইলে কেবল আইন সম্বন্ধে হইতে পারে, যথা—৪১৮ ৪২৩ (খ) ধারা (বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বঃ পরমেশ্বর মল্লিক, ই ল রি ১০ ক ১০২৭),

যদ্যপি জুরি আসামীকে কোন কোন অভিযোগে নির্দ্দোষী এবং কোন কোন অভিযোগে দোষী মীমাংসা করেন, এবং জজও উক্ত অভিযোগে দোষী করণে একমত হন, তাহা হইলে যে যে অভিযোগে নির্দ্দোষী বলা হয়, সেই সেই অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল হইতে পারে

এক ব্যক্তি জুরির মীমাংসায় জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগে নির্দ্দোষী হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যার অভিযোগে দোষী ও দণ্ডিত হইয়াছিল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীলে সেই ব্যক্তি জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়া তাহার ফাঁসী হইয়াছিল (মহারাণী বঃ যদুনাথ গাঙ্গুলী, ই ল রি ২ ক ২৭৩),

নিম্ন আদালতের অযোগ্যতা, নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অনবধানতা প্রভৃতি কারণে বিশেষ অবিচার না হইলে, হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না (মহারাণী বঃ গয়াদিন, ই ল রি ৪ এ ১৪৮),

কোন বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে, তাহার কথা।

৪১৮ ধারা আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে বৃত্তান্তঘটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইলে কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে

ব্যাখ্যা দণ্ডাজ্ঞার কঠোরতার কথা এই ধারার কার্য্যপক্ষে আইনঘটিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১৮ ধারা। ২৬৮ ৩০৭ ৩৭৪ ৪২৩ ধারা দেখ

আপীলের দরখাস্তের কথা।

৪১৯ ধারা। লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলাণ্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন এবং যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায় যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল ও জুরির বিচারিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামতে উপদেশ বাক্যের যে মূল কথা লেখা যায় তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কর্ত্তব্য প্রণালীর কথা।

৪২০ ধারা। আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে সে আপীলের দরখাস্ত ও তাহার সহিত যে যে নকল দিতে হয় সেই সেই নকল জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে। তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন।

৪২০ ধারা। জেলখানায় থাকিয়া আ[illegible] করিলে আপীলের দরখাস্তে ষ্ট্যাম্প লাগে না। (ষ্ট্যাম্প বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১১ বিধির ১ দফা)

কয়েদীকে আপীলের দরখাস্ত লিখিতে দিবার বা কোন [illegible] উকীলের [illegible] দেখাইতে সুবিধা দেওয়া জেলের কর্ম্মচারিদের কর্ত্তব্য [illegible] কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে (বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিটি নং ২০৩১ তাং ১০ [illegible], [illegible] ১২ ডিসে ৬৯),

কয়েদীরা যেরূপে যে অবস্থায় হউক [illegible] হইয়া যাইবে [illegible] ঐ বিষয়েও হাকিমকে সম্পূর্ণ সুবিধা দেওয়া জেলের কর্ম্মচারিদের কর্ত্তব্য (সেম [illegible] ৬৫, ১ বা ১৩),

কয়েদীর আপীলের দরখাস্ত আপীলের সময়ের মধ্যে [illegible] হইলে [illegible] আপীল আদালতে পাঠান জেলাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য অসময়ে পাইলে নহে (১ হ [illegible] নং [illegible] তাং [illegible] ৬১ নং ৬৩ তাং ১৫ ৩ ৮১, উইকলি ক্রিম ১০৭ ১ ৮),

আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

৪২১ ধারা। আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামতে দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত [illegible] কারণ না দেখিলে সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিন্তু আপেলাণ্টের [illegible] কি তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৭ ধারামতে উপস্থিত করা কোন আপীল ডিস্‌মিস্‌ করা যাইবে না।

এই ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়

৪২১ ধারা। [illegible] অনুসারে [illegible] সরাসরি [illegible] সন্তোষজনক [illegible] দর্শাইলে [illegible] (ম হ ২৯ [illegible] ১ মার্চ [illegible]) নির্দ্ধারিত আছে (মহারাণী আমিন, ই ল [illegible] ৪ বা ১০১)

আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।

৪২২ ধারা। আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য না করিলে আপেলাণ্টকে বা তাঁহার উকীলকে ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারক নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের নোটিস দেওয়াইবেন ও ঐ কার্য্যকারকের প্রার্থনামতে তাঁহাকে আপীলের হেতুবাদের এক কেতা নকল দিবেন।

৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও তদ্রূপ নোটিস দেওয়াইবেন।

আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

[illegible]৩ ধারা। ঐ মোকদ্দমা ঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে ঐ [illegible] তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর ও আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল উপস্থিত

থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর ও রাজকীয় অভিযোক্তাও উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর এবং ৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ক) নির্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরও তদন্তের কিম্বা স্থলবিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্বিচার কি বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের আপীল হইলে, (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্বিচার বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্তন করিতে কিম্বা নির্ণয় পরিবর্তন করিয়া কি না করিয়া দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে, তাহা কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ কম করিয়া কি না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার ভাব পরিবর্তন করিতে পারিবেন কিন্তু এইরূপে করিতে হইবে যেন তাহার বৃদ্ধি না হয়

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, ঐ আজ্ঞা পরিবর্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(ঘ) জজ সাহেবের উপদেশের দোষে কিম্বা তিনি যে ব্যবস্থা নির্দেশ করেন, জুরি তাহা বুঝিতে না পারায়, জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা না করিলে, উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন, এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না

৪২৩ ধারা ৪৩৯ ৫৩১ ধারা দেখ

(ক) প্রকরণ—এই প্রকরণ কেবল হাইকোর্টের প্রতি বর্তে (৪১৭ ধারা, বঙ্গস্বামী আয়ঙ্গর, ই ল রি ৭ মা ২১৩),

(খ) প্রকরণ আদিম আদালতের ন্যায় আপীল আদালতও সাক্ষ্যের বাহ্যিক ও আন্তরিক দোষ গুণ, এবং আনুষঙ্গিক অবস্থা সকল প্রণিধান পূর্বক ঘটনার সম্ভাবন অসম্ভাবন পরীক্ষা করিতে বাধ্য (গুণমণি দিঃ, ১৭ উ রি ৫৯),

কিন্তু যে জজের সম্মুখে সাক্ষীর জবানবন্দি হইয়াছে সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া আপীল আদালতের মীমাংসা করা কর্তব্য (মাধবচন্দ্র গিরি মোহন্ত, ২১ উ রি ১৩),

(গ) প্রকরণ—৪০৪ ৮৯ ১১৮ ২০৩ ২০৯ ২৫৩ ৪৮০ ৪৮৫ ৫১৪ ৫২৪ ধারা দেখ

(ঘ) প্রকরণ—৫৩৭ ধারার শেষাংশ দেখ

নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা

৪২৪ ধারা আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে যে যে বিধি আছে তাহা যতদূর হইতে পারে হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্তিবে

কিন্তু আপীল আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, যে নিষ্পত্তি প্রচার করা যায়, তাহা শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আনা বা উপস্থিত হইবার আদেশ করা যাইবে না

হাইকোর্ট আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করে যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করা হইবার কথা

৪২৫ ধারা আপীল হওয়াতে হাইকোর্ট এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয়, সেই নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা করা গিয়াছিল, ঐ হাইকোর্ট সেই আদালতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন, যদি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ঐ নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা করা যায়, জিলার মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঐ সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে

হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন, সেই আদালত হাইকোর্টের নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার অনুযায়ী আজ্ঞা করিবেন আবশ্যক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা যাইবে

৪২৫ ধারা ৪০৮ (খ) ১১ ৪৪২ ধারা দেখ

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

হাজির জামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা

৪২৬ ধারা যাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর সে আপীল করিলে, সেই আপীল যতদিন উপস্থিত থাকে আপীল আদালত ততদিন হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেই আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন ও আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির জামিন বা নিজ তাহার নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

এই ধারায় আপীল আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল, অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল করিলে, হাইকোর্টও সেই ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন

শেষে আপেলাণ্টের কারাদণ্ডের দণ্ডাজ্ঞা পরিশেষে বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সে উক্ত প্রকারে যতদিন মুক্ত ছিল, দণ্ডের মিয়াদ নিরূপণ কালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না

নির্দ্দোষকরণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা

৪২৭ ধারা ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে, হাইকোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনাইবার ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায় সেই আদালত আপীল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার হাজির জামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন

অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার ক্ষমতার কথা।

৪২৮ ধারা এই অধ্যায়মতে আপীল সংক্রান্ত কার্য্যকরণ সময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে, আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অথবা আপীল আদালত হাইকোর্ট হইলে কোন সেশন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

উক্ত সেশন আদালত বা মাজিষ্ট্রেট সেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট সার্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন ও উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আপীল আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিবেন, কিন্তু তদ্রূপ প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

এই ধারামতে প্রমাণ লওয়া ২৫ অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে তদন্ত বলিয়া গণ্য হইবে

৪২৮ ধারা। অতিরিক্ত সাক্ষ্য লইতে ও তথ্য কেন আপীল আদালত যদি বিবেচনা করেন যে কোন সাক্ষী ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে তবে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে কিম্বা ৪৭৬ ধারা মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন (বর্থতিয়ার সাইফন ড, ১০ উ রি ৬৪ ফু ৬ বেঙ্গল ল রি ৬৯৮),

আপীল আদালতের জজদের যতজনের একমত হয় ততজনের ভিন্নমত
হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালত স্বরূপ অধিবিষ্ট হন, তাঁহাদের যতজনের একমত হয় ততজনের ভিন্নমত হইলে, ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ ঐ আদালতের অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যদ্রূপে (যদি কোন) পরীক্ষা লওয়া ও শুনা উচিত বোধ করেন তদ্রূপ পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে

আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা

৪৩০ ধারা। ৪১৭ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন তাহ চূড়ান্ত হইবে

আপীল উঠিয়া যাইবার কথা

৪৩১ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মতে অন্য আপীলে আপেলান্টের মৃত্যু হইলে, আপীল একেবারে উঠিয়া যাইবে

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাইকোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা শ্রবণকালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিলে, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করিলে, হাইকোর্টের মত জানিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন হাইকোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই প্রশ্ন বিষয়ে হাইকোর্টের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে পারিবেন ও হাইকোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা তাহাকে ডাকা গেলে, সে বিচার জানিবার জন্যে উপস্থিত হইবে এই নিয়মে হাজির-জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

হাইকোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা

৪৩৩ ধারা। কোন প্রশ্ন পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে, হাইকোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন, করিবেন, ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রশ্ন অর্পণ করেন সেই নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা

সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খরচ কাহার দিতে হইবে, হাইকোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

হাইকোর্টের আদৌ বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত রাখিয়া দিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে বসিয়া কার্য্যকালে যে হাইকোর্টের একাধিক জজ আছেন, সেই হাইকোর্টের কোন জজের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, যদি তাহার বিচারকালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যদ্রূপ নির্ণয় হয় তদনুসারে সে বিষয়ের নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা হয়, তবে সেই জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে হাইকোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কয়েদি প্রভৃতির কথা।

উক্ত জজ সাহেব তদ্রূপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত রাখিলে যে ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ হইল ঐ প্রশ্ন নিষ্পত্তি হওনের অপেক্ষায় তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে কিম্বা জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে, তাহার হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে,

এবং হাইকোর্ট সেই মোকদ্দমা কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে ও হাইকোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন, তাহা করিতে পারিবেন।

অধস্তন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা। স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন অধস্তন ফৌজদারী আদালত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়া যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা লেখেন কি করেন তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ী ও উপযুক্ত কি না ও সেই অধস্তন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, হাইকোর্ট কি কোন সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সবডিবিজনাল মাজিষ্ট্রেট ইহা স্বয়ং অবগত হইবার অভিপ্রায়ে উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন

কোন সবডিবিজনাল মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে ঐরূপ কোন নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ বা অনুচিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই তবে তিনি যে মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন, তৎসহিত নথী জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

১৪৩ ও ১৪৪ ধারামতে যে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা এবং ১৭৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে

৪৩৫ ধারা। এই ধারায় ফৌজদারী আদালতের পাঁচটী শ্রেণী উল্লেখ আছে, (১) হাইকোর্ট, (২) সেশন আদালত, (৩) জেলার মাজিষ্ট্রেট, (৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত সবডিবিজনাল মাজিষ্ট্রেট, (৫) অধস্তন ফৌজদারী আদালত 'অধস্তন' শব্দের অর্থ নিম্ন শ্রেণীস্থ অধস্তন আদালতই 'অধীন' বুঝায় না। অধস্তন মাজিষ্ট্রেটেরা জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধস্তন এবং অধীন, সেশন আদালতের অধস্তন আছে কিন্তু অধীন নয়। ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৯৫ ধারায় 'অধীন আদালত' শব্দ ছিল, এই আইনে তৎপরিবর্ত্তে 'অধস্তন ফৌজদারী আদালত' কথাগুলি আছে। এজন্য তর্ক উত্থিত হইয়াছিল যে সবডিবিজনের প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধস্তন কি না, তিনি যে তাঁহার অধীন তাহা অস্বীকার করিতে হইবে, কারণ ১৭ ধারায় তদ্বিষয়ে স্পষ্ট বিধান আছে। অনেক তর্ক বিতর্কের পরে (ই ল রি ৮ ক ১১ ফুলবেঞ্চ) পদ্মানাথের মোকদ্দমায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে এই ধারার কার্য্য সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধস্তন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের অধীন নহেন কিন্তু অধস্তন, অতএব সেশন আদালত জেলার মাজিষ্ট্রেটের নথী তলব করিতে পারেন (লক্ষি ই ল রি ৮৫৩ পৃঃ উপেন্দ্র নাথ ঘোষ বঃ দুঃখিনী বেওয়া, ই ল রি ১২ ক ৪৭৩ কুলাবধ, প্রিয়গোপাল, ই ল রি ২ ব ১০০)

কোন প্রকার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইলেও, যথা—দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নিযুক্ত কর্মচারীর সহিত কথোপকথনে জ্ঞাত হইয়া উপরিস্থ আদালত বা মাজিষ্ট্রেট অধস্তন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের নথি তলব করিতে পারেন (ম ২ কো পো ২১ ১১ ৭৮ ওয়া ইর ৩১৩) কিন্তু সংশোধন প্রার্থীর যদি আপীলের অধিকার থাকে তবে উচিত আদালতে আপীল করিতে বলিবেন (মোহর সিংহ, উ নো ১৮৮৬, পৃ ২৯৫),

সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরের কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া যদি সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমন জ্ঞান হয় যে, উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য ও অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন সেই সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরাইয়া নূতন তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয় ধরিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু (ক) একপ স্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ করা কেন যাইবে না উক্ত আদালতকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হইবে।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধস্তন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৪৩৬ ধারা এই ধারায় হইবে টো উল্লেখ নাই, তথাচ ৪৩৯ ধারামতে হাইকোর্ট এরূপ আদেশ করিতে পারেন (ব সং ৫ রি ১৩ ই ৫ ৩৭ ৪০),

এই ধারামতে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট কার্য্য করিবার অধিকার নাই (চুড়ামণি সাহু, ১৪ উ রি ২৫),

তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৩৭ ধারা। ২০৩ ধারামতে কোন নালিশ ডিসমিস্ করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক তদন্ত লইবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই তদন্ত লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন

৪৩৭ ধারা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৯৮ ধারা অপেক্ষা এই ধারায় জেলার মাজিষ্ট্রেট ও সেশন জজকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে পূর্ব্ব আইন বিধানমতে এইরূপ স্থলে হাইকোর্টের অনুমতির অপেক্ষা করিতে, এক্ষণে হাইকোর্টে কোন রিপোর্ট না করিয়া সেশন জজ কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট একাএক পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা দিতে পারেন

কোন মাজিষ্ট্রেট যদি আসামীকে ২০৩ ধারামতে অন্যায় করিয়া ছাড়িয়া দেন, তবে অভিযোক্তার ৪৩৫ ধারামতে জেলার মাজিষ্ট্রেট অথবা সেশন জজের নিকট নথি তলবের জন্য দরখাস্ত করা উচিত

কোন ব্যক্তিকে নিরপরাধী বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট, সেশন জজ, অথবা হাইকোর্টের সংশোধনের ক্ষমতানুসারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই (ঢাকার মিউনিসিপালিটি বঃ হিঙ্গুবাজ, ই ল রি ৮ ক ৮৭৫),

হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৩৮ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাইকোর্টের

আজ্ঞার জন্য তদ্রূপ দেখিবার ফল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অনুরোধ থাকিলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা মত কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাজির জামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৪৩৮ ধারা ভুল থাকিলেই যে রিপোর্ট করিতে হইবে আইনের এরূপ উদ্দেশ্য নহে (নিবারণচন্দ্র দাস, বং ভারতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ২০ (বি ৪০)

আপীল আদালত থাকিতে হাইকোর্ট সংশোধন করেন না, তবে স্থান থাকিলে বিশেষ অবিচার নিবারণার্থে অবশেষ করেন (রতনকুমার সিংহ ১০ বা রিপোর্ট নীলধন বাগ্ ই ল রি ২৩ ২১৬),

সেশনজজ আপীলে অন্যায় হুকুম দিয়াছেন কি অন্যায় করিয়া দণ্ড বহাল রাখিয়া দিয়াছেন বলিয়া হাইকোর্টে রিপোর্ট করার ক্ষমতা ম্যাজিষ্ট্রেটের নাই (দণ্ডধর, ৬ ক ল রি ২৪৫, ডিনাথ, ১৪ উ রি ২১, নথমল ই ল রি ৮ ক ১৮৭৫),

হাইকোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৯ ধারা। হাইকোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইলে কিম্বা আজ্ঞার জন্য তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিষয়ক কথা অবগত হইলে, ১৯৫ ও ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ ও ৪২৮ ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে কোন আদালতের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে হাইকোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তন্মধ্যস্থ যে কোন ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন এবং সংশোধন করিবার আদালতস্বরূপ জজদের যতজনের একমত, ততজনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থে স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা যাহা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার সুযোগ দেওয়া না গেলে, তাহার বিরুদ্ধে এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না

এই ধারায় যে দণ্ডাজ্ঞার কথা আছে, কোন ম্যাজিষ্ট্রেট ৩৪ ধারামতে কার্য্য না করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে, উক্ত কোর্টের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধ হেতুক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন ম্যাজিষ্ট্রেট যত দণ্ড করিবেন ঐ কোর্ট তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

২৭৩ ধারামতে যাহা কিছু লেখা যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না কিম্বা হাইকোর্ট নির্দোষিতার নিষ্পত্তি বদলাইয়া যে অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৩৯ ধারা এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ সহিত ৪৪০ ধারা ও ৩৩৮ ধারার নজীর দেখ

আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা

৪৪০ ধারা কোন আদালতের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরণকালে কোন পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই, কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথাক্রমে ৪৩ ধারার দ্বিতীয় পদের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে যে হেতু জানান হাইকোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা

৪৪১ ধারা হাইকোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট যে যে হেতু ধরিয়া নিষ্পত্তি

কি আজ্ঞা করেন ও নিষ্পত্তি উপলক্ষে তিনি যে বৃত্তান্ত গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে সেই সেই হেতুর ও বৃত্তান্তের বর্ণনাপত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন হাইকোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা ব্যর্থ কি অসিদ্ধকরণের পূর্ব্বে সেই সেই হেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন

হাইকোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা

৪৪২ ধারা এই অধ্যায়মতে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে ঐ হাইকোর্ট যে নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা সংশোধিত হয় তাহা আদালত লিখেন বা করেন সেই আদালতে সর্টিফিকেট দ্বারা আপনার নিষ্প ও কি আজ্ঞা জানাইবেন সর্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐরূপে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করা হয় সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ নিষ্পত্তি অনুসারে আজ্ঞা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তদনুসারে নথী সংশোধন করা যাইবে

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তদ্বিষয়ের বিধি

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস না হইলে এবং যদি তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবে না।

৪৪৩ ধারা Amend by act III of 1884.

সেশন জজের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হইবার কথা ও আসিষ্টান্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

৪৪৪ ধারা সেশনের জজ ভিন্ন আধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কোন সেশন আদালতে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামের অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না, এবং সেশনের জজ ভিন্ন আধিপত্যকারী জজ আসিষ্টান্ট সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিষ্টান্ট সেশন জজের কর্ম্ম অন্যূন তিন বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন, তবে তিনি অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না

৪৪৪ ধারা ৮ Amend by act III of 1884

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার অপরাধের [illegible] তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা

৪৪৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে অন্য ব্যক্তির অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন সেই স্থলে ৪৪৩ কি ৪৪৪ ধারার লেখা কোন ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার তদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাঁহার বাধা হইবে না।

কিন্তু ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন পরওয়ানাতে তাঁহারই সমক্ষে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

[illegible] ১৩৭ ধারা দেখ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪ ধারার প্রকার ক্ষমতা প্রাপ্ত জয়েণ্ট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার উপর তিন মাসের অধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

এবং কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

৪৪৬ ধারা। Amended by Act III of 1884

যে স্থলে সেশন আদালতে ও যে স্থলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

৪৪৭ ধারা। ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের নালিশ হয় সেই মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতাপন্ন না হন ও সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ না হয় তাঁহার এমত বিবেচনা হইলে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিবেন।

যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যাইবে।

এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত অল্প দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৭ ধারামতে হাইকোর্টে সমর্পণ করা যায়, তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের অল্পদণ্ড হইতে পারিলে, যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তরপ্রেরণদণ্ড হইতে পারে, ঐ হাইকোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাঁহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাঁহার বিচার করিতে পারিবেন।

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৯ ধারা। ৩১ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার এক বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

যে অপরাধের প্রসঙ্গ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না, সমর্পণ হইবার পর ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে অধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া হাইকোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদির ও সাক্ষিদের স্থানে হাইকোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিস্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

৪৫০ ধারা। ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৬ ধারানুসারে এই ধারা রদ হইয়াছে

হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে জুরি বা আসেসরের দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইবার কথা

“৪৫১ ধারা (১) হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইলে প্রথম জুরীর ডাক হইয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অথবা স্থলবিশেষে প্রথম আসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রজা মিশ্র জুরিদ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, বিচার জুরি দ্বারা হইবে এবং জুরির অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় হইবে

(১) সেশন আদালতে সামান্যতঃ আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ বিচার হইলে, অভিযুক্ত ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কিম্বা একাধিক জন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে তাঁহারা সকলে একত্রে (১) প্রকরণমতে মিশ্র জুরি দ্বারা বিচারের দাওয়া না করিয়া এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে আসেসরদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় হইবে

৪৫১ ধারার পর নূতন ধারা দিবার কথা।

৮ ধারা ৪৫১ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাগুলি দিতে হইবে, যথা—

জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার জুরির দাওয়া করিবার স্বত্বের কথা

৪৫১ ক ধারা (১) কোন জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হইলে উক্ত প্রজা, সমনের মোকদ্দমায় ২৪৪ ধারামতে প্রতিবাদের পোষকতায় তাঁহার কথা শুনা যাইবার পূর্ব্বে অথবা ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় ২৫৬ ধারামতে তাঁহার প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এই দাওয়া করিতে পারিবেন যে, ৪৫২ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে নিযুক্ত জুরি দ্বারা বিচার হইবে

(২) সমনের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট ২৪৪ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হন, কিম্বা ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ২৫৬ ধারামতে প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা দেন, সেই সময়ে (১) প্রকরণমতে দাওয়া করা গেলে মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্তমতে জুরির দ্বারা বিচার হইবার আবশ্যক আজ্ঞা দিবেন

(৩) আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই অবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ দাওয়া করা গেলে, যখন লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইবে যে, মোকদ্দমা জুরির নিকট পাঠাইবার উপযুক্ত হইবে তখনই তিনি উক্ত রূপ আজ্ঞা দিবেন

(৪) ২৪২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও এইরূপ প্রত্যেক স্থলে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে রীতিগত অভিযোগপত্র লিখিবেন

(৫) এই ধারামতে যে কোন বিচার হইবে, তাহাতে বাদী, অভিযুক্ত ব্যক্তি, ও

সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব ২১১, ২১৬, ২১৭, ২১৯ ও ২২০ ধারার বিধান খাটিবে

(৬) জিলার মাজিষ্ট্রেট সেশনের জজ হইলে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে উক্ত জজ সাহেবের আদালতে সমর্পিত হইলে, সেশন আদালতে [illegible] বিচারের কার্য্য-প্রণালী সংক্রান্ত এই আইনের বিধান সমূহ যেরূপ খাটিত, এই ধারামতে প্রত্যেক বিচারে যতদূর সম্ভব সেইরূপ খাটিবে

(৭) (৫) প্রকরণের কিম্বা (৬) প্রকরণের উল্লিখিত বিধান সকল ঐ প্রকরণমতে যতদূর পর্য্যন্ত খাটান যায়, সেই সীমার মধ্যে তাহার কোন বিধানের অর্থ করিবার সময়ে সকল আদালত, আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তদুপযোগী করণার্থ ঐ বিধানের যেরূপ ভাষাগত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বা উচিত হয়, সারাংশের ব্যতিক্রম না করিয়া সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন

(৮) ৩৪৭ কিম্বা ৪৪৭ ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে, এই ধারার কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না ”

কোন কোন স্থলে অন্য আদালতে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।

"৪৫১খ ধারা। (১) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ৪৫১ক ধারামতে জুরি দ্বারা বিচারিত হইবার দাওয়া করে এবং জিলার মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ৪৫১ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে আপনার সম্মুখে বিচারার্থ জুরি নিযুক্ত হইতে পারে না, অথবা জুরি নিযুক্ত করিতে এত বিলম্ব অর্থ ব্যয় বা অসুবিধা হয়, যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হয় তাহা হইলে তিনি ৪৫১ক ধারামতে আপনার সম্মুখে বিচার হইবার আজ্ঞা না করিয়া ঐ মোকদ্দমা বিচারার্থ অন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট বা সেশনের জজের নিকট পাঠাইতে পারিবেন হাইকোর্ট সময়ে সময়ে এতদর্থে বিধি প্রণয়ন করিয়া ও তদ্বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন লইয়া অথবা বিশেষ আজ্ঞা করিয়া যে জিলার মাজিষ্ট্রেট বা সেশনের জজকে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার নিকট ঐ মোকদ্দমা পাঠাইতে হইবে

(২) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা কোন সেশনের জজ কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান গেলে, তিনি ৪৫১ক ধারামতে কার্য্যকারী জিলার মাজিষ্ট্রেট হইলে, (বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা সমেত) তাঁহার যে সকল ক্ষমতা থাকিত ও যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইত, সেই সকল ক্ষমতামতে ও সেই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে সুবিধামত সত্বরতাসহকারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন ”

৪৫২ ধারা। Amend by Sec. 7, act II of 1881.

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা

৪৫২ ধারা যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে, কোন স্থলে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে ও হাইকোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্ত ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে সমর্পণ করা গেলে ঐ দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য্য চলিত, সেই প্রণালীমতে চলিবে।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ৪৫১ ধারামতে মিশ্রজুরি দ্বারা বা মিশ্র আসেসরদল

দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে ২৩ অধ্যায়ের বিধান মতে শেষোক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে

৪৫২ ধারা ২১৫ ২১৭ ধারা দেখ

কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৪৫৩ ধারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয় তাঁহার এমন দাওয়া হইলে তদন্ত হইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির সত্যতা অনুসন্ধান করিবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিষ্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে

মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, উক্ত আদালত যদি আরও তদন্ত করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন উক্ত আদালত তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলে ও তিনি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে, আদালতের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে

যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয় তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন, সেই আদালতের এই নিষ্পত্তি হইলে বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয় উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে।

উক্ত অধিকারের দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা

৪৫৪ ধারা যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্ত্তৃক তাঁহাকে সমর্পণ করা যায়, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তাহার পক্ষে কার্য্য হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায় তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন এমত জ্ঞান হইবে এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখাইলে, তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন

৪৫৪ ধারা ২৫ ধারা দেখ

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা

৪৫৫ ধারা যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে তাহাকে লইয়া এই অধ্যায়মতে

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার প্রাণ করা হইলেও যদি সে আপত্তি না করে তবে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি সুবিশেষ সমর্পণ কি বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

৪১০।২১১। ৪৫ ... ধারা দেখ।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে বে আইনমতে আটক করিয়া রাখা গেলে তাহাকে হাইকোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।

৪৫৬ ধারা। কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাহার উপর যে হাইকোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ নিষ্পত্তিসূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাইকোর্টের নিকট এই প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার নিকট উক্ত হাইকোর্টের এই আজ্ঞা হয় যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্য আমাকে সেই হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায়।

৪৫৬ ধারা। ১০০। ৪৯১ ধারা দেখ।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বড়লাট সাহেবের ইং ১৮৭৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৮৭ নং আদেশ এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের ১২০৩ নং বিজ্ঞাপনানুসারে কলিকাতা হাইকোর্টের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার উপর নিম্নলিখিত দেশীয় রাজ্যে আদিম এবং আপিলী ফৌজদারী বিচারাধিকার আছে,—

১	মণিপুর	৬	সিকিম
২	কোচবিহার		ভুটান
৩	খাসীয় পাহাড়	৮	পার্ব্বত্য ত্রিপুরা
৪	কটক করদ মহাল সকল	৯	নেপাল
৫	চুটিয়া (ছোট) নাগপুরের ত্রিবিধ অর্থাৎ বড়লাটের দক্ষিণ পশ্চিম সীমার এজেন্টের অধীন সিংভূম, সরগুজা, ... উদয়পুর প্রভৃতি মহল সকল	১০	[illegible]

১৮৭২ সালের ১১ আইনের ... ধারানুসারে ... ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগকে বিচার করিবার ক্ষমতা দিতে পারেন (... ১৮৭৭ ... ৪৮৬ পৃ.)।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৭ ধারা। হাইকোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আফিডেবিট কি প্রকারান্তরে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান করিয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন, অথবা একেবারেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত করিয়া সেই বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন

হাইকোর্ট যে যে স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা

৪৫৮ ধারা। যে যে দেশে হাইকোর্টের ফৌজদারী আপীল শুনিবার বিচারাধিপত্য থাকে সেই সেই দেশে এবং সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন, সেই সকল স্থানে হাইকোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

যে যে আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের ... করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা খাটিবার কথা।

৪৫৯ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত

গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্বে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন ও পরে যাহা করিবেন, তৎক্রমে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাহা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি খাটিবে তাহাতে তাঁহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও খাটিবে

কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারিবেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, অথবা শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন আদালতের আধিপত্যকারী কোন জজের প্রতি যে বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইতেছে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না

ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা

৪৬০ ধারা জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয়, তবে জুরির অদ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় হন, ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অদ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা

৪৬১ ধারা সেশন আদালতের সমর্পিত কোন মোকদ্দমায় ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় নহে এমত কোন ব্যক্তির সহিত ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকদিগকে লইয়া যে জুরি ন্যূনকল্পে অদ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে ঐরূপে তাহার বিচার হয়, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে

৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা

৪৬২ ধারা সেশন আদালতে যাহার বিচার হইবে এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫১ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে অথবা ৪৫১ ক কিম্বা ৪৫১ খ ধারামতে কার্য্যকারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের আদালতে বিচার হইবে সেই বিচারের নিমিত্ত জুরির স্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় যতজনের প্রয়োজন হয় উক্ত আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে পূর্ব্বে লিখিত বিধিমতে তাহাদিগকে সমন করাইবেন

সংশ্লিষ্ট নির্ঘণ্টপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে আদালত সেই সময়ে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্য হইতে ও তত্তুল্যসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন কিন্তু যদি সেই সেশনে জুরির দ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তত্তুল্যসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে ২৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তালিবাটি বলিয়া তাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও এবং ইউরোপীয় এবং আমেরিকা দেশীয় উপযুক্ত সংখ্যক লোক কিম্বা মধ্যে তে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবৎ মনোনীত করণ কার্য্য চলিবে

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক প্রকারান্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে আদালত আপন বিবেচনামতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্তে [illegible] জুরির মধ্যে হইতে [illegible] কোন ব্যক্তির মধ্যে মনোনীত করিতে পারেন

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা

৪৬৩ ধারা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য সেশন আদালতে ও হাইকোর্টে উপস্থিত করা যায় তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান হইবে

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৪ ধারা যে মাজিষ্ট্রেট তদন্ত কি বিচার করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম, সেই মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা নিশ্চয় করণ যে জেলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং সাক্ষীস্বরূপ ঐ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন

মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে, সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

৪৩৪ ধারা ৩৪১ ধারা দেখ

চিকিৎসকের সার্টিফিকেট যথেষ্ট নয় এবং গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাঁহার উক্ত পরীক্ষা আবশ্যক (৯ মহকুমা ম ম, ৭ উ, রি ২৩)

ভ্রমণকারী ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ৩ ও ১৮ ধারা এবং যোগীয় মাম্লাদের দেখিবেন

সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৫ ধারা কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে তাহার বিচারকালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের প্রতিবাদ

করিতে অক্ষম বোধ করিলে জুরি অথবা আসেসরদের সাহায্যপ্রাপ্ত আদালত প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় হৃদবোধমতে জানিতে পারিলে, তদনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন তাহা হইলে সে মোকদ্দমার বিচার গৌণে হইবে

অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার যে বিচার করা যায় তাহাও আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে

৪৬৫ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি পাগল বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা জজের সন্দেহ হইলে, কেবল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ই ... তাঁহার উচিত নহে, সিবিল সার্জন অথবা অন্য চিকিৎসক এবং পাগলের ... ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিয়া সে বাস্তবিক পাগল কি না এবং অপরাধ ঘটনার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহাতে পাগলামির লক্ষণ ছিল কি না (হীরাপুষ্পা, ১ ব ৩৩),

অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস্তবিক পাগল কি না এই বিষয় জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মুখ্য প্রশ্ন অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কি না জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বাস্তবিক পাগল কি না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত এরূপ না করায় দণ্ডাজ্ঞা রদ হইয়াছিল (দুর্য্যোধন সামন্ত ১৯ উ রি ২৫), দঃ বিঃ ৮৪ এবং এই আইনের ৪৭০ ধারা দ্রষ্টব্য

বিচারক যে মাজিষ্ট্রেট আসামীকে পাগল দেখিয়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন ঘটনার সময়ে তাহার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না হাইকোর্ট বিচার অসিদ্ধ বলিয়া আজ্ঞা রদ করিলেন। (রমণ অধিকারী, ১০ উ, রি ৩৭),

অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা

৪৬৬ ধারা। কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জানা গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় যদি সেই অপরাধ হেতুক হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধান করা যাইবে ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পাইবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি আদালত এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এই এই নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

তাহার রক্ষণের কথা

যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায় তবে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা নির্বিঘ্নে আটক করিয়া রাখিবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবেন।

৪৬৬ ধারা ৩৪১ ধারার এবং এই অধ্যায়ের পার্থক্য এই — ৩৪১ ধারার বিষয় এমন ব্যক্তি যে পাগল নয় কিন্তু অনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না, যেমন বোবা কালা এই অধ্যায়ের বিষয় পাগল।

এইরূপ মামলায় গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট করিয়া মোকদ্দমা খারিজ করা উচিত নহে, কিন্তু যতক্ষণ না পাগল ভাল হয় ততক্ষণ মুলতবি মোকদ্দমা রেজিষ্টারী ভুক্ত করিয়া রাখা উচিত (রথুয়া, উ রি ৩),

ভাল হইলে ৪৬৮ ধারামতে বিচার হয়। পাগলের কৃত অপরাধ জামিনের যোগ্য হইলেও, পাগল গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পাগলা গারদে প্রেরিত হওয়ার পরে যথেষ্ট জামিন দিলেও, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে জামিনে ছাড়িতে পারেন না (জগহরি কর, ই ল রি ২ ক ৩৫৬),

তদন্ত কি বিচারকার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইবার কথা

৪৬৭ ধারা ৪৬৪ কি ৪৬৫ ধারামতে গৌণে মোকদ্দমার তদন্ত লইতে কি বিচ

করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৪৬৭ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও এতদর্থে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্ম্মকারক যদি সার্টিফিকেট দেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৬৮ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি স্থলবিশেষে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে যে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমায় তদন্ত কিম্বা বিচারকার্য্য চলিবে

তৎকালেও মাজিষ্ট্রেট কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪ কি স্থলবিশেষে ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৯ ধারা তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থমনা দেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারে নাই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাঁহার এমন জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা নিয়ম হইলে বিচারার্থে সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাইকোর্টে পাঠাইবেন

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধী নির্দ্দেশের কথা।

৪৭০ ধারা। যে সময়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধ স্বরূপ ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না, নির্ণয়পত্রে এই কথা বিশেষ মতে লিখিতে হইবে।

৪৭০ ধারা দঃ বিঃ ৮৪ এবং সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১০৫ ধারা দেখ।

উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্ব্বিঘ্ন আটক রাখিবার কথা।

৪৭১ ধারা। ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলেও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগমত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত, তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয়, সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন সেইস্থানে ও সেইরূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্য ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

ক্ষিপ্তব্যক্তিকে ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল দৃষ্টি করিবার কথা

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাঁহাদের কোন দুই জন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ও সেই ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয় ছয় মাসান্তর ন্যূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন

বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা

৪৭৩ ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব কিম্বা সন্দর্শকেরা এই সর্টিফিকেট দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থল বিশেষে আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, ও সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৩৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলের কি সন্দর্শকদের পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা

৪৭৪ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে আমার কি আমাদের বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না উক্ত জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা পূর্ব্বে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটিতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং তথায় পাঠাইবার আজ্ঞা দিলে কোন একজন বিচারকর্ত্তাকে ও দুইজন চিকিৎসক সাহেবকে কমিশ্যনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ঐ কমিশ্যন আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহাকে আটক থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

৪৭৫ ধারা। ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আপনাদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না ঐ গবর্ণমেণ্টের সন্তোষমতে ইহার প্রতিভূ দিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতকুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

তাহাকে সেইপ্রকার সমর্পণ করা গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত নিয়ম মতে ঐ ব্যক্তিকে বন্দি রাখিতে পারিবেন এবং নিয়মে তাঁহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্তন সহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে, ও এই ধারা মতে দুই কর্মকারককে নিযুক্ত করা যায় তাঁহার প্রতি ৪৭৩ ধারার বিধান খাটিবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে কারারুদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

"৪৭৫ক ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যায়মতে কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে, জেলে বা নিরাপদে রাখিবার অন্য কোন স্থানে বদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে স্থানে বদ্ধ থাকে তাহা হইতে ব্রিটিশ ভারত মধ্যে অন্তর্গত কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে বা জেলে বা নিরাপদে রাখিবার অন্য স্থানে পাঠাইতে হইবে।"

কোন কোন ক্ষমতা হইতে ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেবকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মুক্ত করণের ক্ষমতার কথা।

"৪৭৫খ ধারা। কোন ব্যক্তি ৪৬৬ বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে যে জেলে বদ্ধ থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই জেলের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষকে ৪৭২ ও ৪৭৩ বা ৪৭৪ ধারামতে জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেবের সকল কি কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।"

৪৭৪ ধারা। ১৮৮৬ সালের ১০ আইনের দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৬ ধারা। ১৯৫ ধারার উল্লিখিত বিচারকার্য্য ক্রমে তৎসম্মুখে কৃত কি আনীত কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু আছে, কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত এমত বোধ করিলে সেই আদালত প্রথমস্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করিলে পর নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাহারার জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিতে পারিবেন।

তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন ও তিনি ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচার কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪৭৬ ধারা। যে স্থলে বাদী ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা নালিশ করিয়াছে কি সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বিশেষ রূপে প্রমাণিত না হইলে এবং আদালতের মনে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ থাকিলে, বাদীর কি সাক্ষীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ২১১ কি ১৯৩ ধারা কিম্বা অন্য কোন ধারামতে মোকদ্দমা চালান উচিত নয় (বৈজুলাল, ই, ল, রি, ১ ক ৪৫০)

এই ধারামতে যে প্রথমস্থলীয় আবশ্যক তদন্ত হয় তাহা বিচারকার্য্য নহে, এজন্য এস্থলে বাদী সাক্ষীর জবানবন্দি লওয়া উচিত নহে বিচারের সময়ে রীতিমত পুনর্ব্বার জবানবন্দি হয় (নন্দন আলি ১১, ৬২ নং, ৬ অ ১ ১১৪) ৬ উ, রি,

আসামিকে সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া আবশ্যক নয়, যদিও তাহাকে তৎকালে উপস্থিত থাকিবার সুবিধা দেওয়া উচিত কেবল এইটুকু দেখা আবশ্যক যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা পাঠানের জন্য যোটামুটি প্রমাণ আছে কি না (হেড মাস্টার, ৯ উ, রি ১)

প্রথমস্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করা উচিত কিন্তু করিতেই হইবে এরূপ নহে কেবল পোলীস রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বাদীর কি সাক্ষীর বিরুদ্ধে দঃ বিঃ ২১১ কি ১৯৩ ধারার মোকদ্দমা চালান কি চালানের অনুমতি দেওয়া অনুচিত (গোবর্দ্ধন সিংহ, ১৬ উ, রি, ৪৪, পাঁচকড়ি আদি, ই ল রি, ৫ ক ২৮১, রসিকলাল মল্লিক, ৭ ক ল রি ৩৮২ ঢুনাহাই তেলী ২ ক ল, রি ৩১৫ বিয়োগী ভগত ৪ ক, ল, রি ১৩৪, জ্ঞানচন্দ্র ই ল, রি ৭ ক ৫৮২ করিমদ দর্জি ই, ল, রি ৪৯৬, মদনলাল রায়, ই, ল, রি ৬ ক, ৫৮২, আবুলহোসেন, ই ল রি ১ এ ৪৯৭ চক্রধর চৌধুরী ৮ ক, ল, রি ২৮৯, ভবানীপ্রসাদ ই, ল রি ৪ এ ১৮২ গিরিধারী মণ্ডল, ই ল, রি ৮ ক ৪২৫, ১০ ক ল রি ৪৬; ইন্দ্রবট ন্দথা, ই ল, রি ৭ মা ১৮৯)

একজন বাদী কি সাক্ষী দুই আদালতে পরস্পর বিপরীত দুইটী কথা বলিলে, তাহার বিরুদ্ধে উভয় কথার জন্য মোকদ্দমা চালাইতে হইলে এক আদালত যদি অন্য আদালতের অধীন বা অধস্থ না হয়, তবে উভয় আদালতের অনুমতি আবশ্যক (লজ্জাবতী বেগম, ২৪ উ, রি ৪১, বৈকুণ্ঠ দাস, ২৫ উ, রি ৩৩)

সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৭ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, সেই আদালত ৪৪৪ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজির জামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন

ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিচারকালে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাইকোর্টে কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে

দেওয়ানী ও রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা

৪৭৮ ধারা কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, অপরাধের বিচার যদি কেবল সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে হইতে পারে, কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত, তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৭৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্য মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও হাইকোর্টের কিম্বা স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে হাজির জামিন লইতে পারিবেন

এই ধারামতে তদন্ত লইবার জন্যে দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাধীনে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার

সময়ে আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য যতদূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান হইবে

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্ত্তৃক অপরাধীকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে ঐ আদালত সংক্ষেপ কাৰ্য্য বিবরণ ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদীর ও প্রতিবাদীর সাক্ষিগণকে হাইকোর্টের কি স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন

কোন কোন স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা

৪৮০ ধারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে, অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে

৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারার কোন কথা এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি বর্ত্তিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না

৪৮০ ধারা এই ধারাটি ৪৪৩ ধারার নীতির বিরুদ্ধ সে ধারায় যে সে আদালত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে শাস্তি দিতে পারেন না, এই ধারামতে পারেন

১৮৭৭ সালের দলীল রেজিষ্টরী আইনানুসারে এই ধারার অর্থে রেজিষ্টরি আদালত, সবরেজিষ্ট্রার আদালত নহেন (১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৮৪ ধারা), ৪৮৩ ধারামতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষরূপে ক্ষমতাপন্ন হইলে আদালত

অবিচার হইবার সম্ভাবনায় মোকদ্দমা ভিন্ন আদালতে লইয়া যাইবার দরখাস্ত অবজ্ঞা নহে। (কালেক্টর বনাম, ৪ বা, লেক, ৬ ক্রিম্ ৩২২)।

কোন সাক্ষী প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিলে কিম্বা অস্বীকার করিলে এই ধারা কিম্বা দঃ, বিঃ, ২২৮ ধারা মতে দণ্ডনীয় হয় না (প্রিন্সিপল বিমলেন্দু রায়, ৭, রোটইন্ডিয়া মাণিক তাঁতী, ১৩উ, রি ৫)

উকীল মোক্তার কোন সাক্ষীকে দুই একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করিলে, দঃ বিঃ, ২২৮ ধারা মতে অবজ্ঞা হয় না, সতর্ক করিয়া দেওয়ার পরে অধিক অপ্রাসঙ্গিক কি বিরক্তিজনক প্রশ্ন করিলে হইতে পারে (আজিমউল্লা ২ প, রেক ৮০; ক্রিম্ ৩২২)।

যদি এক আদালত অবজ্ঞাকারীকে মাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠান, আর মাজিষ্ট্রেট কিছু না করেন, এবং প্রেরণকারী আদালত চার্য্য করিয়া না থাকেন, তবে অন্য উপরিস্থ আদালত তাহা পুনরুত্থাপন করিতে পারেন না। (৩ উ রি ১১ ক্রি রূল),

যে আদালতকে অবজ্ঞা করা হয় যদি সেই আদালত স্বয়ং ৪৮০ কি ৪৮২ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান না করেন তবে সেই অবজ্ঞা মাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশের বিষয় হইতে পারে না (গদাধর, ২২ উ রি ১৯, ১৩ বে ল রি ৪০ এন),

এইরূপ মোকদ্দমার নথীর কথা

৪৮১ ধারা। উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয় ও যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা হয় আদালত এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারাতে অপরাধ হইলে ঐ আদালত বিচার-ঘটিত যে কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভার ও কার্য্য কতদূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকত করা যায় তাহা ও সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজ-পত্রে দেখাইতে হইবে

৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমার কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮২ ধারা ৪৮০ ধারার উল্লিখিত ও আপনার দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুইশত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত আদালত এমন বোধ করিলে কিম্বা ৪৮০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় আদালত অন্য কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কার্য্যাদির দ্বারা ঐ অপরাধ হয় ও পূর্ব্বলিখিত বিধিমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরীর জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায় ইতিপূর্ব্বে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন

৪৮২ ধারা। ৪৮০ ধারায় ৪৪৩ ৪৪৪ ধারা সম্বন্ধে বর্জ্জিত কথা আছে, ইহাতে নাই সুতরাং শান্তিরক্ষার্থে জষ্টিস এবং প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট না হইলে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার শাস্তি দিতে পারেন না

রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার কথা

৪৮৩ ধারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রার বা সব রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

৪৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৪৮০ ধারামতে কোন অপরাধীর দণ্ড নিরূপণ করিলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিম্বা আদালতের অনুরোধমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন

উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা

৪৮৫ ধারা ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, সে সাক্ষিকে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত কি ক্ষমতাভুক্ত যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে ও অস্বীকার করণের কোন

যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানাইলে ঐ আদালত হেতু লিখিয়া দিয়া ঐ ব্যক্তিকে সাত দিনের অনধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন। তাহাকে প্রধান বা ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্টক্রমে ততকাল আদালতের কোন কার্য্যকারকের হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ঐ অপরাধী যদি ঐ উত্তর দিতে বা দলিল উপস্থিত করিতে সম্মত হয়েন তাহাকে মুক্ত করা যাইবে, কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে এবং রাজকীয় সম্বন্ধে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করণাপরাধী জ্ঞান করা যাইবে

অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা

৪৮৬ ধারা। কোন আদালত কর্ত্তৃক ৪৮০ কি ৪৮৫ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে সে ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে

এই ধারামতে আপীলের প্রতি ৩১ অধ্যায়ের বিধান যত দূর খাটিবে ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয় আপীল আদালত সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে কিম্বা সেই দণ্ডাজ্ঞা কম কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে, হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে এবং

অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে সেশন আদালতের সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার বা সব রেজিষ্ট্রার দ্বারা কোন কার্য্যকারক উক্তরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে উক্ত কার্য্যকারক যদি কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিও হয়েন, তবে ঐ কার্য্যকারক উক্ত বিচারপতিস্বরূপে অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্ব্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত সেই আদালতে আপীল হইবে, ও স্থলান্তরে জিলার জজ সাহেবের নিকটে [illegible] আপীল হইবে

১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে, তাঁহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা

৪৮৭ ধারা। ৪৮০ ও ৪৮৫ ধারার [illegible] হাইকোর্টের জজ ও রেঙ্গুনের রিকার্ডর ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ কি মাজিষ্ট্রেট ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তাঁহার সমক্ষে কিম্বা তাঁহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে ঐ জজ বা মাজিষ্ট্রেটের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে ঐ অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

যে মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮২ ধারার কোন কথা দ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ ধারা কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতেও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভরণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণ পোষণের নিমিত্ত মাসে মাসে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন মাজিষ্ট্রেট সময়ে সময়ে যে ব্যক্তির নিকট দিবার আদেশ করেন সেই টাকা সেই ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা

যদি ঐরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ আজ্ঞা পালন করিতে উপেক্ষা করে তবে যতবার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় ততবার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেনা টাকা আদায় করিবার ও ওয়ারেণ্ট জারী হইলেও কোন মাসের টাকার সমুদয় বা কোন অংশ অদত্ত থাকিলে ঐ ব্যক্তির একমাস কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণপোষণ করিতে প্রস্তুত আছি, ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন, ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিয়ত নির্দ্দয়াচার করিয়াছেন ইহা যদি স্ববোধমতে জানিতে পারেন, তবে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে, কিম্বা যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামির সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামির স্থানে ঐ স্ত্রীর বৃত্তি পাইবার অধিকার নাই।

কোন স্ত্রীর অনুকূলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে যদি প্রমাণ হয় যে, সে উপপতির সঙ্গে বাস করিতেছে, কিম্বা উপযুক্ত কারণ বিনা আপন স্বামির সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিবেন।

এই ধারামত সমুদয় সাক্ষ্য স্বামির বা স্থলবিশেষে পিতার সাক্ষাতে লওয়া যাইবে কিম্বা তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত না হইবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে তাঁহার উকীলের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, এবং সমনের মোকদ্দমায় যেরূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যায় তাহা সেইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে

বিচারাধিপত্য—৪৮৮ ধারা যদি কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন, তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে (৫৩০ [৮] ধারা),

বিচারাধিপত্য—যদি ভরণপোষণের মোকদ্দমার বিচার করিতে কোন মাজিষ্ট্রেটের অন্য কোন

প্রকারে নিচ নালিশ [illegible] তিনি বিনা [illegible] অপরাধে [illegible] পারেন না বলিয়া ও, নিচ [illegible] শূন্য হইবে না [illegible] এবং [illegible] নয়।

বিচারাধিপত্য—এক [illegible] ইউরোপীয় ব্রিটিশ [illegible] বিরুদ্ধে তাহার ভরণপোষণের জন্য নালিশ হইল, কিন্তু বিচারাধিপত্য [illegible] অস্থায়ীরূপে [illegible] হইল, এই কারণে অন্য জেলার বিচারাধিপত্য [illegible] (উ ৬ ৫ এ ২৫৭),

বিচারাধিপত্য—যখন এই বিষয়ে [illegible] কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এই ধারাতে নালিশ [illegible] করেন, তখন সেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আদালতে অভিযোগ [illegible] ঠিক [illegible] (শ্রীমতী [illegible] ১ ক [illegible] ৮০)

দেওয়ানী আদালত—এই ধারার [illegible] দেওয়ানী আদালত [illegible] না (বালাগোপীন [illegible] শ্রীমতী জিতেন্দ্রকুমারী ৬ উ রি ৫৭ দেওয়ানী মোকদ্দমা,

তামাদি—ভরণপোষণের [illegible] তামাদি [illegible] দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি করিলে, আর [illegible] ভরণপোষণের জন্য উপপত্নীর এই ধারা মতে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করিবার অধিকার থাকে না (ম [illegible] ক, ১ [illegible]), দেওয়ানী আদালতে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আজ্ঞা রদ করিতে সক্ষম নহেন

দেওয়ানী আদালত—কিন্তু স্ত্রী [illegible] দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞা দ্বারা ভরণপোষণের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা অকর্ম্মণ্য হইবে, [illegible] স্ত্রী স্বামী [illegible] করিতে (যথেষ্ট কারণ থাকিলেও) অস্বীকার করে (গোপাল [illegible], ১৩ উ রি ৫৫)

পৃথক্ মোকদ্দমা—এই ধারাতে পৃথক্ মোকদ্দমা হইয়া আইনানুসারে প্রমাণ হইলে, তবে এই [illegible] আজ্ঞা হইবে, নতুবা [illegible] মোকদ্দমা [illegible] এই [illegible] হইতে [illegible] হইবে না (গোপাল ভোমনী ৮ উ রি ৬৭)

প্রমাণ—যদি কোন স্ত্রী বলে যে অমুক দ্বারা তাহার গর্ভ হইয়াছে, [illegible] যে সময়ে [illegible] হইয়া [illegible], সেই সময়েরই [illegible] স্ত্রীর সহিত [illegible] তাহার স্ত্রীর উক্তির পোষক প্রমাণ গণ্য হইবে [illegible] ২ [illegible] ১১, [illegible] ৩২৬),

নালিশের কারণ—নিম্নলিখিত কারণে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করিলে ভরণপোষণ পায় না।

নিয়ত নিষ্ঠুরতার প্রমাণ [illegible] (শ্রীমতী [illegible] ৬, ৬ [illegible])

স্বামীর [illegible] (মোসাং [illegible], ১৮৭৮, পৃ ৩৬)

স্বামীর অনহিন্দু [illegible] এবং [illegible] (কি [illegible] ১৮৮, পৃ ২),

অস্বীকৃত স্ত্রী [illegible] দেওয়া (নাত [illegible], [illegible] ১৮৮ পৃ ২)

স্বামীর নিষ্ঠুরতা কিন্তু ভরণপোষণ দিতে স্বীকার (উ [illegible] ৬ এ ২০৫),

একটি হিন্দু [illegible] স্বগৃহে থাকিতে প্রস্তুত [illegible] আবশ্যক অংশের স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বগৃহে লইয়া [illegible] যায়, তবে ভরণপোষণ দিবার জন্য আজ্ঞা হইতে পারে (শ্রীমতী মোমানী ২১ উ রি ৮০),

নাবালক—যদি বৈধ কিম্বা জারজ সন্তান সাবালক হইয়াও স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হয়, তবে তাহার ভরণপোষণ দেওয়ার জন্য পিতার প্রতি আজ্ঞা হইতে পারে। (উ ডু এ ২৫৭),

গর্ব্ভিনী উপপত্নী—[illegible] ঔরস শিশু জারজ সন্তানের এবং স্বামী বিবাহিতা স্ত্রীর, ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, কিন্তু গর্ব্ভিনী বলিয়া অবিবাহিত উপপত্নীর ভরণপোষণ দিতে বাধ্য নহে (কলিকাতা হাইকোর্ট, ১০৮৯ সন ১৮৬৩ শ্রীমতী [illegible], ৩ এ ৭০)

হিন্দুর একাধিক বিবাহ—হিন্দুর একাধিক বিবাহে বাধা নাই অতএব কেবল একাধিক বিবাহের কারণে তাঁহার কোন স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করিতে, এবং পৃথক্ ভরণপোষণের দাবি করিতে পারেন না (আর সগাম, ই রা নি ৭ ম ১৮৭),

হিন্দুর একাধিক বিবাহ—যদি কোন হিন্দু দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া, প্রথম স্ত্রীকে বলেন তুমি আমার [illegible] পূর্ব্ববৎ [illegible] তোমার সহিত দাম্পত্য ব্যবহার করিব, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব এই ধারার উপবিধির মধ্যে [illegible] (অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর উক্ত প্রস্তাব অস্বীকার করিলে ভরণপোষণ পাইতে পারেন না)। (মরকত, ২ রা [illegible] ৬ ম ৫৭১)

কেবল অর্থ দেয় — স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য মাজিষ্ট্রেট স্বামীকে কেবল অর্থ দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন, বাসস্থান দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন না (রঞ্জী, পঞ্জাব রেক্ ১৮৭৬, পৃ ১৯),

অঙ্গীকার পত্র—স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন অঙ্গীকার পত্র মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে প্রবল করিতে পারেন না (বীরাম, ই ল রি ৬ মা ২৮৩),

মহম্মদীয় আইন শীয়া মুতা স্ত্রী—যদিও মহম্মদীয় আইন অনুসারে শীয়াদিগের মধ্যে মুট স্ত্রী ভরণপোষণের অধিকারিণী নহেন, তথাচ এই ধারামতে ভরণপোষণ পাইতে পারেন (লদন সাহেবা, ১১ ক ল রি ২৩১, ই ল রি ৮ ক ৭৩৬)

নিকাঃ স্ত্রী—মুসলমানদিগের নিকা স্ত্রী বিবাহিত স্ত্রীর তুল্য (যাদো মুসলমানী, ৬ উ, রি ৬০, শেখ মনিরুদ্দিন, ১৮ উ রি ২৮) অতএব ভরণপোষণ পাইতে পারেন।

তালাক—এই ধারানুযায়ী আজ্ঞা দ্বারা কোন মুসলমানের স্ত্রীকে তালাক দিবার অধিকার যায় না, এবং তালাকের পরে ভরণপোষণের জন্য আজ্ঞা প্রবল করা যায় না। (কাসম পির ভাই, ৮ ব ৯৫ আব্দুল আলী ইশমাইল জি, ই ল বি ৭ ব ১৮০, দিন মহম্মদ ই ল রি ৫ এ ২২৬, মহম্মদ আবেদআলি ই ল রি ১৪ ক ২৭৬),

ইদ্দত—মুসলমানী স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে ভরণপোষণের অধিকারিণী, ইদ্দত গত হইলে আজ্ঞা প্রবল করা যায় না (গোলাম মহদ্দিন ওয় ইব ৪৫০ নেপুর আওরত ১৯ উ রি ৭৩ ১০ বে ল রি ৩৩ এপ্),

কারা স্ত্রী—চটজাতির করা স্ত্রী ভরণপোষণের অধিকারিণী (বাহাদুর সিংহ, ৪ এ ১২৮)

আপীল—এই ধারার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল নাই ৪৩৫ ধারামতে সংশোধন আছে (ঠাকু বিনইর, ৫ ব ৮১),

স্ত্রীর চরিত্রের দোষ হইলে আজ্ঞা রদ হইবে (ছকু ৮ ব ১২৪),

বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায় কি ঐ ধারামতে যাহার প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে মাসিক বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সঙ্গতি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রমাণ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বৃত্তি যদ্রূপে পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন, কিন্তু মাসে মোটে পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৪৯০ ধারা। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায় তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে উক্ত অভিভাবককে কিম্বা যে ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া যাইবে, সেই ব্যক্তিকে বিনা মূল্যে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে, ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের অনন্যতা ও যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় হৃদ্বোধমতে জানিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পসভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯১ ধারা। ফোর্ট উইলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট যে সময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এই এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাধীন স্থানের

মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনমতে কি অনুচিতমতে রাজকীয় কার্য্য-কারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা।

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে আসামী বদ্ধ থাকে, উক্ত কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া যাইবে সেই বিষয়ে সাক্ষীস্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা

(ঘ) কোর্ট মার্শালের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কোন কমিশ্যনের বলে কর্ম্মকারী কোন কমিশ্যনরদের সম্মুখে বিচার হইবার জন্যে কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শালের কি কমিশ্যনরদের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য পূর্ব্বোক্তমতে বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্যে তাহার বদ্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা

(চ) ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া শরিফ সাহেব সীপাই কর্পস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে পাইয়াছি) বলিয়া যে রিটর্ণ দেন তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যের কোন আসা-মীকে আনিবার আজ্ঞা

এই ধারামতে যে প্রণালীক্রমে কার্য্য করা যাইবে উক্ত প্রত্যেক হাইকোর্ট সময়ে সময়ে সেই প্রণালীবিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইন, মান্দ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইন, কিম্বা বোম্বা-ইর ১৮২৭ সালের ২৫ আইনমতে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহে-বের ১৮৫০ সালের ৩৪ আইন বা ১৮৫৮ সালের ৩ আইনমতে যে ব্যক্তিদিগকে আটক করিয়া রাখা যায়, তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

৪৯১ ধারা। ৭২ ধারাটি কেবল কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই রাজধানীর সীমার মধ্যে হাইকোর্টের দেওয়ানী যে ক্ষমতা আছে তাহার অধীন স্থানের মধ্যে খাটে

৪৫৬ ধারা দেখ

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থানে সাধারণতঃ কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমায় রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতে বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, রাজকীয় অভিযোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন

৪৯২ ধারা ৪ (ড) ধারা দেখ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রত্যেক জিলার সরকারী (গবর্ণমেণ্ট) উকীল রাজকীয় অভিযোক্তা।

যে যে মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত সেই সেই মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা, সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা

৪৯৩ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায় কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন, ও ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় যদি সামান্য কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশপ্রাপ্ত উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন

অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা

৪৯৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন রাজকীয় অভিযোক্তা জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে তাঁহাদের মীমাংসা দিবার পূর্ব্বে, আদালতের অনুমতি লইয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন ঐরূপে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগ পত্রের প্রয়োজন নাই সেই স্থলে ঐরূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যাইবে

অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা

৪৯৫ ধারা। "কোন মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার তদন্ত লইলে কি বিচার করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এতদর্থে পোলীসের যে শ্রেণী নির্দ্দেশ করেন, সেই শ্রেণীর নিম্নতর পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন যে কোন ব্যক্তিকে অভিযোগ কার্য্য চালাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন "

(২) "অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের নিমিত্ত অভিযোগ চলিতেছে, পোলীসের কোন কর্ম্মকারক সেই অপরাধ সম্পর্কীয় তদন্তের কোন অংশ লিপ্ত থাকিলে তাঁহাকে সেই অভিযোগ কার্য্য চালাইবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না "

৪৯৫ ধারা ১৮৮৩ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও চুটিয়া (ছোট) নাগপুরের প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পোলীস চালানী মোকদ্দমায় কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টর কিম্বা কোর্ট হেড কনেষ্টেবল এবং সেশন আদালতে সরকারী উকীল, রাজকীয় অভিযোক্তার কার্য্য করেন (বঙ্গীয় পোলীস ম্যানুয়েল).

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির জামিন বিষয়ক বিধি।

যেস্থলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা হইতে হইবার কথা।

৪৯৬ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্তৃক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে ও সে উক্ত পোলীসের কর্ম্মকারকের হেফাজতে থাকিবার কি উক্ত আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিবার কোন সময়ে হাজির জামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে পরন্তু পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্ম্মকারক কি ঐ আদালত উচিত বোধ করিলে, তাহার স্থানে হাজির জামিন না লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন

৪৯৩ ধারা ৫৭ ৫১৩ ধারা দেখ

হাজির জামিন লইবার অযোগ্য ও যেস্থলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৪৯৭ ধারা যে অপরাধ হইলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল সে ঐ অপরাধে অপরাধী এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না

যে স্থলে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা

ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরও তদন্ত লইবার বিশিষ্ট হেতু আছে, অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারকের কি আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে, ঐ তদন্ত না হওন পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজির জামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে জামিন বিনা উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র তাহার স্থানে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে

পশ্চাৎ এই আইনমতে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইবার কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪৯৭ ধারা প্রমাণ আছে কিন্তু আদালতে উপস্থিত নাই, এমন অবস্থায় হঠাৎ আসামী ব্যক্তিকেও আসামীকে ১২ ধারার হাজতে রাখা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কারণ না থাকিলে হাজির জামিন লওয়া উচিত (১ শিবরাম মুখার্জী, ই ল রি ৮১ ৮৩, পন্নু স্বামী চেট্টি, ই ল রি ৮ ম ৮৯, সোফায়াল ১০ উ রি ৩৪)

৬২ ৬৩।১৬৯ ধারা দেখ।

হাজির জামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৮ ধারা এই ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার

অবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা অত্যধিক হইবে না, এবং কোন ব্যক্তিকে হাজির জামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায় কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক হাইকোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন

৪৯৮ ধারা ৪২৬ ৪৩৮ ধারা দেখ

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা।

৪৯৯ ধারা কোন ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে পোলীসের কর্ম্মকারক কি স্থলবিশেষে আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাহাকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিকজনবিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে,—ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে ও পোলীসের কর্ম্মকারকের কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে থাকিবে।

যদি মোকদ্দমার প্রয়োজন হয়, উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য আহূত হইলে হাইকোর্ট কি সেশন আদালত কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে।

হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা

৫০০ ধারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে যদি সে কারাগারে থাকে, তবে যে আদালত তাহার হাজির জামিন লন সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন উক্ত আজ্ঞা পাইলে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে মুক্ত করিবেন

যে বিষয় সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিলে এই ধারার কিম্বা ৪৯৬ বা ৪৯৭ ধারার কোন কথাক্রমে তাহাকে যে মুক্ত করিবার আদেশ হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

প্রথমে যে হাজির জামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা

৫০১ ধারা। ভ্রান্তি কি প্রতারণাক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকার জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে কিম্বা হাজির জামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে আদালতে ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া হাজির জামিনক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত হাজির জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন

প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা

৫০২ ধারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সমুদায় কি কোন কোন প্রতিভূ কোন সময়েই মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপন আপন নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারেণ্ট দিবেন

সেই ব্যক্তি ওয়ারেণ্টক্রমে উপস্থিত হইলে, কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশ্যন বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা

কমিশ্যন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা

৫০৩ ধারা সুবিচারার্থে কোন সাক্ষির পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ও যে বিলম্ব কি খরচ কি কষ্ট না হইলে উক্ত সাক্ষিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না তাহা বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিল্লার মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত যে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে তাহার নামে কমিশ্যন লিখিয়া দিতে পারিবেন

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ যে রাজার বা রাজ্যাধিকারের দেশে ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কার্য্যকারক আছে সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে কমিশ্যন ঐ কার্য্যকারকের নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে মাজিষ্ট্রেটকে কি কার্য্যকারককে কমিশ্যন দেওয়া যায় তিনি স্বয়ং কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে নিযুক্ত করেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে আপনার নিকট সমন করিবেন এবং এই আইনমতে ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমার বিচারকালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য হয় সেই প্রকারে ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য লইতে পারিবে ও তদর্থে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৫০৩ ধারা ৫০৬ ১৮৮ ১৮০ ধারা ও সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩৩ ধারা দেখ

একজন স্ত্রী সাক্ষীর পক্ষে জেলার প্রধান রাজকীয় ডাক্তার এ সর্টিফিকেট করিয়া বলিলেন যে সাক্ষীর বয়স এবং শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় তৎকালে তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কলিকাতায় যাওয়া, যদিও বিপজ্জনক নয় তথাচ পরামর্শনীয় নয় কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধ হইবে বিবেচনায়, কলিকাতা হাইকোর্ট কমিশ্যন বাহির করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন (রাণী বং কোলসেন, ই ল রি ৮ ক ৮৯৬)

বোম্বাই হাইকোর্ট আসামীর স্বার্থ হানির সম্ভাবনা না থাকায় এক জন দূরগত ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য কমিশ্যন বাহির করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার মুখ্য ও মুট পরীক্ষা তিনি উপস্থিত হইলেও যেরূপ ফলদায়ক হইবে না হইলেও সেইরূপ হইবে (রাং গঙ্গাধর ভিকাজি ই ল রি ৬ ব ২৮০),

কলিকাতা হাইকোর্ট একজন পর্দানশিন স্ত্রী সাক্ষীর জবানবন্দি কমিশ্যন দ্বারা লইতে মাজিষ্ট্রেটকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। (হরসুন্দরী চৌধুরাইন ই ল রি ৪ ক ২০, ১ ক ল রি ৯৩),

একটী মানহানির মোকদ্দমায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট বাদিনীর এজাহার কমিশ্যন দ্বারা লইতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে পালকীর ভিতর করিয়া কোর্টে আনাইয়া এজাহার দিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। (ফকির ভগিনা, ই ল রি ৫ এ ৯২),

সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশ্যনের কথা

৫০৪ ধারা সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কমিশ্যন লিখিয়া দেন সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নামে কমিশ্যন দিতে পারিবেন তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৩৯ ও ৪০ বৎসরের ৪৬ অধ্যায়ের আইনের ৩ ধারামতে হাইকোর্টের যে কমিশ্যন লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

সাক্ষীর পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।

৫০৫ ধারা। এই আইনমতে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কমিশ্যন বাহির হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশ্যনের আদেশ করেন, সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন এমন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন দেওয়া যায়, তিনি ঐ প্রশ্ন ধরিয়া উক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা লইবেন

যে মাজিষ্ট্রেটের বা কার্য্যকারকের নামে কমিশ্যন লিখিয়া দেওয়া যায় উক্ত পক্ষের উকীলের দ্বারা কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং উক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ও স্থলবিশেষে কূটপরীক্ষা কি পুনঃপরীক্ষা করিতে পারিবে।

অধস্তন মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশ্যন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা

৫০৬ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমতে কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে সুবিচারার্থে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক তাহার পরীক্ষা লইবার জন্য কমিশ্যন দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে এবং ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব, ব্যয় ব অসুবিধা ঘটিবে তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হইলে, সেই মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কারণ জানাইয়া কমিশ্যন প্রার্থনা করিবেন, ও সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কমিশ্যন দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশ্যন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৫০৭ ধারা। ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কোন কমিশ্যন দেওয়া গেলে তদনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশ্যন বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশ্যনমতে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেল তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমিশ্যন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে, ও সেই কমিশ্যন ও তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য যুক্তিমত সকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ানুগত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন তাহা কোন পক্ষ কর্ত্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে

তদন্ত কি বিচার কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা

৫০৮ ধারা কোন স্থলে ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কমিশ্যন দেওয়া গেলে তদনুসারে কার্য্য হইয়া কমিশ্যন যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্যবিষয়ক বিশেষ বিধি।

চিকিৎসক সাক্ষির সাক্ষ্যের কথা

৫০৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিভিল চিকিৎসকের কিম্বা চিকিৎসাকার্য্যকারী অন্য সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেলে ও তাহা যথামত স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যরূপে ডাকা না গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কার্য্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

চিকিৎসাকার্য্যকারী সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবার কথা

আদালত উচিত বোধ করিলে ঐরূপ সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্পর্কীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা

৫১০ ধারা। এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্যের সহকারি পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশ পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দস্তাবেজ থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে তাহা এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা

৫১১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রচলিত আইনের অনুসারে কোন প্রকারে করা যাইতে পারে, তাহা ছাড়া অতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইবে, —

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দ্দোষ করা যায় সেই আদালতের যে কর্ম্মকারকের জিম্মায় ঐ আদালতের রেকর্ড থাকে তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত করা দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত করা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে, যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যায় সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারেণ্টক্রমে দণ্ডভোগ হয় সেই ওয়ারেণ্ট উপস্থিত করণ দ্বারা;

এবং ঐরূপে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় বা যাহাকে নির্দ্দোষী করা যায়, ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যতা বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা।

৫১১ ধারা। সাঃ বিঃ ১৪ এবং এই আইনের ২২১ ধারার শেষাংশ ও ৩১০ ধারা দেখ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

৫১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ প্রমাণ হইলে, তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয় সেই অপরাধ হেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত,

তাহার অনুপস্থানে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি সাক্ষী মরিয়া থাকে বা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হইয়া থাকে, কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করাইতে হইলে যে বিলম্ব, ব্যয় ব অসুবিধা হয় তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারকালে ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে

৫১২ ধারা — সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩৩, ১৫৭, ১৫৮ ধারা দেখ

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি

মুচলকার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা।

৫১৩ ধারা — সদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কোন আদালত কিম্বা কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে জামিন সহিত কিম্বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কর্ম্মকারক ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট আমানত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা

৫১৪ ধারা। এই আইনমতে যে আদালত কর্ত্তৃক নিবন্ধপত্র, গৃহীত হয় সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতের হৃদ্বোধমতে,

কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে ঐ আদালতের হৃদ্বোধমতে

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্র দ্বারা বদ্ধ থাকেন তাহাকে অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার আদেশ দিবেন

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারেণ্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারেণ্ট মতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে ঐ সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে, সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন তিনি ঐ ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে যে আদালত ওয়ারেণ্ট দেন সেই আদালতের আজ্ঞা ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাস পর্য্যন্ত বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিয়া অংশ মাত্র আদায় করণ প্রবল করিতে পারিবেন

৫১৪ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা

৫১৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ৫১৪ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট [illegible]। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলেও তাঁহার দ্বারাও ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে

কোন কোন নিয়মপত্রমতে দেয় ধার্য্য টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা

৫১৬ ধারা। হাইকোর্টের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিবার যে নিয়মপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, হাইকোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।

৫১৭ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতের তদন্ত কি বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ করা গিয়াছে দেখা যায় কিম্বা অপরাধ করণার্থে যাহার ব্যবহার হইয়াছে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে আদালত এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

হাইকোর্ট কি সেশন আদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে ও যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্ববান তাহাকে স্বীয় কার্য্যের দ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে উক্ত কোর্ট কি আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা জারী করিবার আদেশ দিবেন।

যে মোকদ্দমায় আপীল আছে, সেই মোকদ্দমায় এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, পশুপক্ষ্যাদি বা স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল দ্রব্য না হইলে আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয় অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয় সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারায় "দ্রব্য" যে শব্দ আছে তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তত্বাধীনে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝা যাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কোন দ্রব্য হয় কিম্বা সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তন কি বিনিময় করণদ্বারা অব্যবহিতভাবে কি প্রকারান্তরে যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাও বুঝা যাইবে।

৫১৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ করার অভিযোগ হইয়াছিল তাহা যাহার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল তাহাকেই সেই দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদ্যপি মাজিষ্ট্রেট ঐ দ্রব্য অপর পক্ষের বিবেচনা করেন তবে তাহাকেই দিবেন। ঐরূপ দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে যদিও জমা দেওয়া হয়, তথাচ মাজিষ্ট্রেটের অথবা হাইকোর্টের ফেরত লইবার অধিকার নাই, দাবিদার দখলকারের বিরুদ্ধে দেওয়ানীতে নালিশ করিতে পারে। (রামপুলানাথ, ইং ল রি ১ ব ৬১০, শ্রীধর বাবু, ২ য় বি ২ এ ২১৩, ত্রিভুবন মানিকচাঁদ, ইং ল রি ৯ ব ১৩১), ৯

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণসূচক আজ্ঞা হইবার কথা

৫১৮ ধারা　৫১৭ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন। তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাল্লিখিত মতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই কার্য্য করিবেন

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা

৫১৯ ধারা　যাহা চৌর্য্য বা চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয় বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে, অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহাকেও ধরা গেলে তাহার নিকট হইতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলেও অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তিকে চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা

৫২০ ধারা　যে আদালতে আপীল কি দৃঢ়ীকরণ কি বিবাদার্পণ কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন

৫২০ ধারা　মূল আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল না হইয়া থাকিলেও দ্রব্য সম্বন্ধীয় আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে এবং আপীল আদালত নিম্ন আদালতের আজ্ঞা স্থগিত রাখিয়া সংশোধন পরিবর্ত্তন, কি অসিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু ইতিমধ্যে মাল দেওয়া হইয়া গিয়া থাকিলে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন না, এরূপ অবস্থায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই (আহম্মদ ই ল রি ৯ মা ৪৪৮, মিচেল রাজেশ্বর গুপ্ত ই ল রি ৩ ব ৩১৯, নীলম্বর বাবু ই ল রি ২ এ ২৭৬ অন্নপূর্ণার ই. ই ল রি ১ ব ৬৩০).

অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা

৫২১ ধারা　ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, তাহার যত খণ্ড আদালতে হেফাজতে কিম্বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে, আদালত তৎসমুদায় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা

৫২২ ধারা　কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রযুক্ত বলপ্রকাশ সহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, ও সে বলপ্রকাশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকারচ্যুত করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে যদি উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তি পুনরায় তদধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর দ্রব্যে আপনার স্বত্ব বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ স্বত্বের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫২২ ধারা। এই ধারানুযায়ী আজ্ঞা [illegible] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়া না হইলে আদালতে [illegible] করিতে হয়। (তারিখ [illegible] ১৮৭১ সালের ১৫৮ [illegible] দ্বিতীয় [illegible] দফা)

৫১ ধারামতে পুলিশ চোরা দ্রব্য পোলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৫২৩ ধারা যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া অভিযোগ কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে সেই দ্রব্য পোলীস কর্ম্মকারক দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, তদ্বিষয়ে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে ও তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট যেরূপে উচিত বোধ করেন সেইরূপে ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন

দ্রব্যের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা

ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট যেরূপে (যদি কোন নিয়মে) উচিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাঁহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে যে দ্রব্য আছে ঘোষণাপত্রে সেই সেই দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশকরণপূর্ব্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাঁহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন

৫২৩ ধারা। এক ব্যক্তির [illegible] কি, [illegible] ছিল, [illegible] হওয়া, [illegible] হইল না, তখন পুলিশ আসামী, [illegible] যে সেই [illegible] এবং [illegible] প্রমাণ [illegible] মাজিষ্ট্রেট তাহা [illegible] অধীন [illegible] করিলেন হাইকোর্ট [illegible] বলিলেন যে [illegible] তিনি [illegible] ([illegible] ৮ উ রি ৫),

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ১৮৮৮ সালের [illegible] আইনের ২০-২২ ধা দেখ

ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

৫২৪ ধারা ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলেও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায় সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা সবডিবিজনের মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে

এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে তদ্বিষয়ে আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইবার অনুমতি থাকিবে

৫২৪ ধারা। ২২৩ (৫) ধারা দেখ।

আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

৫২৫ ধারা। ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তি অজ্ঞাত কি অনুপস্থিত থাকিলে ও উক্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে স্বামীর লাভ আছে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ দ্রব্য ধরিবার রিপোর্ট হয় তিনি এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন, এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব, ৫২৩ ও ৫২৪ ধারার বিধান খাটিবে।

৫২০ ধারা　৫২১ (ক) ধারা দেখ

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তরকরণ বিষয়ক বিধি

হাইকোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

৫২৬ ধারা　যখন হাইকোর্টকে দেখান যায় যে, (ক) তদধীন কোন ফৌজদারী আদালতের ন্যায়সঙ্গত ও অপক্ষপাত তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে না বা

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আইন ঘটিত প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভবনা, বা

(গ) যে স্থানে কি যে স্থানের নিকটে অপরাধ করা যায় সুন্দররূপ তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা আবশ্যক, বা।

(ঘ) এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের ও সাক্ষীদের সাধারণতঃ সুবিধা হইবে,

(ঙ) উক্ত আজ্ঞা সুবিচার নিমিত্ত বাঞ্ছনীয়

তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিত আজ্ঞা করিতে পারিবেন,—

(১) যে আদালত ১৭৭ হইতে ১৮৪ পর্য্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য্যক্ষম, সেই আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয় কিম্বা

(২) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণীর তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল স্বীয় কর্তৃত্বাধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হয়, কিম্বা

(৩) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকট প্রেরিত হইয়া বিচার হয়

(৪) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনার নিকট কিম্বা কোন সেশন আদালতে বিচারার্থে সমর্পিত হয়

হাইকোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে ২৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আন যায় তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত, সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন

এই ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থক আডবোকেট জেনেরল না হইলে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে, হাইকোর্ট তাঁহার প্রতি এই নিয়মে জামিন সহিত বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তার খরচ দিবে।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্তরূপ প্রার্থনা করিলে রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস দিবেন এবং যে যে হেতুতে প্রার্থনা করা গেল সেই সেই হেতুর বিবরণের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবেন এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকল্পে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষ গুণ প্রমাণে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

৫২৬ ধারামত প্রার্থনা হইলে দিনান্তর নিরূপণের কথা।

“৫২৬ক ধারা। কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় বা আপীলে শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাজকীয় অভিযোক্তা বাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতে মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের থাকে, ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে ৫২৬ ধারামতে প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায় সেই আদালতে জানাইলে, আদালত কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার ৩৪৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে এরূপে কার্য্য করিবেন, যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা আপীল হইলে, আপীলের শুনানী হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার ও তাহার উপর আজ্ঞা পাইবার যুক্তিসিদ্ধ সময় থাকে।”

১৯৭ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

৫২৬ ধারা। ১৮৮৪ সালের ১০ [illegible] ১১ [illegible] ধারা সংশোধিত হইয়াছে।

১৮ [illegible] ১৯৫ ৩৮৭ ৫৫৭ ধারা দেখ।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডাপেক্ষা এ দেশে এরূপ অধিক সুবিধা আছে,—

ইংলণ্ডে অতি সমস্ত [illegible] বিচার [illegible] জুরি দ্বারা হয়, জুরির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর লোক নয় সুতরাং উহাদের মীমাংসার [illegible] সাধারণ জনসমূহের ভক্তির [illegible] কারণে সহিত বিচারাধীন [illegible] এবং তাহাদের মীমাংসা দৃঢ়, তন্নিবন্ধন [illegible] অবিচার নিবারণার্থে [illegible] ব্যক্তিকে [illegible] নাই এবং সামান্য কারণে অন্যত্র মোকদ্দমা স্থানান্তরিত হইতে পারে যাহা এ দেশের ন্যায় সহজে না হইতে পারে।

এ দেশে জুরির বিচার আছে কিন্তু তাহারা সর্ব্বসাধারণ নহেন, উচ্চ শ্রেণীর লোক যেমন জজ বড় বড় মোকদ্দমার বিচার করেন, জুরি অপেক্ষা [illegible] স্বাধীন এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ। তাঁহাদের মীমাংসার উপর [illegible] হাইকোর্ট [illegible] এবং জুরি ও জজ মতভেদ হইলে, জজ হাইকোর্টে লিখিতে পারেন। অতএব বিশেষ কারণ ব্যতীত এদেশে মোকদ্দমা স্থানান্তরিত হইতে পারে না। (মদনগোপাল বসু, ইং ল রি ৬ ক ৪৯১, আশীর্ব্বাদ ও [illegible], ১৩ উ রি ৬৯, ১ বো ল রি ২৪০, শঙ্কর আমিন হিং ৬ ব ৬৯),

অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ ও চরিত্র সম্বন্ধে সংবাদপত্রে অনেক আন্দোলন এবং জনসাধারণের চিত্তে দ্বেষের কারণে মান্দ্রাজ হাইকোর্ট সীতাপতির মোকদ্দমার আপীল সেশন আদালত হইতে হস্তান্তরিত করিয়া স্বয়ং নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। (ইং ল রি ৬ মা ৩২)

যে স্থানে সমিতির অর্থ অভিযোগের বিষয় ছিল, সেই সমিতির সভ্য ব্যতীত সেই জেলায় আপীল শুনিবার যোগ্য অন্য কোন বিচারক না থাকায় [illegible] হাইকোর্ট [illegible] জেলার মোকদ্দমা ভিন্ন জেলায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। (ইং ল রি ৬ ক ২১১)

অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাবদ্ধ থাকিলে বিশেষ কারণ দর্শাইলে হাইকোর্ট রাজকীয় অভিযোক্তাকে কোন সংবাদ না দিয়া মোকদ্দমা হস্তান্তর করিতে পারেন কিন্তু নিষ্পত্তির পূর্ব্বে রাজকীয় অভিযোক্তাকে সংবাদ দিতে হইবে। (উপেন্দ্র নাথ দাস ইং ল রি ১৯ ক ৩৫৩)

অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়ার আজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবেন না, দণ্ডিত হইলে এবং বিশেষ কারণ থাকিলে করিবেন (কলিকাতার মিউনিসিপাল করপোরেশন বঃ ডিগম্বর মল্লিক ইং ল রি ২ ক ২৯০, সারকার বঃ গঙ্গাধর ইং ল রি ২ ক ২১৮)

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা

৫২৭ ধারা। বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাইকোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টে অর্পণ করিলে, কিম্বা এক হাইকোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাইকোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষিদের সুবিধা জন্মে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের এমত বোধ হইলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের তদ্রূপ হস্তান্তর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায় সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেন তদ্রূপে কার্য্য করিবেন

মোকদ্দমা জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা

৫২৮ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা তাঁহাকে যে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইয়া বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীন মাজিষ্ট্রেটদের নিকট হইতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লওন কিম্বা বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

"কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, তাঁহার ঐ আজ্ঞা করিবার যে কারণ থাকে তাহা লিখিয়া রাখিবেন"

৫২৮ ধারা ৫২৬ (খ) ধারা দেখ

মোকদ্দমা হস্তান্তরিত হইলে পুনরায় সাক্ষীর জবানবন্দি লইতে হইবে ৩৫০ ধারা একরূপ মোকদ্দমায় খাটে না (খন মহম্মদ, ২৩ উ, রি ৫৩)

জেলার মাজিষ্ট্রেট যে কোন সময়ে হউক ও যে পর্য্যন্ত কার্য্য হউক অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারেন (বিল ইতী খনম ২৪ উ, রি ৪)।

যদিও জেলার মাজিষ্ট্রেট এক মাজিষ্ট্রেটের এজলাস হইতে অন্য মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কারণ লিখিতে বাধ্য নহেন, তথাচ তিনি সদ্বিবেচনা করেন নাই প্রকাশ পাইলে হাইকোর্ট উাহার আজ্ঞা রদ করিবেন (নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ উ, রি, ১২, ৫ বে, ল, রি, ৪৫, উমরাও সিংহ, ই, ল রি ৩ এ ৭৬)

সাক্ষীর জবানবন্দির পরে বিনা দস্তখতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে নোটিস না দিয়া এবং তাঁহাদের বক্তব্য না শুনিয়া মোকদ্দমা হস্তান্তর করায় হাইকোর্ট স্থির করিয়াছিলেন যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আইনের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন (ডিয়ান ও অপর ই, ল, রি ৮ ক ৩০৩ উমরাও সিংহ ই, ল, রি ৩ এ, ৭৪৯)

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

অনিয়মিতক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা

৫২৯ ধারা কোন ম্যাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার, অর্থাৎ,

(ক) ৯৮ ধারামতে তল্লাসী পরওয়ানা দিবার,

(খ) ১৫৫ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার,

(গ) ১৭৬ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার,

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৬ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,

(ঙ) ১৯১ ধারা (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার,

(চ) ১৯২ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার,

(ছ) ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

(জ) ৫২৪ বা ৫২৫ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার,

(ঝ) ৫২৮ ধারামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি ভ্রান্তিক্রমে সরলমনে ঐ কার্য্য করেন, তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অন্যথা করা যাইবে না

অনিয়মিত যে কার্য্য দ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৩০ ধারা কোন ম্যাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেই সেই কার্য্য করেন অর্থাৎ,

(ক) যদি ৮৮ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(খ) যদি ডাকঘরে পত্রের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে তাড়িতবার্ত্তার তল্লাসী পরওয়ানা দেন,

(গ) যদি শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঘ) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঙ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন,

(চ) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা রহিত করেন,

(ছ) স্থান বিশেষের অনিষ্টকার্য্য সম্বন্ধে যদি ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(জ) সাধারণের অনিষ্টকার্য্য না চলনার্থে বা পুনশ্চ না হওনার্থে যদি ১৪৩ ধারামতে তন্নিবারণের আজ্ঞা করেন,

(ঝ) যদি ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ঞ) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন,

(ট) ১৯১ ধারার (গ) প্রকরণমতে যদি অপরাধ গ্রাহ্য করেন,

(ঠ) অন্য মাজিষ্ট্রেটের লিখিত খবরকারী অনুসারে যদি ৩৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন,

(ড) ৪৩৫ ধারামতে যদি কাগজপত্র আনান,

(ঢ) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন,

(ণ) যদি ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫১৫ ধারামতে সংশোধন করেন,

(ত) যদি অপরাধীর বিচার করেন,

(থ) যদি সরাসরীমতে অপরাধীর বিচার করেন, কিম্বা,

(দ) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন,

তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে

অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা

৫৩১ ধারা তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অনুপযুক্ত সেশন খণ্ডে কি জিলায় কি মহকুমায় কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না, কিন্তু সেই ভ্রম হেতুক সদ্বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে

৫৩১ ধারা সদ্বিচারের ব্যাঘাত'—১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৭০ ধারায় 'এরূপ ভ্রম দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদে কিম্বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালানর বিষয়ে বাস্তবিক বিশেষ হানি হইয়াছে এই কথাগুলি ছিল বিশেষ হানি অর্থে মূল বিচার ন্যায়সঙ্গত না হওয়া (দেবদয়াল, ১১ ব, ২৩৭)

'অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই কথাগুলির অর্থ তদন্ত কি বিচার ভিন্ন অন্য বিবিধ আনুষ্ঠানিক কার্য্য, যথা,—পোলীস দ্বারা অনুসন্ধান "

'অন্য স্থান ১৮৭২ সালের ১০ আইনে এই কথাগুলি ছিল না হীরামন আমার মোকদ্দমায় (২১ উ, রি ৬৬ ১৩ সে তা রি)

এই অসম্পূর্ণতা প্রদর্শিত হওয়ায় এই কথাগুলি এই আইনে দেওয়া হইয়াছে ইহাতে ভিন্ন প্রদেশ এবং ভিন্ন হাইকোর্টের সীমা উল্লঙ্ঘন ও পূর্ণ হয়

অনিয়মিতরূপে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে, তাহা যেস্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা

৫৩২ ধারা কোন মাজিষ্ট্রেট কি অন্য কর্তৃপক্ষ আইনমতে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতের বা হাইকোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হয় নাই বিবেচনা করিলে এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার পক্ষ হইতে সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের কি অন্য কর্তৃপক্ষের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি না থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হইয়াছে উক্ত আদালতের যদি এইরূপ বিবেচনা হয় কিম্বা তদ্রূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

৫৩২ ধারা ২০৬ ২৪৩ ধারা দেখ

১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান না পালন করিবার কথা।

৫৩৩ ধারা ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারবাক্য বা অন্য উক্তি, যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হয় সেই আদালত যদি

দেখেন যে, ঐ উক্তি লিপিবদ্ধকারী মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই তবে প্রতিবাদী নিয়মিত রূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল ইহার প্রমাণ লইবেন এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও যদি সেই ভ্রম দ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ পক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য হইবে

৪৫৪ ধারার ২ প্রকরণের নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হইবার কথা

৫৩৪ ধারা। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ খাটে সেই মোকদ্দমার কোন ব্যক্তিকে "তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটি হইলে তাহাতে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা।

৫৩৫ ধারা। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায় বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃ দৃষ্টি করিবার আদালতের এমন জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনঃ দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত বোধ হইলে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচারকালীন যে সময়ে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল, তদবধি বিচারকার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন

আসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

৫৩৬ ধারা। আসেসরদের সহকারীতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয় জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না

জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার আসেসরদের সহকারীতায় করা গেলে যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা যায়, তবে কেবল আসেসরদের সহকারীতায় হওয়া প্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদপ্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার কথা

৫৩৭ ধারা। পূর্ব্বপ্রদত্ত বিধানের স্থল ভিন্ন,

নালিশে কি সমনে কি ওয়ারেন্টে কি অভিযোগপত্রে কি নিষ্পত্তিপত্রে কিম্বা বিচার করণ সময়ের বা তৎপূর্ব্বের অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা এই আইনমতে কোন তদন্তে বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম হইলে,

কিম্বা ১৯৫ ধারার আদেশমতে কোন অনুমতির অভাব হইলে,

কিম্বা ৩২৪ ধারা অনুসারে জুরির বা আসেসরদের কোন ফর্দ সংশোধন করিতে ত্রুটি হইলে,

কিম্বা জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা থাকিলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা ন্যায় বিচারের ত্রুটি না হইয়া থাকে, তবে ৩৭ অধ্যায়মতে কার্য্য হইলে কিম্বা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিম্বা তাহা পুনঃ দৃষ্টি করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রম প্রভৃতি হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

৫৩৭ ধারা ২২৫ ২২৬ ৫৩৫ ধারা দেখ

আসামীর স্বীকার বাক্য ৩৬৪ ধারামতে লিখিত হয় নাই যেমন আসামী কিম্বা তাহার উকীল তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন নাই হাইকোর্টের বিবেচনায় ন্যায় বিচারের ত্রুটি হয় নাই (১৯ উ রি ২৮),

এই কিম্বা অন্য ধারার বিধি প্রতিপালন না করিলে আইন বিরুদ্ধ কার্য্য অপরাধীর সম্মতিতে কিম্বা অপরাধীর আপত্তি না করাতে আইন সঙ্গত হইবে না (ভেঙ্কটেশ্বর ২৫ উ রি ৫৭; ইং ল রি ৬ কল ৮৩ ও ৯৬),

সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৬৭ ধারা দেখ

জুরিদিগকে যে কথার উপর উপদেশ দেওয়া আবশ্যক জজ না দিলে ভ্রম হইলে মোকদ্দমার পুনর্বিচার হইবে (৫ উ রি ৮০),

১৩৮ ধারা অনুসারে জুরি নিয়োগ না করা গুরুতর ভুল (২১ উ রি ৪৩),

যে সকল মোকদ্দমায় আদালতের অনুমতির আবশ্যক (১৯৫ ধারা ইত্যাদি দেখ) তাহাতে অনুমতি না লইলে গুরুতর ভ্রম গণ্য হইবে (১৫ উ রি ৪০)

ওয়ারেন্টের মোকদ্দমায় সমন জারী গুরুতর ভ্রম নয় (ম নিকপটনী ১ উ রি ১৬)

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকাতে ক্রোক বেআইনী না হইবার ও ক্রোককারী ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা

৫৩৮ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায়, সমনে কি অপরাধ নির্ণয়পত্রে কি ক্রোকী পরওয়ানায় কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে রীতিমত কোন দোষ কি অভাব প্রযুক্ত তাহা বেআইনী বলিয়া জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

যে যে কোর্টের ও যে যে ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারিবে তাহাদের কথা

৫৩৯ ধারা। কোন হাইকোর্টের কিম্বা ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে আফিডেবিটের ও প্রতিজ্ঞাপত্রের ব্যবহার করিতে হইবে, সেই আফিডেবিট ও প্রতিজ্ঞাপত্র সেই কোর্টের কিম্বা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের কিম্বা তৎকার্য্যার্থে নিযুক্ত কোন কমিশ্যনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন রিকার্ড কোর্টে আফিডেবিট গ্রহণের কোন জজ কি কমিশ্যনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা ইংলণ্ডের কি আয়র্লণ্ডের চান্সারি কোর্টে শপথ করাইবার কোন কমিশ্যনরের সম্মুখে কিম্বা স্কটলণ্ড দেশে যে কোন মাজিষ্ট্রেট আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক করা যাইতে পারিবে

৫৩৯ ধারা রাজকীয় কার্য্যকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির আফিডেবিটে ১৲ টাকা কোর্ট ফি লাগে (কলিকাতা হাইকোর্টের নিয়ম ২০৯ পৃ) আফিডেবিট সম্বন্ধে ১৮৭৯ সালের ১০ আইন দেখ।

গুরুতর সাক্ষিকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা হইবার ক্ষমতার কথা

৫৪০ ধারা। এই আইনমতে তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবার কোন সময়ে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষি স্বরূপ সমন করিতে পারিবেন ও সমন না হইয়া যে ব্যক্তি আদালতে সাক্ষি স্বরূপ উপস্থিত আছে তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন

এবং যাহার পরীক্ষা পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনরায় তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং ন্যায়মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালত তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন কিম্বা তাহাকে আবার ডাকাইয়া তাহার পুনরায় পরীক্ষা লইবেন

৫৪০ ধারা সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ১ আইনের ১৬৫ ধারা দেখ

কারাদণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা

৫৪১ ধারা প্রচলিত আইনে পরস্পরের বিধান না থাকিলে এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে, তাহাকে যেস্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন

দেওয়ানী জেলে বদ্ধ অভিযুক্ত ব নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তিদিগকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার ও তাহাদের দেওয়ানী জেলে ফিরিয়া আসিবার কথা।

"৫৪১ক ধারা (১) এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে, সেই ব্যক্তি কোন দেওয়ানী জেলে বদ্ধ থাকিলে, যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের বা হেফাজতে সমর্পণের আজ্ঞা দেন, সেই আদালত বা মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন

(২) কোন ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে ফৌজদারী জেলে পাঠাইয়া দেওয়া গেলে, তিনি তথা হইতে মুক্তিলাভ করিলে তাহাকে দেওয়ানী জেলে ফিরাইয়া পাঠাইতে হইবে কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে এই বিধি খাটিবে না, অর্থাৎ,

(ক) তাঁহাকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার পর যদি তিন বৎসর অতীত হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৪২ ধারামতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে অথবা

(খ) যে আদালত তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যদি ফৌজদারী জেলের অধ্যক্ষকে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৪১ ধারামতে ঐ ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে "

কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার্থ জন্য তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা

৫৪২ ধারা বন্দীদের সাক্ষ্য গ্রহণ বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেলখানায় বদ্ধ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহরীর জিম্মায় আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন

জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যতক্ষণ জেলখানায় ফিরিয়া না আইসে ততক্ষণ তাহার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

দোভাষির যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা।

৫৪৩ ধারা কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্য দোভাষির প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষি সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন।

৫৪৩ ধারা ৩৬১ ধারা দেখ

বাদীদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা

৫৪৪ ধারা। যে বাদীরা কি সাক্ষীরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিমিত্ত উপস্থিত হন, কোন ফৌজদারী আদালত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

৫৪৪ ধারা। খরচার নিয়ম,—

(১) ফরিয়াদী অথবা সাক্ষীদিগকে ফৌজদারী আদালত নিম্নলিখিত হারে খরচা দিতে পারেন

(২) যে সকল স্থলে গবর্ণমেণ্ট, অথবা কোন জজ, মাজিষ্ট্রেট কি অন্য কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের দ্বারা কি আদেশ বা অনুমতি অনুসারে কোন মোকদ্দমা দায়ের বা চালান হয়, অথবা যে কার্য্যকারকের সমক্ষে মোকদ্দমা হয়, তাঁহার বিবেচনায় ঐ মোকদ্দমা দ্বারা সাধারণ রাজকার্য্য পরিচালনের উপকার সম্ভব হয়, এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ৭ক্রম ঘরে যে যে অপরাধে জামিন লওয়া যাইবে না বলিয়া লেখা আছে, সেই সেই অপরাধ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা সকল,

(৩) যেস্থলে মাজিষ্ট্রেট নিজ ইচ্ছাক্রমে ৫৪০ ধারামতে সাক্ষী তলব করেন

(৪) ফরিয়াদীর প্রার্থনানুসারে ২৪৪ ধারামতে যে সকল সাক্ষীগণকে সমন করা হয় তাহাদিগের খরচা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দেওয়া হইবে না কিন্তু ফরিয়াদীর দ্বারা মাজিষ্ট্রেট দেওয়াইতে পারেন,

খরচের পরিমাণ।

(ক) সাধারণ শ্রমোপজীবী ব্যক্তির জন্য রোজ ৵০ এবং নিম্ন শ্রেণীর রেল ভাড়া

(খ) দেশীয় ভদ্র লোকের জন্য রোজ খোরাকী ।০ আনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়া।

(গ) সাহেবদিগের এবং দেশীয় উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়া এবং খোরাকী অবস্থানুসারে রোজ ৩ টাকা পর্য্যন্ত

(ঘ) ব্যবসায়ী, যথা আইন বিৎ চিকিৎসা ব্যবসায়ী, সওদাগর ও অন্য অবস্থানুসারে বিশেষ হারে খরচা দেওয়া যাইবে

(ঙ) রাজকীয় কার্য্যকারকদিগের ঠিক যত খরচ হয় তত দেওয়া যায়

(চ) যেখানে রেল নাই, কিম্বা নৌকায় অথবা পালকী কি ঘোড়ার ডাকে যাইতে হয়, সেখানে মোট ভাড়া রোজ ২, টাকার অনধিক, কিম্বা ।০ আনা মাইল

(বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সারকিউলার নং ৬৮ তাং ৩০।৫।৭৩ নং ৯০ তাং ১৯ জুলাই ১৮৭৩; কলিকাতা গেজেট ১৮৭৩, প্রথম ভাগ, ৭৪৩ পৃঃ, নং ১৪৭ তাং ৯।১২।৭৩, নং ১৫১ তাং ১৬।১২।৭৩)

অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা

৫৪৫ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীলক্রমে কিম্বা সংশোধন করণক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে ঐ আদালত নিষ্পত্তিকালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদায় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ,

(ক) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধে,

(খ) যে অপরাধ হয় তজ্জনিত ক্ষতিপ্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারে আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করা গেলে উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন

পর্য্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

৫৪৫ ধারা ১ ৮০ ৪৮৫ ৩৮৭ ।। দেখ

পরবর্ত্তিত মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা

৫৪৬ ধারা পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৪৫ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন

যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা

৫৪৭ ধারা অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা এই আইনমত কোন আজ্ঞাক্রমে দেয় হইলে, অর্থদণ্ড হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

নথীর নকল দিবার কথা

৫৪৮ ধারা কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে সেই ব্যক্তি জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিম্বা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি নথীর অন্যাংশের নকল পাইবার অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবে কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে তাঁহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে

কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা

৫৪৯ ধারা। যে যে স্থলে সৈনিক আইনের অধীন ব্যক্তিগণের বিচার যে আদালতের প্রতি এই আইন বর্ত্তে সেই আদালতের দ্বারা বা কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা হইবে, এই বিষয়ে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনের ও সৈন্যসংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের কিম্বা তদ্রূপ যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্যসংক্রান্ত ১৮৮১ সালের আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইতে পারে, সেই অপরাধের অভিযোগ সহ তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্বিবরণ সহিত তাহাকে সে যে পণ্টনের কি সৈন্যদলের কি সেনাবিভাগের লোক, সেই পণ্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিম্বা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা

তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিত কি নিযুক্ত সৈনিক দলের অধ্যক্ষের তৎকার্য্যপক্ষে প্রার্থনা-পত্র প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা

৫৫০ ধারা পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপন আপন থানার সীমার মধ্যে যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন, পোলীসের যে কর্ম্মকারকেরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চপদস্থ হন, তাঁহারা যে স্থানীয় চাকরীর নিমিত্ত নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অপহৃত স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা

৫৫১ ধারা কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত ফুসলাইয়া হরণ করা কি বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গিয়াছে প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথ পূর্ব্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা ঐ বালিকাকে আপন স্বামির কি পিতার কি মাতার কি অভিভাবকের কিম্বা বৈধমতে ঐ বালিকার রক্ষণের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যেরূপ বলপ্রকাশ আবশ্যক হয় সেইরূপ বলপ্রকাশ করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন

রাজধানীনগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে প্রহরির জিম্মায় দেওয়া যায় তাহার হানিপূরণের কথা।

৫৫২ ধারা রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা শুনেন তাঁহার বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে, যে ব্যক্তিকে ধরা যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের জন্যে হানিপূরণ স্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন সেই ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপে ধৃত করায় তাহাকে সেই ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত স্থলে দুই কি তদধিক জনকে ধৃত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের এক এক জনের পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উচিত জ্ঞান করেন ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন

এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে ও তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে যে ব্যক্তির ঐ টাকা দেয় তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমতে ত্রিশ দিনের অনধিককাল বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা যাইবে কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে

অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দ প্রাপ্ত হাইকোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা

৫৫৩ ধারা কলিকাতার হাইকোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত অন্য কোন হাইকোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে সময়ে অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন

অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্যান্য হাইকোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা

যে হাইকোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই হাইকোর্ট সময়ে সময়ে

(ক) স্বীয় অধীন সকল ফৌজদারী আদালতে যে যে বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে যে কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেই সেই আদালতের যে রিটর্ণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(গ) স্বীয় রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ও আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধানার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(ঘ) অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য এই আইনমতে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, তাহা যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার বিধানার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত বা পাঠ নিরূপিত হয়, তাহা এই আইনের কিম্বা তৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের অসঙ্গত না হয়

এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে, তাহা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে

পাঠের কথা

৫৫৪ ধারা ৫৩ ধারামতে ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মানিয়া এতৎসংযুক্ত পঞ্চম তফশীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল সেই পাঠ প্রত্যেক স্থলে অবস্থা ভেদে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া তদুল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইবে

যেস্থলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট আপনি স্বার্থযুক্ত থাকেন তাহার কথা

৫৫৫ ধারা কোন জজ মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার একপক্ষ হইলে কিম্বা আপনি তাহাতে স্বার্থযুক্ত থাকিলে তাঁহার আদালত হইতে যে আদালতে আপীল হয়, সেই আদালতের অনুমতি না লইয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার বা তাহার বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন না এবং কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট নিজে যে নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা করেন তাঁহার উপর আপীল শুনিবেন না।

ব্যাখ্যা —কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপাল কমিশ্যনর আছেন বলিয়া এই ধারার মর্ম্মানুসারে কোন মোকদ্দমায় একপক্ষ বা তাহাতে আপনি স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না

আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা

৫৫৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাইকোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের ভাষা বলিয়া এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন ভাষা গণ্য হইবে উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে সময়ে কার্য্য হইবার কথা

৫৫৭ ধারা এই আইনক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে তদনুসারে কার্য্য হইতে পারিবে

চলিত মোকদ্দমার কথা

৫৫৮ ধারা এই আইন যৎকালে প্রবল হয় তৎকালে কোন ফৌজদারী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে তাহাতে যতদূর সম্ভব এই আইনের বিধান সমূহ খাটিবে

নীলামে কার্য্যে লিপ্ত কার্য্যকারকদের সম্পত্তি ক্রয় না করিবার বা না ডাকিবার কথা

৫৫৯ ধারা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করণসম্পর্কীয় কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, সেই সম্পত্তি ক্রয় করিবেন না বা নীলামে ডাকিবেন না।

কথিত আইনের ২৫০ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল

১৮৮২ সালের ১০ আইনের রহিত ২৫০ ধারার পরিবর্ত্তে নূতন ধারা দিবার কথা।

১৮৯১ সালের ৪ আইন।

তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মিথ্যা অভিযোগের কথা।

৫৬০ ধারা (১) এই আইনের নালিশ শব্দের যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তদ্রূপ নালিশ দ্বারা, কিম্বা কোন পোলীস কর্ম্মচারী অথবা কোন মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাপিত সংবাদ সূত্রে অনুষ্ঠিত কোন মোকদ্দমায়, যদি কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার্য্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং যে মাজিষ্ট্রেট দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হয় তিনি যদি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন কিম্বা নির্দ্দোষী করেন, এবং পারজাত

হন যে তাহার বিরুদ্ধে সেই অভিযোগ তুচ্ছ কি দুঃখদায়ক মাত্র ছিল তাহা হইলে তিনি স্বীয় বিবেচনা মতে তাঁহার ছাড়িয়া দিবার কি নির্দোষী করণের আজ্ঞা দ্বারা, অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের হানিপূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন যে ব্যক্তির নালিশ দ্বারা কিম্বা সংবাদ সূত্রে সেই অভিযোগ করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তির প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞাও করিতে পারিবেন

কিন্তু এরূপ কোন আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে (ক) অভিযোক্তা কিম্বা সংবাদদাতা তদ্রূপ আজ্ঞা করণের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিবেচনা করিবেন এবং

(খ) যদি মাজিষ্ট্রেট কোন হানিপূরণ দিতে আজ্ঞা করেন, তবে তিনি ছাড়িয়া দিবার নির্দোষী করণের আজ্ঞায়, সেই হানিপূরণ দিবার কারণ লেখায় ব্যক্ত করিবেন

(২) যে হানিপূরণ দিবার আজ্ঞা মাজিষ্ট্রেট এই ধারার (১) প্রকরণানুসারে করিয়াছেন, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে

কিন্তু যদি ইহা আদায় করিতে না পারা যায়, তবে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারিবে তাহা সামান্য হইবে এবং ত্রিশ দিনের অনধিক যতদিনের জন্য মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা করেন ততদিনের জন্য হইবে

(৩) কোন অভিযোক্তা কি সংবাদদাতা, যিনি এই ধারার (১) প্রকরণানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হানিপূরণ দিতে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তিনি তৎকর্ত্তৃক বিচারে (অভিযুক্ত ব্যক্তিস্বরূপ) অপরাধী নির্ণীত হইলে যেরূপ আপীল করিতে পারিতেন হানিপূরণ দেওয়া সম্বন্ধে আজ্ঞার বিরুদ্ধেও সেইরূপ আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হানিপূরণ দিবার কোন আজ্ঞা এমন কোন মোকদ্দমায় হয়, যাহাতে এই ধারার তৃতীয় প্রকরণানুসারে আপীল আছে, সেস্থলে আপীল দাখিল করিবার নির্দ্ধারিত সময় গত হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা আপীল দাখিল হইলে, সেই আপীল নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে সেই হানিপূরণ তাহাকে দেওয়া হইবে না

(৫) পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে হানি দিবার সময়ে, এই ধারামতে কোন হানিপূরণ দেওয়া বা আদায় করা গিয়া থাকিলে, আদালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন

স্বামী কর্ত্তৃক বলাৎকার করণাপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান

৫৬১ ধারা (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, রাজধানীর প্রধান মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট

(ক) কোন মনুষ্য দ্বারা তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ হইলে বলাৎকারের অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না কিম্বা

(খ) সেই অপরাধের জন্য সেই পুরুষকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন না।

(২) এবং এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যদি কোন রাজধানীর প্রধান মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারার (১) প্রকরণে উল্লিখিত অপরাধ সম্বন্ধে কোন পোলীস কর্ম্মকারী দ্বারা অনুসন্ধান জন্য আজ্ঞা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন। তবে পোলীস ইনস্পেক্টরের পদের নিম্নপদের কোন পোলীস কর্ম্মচারী সেই অনুসন্ধান করিতে কিম্বা তদন্তের কোন কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইবেন না

সংশোধন।

১৮৯১ সালের ৩ আইন।

১৮৮২ সালের ১০ আইনের ৩১০ ধারা সংশোধনের কথা

৯ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩১০ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে,—

"এই ধারায় প্রকারান্তরের কথা না থাকিলেও, পরবর্ত্তী অপরাধের জন্য বিচারের পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে যদি পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের বৃত্তান্ত ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের বিধানানুসারে প্রাসঙ্গিক হয়।"

রহিত এবং সংশোধন করণ বিষয়ক ১৮৯১ সালের ১২ আইন।

প্রথম তফসীল।

১	২	৩	৪
সাল	নং	বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
১৮৮২	১০	ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন	৩১১ ধারা ৪৪৯ ধারায় ১৮৮১ অঙ্ক যাহা দুই স্থলে আছে ৫৫৮ ধারা।
১৮৮৪	৩	ঐ সংশোধন করণ বিষয়ক আইন	৬ ধারা
১৮৯১	৪	ঐ	১ ও ৩ ধারা

দ্বিতীয় তফসীল।

১৮৮২	১০	ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন	১৯০ ধারায় জিলার মাজিষ্ট্রেট এবং মহকুমার মাজিষ্ট্রেট শব্দগুলির মধ্যে কিম্বা কথা সন্নিবেশিত কর ২০৬ ধারায় মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কথার পরে কিম্বা কথা সন্নিবেশিত কর তৃতীয় তফসীলে ১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা কথাগুলির নীচে— (১ক) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে, তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার এবং প্রহরির জিম্মায় সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (৬৪ ধারা)

প্রথম তফসীল।

যে যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

(ক) রাজব্যবস্থা

বৎসর ও রাজত্ব ও অধ্যায়	নাম	যে পরিমাণ রহিত হইল
তৃতীয় জর্জের ১৩ বৎসরের ৬৩ অধ্যায়ের আইন	ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের উৎকৃষ্টতর কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত কোন কোন নিয়ম সংস্থাপনার্থ আইন	৩৮ ধারা

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের আইন

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল
১৮৪০ সা, ২৩ আ,	পরওয়ানা জারীকরণ-বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই
১৮৬০ সা, ৪৫ আ,	দণ্ডবিধি বিষয়ক	২১৪ ধারার উদাহরণ গুলি
১৮৬১ সা, ৫ আ,	পোলীস বিষয়ক	৬ ধারা ও ২৪ ধারার শেষ চৌদ্দটী শব্দ ৩৫ ধারা, প্রথমাবধি, "কিন্তু" শব্দ পর্য্যন্ত।
১৮৬২ সা, ১৮ আ,	সুপ্রীমকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬৪ সা, ৬ আ,	কশাঘাত বিষয়ক	৭ ধারা
১৮৬৯ সা, ২ আ,	শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই
১৮৭০ সা, ২২ আ,	সরাসরীতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের আইন ইউরোপীয় ব্রিটিষপ্রজাদের প্রতি বর্ত্তনবিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই
১৮৭২ সা, ৪ আ,	পঞ্জাবের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭২ সা, ১০ আ,	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই
১৮৭৪ সা, ১১ আ,	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধনবিষয়ক	সমুদায়।
১৮৭৪ সা, ১৫ আ,	আইনের স্থানীয় ব্যাপ্তি বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৫ সা, ১০ আ,	হাইকোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক।	১৪৪ ধারা ভিন্ন ও ১৪৬ ধারার সন্ধান সম্পর্কীয় অংশ ভিন্ন সমুদায় আইন

সাল ও নম্বর।	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল
১৮৭৫ সা, ২০ আ,	মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক।	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহি যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৬ সা, ১৮ আ,	অযোধ্যার ব্যবস্থা বিষয়ক	ঐ
১৮৭৭ সা, ৪ আ,	প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট বিষয়ক।	৫৭ ধারা ছাড়া সমুদায়
১৮৭৯ সা, ২১ আ,	অপরাধীদিগকে স্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক।	তৃতীয় অধ্যায়
১৮৮১ সা, ১০ আ,	কর্ণার বিষয়ক।	৮ ও ৯ ধারা।

(গ) ব্যবস্থা

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল
বঙ্গদেশের ১৮২৫ সা, ২০ আ,	কোর্ট মার্শ্যলের বিচারাধিপত্য বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭২ সা, ৩ আ,	সাঁওতাল পরগণার বন্দোবস্ত বিষয়ক	১৮৭২ সালের ১০ আইনের সহিত যত সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৪ সা, ৯ আ,	আরাণের পার্ব্বতীয় প্রদেশে ব্যবস্থা বিষয়ক	১৮৬৯ সালের ২ আইনের ও ১৮৭২ সাে ১০ আইনের ও ১৮৭৪ সালের ১১ আ নের সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৭ সা, ৩ আ,	আজমীরের ব্যবস্থা বিষয়ক।	বঙ্গদেশের ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহি যতদূর সম্পর্ক রাখে

(ঘ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের গবর্ণর সাহেবের আইন

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল
১৮৬৭ সা, ৮ আ,	পোলীস বিষয়ক	৯ ধারা

দ্বিতীয় তফসীল।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা। এই তফসীলের ২ ও ৭ ঘরে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন ভিন্ন ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ ঐ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল, সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়। এই তফসীলের তৃতীয় ঘর কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

পঞ্চম অধ্যায়।—অপরাধের সহায়তার কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই সহায়তা	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে, তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তারও তেমনি	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে, কি না পারিলে তদনুরূপ।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ	পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১১১	উপর্য্যুক্ত দৃষ্টে এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া হইলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তার ও সেই বিধি নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তার ও তেমনি	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় মত ফল না হইয়া ভিন্নফল হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড।	ঐ
১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
১১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	
	ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১১৬	যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহার সহায়তা। ঐ সহায়তা প্রযুক্ত ঐ অপরাধ না করা গেলে।	,,	,,	সাহায্য কৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতেপারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবেনতুবা নয়	,,	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্য কারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে	,,	,,	,,	,,	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কৃত কোন অপরাধের সহায়তা	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,
১১৮	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখা ঐ অপরাধ করা গেলে।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
	ঐ অপরাধ না করা গেলে—	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত ক-রিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১১৯	রাজকীয় যে কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	সাহায্য কৃত অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তাকারীও সেই প্রকারে ধৃত হইবে, নতুবা নহে।	সাহায্য কৃত অপরাধ হেতুক ওয়ারেণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্য হইবে।	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	সাহায্যকৃত অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের
	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	”	দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	”
	অপরাধ না করা গেলে	”	”	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	”	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যেপ্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড।	”

১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	”	”	”	”	”	”
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	”	”	”	”	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	”
	ষষ্ঠ অধ্যায় —রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।						
১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	সেশন আদালত
১২১ক	রাজদ্রোহ সূচক কোন কোন অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূন কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশ বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড	”
১২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশবৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	”
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতেপারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হব	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৩৩	উপস্থিত কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতি কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাঁহার সহায়তা।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
১৩৫	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৩৬	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৩৭	বাণিজ্য জাহাজের স্বামীর কিম্বা অধ্যক্ষের অমনোযোগে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকা।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	,,	,,	৫০০ শত টাকা অর্থদণ্ড।	,,
১৩৮	সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্য ভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তা, তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে,	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোশাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	”	সমন	”	”	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	৮ অষ্টম অধ্যায়।—সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গনাপরাধের বিধি।						
১৪৩	বেআইনীমত জনতাতে মিলিত হওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমত কোন জনতার সহিত মিলিত হওন।	”	ওয়ারেণ্ট	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	”
১৪৫	বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে পৃথক্ হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন।	”	”	”	”	”	”
১৪৭	হাঙ্গামা করণ।	”	”	”	”	”	”
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা করণ।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	প্রথমতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৪৯	যে আইনবিরুদ্ধ জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জনতার স্থ প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারেণ্ট ক্রমে কিম্বা ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে তদনুসারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট কি সমন হইবার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজিব জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	রফা করা যাইতে পারে না	অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড সেই দণ্ড।	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
১৫০	বেআইনীমত জনতায় লিপ্ত হইবার জন্য কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন কি তাহাদের সঙ্গে করারকরণ কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ।	ওয়ারেণ্টবিনা ধৃত করিতে পারে।	ঠিকা বাধা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তাহার নিমিত্ত সমন বা ওয়ারেণ্ট যাহা হইতে পারে।	,,	,,	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড।	,,
১৫১	পাঁচ কি তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় লিপ্ত হওন কি থাকন	,,	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
১৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাঁহার বাধা দেওন।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১৫৩ হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন, হাঙ্গামা হইলে।	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
হাঙ্গামা না হইলে।	,,	সমন	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৫৪ হাঙ্গামা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর কি দখলিকারের না দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৫৫ যাঁহার উপকারার্থে কি সাপক্ষে হাঙ্গামা হয় তাহার ঐ হাঙ্গামা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ।	,,	,,	,,	,,	অর্থদণ্ড	,,
১৫৬ যে স্বামীর কি দখলিকারের উপকারার্থে হাঙ্গামা হয় তাহার গোমস্তা তাহা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করা।	,,	,,	,,	,,	ঐ	,,
১৫৭ বেআইনীমতে জনতার নিমিত্তে যাহাদিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,
১৫৮ বেআইনীমত জনতাতে কি হাঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্যে ঠিকারূপে নিযুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হব	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৫৮	কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমন করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬০	দাঙ্গা করণ।	,,	সমন	,,	,,	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
	৯ নবম অধ্যায়	রাজকীয় কর্ম্মকারক দ্বারা কি তৎসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।					
১৬১	রাজকীয় কর্ম্মকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করণার্থে আইনমত বেতন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬২	দুর্নীতি কি বে আইনীমত উপায় দ্বারা রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	,,	,,	,,	,,	এক বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণ কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৬৪ রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার অপরাধে হইলে নিজদ্বারা তাহার সহায়তা।	”	”	”	”	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৫ রাজকীয় কার্য্যকারক যে লোক কর্ম্ম শুনেন কি যে কার্য্য করেন, তাহার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ।	”	”	”	”	দুই বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৬৬ কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি রাজকীয় কার্য্যকারকের না মানন।	”	”	”	”	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	”
১৬৭ হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধ দলীল করণ।	”	”	”	”	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৮ রাজকীয় কার্য্যকারকের বে আইনীমতে বাণিজ্য করণ।	”	”	”	”	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৯ রাজকীয় কার্য্যকারকের বে আইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন।	”	”	”	”	দুই বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড	”

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির অনুমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন	ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	"	"	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোশাক কি চিহ্ন পরিধান কি ধারণ	"	সমন	"	"	তিন মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	"
	১০ নম্বর অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার অবজ্ঞার বিধি।						
১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের সমন কি অন্য পরওয়ানা জারী হওন না হইতে দিবার জন্য পলায়ন করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
	সমনে কি নোটিসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	"	"	"	"	ছয় মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	"
১৭৩	কোন সমন কি নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া লওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ	"	"	"	"	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

ঐ সমন প্রভৃতিতে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে।	”	”	”	”	ছয় মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	”
৭৪ স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইন মত আজ্ঞা অমান্য করণ, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন	”	”	”	”	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে।	”	”	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
৭৫ আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ	”	”	”	”	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৫৫ ধারার বিধানাধীন সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালত না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
সেই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে	”	”	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	”

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলিস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মতে দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য
১৭৬	রাজকার্য্যকারকের নিকটে নোটিস কিম্বা সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড	,,
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড।	,,
	প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড	,,
১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিত রূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি এই উভয় দণ্ড	[illegible] প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট

১৭৯ সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ।	,,	,,	.	,,	৬মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	,,
১৮০ রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	.
১৮১ রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথা কহন।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	.	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৮২ রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমত ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন কি তাঁহাকে ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দেওন।	,,	সমন	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৮৩ রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বাধা দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
১৮৪ রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্ত বিক্রয় হইবার প্রস্তাব প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দেওন।	,,	,,	,,	,,	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট ব্যতিরেকে ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হবে।	৫ হাজির জামিন রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	৬ জামিন রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হওনকালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার জন্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা পালন করিবার মানস বিনা ডাকন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন রক্ষা করা যাইতে পারে	জামিন রক্ষা করা যাইতে পারে না	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৮৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় পদের কর্ম্মকরণকালে তাঁহাকে বাধা দেওন।	,,	,,	,,	,,	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৮৭	রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ।	,,	,,	,,	,,	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,
	পরওয়ানাদিতে কার্য্যকরণার্থে কি অপরাধ প্রভৃতি নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য না করণ।	,,	,,	,,	,,	ছয় মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ সেই অমাননে ন্যায্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইলে	,,	,,	,,	,,	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,

	সেই অনুমানে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে	,,	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
১৮৯	সরকারী কার্য্যকারকের পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাঁহার কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভে তাঁহার সম্পর্ক থাকে তাহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,
১৯০	কোন ব্যক্তি হানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণ তাহাকে ভয় দর্শাওন।	,,	,,	,,	,,	এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,

একাদশ অধ্যায়।—মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান

১৯৩	মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যা ইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে হাজির হইবার ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন মত দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য
২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সম্বাদ দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক সম্বাদ না দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,
২০৪	কোন দলীল প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৫	কোন মোকদ্দমার কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কিম্বা হাজির জামিন কি প্রতিভূ হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তি রূপে পরিচয় দেওন।	,,	,,	,,	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

২০৬, প্রবঞ্চনারূপে কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারিক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণাভাবে স্থানান্তর কি গোপন করণ প্রভৃতি।	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২০৭, প্রবঞ্চনারূপে কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারিক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধে কোন স্বত্ববিষয় প্রতারণার কার্য্য করণ	”	”	”	”	”	”
২০৮, যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্ত প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন	”	”	”	”	”	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২০৯, আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	”
২১০, যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন	”	”	”	”	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	”
২১১, হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ।	”	”	”	”	”	”
যে অপরাধের অভিযোগ হইল তজ্জন্য সাত বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারিলে	”	”	”	”	সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট

১	২ অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
২১২	অপরাধিকে আশ্রয় দেওন, প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	”	”	”	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	”
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	”	”	”	”	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত.
২১৩	অপরাধিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	দশবৎসর ন্যূন কারাদণ্ড যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশকাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৪	অপরাধির রক্ষা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি দান করিবার প্রস্তাব করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২১৫	অপরাধ দ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধিকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৬	অপরাধী কয়েদ হইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	,,	,,	,,	,,	অপরাধের নিমিত্তে অতদির্ঘ কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত

২১৭	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আইনে আজ্ঞা অমান্ত করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	,,	,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অশুদ্ধ রিকার্ড কি লিপি করণ।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
২১৯	মোকদ্দমা প্রভৃতিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি কল্পনা কি নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ জানিয়া করণ।	,,	,,	,,	,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২২০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা আইনবিরুদ্ধ জানিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সেই কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	,	,,	,,
২২১	আইনমতে অপরাধীকে ধরিতে বদ্ধ হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ত্রুটি করণ প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	,,	,,	,,	,,	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	,,
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	,,	,,	,,	,	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	১০ বৎসরের ন্যূনকাল কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২২	আদালতে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	”	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি ১০ বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হইলে।	”	”	”	”	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	”
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কিম্বা আইনমতে আসেধে রাখা গেলে।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২২৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারাগার হইতে পলাইতে দেওন।	,,	সমন	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্ত কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে কোন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	,,
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্যে বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমতে আসেধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	,,
	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে।	,,	,,	,,	,,	সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কি তদধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি তদ্রূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির লওয়া যাইতে পারে কি না	জামিন	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন মত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২২৫ক	যে যে স্থলের প্রকারান্তরের বিধান না থাকে সেই সেই স্থলে রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া ধরিবার ত্রুটি করণ বা পলাইতে দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইবে না	সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	(ক) ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ বা পলাইতে দেওন স্থলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	(খ) শৈথিল্যপূর্ব্বক ত্রুটি করণ বা পলাইতে দেওন স্থলে।	,,	[illegible]	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২২৫খ	যে যে স্থলের প্রকারান্তরের বিধান না থাকে সেই সেই স্থলে আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে বিপক্ষতা করণ বা বাধা দেওন কি পলায়ন কি ছাড়িয়া দেওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	ছয় মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

২২৬ দ্বীপান্তর প্রেরিত হইয়া বে-আইনীরূপে প্রত্যাগমন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে অর্থদণ্ড ও ৩বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত
২২৭ দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	,,	,,	প্রথম আজ্ঞামত দণ্ড তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত
২২৮ মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধাদেওন	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	এই আইনের ৩৫ ধারার বিধানানুসারে যে আদালত অপরাধ হয় সেই আদালত
২২৯ আপনাকে জুরর কি অ্যাসেসরের স্থায় দেখান।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
দ্বাদশ অধ্যায়। মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি						
২৩১ মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
২৩২ মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৩৩ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৩৪ মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

ধারা	অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
	মহারাণির মুদ্রা হইলে।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ।	,,	,,	,,	,,	ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে ঐরূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তার যে দণ্ড সেই দণ্ড	,,
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ।	,,	,,	,,	,,	তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২৩৮	মহারাণির মুদ্রা কৃত্রিম জানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জানে তাহা নিকটে রাখন ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি।	,,	,,	,,	,,	পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২৪০	মহারাণির মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন।	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	”	”	”	”	সাত বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	”
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর যত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদন্যথার টাকশালে কর্ম্মকারী ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ।	”	”	”	”	”	সেশন আদালত
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বেআইনমতে বাহির করিয়া লওন।	”	”	”	”		”
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকা উচিত তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪৭	মহারাণীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকিতে হয় তাহা শঠতাক্রমে ন্যূনকরণ।	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪৯	মহারাণীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তি কালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন	,,	,,	,,	,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
২৫১	মহারাণির মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তিকালে, তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
২৫৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,

২৫৪ মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা না জানিয়া পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন।	”	”	”	”	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৫৫ গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করণ	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
২৫৬ গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার বস্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
২৫৭ গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	”	”	”	”	”	”
২৫৮ গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করণ	”	”	”	”	”	”
২৫৯ গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প নিকটে রাখন।	”	”	”	”	”	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৬০ গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম মতে ব্যবহার করণ।	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুইদণ্ড	”
২৬১ গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প যাহাতে থাকে এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন কিম্বা দলীলে যে ষ্ট্যাম্প দেওয়া গেল, গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওন।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”

১ ধারা	অপরাধ।	৩ পোলীসওবারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে হাজিব ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ জামিন লওয়া যাইতে পাবে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পাবে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন মত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৬২	গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পাবে।	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬৩	ষ্ট্যাম্প ব্যবহার হইলে উহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ত্রয়োদশ অধ্যায় — ওজন ও পরিমাণ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।						
২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	...	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ।	”	”	”	”	”	”

২৬৬ অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখন	”	”	”	”	”	”
২৬৭ প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ।	”	”	”	”	”	”
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি						
২৬৯ যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্ম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৭০ যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করণ।	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	”
২৭১ কারাণ্টাইন বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	”	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	”
২৭২ মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে হয়, তাহাতে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করণ।	”	”	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
২৭৩ আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ।	”	”	”	”	”	”

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে সমন কি ওয়ারেন্ট দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্ব করণার্থে কি তাহার রূপ পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে জানিয়া এমন কোন বণিজ দ্রব্য কি প্রস্তুত করা ঔষধ ঔষধালয় হইতে বিক্রয়ার্থ দেওন কি বাহির করিয়া দেওন।	"	"	"	"	"	"
২৭৬	কোন বণিজ কি ঔষধ দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্য স্বরূপে ঔষধালয় হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন।	"	"	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে		"	"
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য্য উৎসের জলাশয়ের জল মলা করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	"	"	"	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	এবং কোন ম্যাজিষ্ট্রেট
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	"	"	"	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড	"

২৭৯ রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক রূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি চালাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২৮০ মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক রূপে দুঃসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন	,,	,,	,,	,,	,,	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৮১ মিথ্যা আলো কি চিহ্ন কি বয় দেখান।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
২৮২ নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন।	,,	সমন	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৮৩ রাজপথে কি নৌকাপথে শঙ্কট কি বাধা কিম্বা হানিজনক কার্য্যকরণ	,,	,,	,,	,,	২০০ টাকা অর্থদণ্ড।	,,
২৮৪ বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
২৮৫ অগ্নি কি আশুজ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	,,	,,	,,	,,	কোন মাজিষ্ট্রেট
২৮৬ যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যে তদ্রূপ কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৮৭	কোন কলেতে ঐরূপ কার্য্য করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি নামাইয়া দিতে যাহার অধিকার থাকে তাহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্ত মতে না বান্ধন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	,,	,,	,,	,,	কোন মাজিষ্ট্রেট
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	২০০ টাকা অর্থদণ্ড	,,
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	,,	,,	,,	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৯২	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ।	,,	ওয়ারেণ্ট	,,	,,	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

২৯৩	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শাওনার্থে নিকটে রাখন।	”	”	”	”	”	”
২৯৪	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত গীত গান করণ।	”	”	”	”	”	”
২৯৪ক	সুর্ত্তি খেলিবার কার্য্যালয় রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	”	”	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	সুর্ত্তি খেলা সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ।	”	”	”	”	১০০০ টাকা অর্থদণ্ড	”

পঞ্চদশ অধ্যায়।—ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি

২৯৫	কোন জাতীর লোকদের ধর্ম্মে অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন।	”	”	”	”	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মে অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ ও সমাধিক্রিয়ার বাধা দেওন।	”	”	”	”	ঐ	”

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	সামান্যতঃ প্রথমে হাজির ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	রফা করা যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯৮	ধর্ম্মসম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য তাহার শ্রুতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গ ভঙ্গিকরণ কি কোন দ্রব্য রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

ষোড়শ অধ্যায়।—মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি

প্রাণের হানিজনক অপরাধ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩০২	জ্ঞানকৃত বধ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত বধ।	”	”	”	”	প্রাণদণ্ড।	”
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা। যে কার্য্য দ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	”
	প্রাণনাশাদির সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”

৩০৪ক	দুঃসাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য করিয়া মৃত্যুর কারণ হওন।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে।	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	”	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ	”	”	”	”	”	”
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	”
	যাবজ্জীবন বন্দী বধ করিবার উদ্যোগে পীড়া জন্মাইলে।	”	”	”	”	প্রাণদণ্ড বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	”
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে।	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ	”	”	”	”	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	”

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩১০	ঠগ হওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যা হতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থ দণ্ড।	সেশন আদালত
	গর্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু পরিত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা।						
৩১২	গর্ভপাত করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যা হতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
	গর্ভে জীবসঞ্চার হইলে।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩১৩	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩১৪	গর্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	,,
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীবসঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণ।	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতামাতার কি রক্ষকের ফেলিয়া যাওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	
৩১৮	শিশুর মৃতদেহ গুপ্ত করণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

পীড়ার কথা।

৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩২৪	শঙ্কটজনক অস্ত্র দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে।	”	”	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	”	”	”	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কিনা	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩২৬	শঙ্কটজনক অস্ত্র দ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র, হরণ করণার্থে কি বেআইনীমত কার্য্য কি যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।	„	ওয়ারেণ্ট	„	„	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতন কারক বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করান।	„	„	„	„	„	„
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বেআইনীমত কার্য্য কি যে কার্য্যদ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	„	„	„	„	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	„
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন	„	„	হাজির জামিন লওয়া যাইবে	„	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	„

৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কিম্বা সন্ধান পাইবার কিম্বা সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৩৩৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৩৪	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট
৩৩৫	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তিদ্বারা রাগ হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	,,	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করাইতে পারে	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ২০০০ টাকা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ।	,,	,,	,,	রফা করা যাইতে পারে না	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট

[ছ

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ নামাজ্ঞা ৩ঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	”	”	”	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	”

অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বদ্ধ করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	”	”	”	”	এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৩৪৩	তিন কি অধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	”	”	”	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড	”

৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্য পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারাদণ্ড।	,,
৩৪৬	গোপনে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	,,	,,	,,	,,	,,
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
৩৪৮	অপবাদ স্বীকার করাইবার কিম্বা সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশের ও আক্রমণের কথা।						
৩৫২	গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	ওয়ারেণ্ট	,,	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	,,	রফা করা যাইতে পারে	,,	,,
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিতদ্রব্য চুরি করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	,,	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে রুদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	,,	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

মনুষ্য চুরী ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৬৩	মনুষ্য চুরী করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট
৩৬৪	বধ করণার্থে মনুষ্য চুরী কি হরণ করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে কয়েদ রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ দেওন কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করান প্রভৃতির জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি.দান প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৩৬৮	চুরী করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বদ্ধ করিয়া রাখন।	,,	,,	,,	,,	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড	,,
৩৬৯	বালকের গাত্র হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে দণ্ড।	যে আদালতে বিচার্য্য।
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাস স্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
৩৭২	ব্যভিচারের জন্যে বালিকাকে বিক্রয় করণ কি ভাড়া দেওন।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে বালিকাকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৩৭৪	বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	কোন ম্যাজিষ্ট্রেট

বলাৎকারের কথা।

৩৭৬	বলাৎকার করণ; যদি স্ত্রীসংসর্গ কোন পুরুষ দ্বারা তাহার নিজের স্ত্রীর সহিত হইয়া থাকে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	অন্য কোন স্থলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,		

অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।

৩৭৮	অস্বাভাবিক অভিগমন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যা হতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	সপ্তদশ অধ্যায়। সম্পত্তির উপর অপরাধের বিধি। চৌর্য্যের কথা.						
৩৭৯	চৌর্য্য।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃতকরিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যা হতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৮০	গৃহে বা তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
৩৮১	কেরাণি কি চাকর দ্বারা কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌর্য্য।	,,	,,	,,	,,	,,	সেশন আদালত কি কোন মাজিষ্ট্রেট
৩৮২	চুরী করণার্থে কিম্বা তাহ করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণনাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট ব্যতীত ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন, দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৮৪	অপহরণ করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লও যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
৩৮৬	প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করণ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড।	”
৩৮৯ অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন।	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড।	”
দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা। ৩৯২ দস্যুতা	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
সূর্য্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে	”	”	”	”	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	”
৩৯৩ দস্যুতা করণের উদ্যোগ	”	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
৩৯৪ দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণমতে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	”

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৫	ডাকাইতী	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ।	„	„	„	„	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	„
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী।	„	„	„	„	৭ বৎসরের অন্যূন কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড।	„
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ।	„	„	„	„	„	„
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ।	„	„	„	„	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	„
৪০০	নিয়ত ডাকাইতী করণার্থ দল বদ্ধ ব্যক্তিদের সংযুক্ত হওন।	„	„	„	„	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	„

৪০১ নিরত চুরী করণার্থ দলবদ্ধ ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন।	„	„	„	„	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	„
৪০২ ডাকাইতী করণার্থ পাঁচ কি তদধিক জনের দলের মধ্যে থাকন।	„	„	„	„	„	„
অপরাধভাবে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণের কথা।						
৪০৩ অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যা ইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৪০৪ কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইন মতে যে ব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ।	„	„	„	„	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪০৫ মৃত ব্যক্তিকর্তৃক নিযুক্ত কেরাণি কি চাকর দ্বারা হইলে।	„	„	„	„	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	„
অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা। অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	„	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	„	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	„
৪০৭ বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	„	„	„	„	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট ব্যতীত বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমে হাজির ওয়ারেন্ট বা সমন দেওয়া দিতে হয়।	৫ জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ জামিন রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মতে দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪০৮	কেরাণী কি চাকর কর্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃতকরিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ী কি গোমস্তা প্রভৃতি কর্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।						
৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃতকরিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতী দ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত

৪১৩। চোরা দ্রব্য লইয়া নিরত ব্যবসায় করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
৪১৪। চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণে সাহায্য করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
বঞ্চনা করণের কথা।						
৪১৭। বঞ্চনা করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৮। অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তি ক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪১৯। ছদ্মবেশ করিয়া বঞ্চনা করণ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৪২০। বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র সম্পাদন কি পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওন।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেন্টবিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হব	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
৪২১	উত্তমর্ণদের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয়, এই নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
৪২২	অপরাধির পাওনা অথবা কোন দাওয়ার টাকা উত্তমর্ণেরা না পায় প্রতারণাপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৪২৩	মূল্যের টাকা যাহাতে অযথা রূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পাদন করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি হস্তান্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয়ের দাওয়া করিবার অধিকার থাকে তাহা শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

অপকারের কথা।

৪২৬	অপকার করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পাবে	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে, রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ।	,,	ওয়ারেন্ট	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪২৮	১০ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতেপারে	,,	,,	রফা করা যা হতে পাবে	,,	,,
৪২৯	হস্তীর কি উটের কি ঘোড়া প্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তুকে হত্যা করিয়া বিষ খাওয়াইবা কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৩০	কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির জল হ্রাস করণ দ্বারা অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	৮ যে আদালতে বিচার
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নদী কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত জলপথের হানি করিয়া তাহা নিষ্প্রয়োজন কি নিরাপদে যাইবার কি দ্রব্যাদি চালাইবার অযোগ্য কি ব্যাঘাত করণ দ্বারা অপকার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যা ইতে পারে	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা পোলিস মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৩২	জলপ্লাবন হওয়া কি রাজকীয় নর্দ্দমা অবরোধ করায় হানিকর অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	,,	,,
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা দুই দণ্ড	সেশন আদালত
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক কর্তৃক সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	পোলিস মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

৪৩৫	অগ্নিব দ্বাবা কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা কৃষিজাত দ্রব্য হইলে ১০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রাবে অপকার করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	,,	,,	,,	৭ বৎসব পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদাল
৪৩৬	ঘর প্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নিব কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকাবের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
৪৩৭	তক্তযুক্ত কি ২০ টন বোঝাই ধারি নৌকাদি নষ্ট কি বিঘ্নজনক করিবার অভিপ্রায়ে অপকাব করণ।	,,	,,	,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকাবেব কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপকার করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তব প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ার কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন।	,,	,,	,,	,,	দশ বৎসব পর্য্যন্ত কোন এক প্রকাবেব কাবাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৪০	প্রাণনাশেব কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবাব উদ্যোগ করিয়া অপকার কবণ।	,,	,,	,,	,,	৫ বৎসব পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কাবাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট না সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মতে দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য
৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	,,	ওয়ারেন্ট	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	,,
৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্য পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।			,,	,,	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	,,	,,	,,	,,	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
	চুরী করণার্থে হইলে	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

৪৫২	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	”	”	”	”	”	”
৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	”	”	”	”	দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	চুরী করণার্থ হইলে ..	”	”	”	”	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	”
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	”	”	”	”	”	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয়শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	”	”	”	”	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”

১।২।	অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইন-মত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	চুরী করণার্থে হইলে ..	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃতকরিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যা ইতে পারে না	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্‌যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ করণ।	”	”	”	”	”	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীরমাজিষ্ট্রেট
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ কালে গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত
৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহভেদ করণ প্রভৃতি দোষে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্তৃক প্রাণনাশ কি গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	”	”	”	”	”	”
৪৬১	রুদ্ধ বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	”	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

৪৬২। বদ্ধ বাক্স প্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়। দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বসূচক চিহ্নবিষয়ক অপরাধের বিধি।						
৪৬৫। কৃত্রিম করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত
৪৬৬। রাজকীয় কার্য্যকারকের বক্তিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্ম প্রভৃতির রেজিষ্টর কৃত্রিম করণ।	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
৪৬৭। কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইলবিষয়মূল্যবাননিদর্শনপত্রপ্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ।	”	”	”	”	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	”
সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	”	”	”	”	”
৪৬৮। বঞ্চনাকরণার্থ কৃত্রিম করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	”	”	”	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	”
৪৬৯। কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কিম্বা তদভিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ	”	”	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	”

	অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতে বিচার্য্য।
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	কৃত্রিমকরণের যে দণ্ড সেই দণ্ড	সেশন আদালত
	ঐ কৃত্রিমপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিসরি নোট হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	,,		,,
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণ অপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পাত্রা প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ কিম্বা কোন মোহর কি পাত্রা কৃত্রিম জানে সেই মানসে নিকটে রাখন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	,,
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারা ভিন্ন অন্য ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পাত্রা প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ কি তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,

৪৭৪ কোন পত্র কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখন। ঐ পত্র ভারত বর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে।	,,	,,	,,	,,	ঐ	,,
ঐ দলীল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
৪৭৫ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সত্ত্ব করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন	,,	,,	,,	,,	ঐ	,,
৪৭৬ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল ভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,
৪৭৭ উইল প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ।	,,	,,	,,	,,	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	,,

ব্যবসায়ীর ও স্বামীত্বের চিহ্ন।

ধারা	অপরাধ। ১	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না। ৩	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়। ৪	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না। ৫	রফা করা যাইতে পারে কি না। ৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড। ৭	যে আদালতের বিচার্য্য। ৮
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানি করণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামীত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্টেট।
৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামীত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ	,,	,,	,,	,,	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,
৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান ওগয়রহ জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন তাহা কৃত্রিম করণ।	,,	সমন	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্টেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্টেট
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তি বিশেষের স্বামীত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি প্লেট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখন।	,,	,,	,,	,,	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	,,

৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করণ।	”	”	”	”	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন।	”	”	”	”	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪৮৮	ঐ রূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ।	”	”	”	”	”	”
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ।	”	”	”	”	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
	১৯ উনবিংশ অধ্যায়। অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।						
৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট
৪৯১	অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	”	”	”	”	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	”

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলিস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন জারি হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	আপোষ করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন মতে দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কাজের নিমিত্তে চাকরি করণার্থে নিয়োগকর্তার ব্যয়ে দূরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরি পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	আপোষ করা যাইতে পারে।	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০ টাকা ব্যয় হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট
				বিংশ অধ্যায়	বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি		
৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহবাস করাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	আপোষ করা যাইতে পারিবে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৪৯৪	স্বামির কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ।	"	"	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	"	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	"
৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকটে পূর্ব্ববিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	"	"	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	"	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	"

৪৯৬	বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ	"	"	"	"	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	"
৪৯৭	পরস্ত্রী গমন ...	"	"	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীলোককে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিয়া রাখন।	"	"	"	"	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	একবিংশ অধ্যায়। অপবাদের কথা।						
৫০০	অপবাদ করণ ...	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ।	"	"	"	"	"	"
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ।	"	"	"	"	"	"

দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও ... ও ক্লেশ দিবার কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীসওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করাওনাভিপ্রায়ে অপমান করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে।	রফা করা যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঙ্গন অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না	,,	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।	,,	,,	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	,,	,,
	যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়।	,,	,,	,,	রফা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০৭	অনামক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।	,,	,,	,,	,,	পূর্ব্ব ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	,,

৫০৮ ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন।	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০৯ স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গী করণ।	,,	,,	,,	,,	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫১০ মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন।	,,	,,	,,	,,	২৪ চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট
২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।						
৫১১ দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।	ঐ অপরাধের নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের জন্যে সামান্যতঃ সমন কিম্বা ওয়ারেণ্ট বাহির হইতে পারে তাহা	অপরাধির কস্থিত অপরাধের জন্যে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহার রফা করা যাইতে পারিলে, রফা করা যাইতে পারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যতকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয় তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
অন্যান্য আইনবিরুদ্ধ অপরাধ						
প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না		এই আইনের ২৯ ধারার বিধানমতে

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
	তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কোন কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেণ্ট	কিন্তু ভারতবর্ষে অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামতে যে অপরাধ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না		এই আইনের ২৯ ধারার বিধানমতে
	তিন বৎসরের ন্যূন কোন কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ		
	কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		

তৃতীয় তফসীল।

মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা

১ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

১ কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬৫ ধারা)

২ ওয়ারেন্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারেন্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে, তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৩ ও ৮৪ ও ৮৬ ধারা)

৩ বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮৭ ধারা)

৪। বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে, তৎ-সম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)

৫ ক্রোকী সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)

৬। তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)।

৭ তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)

৮। পোলীসের অনুসন্ধানকালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৪ ধারা)

৯ পোলীসের অনুসন্ধানকালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৭ ধারা)।

১০। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে, তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১ ধারা)

১১। সন্দিগ্ধভাবের আগুনাৎ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৫ ধারা)

২ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

১ তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

২। মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে, পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৫ ধারা)

৩ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

১। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

২ তদন্ত লওনের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থলান্তরে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৮ ধারা)।

৩। অন্যায়রূপে যে ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদের সন্ধান লওনার্থ তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১০০ ধারা)

৪ শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৭ ধারা)

৫। সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৯ ধারা)

৬। দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৪৫ ও ১৪৬ ও ১৪৭ ধারা)

৭ বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।

৮ বাদী উপস্থিত না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতা (২৪৯ ধারা)

৯ ভরণপোষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)

৪ মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

১। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

২ ভূম্যধিকারীর নামে ওয়ারেণ্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)

২ (ক)। সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা)

৩ স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)

৪ অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রভৃতি প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)

৫। ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা

৬ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)

৭ কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)।

৮ নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

৯ পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)।

১০। নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯১ ধারা)

১১ অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)

১২ অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয়, তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা)

১৩ চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)

১৪ আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫২৮ ধারা)।

৫ জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

১ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা

২ ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তল্লাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)

৩ যে ব্যক্তি শান্তিরক্ষা বা সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৪ ধারা)

৪ শান্তিরক্ষার নিবন্ধপত্র রহিত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা)।

৫ সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)।

৬ কোন কোন স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫০ ধারা।)

৭ সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা।)

৮। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা শুনিবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)

৯ কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)

১০। ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা (৫১৫ ধারা)

চতুর্থ তফসীল।

মফঃস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

১ সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা। ১১০ ধারা।

২ স্থানবিশেষে অনিষ্টকার্য্য হইলে আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা ১৩৩ ধারা

৩ অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ১৪৩ ধারা

৪ ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

৫ মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা।

৬ কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা। ১৮৬ ধারা

৭ নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা

৮ পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধারা

৯ সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধারা

১০ সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা ২৬০ ধারা।

১১ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা। ৪০৭ ধারা

১২। চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয়, এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা ৫২৪ ধারা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

১ অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ১৪৩ ধারা

২ ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা

৩। মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা।

৪ নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধারা

৫ পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধারা।

৬ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা। ১৯২ ধারা

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

১ কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ৩২ ধা
২ অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ১৪৩ ধারা
৩ ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা
৪ মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা ১৭৪ ধারা
৫ নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ধা,
৬ পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধারা
৭ সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ধ,
৮ বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা ২০৬ ধারা

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

১ অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ১৪৩ ধারা
২ ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।
৩ মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা ১৭৪ ধারা।
৪ নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ধা,
৫ পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধারা

তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

১ অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ১৪৩ ধারা
২ ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা
৩ মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা ১৭৪ ধারা
৪। নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধা,
৫ পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ ধারা
৬। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা ২০৬ ধারা

মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

১ অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ১৪৩ ধারা
২ ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা
৩ মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা। ১৭৪ ধারা
৪ নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ১৯১ধা,
৫। পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। ১৯১ ধারা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন

৬ নথী আনাইবার ক্ষমতা ৪৩৫ ধারা।

পঞ্চম তফসীল।

পাঠ বিষয়ক।

১ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ।

৬৮ ধারা দেখ

অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুক অমুক (যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার সংক্ষেপ মর্ম এই স্থলে লিখিত হইবে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল যে, তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি কিম্বা স্থলবিশেষে উকীলের দ্বারা অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহাতে ত্রুটি না হয়

১৮ সাল তারিখ

মোহর স্বাক্ষর।

২। ধৃত করিবার ওয়ারেণ্ট লিখিবার পাঠ।

৭৫ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারেণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।)

অমুক স্থাননিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর, তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮ সাল তারিখ

মোহর স্বাক্ষর।

---

৭৬ ধারা দেখ।

এই ওয়ারেণ্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার এবং আমার প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ আপনি এত টাকার ও একজন প্রতিভূ এত টাকার [অথবা দুইজন প্রতিভূ প্রত্যেক এত টাকার] জামিন দেয়, তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

৩ ওয়ারেণ্টক্রমে ধরিবার পর নিবন্ধপত্র ও জামিনী নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ

৮৬ ধারা দেখ।

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারেণ্ট-ক্রমে অমুক জিলার (কিম্বা স্থলবিশেষে অমুক) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাকে আনা গেলে, অমুক স্থানবাসী আমি শ্রীঅমুক এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিব তাহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

যে অভিযোগে শ্রীঅমুককে ধৃত করা গিয়াছে, সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে, এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসী উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

৮৭ ধারা দেখ

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে, অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হুদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে, উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে অথবা উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে

এই নিমিত্ত আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, অমুক স্থানবাসী অদ্যাবধি এতদিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়) এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তারিখ

মোহর

স্বাক্ষর।

---

৫ সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ

৮৭ ধারা দেখ।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক [নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] অমুক অপরাধ [সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে] করিয়াছে [কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়] এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইবার জন্য অমুককে [সাক্ষির নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে।] এই আদালতে উপস্থিত করাইবার ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, এবং উক্ত অমুকের [সাক্ষির নাম দিবে] উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারেণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে, সে পলাইয়াছে অথবা উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে

এনিমিত্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত অমুক [নাম দিবে] উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল

১৮ সাল তাং

মোহর স্বাক্ষর।

---

৬ সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকের আজ্ঞার পাঠ

৮৮ ধারা দেখ

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] উপস্থিত করাইবার ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায়, এবং সেই ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে [অথবা ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে] এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তহ্লিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে, এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারেণ্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

১৮ সাল তাং

মোহর স্বাক্ষর।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকী আজ্ঞার পাঠ

৮৮ ধারা দেখ

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] ভারত-বর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে [কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়,] তদনুসারে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে [নাম দিবে] পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার সন্তোষমতে প্রমাণ হইয়াছে যে, উক্ত অমুক [নাম দিবে] পলাইয়াছে [অথবা উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্তে গোপনে আছে,] ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিন মধ্যে উপস্থিত হয়, এবং অমুক জিলার অমুক গ্রামে কি নগরে গবর্ণমেণ্টে রাজস্বপ্রদায়ি ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চা-লিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও যে প্রকারে এই ওয়ারেণ্ট জারী করা যায় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে

১৮ সাল তাং

মোহর স্বাক্ষর।

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিশনরের দ্বারা ক্রোক করিবার অনুমতিসূচক আজ্ঞার পাঠ

৮৮ ধারা দেখ

অমুক জিলার ডেপুটী কমিশনর সাহেব সমীপেষু

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে, অমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] ভারত-বর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে [কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়] ও তদনুসারে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে [নাম দিবে] পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারেণ্ট ফেরত আসিয়াছে ; ও আমার সন্তোষমতে প্রমাণ হই-য়াছে যে উক্ত অমুক [নাম দিবে] পলাইয়াছে, [অথবা উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে,] ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয় কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই ; ও অমুক গ্রামে কি নগরে উক্ত অমুকের গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদায়ি কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি আছে

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক

কথাইবে ও এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা রোক রাখিবে ও এই আজ্ঞানুসারে তুমি যাহা কর অবিলম্বে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে

১৮ সাল তাং

মোহর স্বাক্ষর।

৭। ওয়ারেণ্টক্রমে প্রথমেই সাক্ষিকে আনিতে হইলে ঐ ওয়ারেণ্টের পাঠ। ৯০ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারেণ্ট জারী করিবে, তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থান বাসী অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও অমুক [সাক্ষির নাম ও বর্ণনা লিখিবে] উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে এরূপ প্রতীতি হয় এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্ব্বক না আনাইলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময় সে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবে না

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুককে [নাম দিবে] ধৃত করিবে এবং অমুক মাসে অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

---

৮ কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পর, তলাশী পরওয়ানার পাঠ ৯৬ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারেণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক, অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (কি কৃত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত অপরাধের (কি সন্দিগ্ধ অপরাধের) যে তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি যাইবে তৎপক্ষে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটি কি স্থান কি তাহার অংশ তল্লাশ করিতে হইবে, তাহার

বর্ণনা করিবে) অন্বেষণ করিবে ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসে অমুক তারিখে, আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর ।

৯। গচ্ছিত রাখিবার সন্দিগ্ধ স্থানের তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

৯৮ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু (কনষ্টেবলের উচ্চপদস্থ পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী [বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে] চোরাদ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার কি তাহা বিক্রয় করিবার স্থানরূপে [কিম্বা উক্ত ধারা নির্দ্দিষ্ট অন্যতর কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহা লিখিবে] ব্যবহৃত হয় ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে কি স্থানে প্রবেশ করিবে ও আবশ্যক হইলে এতদর্থে যুক্তিমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর [কি অন্য স্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিবে] সর্ব্বাংশ খানাতলাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি [কি দলীল কি স্থল বিশেষে ষ্ট্যাম্প কি মোহর কি মুদ্রা] [এবং আবশ্যক হইলে এই এই কথাও যোগ করিবে ও যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্থল বিশেষে কৃত্রিম ষ্ট্যাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে রাখা যায়, তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে। —এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর ।

---

১০ শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

১০৬ ধারা দেখ

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র

লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে, এই হেতুক আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং স্বাক্ষর

---

১১ সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

১০৯ ও ১১০ ধারা দেখ

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে; অতএব আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব; ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তাং স্বাক্ষর।

(নিবন্ধপত্রে জামিন সহিত লিখিয়া দিতে হইলে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) আমরা উপরি লিখিত অমুকের জামিন হইয়া জানাইতেছি যে, তিনি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবেন, এবং তাহাতে তাঁহার ত্রুটি হইলে আমরা একত্র ও স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব।

১৮ সাল তাং স্বাক্ষর

১২। শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ

১১৪ ধারা দেখ

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু

বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এই স্থানে সম্বাদের মর্ম্ম লিখিবে) এবং তোমারদ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার) সম্ভাবনা এজন্য তোমাকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাহার অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার, (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথা গুলি যোগ করিতে হইবে) ও একজন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর (কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের) এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর

---

১৩ শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারেন্টের পাঠ

১২৩ ধারা দেখ

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু ।

অমুক স্থানবাসি অমুক এতমাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া একজন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুই জন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল , এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই প্রকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এই স্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে নিরুদ্ধ রাখিবে কিন্তু উক্ত কালমধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ; ও যেরূপে এই ওয়ারেন্ট পালন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর

১৪ সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ

১২৩ ধারা দেখ

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু,

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে ও তাহার জীবন ধারণের উপায় জ্ঞাত নহি (অথবা সে তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না) ;

কিম্বা

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীত হয় যে, সে রীতিমত দস্যু (অথবা স্থলবিশেষে গৃহভেদকারী, ইত্যাদি) ;

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থলবিশেষে দুই কি তদধিকজন) প্রতিভূসহ আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার

নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই, ও না করাতে ইতিমধ্যে জামিন না দিলে তাহার প্রতি এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তাহাকে এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে রাখিবে, কিন্তু তন্মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

---

১৫ জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ

১২৩ ও ১২৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে ঐ ব্যক্তি আছে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু।

অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেণ্টক্রমে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়, ও সে পরে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে নিয়মিতরূপে জামিন দিয়াছে,

কিম্বা

জনসমাজের শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) যদি অন্য কোন কারণে আটক থাকিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহাকে তোমার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

১৬। অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ

[১৩৩ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এরূপে (যেরূপে বাধা কি অনিষ্টজনক কার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান) ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য্য করিয়াছ, ও উক্ত বাধ (কি অনিষ্ট) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ,

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, তুমি স্বামী কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ ব্যবসায় কি কার্য্য যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যেরূপে তদ্দ্বারা হানি হয়, এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের (কি স্বাচ্ছন্দ্যের) হানিজনক ও তাহার রোধসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত ,

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্ত্তী অমুক পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) বেড়া না থাকাতে (কিম্বা শঙ্কানিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকট ইত্যাদি ;

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য্য করিবে (অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাহা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে, তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালান বন্ধ করিবে ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে না, কিম্বা উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য উঠাইয়া লইয়া যাইবে, কিম্বা আগামী অমুক মাসে ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে, তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামী অমুক মাসের ইত্যাদি

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে ইত্যাদি [যথা যেমন]

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

(মোহর)   স্বাক্ষর

---

১৭   পঞ্চায়ৎ নিয়োগ বিষয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

১৩৮ ধারা দেখ

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের [নাম দিবে] প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ ফলাত্মক লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায় এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিসঙ্গত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক [নাম দিবে] অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে এজন্য উক্ত প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তিদিগকে [পঞ্চায়তের পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে দিবে] পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেছি ও আদেশ দিতেছি যে, উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

(মোহর)   স্বাক্ষর।

১৮। পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ

১৪০ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক সমীপেষু [নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে]

আমি এতদ্দ্বারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্তক্রমে নিয়মমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায়, তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া [আদেশের মর্ম লিখিবে] যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিসঙ্গত ও উপযুক্ত, এজন্য উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেল ও আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে [সময়ের উল্লেখ করিবে] তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে, নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের নির্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে,

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

মোহর   স্বাক্ষর।

---

১৯ পঞ্চায়তের তদন্ত হইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

১৪২ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে]

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিসঙ্গত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়তের তদন্ত কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে ও আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্টজনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের একপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে, উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপায় করা আবশ্যক, এজন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৭২ ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি যে, উক্ত পঞ্চায়তের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্য্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উদ্যোগ করিবে।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

মোহর   স্বাক্ষর।

---

২০ অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতির নিষেধসূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

১৪৩ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে]

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে [১৬ বা স্থলবিশেষে ২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথাগুলি লিখিবে]।

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি বিশেষরূপ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে, আবার উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি (স্থলবিশেষে) রাখিতে দিয়া ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

মোহর   স্বাক্ষর।

---

২১   বাধ জন্মাওন ও হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ

১৪৪ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া দ্রব্যটীর বর্ণনা করিবে) আছে ও তুমি উক্ত ভূমিতে গর্ত্ত কাটিয়া তাহার মাটী ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা।

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, তুমি ও অন্য কতকগুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থলবিশেষে অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত লোকযাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছ ও উক্ত লোকযাত্রায় দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা,

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না।

কিম্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোকজনের গমন এতদ্দ্বারা নিষেধ করিতেছি ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

মোহর   স্বাক্ষর

---

২২ বিবাদীয় ভূমি প্রকৃত দখলকারের রাখিবার স্বত্ব নির্ণয় করিয়া নিষেধ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাপত্র

১৪৫ ধারা দেখ

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্তী অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয়পক্ষের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রামাদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপনাপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও তৎপরে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া তাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্ববান এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া আমার হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে যে, উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃতপক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ ;

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান এবং ইতিমধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

মোহর

স্বাক্ষর ।

---

২৩ ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ

১৪৬ ধারা দেখ

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের পোলীস

সমীপেষু

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে, আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্তী অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রামাদলের মধ্যে বিবাদ হইলে কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ও প্রকৃতপক্ষে উক্ত [বিবাদীয় বিষয়ের] দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপন আপন দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয়পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায় ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে, উক্ত উভয়পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত [বিবাদীয় বিষয়] নাই কিম্বা ঐ উভয়পক্ষের কোন্ পক্ষ যে পূর্বে তদ্রূপে দখলিকার ছিলেন তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই ।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে, তুমি উক্ত [বিবাদীয় বিষয়] দখলে লইয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব কিম্বা দখল করিবার দাওয়া নির্ণয়সূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় উহা ক্রোক করিয়া

রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর

স্বাক্ষর।

---

২৪ স্থলে কি জলে কোন কার্য্য করিবার নিষেধসূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ

১৪৭ ধারা দেখ

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অমুক ভূমি [কি জল] সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে কেবল [অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ] দখলের দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্বসম্পর্কে বিবাদ উত্থিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, উক্ত ভূমি [কি জল] সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহারযোগ্য [কিম্বা কোন ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তি হইলে, তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে] ও [যদি বৎসরের সমুদায় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে [উক্ত তদন্তানুষ্ঠান করিবার তিন মাসের মধ্যে [কিম্বা যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে "বৎসরের যে কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে"] উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে, উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে কেহ যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে, তিনি কি তাঁহারা] কেবল উক্ত ভূমি [কি জল] দখল করিবার স্বত্ববান তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জ্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

মোহর

স্বাক্ষর।

২৫। পোলীস কর্ম্মকারকের সমুখে প্রাণসম্বন্ধীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ

১৬৯ ধারা দেখ

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক [নাম দিবে] আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সমুখে উপস্থিত হইবার আদেশ

হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিমে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, উক্ত অভিযোগের আরও প্রতিবাদ করিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে [কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে] এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইব ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

শ্রীঅমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে [কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে] এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার আরও প্রতিবাদ করিবে এই বিষয়ে আমি [কিম্বা আমরা সংসৃষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে সকলে ও প্রত্যেকে] উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি ও তাহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

২৬। মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ।

১৭০ ধারা দেখ।

অমুকের নামে অমুক অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক আমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থলবিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

---

২৭ গবর্ণমেণ্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ।

২১৮ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা নোটিস দিতেছেন যে, তিনি অমুককে আগামী সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ চালান

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে, [অভিযোগপত্রে অপরাধের যেরূপ উল্লেখ আছে, এই স্থলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে]

১৮ সাল তারিখ স্বাক্ষর

---

২৮ অভিযোগের পাঠ।

২২১ ও ২২২ ও ২২৩ ধারা দেখ।

১। অভিযোগটিতে একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম

দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারা

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ (প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করিলে, সেশন আদালতের পরিবর্ত্তে হাইকোর্ট লিখিতে হইবে)

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগপত্রে তোমার বিচার হয়, এই আদেশ করিলাম।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর

(ঘ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাল্লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে

১২৪ ধারা

২ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মান্যবর অমুক সাহেব উক্ত সভ্য স্বরূপে বৈধ ক্ষমতামতে কার্য্য না করেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

১৬১ ধারা

৩ তুমি অমুক কর্ম্মবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতন ভিন্ন অমুক নামক ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক নামক ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

১৬৬ ধারা

৪ তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলে (কিম্বা স্থলবিশেষে অমুক কর্ম্ম কর নাই) ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতে ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

১৯৩ ধারা

৫ অমুক স্থানের অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে "

আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩০৪ ধারা।

৬ তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের

মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারা মতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩০৬ ধারা

৭ অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩২৫ ধারা

৮ তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ইচ্ছাপূর্ব্বক অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯২ ধারা

৯ তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের কি হাইকোর্টের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩৯৫ ধারা

১০ তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে "সেশন আদালতে বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে (গ) প্রকরণের উক্ত আদালত" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে

২ অভিযোগে দুই কি তদধিক দফা থাকিলে

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম

দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারা

(খ) প্রথম তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

দ্বিতীয় তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়, আমার এই আদেশ

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর

(৫) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারে

৩০২ ও ৩০৪ ধারা

২ প্রথম তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই-কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

দ্বিতীয় তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা

৩ প্রথম তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

দ্বিতীয় তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরিকরণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

চতুর্থ তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার, এই নিমিত্ত কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ও ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

১৯৩ ধারামতে অন্যকল্পে অভিযোগ।

৪। অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের তদন্ত হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে, " " এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে, " " ইহার মধ্যে একই কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাইকোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে "সেশন আদালতে বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে

৩ পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় হইবার পর চুরি করিবার অভিযোগ হইলে,

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিতেছি

তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে চুরি করিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (অথবা স্থলবিশেষে হাইকোর্টের বা মাজিষ্ট্রেটের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ

" এবং তুমি উক্ত শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) উক্ত অপরাধ করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অর্থাৎ রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে (যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় সেই ধারায় যে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে) অমুক আদালত কর্ত্তৃক (যে আদালত কর্ত্তৃক অপরাধী নির্ণীত হয় সেই আদালতের নাম দিবে) অপরাধী নির্ণীত হইয়াছিলে। উক্ত অপরাধ নির্ণয় অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও ফলবৎ আছে এবং তুমি তজ্জন্য ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অতএব আমার আদেশ এই যে, উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়,

২০ কোন মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

২৪৫ ও ২৫৮ ধারা দেখ

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও পদসূচক খ্যাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের কাল্যেণ্ডরের এত নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি এই এই) ধারামতে অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে [সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে]

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারেণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর

স্বাক্ষর।

৩০ ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারাদণ্ডের ওয়ারেণ্টের পাঠ

২৫০ ধারা দেখ

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিস্‌মিস্‌ করা গিয়াছে ও ডিস্‌মিস্‌ করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদীর নাম দিবে) প্রতি ক্ষতিপূরণস্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ও উক্ত অমুকের (বাদীর নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয় না গেলে, তাহার এতদিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারেণ্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মা-ধীনে এতকাল উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

৩১। স্বাক্ষীর নামে সমনের পাঠ

৬৮ ও ২৫২ ধারা দেখ।

অমুক স্থাননিবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে, অমুক স্থাননিবাসী অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থানসহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়). ও আমার বোধ হয় যে, তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহার সাক্ষ্য দিতে আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্নে দশ ঘটিকার সময় তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে, তুমি ন্যায্যসঙ্গত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে তোমাকে ধৃত পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর

৩২ জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ

৩২৬ ধারা দেখ।

অমুক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপেষু

আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের আদালত ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে ও এই আদালতে জুরর ও আসেসরদিগের যে সংশোধিত ফর্দ দেওয়া গিয়াছে, তদ্ভুক্ত নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাটক্রমে এতন্নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে, উক্ত তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যে ইহা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সর্টিফিকেট পাঠাইবে

(এই স্থলে জুরর আসেসরদের নাম দিবে)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

---

৩৩ জুরর ও আসেসরকে সমন দিবার পাঠ

৩২৮ ধারা দেখ

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু

আগামী ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তোমাকে এতদ্দ্বারা এই সমন দেওয়া গেল।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

৩৪। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ

৩৭৪ ধারা দেখ

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয় উক্ত সেশনে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে বধস্বরূপ অপরাধজনক নরহত্যা অপরাধ নিষ্পত্তিরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়করণের অপেক্ষা আছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টসহ উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলবতী করণার্থ এই আদালতের অন্যতর ওয়ারেণ্ট কি আজ্ঞা না পাও তাবৎ তাহাকে তথায় নির্বিঘ্নে রাখিবে।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর   স্বাক্ষর।

---

৩৫ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৩৮১ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেণ্টক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীনে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণাত্মক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক তদাজ্ঞা সাধন করিবার নিয়মিত সময়ে ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমুক না মরে তাহার গলায় উদ্বন্ধন দ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইয়াছে পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর   স্বাক্ষর।

৩৬ দণ্ড পরিবর্তনের পর ওয়ারেণ্টের পাঠ
৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক সমীপেষু

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সেসন্স কোর্টে তাহাদের কালেণ্ডারের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) অপরাধী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধান আইনের ৭৬ ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে তাহাকে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায় এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাদ্বারা (যে আজ্ঞার নকল লিপি এতৎ সঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত অমুক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক যাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে দ্বীপান্তরদণ্ড ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কর্তৃত্বাধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নিয়মে উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে

কিম্বা

লঘুকৃত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে "যাবৎ অবধি 'তাবৎ" পর্যন্ত কথা না লিখিয়া "হেফাজতে রাখিবে" এই কথার পরে এই এই কথা দিবে ও 'উক্ত আজ্ঞামতে আইন অনুসারে তাহার কারাদণ্ড সাধন করিবে "

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট দেওয়া হইল

মোহর স্বাক্ষর

৩৭। ক্রোক ও বিক্রয়দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।
৩৮৬ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ওয়ারেণ্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধীর নাম ও বর্ণনা লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থদণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে, অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও তদ্রূপ ক্রোক হইবারপর এতকাল মধ্যে (যতদিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) কিম্বা অবিলম্বে উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ

বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর

স্বাক্ষর।

৩৮। কোন কোন অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অর্থদণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ

৪৮০ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক [অপরাধীর নাম ও বর্ণনা দিবে] আদালতের সম্মুখে [কি দৃষ্টিগোচরে] ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞাকরণ অপরাধ করিয়াছে।

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুকের [অপরাধীর নাম দিবে] এত টাকা অর্থদণ্ডের ও তাহা না দিলে এত টাকা [মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে] কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয় আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [কি রক্ষক] এই ওয়ারেণ্টের সহিত উক্ত অমুককে [অপরাধীর নাম দিবে] তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল [কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে] তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর

স্বাক্ষর।

---

৩৯ সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কারাবদ্ধ করিবার মাজিষ্ট্রেটের বা জজের ওয়ারেণ্টের পাঠ

৪৮৫ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক [আদালতের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে] সমীপেষু

অমুক [নাম ও বর্ণনা দিবে] সাক্ষীস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া [কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া ও অপরাধের অভিযোগের তদন্তকালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে কি যে যে] প্রশ্ন তাহার প্রতি করা

গিয়া নিয়মিতরূপে লেখা যায় অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে এবং উক্ত অপরাধ নিমিত্ত তাহাকে এতকাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এতদিন তাহাকে তোমার হেফাজতে নিবিষ্ট রাখিবে ও তাহার শেষদিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি জ্ঞাত হইবামাত্র আইনমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে, আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

৪০ ভরণপোষণের টাকা না দিলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৪৮৮ ধারা দেখ

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক সমীপেষু

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে, অমুকের (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) যে সঙ্গতি আছে তাহাতে সে আপন স্ত্রীর (নাম দিবে) কি এই এই (কারণ উল্লেখ করিবে) বশতঃ আত্মভরণপোষণাক্ষম সন্তানের (নাম দিবে) ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করিয়াছে ও তাহার স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই এবং তজ্জন্য উক্ত জেলে তাহার এতকাল সামান্য (কি কঠোর) কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারেণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

৪১ ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার
ওয়ারেণ্টের পাঠ

৪৮৮ ধারা দেখ।

শ্রীঅমুক স্বামীপেষু।

যে পোলীস কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারেণ্ট সাধন করিবে
তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে।

আপন স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক কি অমুক অমুক মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এতকাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) (কিম্বা অবিলম্বে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর

৪২। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও
জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

৪৯৬ ও ৪৯৯ ধারা দেখ।

অমুক স্থানবাসী আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি, ও তাঁহার আদালতে ও আবশ্যক হইলে সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিন দিবার আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, আমার বিরুদ্ধ উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং স্বাক্ষর।

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতি দিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, ও উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধ অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার

নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে, আমি (কিম্বা আমরা সংসৃষ্টভাবে কি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ও প্রত্যেকে) এত বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম

১৮ সাল তারিখ । স্বাক্ষর।

৪৩ জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয়, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ

৫০০ ধারা দেখ

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু

অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেণ্টক্রমে অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে ও তদনন্তর সে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৯ ধারামতে জামিন কি জামিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে, তুমি উক্ত অমুক (নাম দিবে) অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত আটক থাকিবার যোগ্য না হইলে তাহাকে অবিলম্বে তোমার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর

৪৪ নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ

৫১৪ ধারা দেখ

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) স্বীয় মুচলকা অনুসারে অমুক কার্য্যের উপলক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই ও তদ্রূপ ত্রুটিপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে এবং উক্ত অমুককে (নাম দিবে) নিয়মিতরূপে নোটিস দেওয়া গেলেও সে উক্ত টাকা দেয় নাই অথবা উক্ত টাকা তাহার নিকটে কেন আদায় করা যাইবে না ইহার উপযুক্ত কারণ দেখায় নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ

নিবেশ করিবে এবং এই ওয়ারেণ্ট জারি হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার বিবরণ পাঠাইবে

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর

স্বাক্ষর।

---

৪৫ নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ

৫১৪ ধারা দেখ

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এই বিষয়ে তুমি ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন হইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে, ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই ও উক্ত ত্রুটিপ্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা তোমার নিকটে কেন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এতদিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল

মোহর

স্বাক্ষর।

---

৪৬ সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এতকাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, ইহাতে ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে, এবং তুমি জামিন হইবার পর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ [সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ও তাহাতে তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা লবে কিম্বা উহা কেন দিবে না, এতদ্দিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল

(মোহর) স্বাক্ষর।

---

৪৭ জামিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ

৫৪ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক মহাশয়েষু

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোকযুক্ত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) স্বাক্ষর।

৪৮। যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন লওয়া গিয়াছে তাহার জামিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ

৫১। ধারা দেখ

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (জামিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার জামিন স্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর পাওনা হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে) যথাযোগ্য নোটিস পাইয়া উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায়

করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা আদায় করা যাইতে পারে না ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

এতজ্জন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

মোহর স্বাক্ষর।

---

৪৯ শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে দিবার পাঠ

৫১৪ ধারা দেখ

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে দেখা গিয়াছে

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিবে, উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না, এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তারিখ

মোহর স্বাক্ষর।

৫০ শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি নিয়মে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র

লিখিয়া দেয় এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অমুক জিলার মধ্যে (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকা মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর।

৫১। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারাবদ্ধ
করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ
১৫৪ ধারা দেখ

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে যে, অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে, এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপে আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না ও এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারেণ্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার রক্ষাস্বত্বে গ্রহণ করিবে ও এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্বিঘ্নে রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয়, পৃষ্ঠলিপি ক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল।

মোহর স্বাক্ষর

৫২। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক বিক্রয় করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ

অমুক স্থানের পোলিস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকার দণ্ড হইয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে, তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও, তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও এতদিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারেণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারেণ্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) স্বাক্ষর।

৫৩। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেণ্টের পাঠ।

৫১৪ ধারা দেখ।

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [কি রক্ষক] সমীপেষু

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] অমুকের [মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি দিবে] সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক [নাম দিবে] শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে, এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি নিয়মিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না উক্ত অমুককে [নাম দিবে] এতকাল [কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে] তাহাকে উক্ত জেলে নিরুদ্বিগ্নে রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারেণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারেণ্ট ফেরত পাঠাইবে

। ১৯ ।

[illegible] আমুক [illegible] আমার [illegible]
[illegible]

([illegible])　　　　স্বাক্ষর ।

সম্পূর্ণ ।